শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্



ঃ অনুবাদক ঃ

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী

পঞ্চতীর্থ

পণ্ডিতকুলচূড়ামণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত—

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্

ভূতপূর্ব্ব শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পত্রিকার পরিচালক, শ্রীবেণুগীতা, সাধনসংকেত

রচয়িতা, শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার সম্পাদক, গৌড়ীয়-

বৈষ্ণব সম্মিলনীর সহকারী সভাপতি

শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পঠীর প্রধান অধ্যাপক

শ্রীশ্রীমৎ প্রভু নিত্যানন্দাত্মজাবংশ্য শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ

ভাগবতাশ্রমী কৃত

অন্বয়, মূলানুবাদ, তাৎপর্য্যানুবাদ

সম্বলিত—

আনন্দীকৃত-রসিকাস্বাদিনী

টীকা সহ ।।

ভাগবতাশ্রম

ঘোষহাট, কাটোয়া

বর্দ্ধিত মূল্য [redacted] টাকা

ভিক্ষা ৩০ টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮নং বিধানসরণী, কলিকাতা-৬

২। ছাত্র পুস্তকালয়
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৩। জাতীয় পুস্তকালয়
বর্ধমান

অনুবাদক
শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামি
ঘোষহাট. কাটোয়া

সূচীপত্র

—(*)—

মুদ্রাকর
শ্রীধ্রুবনারায়ণ দত্ত
দত্ত আর্ট প্রিণ্টার্স
১৫০ বি, এল, চৌধুরী রোড
বর্ধমান

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভক্তালিসেবিতং বন্দে শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজম্।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যস্য পাপী স্যান্মহিমার্ণবঃ॥
নিত্যানন্দপ্রভুং নত্বা বসুধাজাহ্নবেশ্বরং।
অদ্বৈতং সীতয়া সার্দ্ধং যাচে বাঞ্ছিতসিদ্ধয়ে॥
ধৃত্বা চরণকং মূর্দ্ধি গঙ্গাং শ্রীপাদকন্যকাম।
প্রসাদং প্রার্থয়ে মাতুঃ তদন্বয়াগতোহধমঃ॥
শ্রীরাধামাধবং বন্দে প্রেমানন্দস্ববিগ্রহম্
বিশ্লেষদুঃখকাতরা প্রেমসেবামভীপ্সয়া

পিতরং চারুচন্দ্রঞ্চ মাতরং কান্তিদেবীকাং
নত্বানাদিঃ প্রপন্নোহহং বাঞ্ছয়েহভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সত্যানন্দং প্রভুং বন্দে আচার্য্যচরণং মম।
যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোহহং মূকোহপি শাস্ত্রবাচনে॥
ভো সন্তঃ করুণাধীনা সংশোধ্য স্খলনং মম।
তাৎপর্য্যাববোধেনৈব সার্থকয় মদুদ্যমম্॥
শ্রীগৌরচরণাম্ভোজরজোবাসিত ধূলিকাং
গৌড়ভূমিং প্রপদ্যেহহং গৌরগণ পদাশ্রয়াম্॥

এই গ্রন্থখানি ১৩৬০ বঙ্গাব্দের শ্রীগৌর পূর্ণিমায় মাদৃশ ভক্তিহীন জন দ্বারা মূল অনুবাদ শ্রীআনন্দী কৃত টীকা এবং টীকার অনুবাদ সহ মুদ্রিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর তৎকালীন সহ সভাপতি গৌরগত প্রাণ শ্রীখণ্ড নিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে আমি এই টীকার অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। নিত্যধামগত পূজ্যপাদ পণ্ডিত রাজ শ্রীশ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের আমরা উভয়েই ছাত্র ছিলাম তবে তিনি আমা অপেক্ষা প্রাচীন ছিলেন এবং উত্তরাধিকার ক্রমে গৌর ভক্তিতে গরীয়ান ছিলেন। এই সকল সাধু মহাত্মার সঙ্গ প্রভাবে আমার হৃদয়ে গৌরভক্তির বীজ পতিত হয়। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল। যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বেষী কু-পণ্ডিত রাজ শ্রীনিরঞ্জন নবতীর্থ মহাশয় শ্রীমন মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া প্রণব পারিজাত নামক শ্রীমৎ সীতানাথ ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; সেই প্রবন্ধ পাঠ করিতে গিয়া প্রথম অনুভব করি আমি শ্রীগৌরাঙ্গকে কত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

এই পণ্ডিতমন্য ব্যক্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে একজন অতি সাধারণ মানব রূপে বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি ঋষিকল্প গৌরাঙ্গ পার্ষদ গণকে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলার অপরাধে ধৃষ্টতা-পূর্ণ বাগ্‌বিলাসে 'অজ্ঞ', 'অপণ্ডিত' প্রভৃতি বাছা বাছা শব্দের আবরণে নিজ হৃদয়ের গৌর বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমার হৃদয় সেইদিন সেই কুৎসিত আঘাতে বিপুল বেদনায় জ্বলিয়া উঠিল। সেই তীব্র আঘাতে আমি জ্ঞান হারা হইয়া উঠিলাম। ভগবান এবং ভগবৎ পরায়ণ ভক্তগনের নিন্দা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া স্থির করিলাম ইহাদের মুখোশ জনসাধারণের নিকট খুলিয়া দিব। কিন্তু এই মায়াবাদী পণ্ডিতের কুটীল যুক্তিজাল পূর্ণ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে হইলে যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন তাহা আমার না থাকায় আমি দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। মনের আবেগে

শতবার লিখিলাম, শতবার ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। খালি মনে মনে শ্রীচৈতন্য চরণের একান্ত আশ্রয় লইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুং বন্দে যৎপাদান্যায় বীর্য্যতঃ। সংগৃহ্ণাত্যাকর ব্রাতাদজ্ঞ সিদ্ধান্ত সন্মনীম্।" আমি সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুর বন্দনা করি। যাঁহার চরণাশ্রয়ের প্রভাবে অজ্ঞজনও শাস্ত্ররূপ আকর হইতে সিদ্ধান্ত সন্মনি সংগ্রহ করিতে পারে। আমার চক্ষুর জল ও হৃদয়ের আর্ত্তিমাখা কাতর প্রার্থনা হয়তো তাঁহার চরণে পৌঁছিয়াছিল, তাই প্রাণেশ্বর গৌরহরি শক্তি সঞ্চার করিলেন। সেদিন চালতা বাগানে বৈষ্ণব সম্মিলনীতে মঙ্গল আরতির পর তাঁহাকে কাতর ভাবে ডাকিতেছি। সহসা তিনি চিত্তে আবির্ভুত হইয়া আমাকে গৌরাঙ্গ বিদ্বেষী পণ্ডিতের দৃঢ় কুযুক্তি জাল ছিন্ন করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচারের সামর্থ্য দিয়া গেলেন। তখন আমি ছিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকার সম্পাদক। শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকে তাহার পরই প্রকাশিত হইল—মায়াবাদীর গৌরনিন্দা শীর্ষক প্রবন্ধ। এখনও সেই প্রবন্ধ পড়িতে বসিলে মনে হয় ইহাতো আমার দুর্বল লেখনীর লেখা নহে। এরূপ লেখা আমার পক্ষে অসাধ্য। বুঝিলাম ইহা শ্রীগৌরহরির কৃপার দান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বলা বাহুল্য এই লেখার পরই গৌর বিদ্বেষী পণ্ডিতগণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের টীকার মাধুর্য্য প্রকটনের চেষ্টা করিতে গিয়া আমার মনে হইয়াছিল—বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের মত আমার ন্যায় ভজন সাধনহীন অভাগ্যের পক্ষে এই মাধুর্য্য সাগরে অবগাহন করা একেবারে অসাধ্য। কিন্তু করুণাসিন্ধু লক্ষ্মী প্রিয়াপ্রতি শ্রীগৌরহরি করুণা করিয়া আমার দুর্ব্বল ভক্তিহীন লেখনীতে যে মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে আমি চমকাইয়া গিয়াছিলাম। গ্রন্থখানি প্রকাশ হইবার এক বৎসরের মধ্যেই এগারশত কপি নিঃশেষ হইয়া গেল। উহার দ্বিতীয় সংকরণ প্রকাশ করিবার জন্য ভক্তগণ এবং গ্রন্থ বিক্রেতাগণের কাছ হইতে বারংবার তাগিদ আসিতে লাগিল কিন্তু কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য এবং মুদ্রণ ব্যয় খুব অধিক হওয়ায় ভক্তগণের সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। আজ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পঞ্চশততম আবির্ভাব তিথি, উৎসবের আয়োজন দিকে দিকে চলিতেছে। বহু টাকা চাঁদা উঠিতেছে—বহু ভাগ্যবান জন ধুমধাম করিয়া এই উৎসব পালন করিবেন। আমার মত নিঃস্বভাগ্যহীনের মনে এই শুভদিনে ভক্তগণকে কিছু ভেট দেওয়ার প্রবল আকাঙ্খা জাগিয়াছে। সেই আকাঙ্খা আমাকে অগ্র পশ্চাৎ জ্ঞানশূন্য করিয়া এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে।

আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াছেন আমি নাকি সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশণ কার্য্যে অর্থের অপব্যবহার করিতেছি। তাহাদের মন্তব্য একবারে অমূলক নহে। পরম পরমার্থিক রসময় গ্রন্থ আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু খুব অল্প ভক্তই এই গ্রন্থ গ্রহণ করিয়াছেন এখন মুষিক ও কীটগণ এই অমূল্য গ্রন্থের রস আস্বাদন করিতেছেন। আমারই দুরাদৃষ্ট বশতঃ এই গ্রন্থখানি ভক্ত সেবায় লাগিল না। জানি না শ্রীচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানির মাধুর্য্যও ভক্তগণ কিভাবে আস্বাদন করিবেন। যে গ্রন্থ আমার নিজের বড় ভালো লাগে ভক্তগণকে সেই গ্রন্থ ভেট দিতে খুব ইচ্ছা হয়। ভক্তগণ কৃপা করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর ভেট গ্রহণ করিলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচন্দ্রামৃত গ্রন্থ সম্পর্কে দু একটি কথা বলিতেছি। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন এই গ্রন্থখানি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর খুল্লতাত প্রবোধানন্দের লেখা। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই পক্ষান্তরে যেহেতু (ক) শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময় যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে গমন করিয়াছিলেন তখন যদি প্রবোধানন্দ সেখানে থাকিতেন তাহা হইলে অবশ্যই চরিতামৃত কার তাহা নাম উল্লেখ করিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। (খ) গ্রন্থকার যদি এই ভট্ট পরিবারের লোক হইতেন তাহা হইলে তাহার নামের শেষে 'ভট্ট' উপাধি অবশ্যই থাকিত। যদি বলা হয় কাশীধামে বিদ্যাভ্যাস করিতে আসিয়া তিনি ভট্ট উপাধি ত্যাগ করিয়া 'সরস্বতী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইলেও প্রমাণিত হয় কাশীবাসী বাসী পরম পণ্ডিত মায়াবাদী প্রকাশানন্দ মহা-প্রভুর করুণা লাভের পর প্রবোধানন্দরূপে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের সুযোগ্য টীকাকার আনন্দী পণ্ডিতগণের মতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে কিঞ্চি দধিক ২০০ শত বৎসরের পরবর্ত্তী। তিনি চৈতন্য চন্দ্রামৃত টীকার উপক্রমে দৃঢ়ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—যিনি বেদান্ত সাংখ্য বৈশেষিক পাতঞ্জলি মীমাংসা আগম নিগম পুরান মহাপুরান ইতিহাস পাঞ্চরাত্র অলঙ্কার কাব্য নাটকাদির অনর্গল বর্ণন করিয়া কাশীবাসী শিষ্য সন্ন্যাসীগণের চিত্তকে উজ্জ্বল করিরা রাখিতেন সেই পরিব্রাজকরাজ প্রবোধানন্দ সরস্বতীই ওই গ্রন্থের প্রণেতা। অন্য কোনও পণ্ডিতই তাহার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই।

আবার গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণায় মায়াবাদের করণ হইতে নির্মুক্ত হইয়া তাহার রচিত রাধারস সুধানিধি গ্রন্থের উপসংহার শ্লোকে বলিয়াছেন—'স জয়তি গৌর পয়োধিঃ মায়াবাদার্কতাপ সন্তপ্তম হৃন্নভ উদশীতলদয়ঃ রাধারস সুধানিধিনা। অর্থাৎ সেই গৌরাঙ্গরূপ ক্ষীরোদ সমুদ্রের জয় হউক যিনি মায়াবাদের সুতীব্র অর্কতাপে চিরসন্তপ্ত আমার হৃদয়কে রাধারসসুধানিধির আবির্ভাব ঘটাইয় চিরস্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখানে গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি লাভের পূর্ব্বে হৃদয় মায়াবাদ রূপ অর্কতাপে অত্যধিক সন্তপ্ত ছিল। সুতরাং তটস্থ হইয়া বিচার করিলে বুঝা যায় প্রকাশানন্দই মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাতে প্রবোধানন্দের পরিবর্ত্তিত হইয়া এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা চলচ্ছক্তি রহিত প্রায়। এই অবস্থায় কিরূপে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিব ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছিলাম না। এমন সময় আমার প্রিয়তম শিষ্য বর্দ্ধমান বারের দায়রার বিশিষ্ট ব্যবহার জীবী শ্রীমান প্রমথনাথ অধিকারী বাবাজীবন প্রেস দেখা প্রুফ দেখা প্রভৃতি বিষয়ে ভার লইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। তাহার আনুকূল্য না পাইলে আমার পক্ষে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইত না। করুণাসিন্ধু গৌরগত প্রাণ ভক্তমণ্ডলী ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন ইনি যেন ভজন সাধনে আগুয়ান হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অকৈতব প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন। এই গ্রন্থ মুদ্রণে বর্ধমানের দত্ত আর্ট প্রিণ্টার্স সুকুমার সেন বাবাজীবন যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণে কাটোয়ার বৃন্দাবন পোদ্দারের পত্নী **নির্ম্মলামা**, আসানসোল রাধানগর মোড় **আভাশয় নিবাসী** শ্রীমান রমণীকান্ত দে এবং আভামা এবং ৩৩/(১) নীলমণি মিত্র রোড, কলিকাতা-৬ **নিবাসী শ্রীমতী** গৌরীমা নানাভাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরহরি ইহাদের সকলের কল্যাণ **করুন**।

ইতি—

গৌরপূর্ণিমা
১৩৯১

শ্রীনিত্যানন্দ দাসানুদাস দীন
শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী
ঘোষহাট, কাটোয়া

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমাদ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযূষলহরীং প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥১॥

অন্বয়—ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুং (যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপআপনাকে শ্রী রাধাপ্রেমের মাধুরী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত) অন্যেভ্যশ্চ স্বপ্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং প্রদাতুং (এবং জগৎকে অকৈতব নিজ প্রেমের উন্মদমধুর অমৃতলহরী দান করিবার জন্য) পরপদনবদ্বীপপ্রকটং (নবদ্বীপ নামক পরমপদে প্রকটিত) চৈতন্যাকৃতিং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ) তং (শ্রুতিতে তৎপদগম্য সেই) অতিবিমর্য্যাদপরমাদ্ভুতৌদার্যং বর্য্যং (সীমাহীন অদ্ভুত উদারতা বিশিষ্ট স্বয়ং ভগবানকে) স্তুমঃ (স্তব করি) ॥১॥

মূলানুবাদ—যিনি ব্রজপতিকুমারস্বরূপ আপনাকে রাধারসমাধুরী আস্বাদন করাইবার জন্য এবং সীমাহীন অদ্ভুত উদারতা প্রকটন করিয়া জগতকে বিশুদ্ধ নিজ প্রেমের উন্মদমধুর অমৃত লহরী দান করিবার জন্য নবদ্বীপ নামক পরপদে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন আমরা তাঁহার স্তব করি ।১।

টীকা—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ কৃত্বা দণ্ডপ্রণামং স্বগুরুবরমহাশ্রীনৃসিংহাঙ্ঘ্রিপদ্মে কেনাপ্যানন্দিনাম্না প্রকরণ-ঘটিকা রচ্যতেঽনর্চ্চ্যবুদ্ধ্যা। টীকা চৈতেন্যচন্দ্রামৃতরসরসিকাস্বাদিনী বৈষ্ণবানাং দেবালীনামিবাসদ্দনুজকুলঘটামোহিনী মোহিনীব।

শ্রীশ্রীপাদপরিব্রাজ রাজো বেদান্তসাঙ্খ্যবৈশেষিকপাতঞ্জলীমীমাংসাগমনিগমপুরাণমহাপুরাণ-সেতিহাস-পঞ্চরাত্রালঙ্কার-কাব্যনাটকাদিরহস্যসিদ্ধান্তানর্গলবক্তৃত্বোজ্জ্বলীকৃতাসঙ্খ্যকাশীবাস্যন্তেবাসিকজনামন্তঃকরণকঃ সর্ব্বাবতারিণঃ স্বয়ংভগবতোঽঙ্গীকৃতাহ্লাদিনীশক্তিসারভূতশ্রীরাধিকাভাবরূপস্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ কৃপাদৃষ্টিপাতেন স্ফুরিতযথার্থসিদ্ধান্তঃ প্রবোধানন্দসরস্বতী পরমমহানুভাবস্তস্যৈবোপাস্যত্বং নির্ণয়ন্ তদ্গুণবর্ণনপ্রধানচৈতন্যচন্দ্রামৃতাভিধানমঙ্গলস্বরূপগ্রন্থমারভতে। তত্রাদৌ স্তৌতি সপ্তশ্লোক্যা। তত্রাপি নবদ্বীপাবতারপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ স্তৌতি—স্তুমস্তমিত্যাদি। তং প্রসিদ্ধং স্বয়ং চৈতন্যাকৃতিং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামানং মহাপ্রভুং বয়ং স্তুমঃ স্তবনবিষয়ং কুর্ম্ম ইত্যন্বয়ঃ।

টীকার তাৎপর্য—এই টীকাটির নাম শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতরসরসিকাস্বাদিনী। ইহা আনন্দী নামক কোন মহাত্মার লিখিত। ভক্তিরসিক ব্যক্তিগণের এই টীকার সাহায্যে চৈতন্যচন্দ্রামৃতের রস আস্বাদন হয় বলিয়া ইহার রসিকাস্বাদিনী নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রারম্ভে টীকাকার বলিতছেন আমি আনন্দী স্বগুরুবর শ্রীনৃসিংহচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া একান্ত অর্চ্চনীয় বুদ্ধিতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্রীগৌরভক্তিসম্পাদিকা এই টীকা রচনা করিতেছি। ভগবদবতার শ্রীমোহিনী তাঁহার মায়ার দৈত্যগণকে মোহিত করিয়া যেমন তাহার প্রিয় দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন তেমনি এই টীকা অসুর-প্রকৃতি জনগণকে মোহিত করিয়া ভক্তগণকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের অমৃতরস আস্বাদন করাইবে।

যিনি বেদ-বেদান্ত সাংখ্য বৈশেষিক পাতঞ্জল মীমাংসা আগম নিগম মহাপুরাণ পুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি শাস্ত্রের রহস্যসিদ্ধান্ত প্রকাশদ্বারা কাশীবাসী পণ্ডিতগণের অন্তর উজ্জ্বল করিয়া

টীকা

বহুবচনন্তু শিষ্যাদিসহিতত্বেন। চৈতন্য ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো লক্ষ্যঃ। একদেশেন সমুদায়োপচারাৎ। যথা—সত্যা সত্যভামা ভীম ভীমসেন ইতি। অথবা চৈতন্য ইত্যেকং নাম। চৈতন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্যো দণ্ডধৃক্ ন্যস্তদণ্ডক ইতি শতনামোক্তত্বাৎ। আকারয়তি আহ্বায়তি অনয়া আকৃতির্নাম, চৈতন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্যো বা আকৃতির্নাম যস্য স চৈতন্যাকৃতিস্তম্। যদ্বা চৈতন্যা চেতনাসম্বন্ধিনী আকৃতিরাকারঃ স্বরূপং যস্য স চৈতন্যাকৃতির্ঘনীভূতসচ্চিদানন্দময়গৌরনরাকৃতিপরব্রহ্মেত্যর্থঃ। কীদৃশং পরপদনবদ্বীপপ্রকটং পরং সর্বোৎকৃষ্টং পদং স্থানং যো নবদ্বীপস্তস্মিন্ প্রকটীভূতম্। যদ্বা পরস্য পরমেশ্বরস্য পদং নিত্যস্থানং, কিম্বা পরস্য পদানি পদচিহ্নানি যত্র, নবানাং শ্রবণকীর্ত্তনাদীনাং নববিধভক্তীনাং দ্বীপ ইব নবদ্বীপস্তস্মিন্নাবির্ভূতমিত্যর্থঃ। নন্থ কিং কর্ত্তুং নবদ্বীপে প্রকটীভূতস্তত্র প্রয়োজনমাহ ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ আস্বাদয়িতুম্। প্রয়োজনান্তরঞ্চানুসঙ্গিকমাহ—অন্যেভ্যো বিশুদ্ধঃ ফলাদ্যনুসন্ধানরহিতো নির্মলঃ সমর্থরত্যুদ্ভবো যঃ স্বপ্রেমা স এবোন্মাদমধুরপীযূষম্—উদগতো মদো হর্ষগর্ব্বাদির্যস্মাত্তদুন্মাদং মধুরঞ্চ তৎ পীযূষঞ্চেতি মধুরপীযুম্ উন্মদঞ্চেতৎ মধুরপীযূষঞ্চেতি তত্তস্য লহরীং ধারাং প্রদাতুং প্রকৃষ্টরূপেণ দত্বা স্বাদয়িতুং প্রকটীভূতঞ্চ। প্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ অতিবিমর্য্যাদপরমাদ্ভুতৌদার্যমতিশয়-

টীকার তাৎপর্য্য

রাখিতেন—সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে পূত হইয়া প্রেমরস আস্বাদনে নবজীবন লাভ করিলেন, তখন হইতে তাঁহার নাম হইল শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী। মহাপ্রভুর করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই উৎকণ্ঠা-বশে তাহার করুণা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় নির্ণয় করিয়া এই গ্রন্থে তাঁহার গুণগান করিতেছেন। শ্রীপাদ গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে সাতটি শ্লোকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্তব করিতেছেন। শ্রীসরস্বতীপাদ বলিতেছেন—যে করুণাময় ব্রজেন্দ্রনন্দন আপনাকে রাধা-প্রেমমাধুরী আস্বাদন করাইবার জন্য এবং সীমাহীন পরমাদ্ভুত ঔদার্য্য প্রকটনপূর্ব্বক জগতকে অকৈতব নিজ প্রেমের উন্মাদ-মধুর অমৃতলহরী *দান করিবার জন্য নবদ্বীপ নামক পরমপদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ ধারণ করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন, সেই বেদ-বেদান্ত-বেদ্যংস্বয়ং ভগবানকে স্তব করি।

*শ্লেষে ইহার তরঙ্গরূপ আর একটি অর্থ পাওয়া যায়। ধারা পক্ষে অর্থ হইবে—আষাঢ়ের বিদ্যুদ্-বিলসিত মেঘ যেমন অবিরলধারাসম্পাতে পৃথিবীকে সিক্ত করিয়া ফলে পুষ্পে পূর্ণ করিয়া দেয়, তেমনই নবীন-জলদকান্তি শ্রীশ্যামসুন্দর তড়িদ্বরণী শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করিয়া অবিরল প্রেমধারা বর্ষণে জগৎকে স্নিগ্ধ করিয়া গোপীপ্রেমের ফলে ফুলে পূর্ণ করিতেছেন। তরঙ্গ পক্ষে অর্থ হইবে—শ্যামল জলধির উপর যখন পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়, তাহার স্বর্ণকান্তিতে শোভিত হইয়া সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তেমনি আজ শ্রীরাধার প্রেমরসমাধুরী আস্বাদন করিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গমাধবের প্রেমসাগরে বান ডাকিয়াছে। তাহাতে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে জগতের জীব তাহাতে ডুবিতেছে উঠিতেছে সাঁতার দিতেছে।...সম্পাদক

টীকা

মর্য্যাদাতিরিক্তং পরমদ্ভুতং ঔদার্য্যমতিশয়দাতৃত্বং যস্য তম্। অতএব বক্ষ্যতে চৈবংভূতমৌদার্য্যম্—পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে দেয়াদেয়বিমর্ষকো নহি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ। সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণপ্রণমনধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং, দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ॥

যত এবংভূতং অতো বর্য্যং সর্ব্বাবতারেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতমম্। আস্বাদনে স্বমাধুরীচমৎকার এব কারণম্। তথাহি ব্রজবনে দর্পণাদৌ স্বরূপমাধুরীং বিলোক্য বিস্মিতস্তদাস্বাদয়িতুং জাতলোভোহভূৎ। তস্য বিস্ময়ো যথা তৃতীয়স্কন্ধে—যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ জাতলোভো যথা—পরমশিষ্টমহানুভবশ্রীরূপরচিত-ললিতমাধবনাটকে—অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী স্ফুরতি মম গরীয়ান্ এষ মাধুর্য্যপূরঃ। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতা। সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ যথা বা শ্রীরঘুনাথদাসকৃত চৈতন্যাষ্টকে - হরির্গোষ্ঠে দৃষ্ট্বা মুকুরগতমাত্মানমতুলং স্বমাধুর্য্যং রাধাং প্রিয়তমরসন্তীমাপ্তুমচিরাৎ॥ অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্ শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণিং যাস্যতি পুনঃ। মমৈব চৈতন্যাষ্টকে—নিজাং মাধুরীং দর্পণে প্রেক্ষ্য গোষ্ঠে প্রিয়াভাবমাপ্তুং কলৌ জাতুমিষ্টে। তদাস্বাদন-

টীকার তাৎপর্য্য

এখানে 'সেই' বলিতে বেদবেদান্তবেদ্য স্বয়ং ভগবানকে বুঝাইতেছে। আর চৈতন্যাকৃতি শব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিখ্যাত মহাপ্রভুকে বুঝাইতেছে। আমরা স্তব করি—এই বহুবচনে শিষ্যাদি স্বজনের সহিত তাহাকে স্তব করি এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে যেমন সত্যভামা শব্দের একদেশে সমুদয়ের উপচার করিয়া 'সত্যা' বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য না বলিয়া তাঁহার একদেশ চৈতন্য এই শব্দ দ্বারা সমুদায় শব্দটি লক্ষিত হইয়াছে। অথবা এখানে ইহাও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—শতনাম স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে "চৈতন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্যদণ্ডধৃক্ ন্যস্তদণ্ডকঃ"। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং চৈতন্য এই পৃথক নাম নির্দ্দেশ হেতু চৈতন্য শব্দে একটি স্বতন্ত্র নাম লক্ষিত হইয়াছে। আকৃতি শব্দের অর্থ এখানে নাম, আঙ্ পূর্ব্বক কৃ ধাতু ণিচ্ করিলে তাঁহার অর্থ আহ্বান, যে শব্দের দ্বারা আহ্বান করা যায় তাঁহাকে আকৃতি বা নাম বলে। কিম্বা চৈতন্য শব্দে চেতনা বুঝায়—সে পক্ষে অর্থ হইবে যাহার আকার বা স্বরূপ চৈতন্যময় তাঁহাকে চৈতন্যাকৃতি বলা হয়; তখন অর্থ হয়, ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ গৌরবর্ণ নরাকৃতি। যদি বল—কোথায় তিনি প্রকটিত হইয়াছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ অর্থাৎ স্থান শ্রীনবদ্বীপ সেইস্থানে প্রকটিত। কিম্বা যাহা পর অর্থাৎ পরমেশ্বরের পদ বা নিত্যস্থান সেই স্থানে। কিম্বা যেখানে পরমেশ্বরের পদচিহ্ন তাহাই পরপদ। নবদ্বীপ শব্দে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তির দ্বীপতুল্য। এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটিত হইয়াছিলেন। যদি বল—কি জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন? তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ নিজেকে রাধাপ্রেমের মধুর আস্বাদন দিবার জন্য। এইটি তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য হেতু। আনুসঙ্গিক অন্য প্রয়োজনও বলিতেছেন—জগৎকে অকৈতব সমর্থা রতি হইতে উদ্ভূত নিজের

টীকা

প্রোল্লসন্মানসোঽহং ভজে শ্রীশচীনন্দনং গৌরদেহমিতি। নানাশাস্ত্রবিদ্যা-সর্ব্ববিদ্বৎপ্রশংসিতেন পরম-শিষ্টেনৈতদ্‌গ্রন্থকারেণ স্তবন-নমনমননোপাসনবিষয়ত্বেন চৈতন্যাকৃতেঃ পরমেশ্বরত্বমায়াতমত; কলৌ স এবোপাস্য ইতি নিষ্কর্ষার্থঃ। ননু কেন প্রকারেন গ্রন্থকারস্তাবদীশ্বরত্বেনাস্য স্তবাদিকমকরোদিত্যত্রোচ্যতে —শ্রীভগবদনুগ্রহজন্যজ্ঞানবিশেষালৌকিকপ্রমাণেন স্তবাদি ক্রিয়তে। অনুমানাদিলৌকিকপ্রমাণেন ঈশ্বরোন সাধ্যতে। ভগবত্তত্ত্বং হি অনুমানাদিলৌকিকপ্রমাণেন প্রমাতুং ন শক্যকে। কিন্তু ভগবদনুগ্রহজন্যজ্ঞানেনৈব শক্যতে তস্যৈব প্রমাকরত্বাৎ। তথাহি দশমে ব্রহ্মবাক্য;। অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্। বিচিন্বন্নিতি শাস্ত্রাদিবর্ত্মসু। তথাপি প্রমাণানি দর্শ্যন্তে,—তত্র সর্ব্বপ্রমাণচূড়ামনৌ শ্রীভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে জনক উবাচ—কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ। নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্। করভাজন উবাচ—কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

প্রেমরস দান করিবার জন্য। সেই প্রেমটি কেমন তাহাও বলিতেছেন—যেখানে হর্ষ গর্ব্বাদি নিরন্তর উদগত হইতেছে অথচ অতি মধুর অমৃতময়।

(সেই প্রেমের লহরী প্রকৃষ্টরূপে দান করিবার জন্য)। এখানে লহরী শব্দের অর্থ ধারা। এই প্রেমলহরী প্রকৃষ্টভাবে দান করিয়া জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি প্রকটিত হইয়াছিলেন। এখানে প্রকৃষ্টরূপে দান করার হেতু একটি বিশেষণে বলিতেছেন—সীমাহীন পরমাদ্ভুত ঔদার্য প্রকটনপূর্ব্বক। এখানে সমাসে অতিশয় বিমর্য্যাদ বা সীমাহীন পরম অদ্ভুত ঔদার্য অর্থাৎ অতিশয় দাতৃত্ব যাহার এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। এই গ্রন্থে পরেও এইরূপ ঔদার্য্যের কথা বলা হইবে। "স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, আত্মপর দেখেন না, দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা তাহাও চিন্তা করেন না। উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করেন না শ্রবণদর্শনপ্রণমনাদি মাত্রেই পরম দুর্ল্লভ ভক্তিরস দান করেন সেই প্রভুই আমার গতি।" যিনি এইরূপ করুণাময় অতএব বর্য্য সর্ব্বাবতার-মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এইটি তাঁহার আবির্ভাবের আনুসঙ্গিক প্রয়োজন।

মুখ্য হেতু বর্ণনে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ আপনাকে আস্বাদন করাইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই আস্বাদনের প্রতি কারণ স্বমাধুরীর পরমচমৎকারিত্ব। বৃন্দাবনে দর্পণাদিতে আত্মরূপমাধুরী দর্শনী করিয়া বিস্মিত মাধবের তাহা আস্বাদন করিতে লোভ জাগিয়াছিল। স্বমাধুরীদর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ৩।২।১২ উদ্ধবের উক্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। —প্রভু মর্ত্যলীলাযোগ্য যে শ্রীমূর্ত্তি যোগমায়াপ্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন—যাহার মাধুর্য্য শ্রীভগবানের নিজেরও বিস্ময়জনক সর্ব-সৌভাগ্যাতিশয়ের পরমকাষ্ঠা এবং নিখিল ভূষণের ভূষণ স্বরূপ। স্বমাধুর্য্য দর্শনে উহা আস্বাদনের জন্য তাঁহার লোভের কথা পরমপূজ্যচরণারবিন্দ শ্রীলরূপগোস্বামীপাদ ললিতমাধব নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রতিবিম্ব দেখিয়া বলিতেছেন—'সর্ব্বচমৎকারকারী, পূর্ব্বে আমারও অপরিচিত,

টীকা

নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে। কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলুম্। মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ। যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ। হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ। ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে। ত্রেতায়াঃ রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষিতঃ। তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং। যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মাত্মাব্রহ্মবাদিনঃ। বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ। বৃষাকপিঃ জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ। নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ। নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ। ইতি দ্বাপরে উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরং। নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ যজন্তি

টীকার তাৎপর্য্য

সর্ব্বমাধুর্যের আলয়, স্পর্দ্ধাসহকারে আমা হইতেও মাধুর্য্যে গরীয়ানরূপে সন্মুখে শোভা পাইতেছেন—ইনি কে? হায়! প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা আমাকে দেখিয়া পাগলিনীর মত যেমন লাজ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণনাথ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হন, আমার প্রাণও তেমনি নির্লজ্জের ন্যায় সকল ভুলিয়া ইহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছে।' শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যাষ্টকেও এই-প্রকার লোভের বর্ণনা দেখা যায়,—যথা শ্রীহরি গোষ্ঠে মুকুরে নিজের অতুলমাধুর্য্য-আস্বাদনরতা প্রিয়তমা শ্রীরাধারাণীকে প্রতিবিম্বিতা দেখিয়া শীঘ্র সেই মাধুর্য্য স্বয়ং আস্বাদন করিবার জন্য শচীসুত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হায়! পুনরায় তিনি কি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন? আমার রচিত চৈতন্যাষ্টকেও উক্ত হইয়াছে, প্রিয়ালিঙ্গিত নিজরূপ দেখিয়া তাহার নিবিড় আস্বাদনে লুব্ধমনা শ্রীগোবিন্দ শ্রীশচীনন্দনরূপে গৌরদেহ হইয়াছিলেন আমি তাহাকে ভজনা করি। সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবীণ সর্ব্ববিদ্দগণের প্রশংসিত পরমশিষ্ট গ্রন্থকার স্তব প্রণাম ধ্যান ও উপাসনার বিষয়রূপে শ্রীচৈতন্য-দেবের পরমেশ্বরত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং কলিকালে একমাত্র তিনিই উপাস্য ইহাই সারার্থ। যদি বল গ্রন্থকার কি প্রমাণে ইঁহাকে ঈশ্বররূপে জানিয়া স্তবাদি করিতেছেন, তাহার উত্তরে বলা যায় ভগবদনুগ্রহজন্য অলৌকিকজ্ঞানবিশেষেই তাহাকে জানিতে পারা যায়। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহে ইহা লাভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পরম উপাস্যরূপে জানিতে পারিয়া স্তবাদি করিতেছেন। অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণে জগৎকারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব লৌকিক প্রমাণে জানিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে পারা যায় না। ভগবানের অনুগ্রহ জন্য অলৌকিক-জ্ঞানই একমাত্র ভগবানের তত্ত্ব অনুভবের গোচরে আনিতে পারে। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব জানিবার ইহাই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের স্তুতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন—হে

টীকা

হি সুমেধসঃ। ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং। ভৃত্যার্ত্তিহং-প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্! ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং। মায়ামৃগংদয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ পদ্যত্রয়স্যার্থঃ—

সুমেধসো জনা কলৌ সংকীর্ত্তনবহুলৈর্যজ্ঞৈঃ সাধনৈ ভগবন্তং যজন্তি উপাসতে। কিম্ভূতং কৃষ্ণবর্ণং ; ত্বিষা হ্লাদিনীসারভূতশ্রীরাধিকাঙ্গকান্ত্যা অকৃষ্ণং বহির্গৌরম্। ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিচরণৈঃ—ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি। তত্রাভিপ্রায়—চম্পকপুষ্পসমভিব্যাহারেণ ইন্দ্রনীলমণির্যথা তদ্বর্ণো ভবতি বহিস্তথাহ্লাদিনীসারভূতশ্রীরাধিকাঙ্গকান্ত্যা বহির্গৌরবর্ণো রাধামাধবয়োরেকীভূতত্বাৎ। শ্রীসনাতন-গোস্বামিভিরুক্তঞ্চ—রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপমিতি।

টীকার তাৎপর্য্য

দেব! তোমারচরণকমলের অনুগ্রহলেশে যাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই তোমার তত্ত্ব জানিতে সক্ষম। অন্যজন চিরকাল শাস্ত্রসমূহ অবলম্বনে অনুসন্ধান করিলেও তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। যদিও ভগবত্তত্ত্ব ভগবদনুগ্রহজন্য অলৌকিক প্রমাণেই জানিতে পারা যায় ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল—তথাপি শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ-অবতারে শব্দপ্রমাণও দেখান যাইতেছে। সর্ব্বপ্রমাণচূড়ামণি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। জনক বলিলেন—সেই ভগবান কোন সময়ে কোন বর্ণ ধারণ করেন, নরগণ কি নামে এবং কি বিধিতে তাঁহাকে অর্চ্চন করেন তাহা আমার নিকট বলুন। ইহার উত্তরে শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র বলিলেন—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে ব্রহ্মা মহেশ্বরেরও বন্দনীয় শ্রীভগবান নানা বর্ণে নানা নামে বিবিধ আকারে এবং নানা প্রকার বিধি দ্বারা পূজিত হন।

সত্যযুগে তিনি চতুর্ভুজ জটাবল্কল কৃষ্ণাজিনকমণ্ডলু ধারণ করিয়া শুক্ল নামে বিখ্যাত হন। মনুষ্যগণ তখন সত্যপ্রকৃত শত্রুহীন ও সকলের প্রতি সমভাবে সৌহার্দযুক্ত হয়। ইহারা শম দম অবলম্বনে তপস্যা দ্বারা প্রভুকে অর্চ্চন করেন। এই সময় ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান হংস সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ প্রকৃতিধর্ম্মের অতীত যোগেশ্বর ঈশ্বর পুরুষ অব্যক্ত এবং পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ত্রেতা যুগে বেদাত্মা ভগবান রক্তবর্ণ চতুর্বাহু ত্রিমেখলা ও হিরণ্যকেশ ধারণ করিয়া স্রুক্‌স্রুবাদিবিশিষ্টরূপে উপলক্ষিত হন। ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মবাদিমনুষ্যগণ সেই সর্ব্বদেবময় হরিকে তৎকালে বেদবিদ্যাদ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবানকে বিষ্ণু-যজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভ-সর্ব্বদেব উরুক্রম বৃষাকপি জয়ন্ত উরুগায় নামে স্তব করিয়া থাকেন। দ্বাপরযুগে ভগবান শ্যামবর্ণ পীতবাস এবং শঙ্খচক্রাদি আয়ুধ ধারণ করিয়া শ্রীবৎসাদি চিহ্নের দ্বারা লক্ষিত হন। মানবগণ সেই মহারাজচিহ্নশোভিত পরমপুরুষকে শ্রেয়োজিজ্ঞাসু হইয়া বেদপ্রকরণ দ্বারা অর্চ্চন করেন। ভক্তগণ তৎকালে তাঁহাকে এই মন্ত্রে স্তব করেন। —বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপ চতুর্ব্যূহাত্মক ভগবানকে নমস্কার করি। নারায়ণ ঋষি মহান্ আত্মা

টীকা

অত উক্তং শ্রীজীবগোস্বামিভিঃ অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবমিত্যাদি। পুনঃ কীদৃশং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। অঙ্গং নিত্যানন্দ উপাঙ্গমদ্বৈতঃ অস্ত্রং হরিনাম পার্ষদা শ্রীবাসাদয়স্তৈ সহ বর্ত্তমানঃ। কৃষ্ণবর্ণমিত্যস্যার্থঃ শ্লোকীকৃত্য প্রকটিতঃ শ্রীরূপগোস্বামিভিঃ। কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গ কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ। উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু। ধ্যেয়মিত্যাদিঃ সুগমঃ। ত্যক্তেত্যাদিব্যাখ্যা—হে মহাপুরুষঃ স্বেশ্বরতাসূচক-চিহ্ন-দীর্ঘ-ভূজগ্রীবাদ্যবয়ব! হে ধর্ম্মিষ্ঠ! হে যুগধর্ম্মপালক। হে আর্য্য সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ! স্বপ্রেম-দানেনাপামরকৃতার্থীকৃতত্বাৎ। তে চরণারবিন্দং বন্দে। যদিত্যব্যয়ং যঃ সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা বচসা বাঙ্‌মাত্রেণৈবানায়াসেনারণ্যং বৈরাগ্যমগাৎ প্রাপ্তবান কৃতবান বা, করোতীত্যর্থস্য

টীকার তাৎপর্য্য

পুরুষ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ এবং সর্ব্বভূতের আত্ম-স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি। হে মহারাজ দ্বাপরে জগদীশ্বরকে জনগণ এইভাবে নানা তন্ত্রবিধানে স্তব করে।

অনন্তর কলিযুগের কথা শ্রবণ কর কলিকালে যিনি স্বরূপে-কৃষ্ণবর্ণ বা নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতেছেন, কিন্তু অঙ্গকান্তিতে গৌরবর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদের সহিত যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, সুবুদ্ধি জনগণ সংকীর্ত্তন রূপ যজ্ঞের দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই সময় ভক্তগণ তাহাকে এই মন্ত্রে স্তব করেন—হে প্রণতপালক ভবদুঃখনাশন ভক্তগণের অভীষ্টদায়িন্ হে সংসারার্ণবতারক প্রণতপালক ভৃত্যার্ত্তিনাশিন্ অজ-ভবের বন্দনীয় পরম সুখময় মহাপুরুষ! তোমার চরণকমল বন্দনা করি ॥২॥ যিনি সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া অনায়াসে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, স্বদয়িতা শ্রীরাধারাণীর ঈপ্সিত যাহাতে পুরণ হয় এইরূপ তাঁহার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া রসাস্বাদন করিয়াছিলেন অনুসঙ্গে মায়ার অন্বেষণ ত্যাগ করাইয়া জগতকে প্রেমময় করিয়াছিলেন হে মহাপুরুষ! এইরূপ তোমার চরণকমল বন্দনা করি ॥৩॥ শ্লোক তিনটির অর্থ এইরূপ হইবে—কলিকালে সুবিদ্ধ জনগণ সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন। সেই ভগবান কিরূপ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু অঙ্গাকান্তিতে অর্থাৎ হ্লাদিনীসারভূত শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ বাহিরে গৌরবর্ণ। শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অঙ্গকান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল। এখানে শ্রীধরস্বামি পাদের অভিপ্রায়—ইন্দ্রনীলমণি যেমন চম্পক কুসুমের সহিত একস্থানে থাকিলে তাহারই ধর্ম গ্রহণ করে, তেমনই হ্লাদিনীসারভূতশ্রীরাধার সহিত একত্র স্থিতি হেতু তাঁহার কান্তিতে ইন্দ্রনীল্যমণিতুলবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ বাহিরে গৌরবর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রামৃতে পরেও বলিয়াছেন—রাধার সহিত মাধবের একীভুত বপু শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রীসনাতন গোস্বামি পাদ বলিয়াছেন, শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণপ্রেমের সারস্বরূপিণী হ্লাদিনী শক্তি। শক্তিমানের সহিত অভিন্নতা নিবন্ধন একাত্মা হইয়াও নিত্যকাল তাঁহারা দুই দেহে বিরাজমান

টীকা

সর্ব্বধাত্বনুগতত্বাৎ। অরণং শ্রকৃষ্ণপাদপদ্মশরণমর্হতীতি অরণ্যং বৈরাগ্যম্; সুদুস্ত্যজং সুরানামীপ্সিতং প্রাপ্তুমিষ্টং রাজ্যং মহারাজাদিসম্পৎ যস্যা সা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যা সা চাসৌ লক্ষ্মীশ্চেতি তাং বিষ্ণুপ্রিয়াম্। মায়ায়া মৃগমন্বেষণমন্বধাবৎ। দয়িতা প্রেমভক্তিস্তস্যা ঈপ্সিতং যথা স্যাৎ তথা অন্বধাবৎ দূরীকৃতবানিত্যর্থঃ অন্তর্ভাবিণ্যর্থত্বাৎ। য এবমেবং কৃতবান তস্য চরণারবিন্দং বন্দে ইতি কলিকালোপাস্যশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণবন্দনং প্রকটিতং শ্লোকদ্বয়েনেতি। অবতারান্তরবন্দনব্যাখ্যা ত্বাচ্ছন্নাবতারত্বেন নাভিপ্রায়িকী; অন্যথা অন্যদ্ভুক্তমন্যাদ্বান্তমিতি ন্যায়স্যাবসরঃ স্যাদিতি। শ্রীদশমে—আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। আসন্নিতি ভূতনির্দ্দেশোঽতীতকলিকালাভিপ্রায়েণ। সপ্তমে চ প্রহ্লাদস্ততৌ—ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ

টীকার তাৎপর্য্য

রহিয়াছেন। সেই দুইজন রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য এক হইয়া শ্রচৈতন্য নামে অধুনা আমাদের গোচর হইয়াছেন; সেই রাধাভাবদ্যুতি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে আমি স্তব করি। এইজন্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌররূপে অঙ্গাদি বৈভব যিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ইত্যাদি। আরও তিনি কেমনভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ, উপাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত, অস্ত্র শ্রীহরিনাম, পার্ষদ শ্রীবাসাদি তাহাদের সহিত বর্ত্তমানরূপে। 'কৃষ্ণবর্ণং ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যের অর্থ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ এইরূপে শ্লোকাকারে প্রকটিত করিয়াছেন;—অঙ্গদ্যুতিসমূহে অকৃষ্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞবিধির দ্বারা বিদ্বদ্গণ কলিকালে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করেন, যিনি সমস্ত চতুর্থাশ্রমী বা যতিকুলের উপাস্য সেই শ্রীচৈতন্যাকৃতি পরমদেব আমাদের প্রতি অতিশয় রূপে কৃপা বিস্তার করুন।

ধ্যেয়মিত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা সুগম, এইজন্য উক্ত হইল না। ত্যক্ত্বা ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। "হে, মহাপুরুষ! অর্থাৎ স্বকীয় ঈশ্বরতাসূচকচিহ্ন আজানুলম্বিতভুজ কম্বুকণ্ঠাদি-অবয়ব-বিশিষ্ট! হে ধর্ম্মিষ্ঠ! অর্থাৎ যুগধর্ম্মপালক! হে আর্য্য! অর্থাৎ স্বপ্রেমদানে আপামর সকলকে কৃতার্থ করিয়াছ বলিয়া সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ তোমার চরণকমল বন্দনা করি।

এখানে যৎশব্দটি অব্যয়। অর্থ হইবে যিনি—সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্য-লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া বাঙ্মাত্রে অর্থাৎ অনায়াসে অরণ্য বা বৈরাগ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃ ধাতু সর্ব্বধাতুর অনুগত বলিয়া এখানে এই প্রকার অর্থ করা হইল। অরণ্য শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণচরণকমলের শরণ তাহা যে আশ্রমে লাভ হয় তাহাকে অরণ্য বা বৈরাগ্য আশ্রম বলে। সুদুস্ত্যজ (যাহা ত্যাগ করা সুকঠিন) দেবগণের ঈপ্সিত অর্থাৎ পরমকাম্য রাজ্য মহারাজাদি সম্পদ যাঁহার করুণায় লাভ হয়, এবম্ভুতা লক্ষ্মী-স্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া স্বদয়িতা প্রেমভক্তিরূপিণী শ্রীরাধারাণীর ঈপ্সিত যে রূপে সম্পাদিত হয় সেই প্রকারে মায়ার অন্বেষণ দূর করিয়াছিলেন; অর্থাৎ সমস্ত জীবের প্রেমভক্তিলাভের অন্তরায়-স্বরূপ মায়াকে অপসারিত করিয়াছিলেন। এখানে ক্রিয়াপদের ণিচ্ প্রত্যয়ের অন্তর্ভাব আছে

টীকা

যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিতি। আচ্ছন্নরূপত্বমস্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানবিষয়ত্বাভাবাৎ। মহাভারতে চ—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ সন্ন্যাসকৃচ্ছমশান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদীতি॥ বায়ুপুরাণে—শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গ স্ত্রিস্রোতস্তীর-সম্ভবঃ দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥ স্কন্দপুরাণে—অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদঃ। শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ॥ নারদীয়ে—দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্ত-রূপিনঃ। কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ বামনপুরাণ—কলৌ ঘোরতমাশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচার-

টীকার তাৎপর্য্য

জানিতে হইবে। যিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরণকমল বন্দনা করি। এই শ্লোকদ্বয়ে কলিকালের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের চরণ-বন্দনা প্রকটিত হইয়াছে। অবতারান্তর শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনারূপ ব্যাখ্যাও এখানে প্রচ্ছন্ন আছে। তাহা শ্রীমহাপ্রভুর প্রচ্ছন্নাবতারত্বের জন্যই জানিতে হইবে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানের মুখ্য অভিপ্রায় তাহা হইতে পারে না। অন্যথা এইরূপ কলিযুগের অবতারের কথা বর্ণিত হইলে—এক জিনিস খাইয়া অপর জিনিস বমন করার মত বিসদৃশ হইয়া পরে।

দশম স্কন্ধে বলিয়াছেন, প্রতিযুগে শ্রীবিগ্রহণধারী এই শ্রীকৃষ্ণের শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটি বর্ণ ছিল। অধুনা ইনি কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'আসন্' এই অতীতকাল নির্দেশে অতীত কলিকালকে বুঝাইতেছে জানিতে হইবে। সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদস্তুতিতে বলিয়াছেন,—'হে মহাপুরুষ! তুমি যুগানুরূপ ধর্ম প্রতিপালন কর। কলিকালে যিনি প্রচ্ছন্নাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তুমিই সেই ত্রিযুগ। এখানে প্রচ্ছন্নাবতার বলিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিষয়ের অভাব বুঝিতে হইবে। মহাভারতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য অসাধুদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি। সহস্রনামস্তোত্রে—সন্ন্যাসকারী সর্ব্বভূতে সম, শান্তিগুণের চরমাশ্রয়, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ, সুবর্ণবর্ণ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী প্রভৃতি নামে শ্রীমহাপ্রভুকেই বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—"অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-রূপে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া মানুষের ন্যায় কর্ম করিব,"। নারদীয়পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে উক্ত হইয়াছে—'হে দেবগণ শীঘ্র তোমারা ভক্তরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রকট হও। কলিকালে সংকীর্ত্তনযজ্ঞের আরম্ভে আমি শচীসুতরূপে আবির্ভূত হইব।' বামনপুরাণে উক্ত হইয়াছে—কলিকালে লোকসমূহ সর্ব্বআচার-বর্জ্জিত মায়াতে আচ্ছন্ন ঘোরতম প্রকৃতির হইবে। আমি শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের দুঃখনাশ করিব।' ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"হে তপোবন! সকলজন আনন্দা-শ্রুকলায় পূর্ণ হইয়া রোমহর্ষণ সহকারে সন্ন্যাসিরূপী আমাকে কলিকালে দর্শন করিবে।" গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—"কলির প্রথম সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকান্ত আবির্ভূত হইবেন। দারুব্রহ্ম জগন্নাথের সমীপে তিনি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসিরূপে অবস্থান করিবেন।" নারদীয় পুরাণে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি নিত্য প্রচ্ছন্নবিগ্রহে ভগবদ্ভক্তরূপে জগৎকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকি।'

টীকা

বর্জ্জিতান্ শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদঃ ॥ ভবিষ্যে—আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণা তপোধন ! সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্ ॥ গারুড়ে—কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি। দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥ নারদীয়ে—অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ॥ ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা। ইত্যাদিপ্রমাণেষু সৎস্বপি কুমেধস তং ঈশ্বরত্বে ন মন্যন্তে—অতএব সুমেধস ইত্যুক্তম্। যজন্তি ইতি পরস্মৈপদেন ফলনিরাকাঙ্ক্ষত্বেন শুদ্ধভজনং সুচিতমিতি দিক্।১।

স্বীয়মাস্বাদিতুং প্রেম দাতুং চাবততার যঃ। নবদ্বীপে পরপদে স্তুম স্তং গৌরমীশ্বরম্ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ থাকিলেও কুবুদ্ধিগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করে না। এইজন্য শ্রীভাগবত-পদ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে সুমেধাগণই জানিতে পারিবেন এইরূপ বলা হইয়াছে। “যজন্তি” পদে পরস্মৈপদ দিয়া বলা হইয়াছে—এই সুমেধাগণের ভজন নিজ সুখের জন্য নহে, তাঁহাদের ফল-নিরপেক্ষ প্রেমময় শুদ্ধ ভজন ॥১॥

কারিকার অর্থ—স্বীয় প্রেম আস্বাদন করিতে এবং অপরকে সেই প্রেম দান করিতে যিনি পরপদ নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই ঈশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্তব করি।১॥

ধর্ম্মাস্পৃষ্ট ইত্যাদি···। অত্যন্ত অযোগ্য জনকেও প্রেমপ্রদান করায় এই শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের পরমাদ্ভুত উদারতা প্রদর্শন করিয়া স্তব করিতেছেন,—ধর্ম্মের দ্বারা অস্পৃষ্ট ইত্যাদি। এই প্রকার জনও যাঁহার প্রদত্ত হরিপ্রেমসুধারস আস্বাদনে পরম উন্মত্ত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য করে—উচ্চৈঃস্বরে গান করে—পরক্ষণেই আবার ধুলিতে লুণ্ঠিত হয়, এই প্রকার কোনও অনির্ব্বচনীয় দয়ালু ঈশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবকে স্তব করি।

যদি বল কি প্রকার লোকের এই অবস্থা হয়? তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কহীন অর্থাৎ যাহার কিছুমাত্র পুণ্যাদি নাই অথচ অতি-অধর্মে অর্থাৎ গুরুপত্নীগমনাদিরূপ মহাপাপে চিত্ত পরম আবেশযুক্ত। নিরন্তর মহাপাপে আবেশ থাকায় যাহাদের প্রায়শ্চিত্তও নাই—এই প্রকার। যদি বল তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত না থাকুক সাধুদর্শনেও তো তাহারা পবিত্র হইতে পারে! কারণ দর্শনের দ্বারাই সাধুগণ পবিত্র করিয়া থাকেন ইত্যাদিরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাহারা সাধুদিগের দৃষ্টিপথে কখনই পতিত হয় নাই।

সারশিক্ষা—জগতে পূর্ব্বে অনেক অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শরণাগত ভক্তকে দুষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—ধর্ম্মের পালন করিয়াছেন। ইহার পর একটি শুভদিনে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তির মহিমা প্রচারের জন্য পূর্ণশক্তি শ্রীরাধাকে লইয়া পূর্ণ শক্তিমান কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইলেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীরাধামাধবকে ব্রজের পথে তপনতনয়াতটের নিকুঞ্জে দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্রীরাধারাণীর চরণধূলির স্পর্শে কৃপাবলোকনে মাধবের শ্রীচরণস্পর্শে ব্রজবাসিগণই এই পরমানন্দমাধুরী লাভ করিয়াছিলেন

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে।
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্ ॥
যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্ ॥২॥

অন্বয় ঃ—ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ (ধর্ম্মলেশশূন্য) অত্যধর্ম্মে সততপরমাবিষ্ট এব (গুরুপত্নীগমনাদিমহাপাতকে সর্ব্বদা আসক্তচিত্ত) হি (যেহেতু) সতাং দৃষ্টিং ন প্রাপ্তঃ (সাধুদের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ার সৌভাগ্যও যাহাদের হয় নাই) ক্বাপি সতাং সৃষ্টিষু ন সন্ (কখনও কোনও সজ্জন-রচিত স্থানে যে অবস্থান করে নাই এই প্রকার লোকও) যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্যতি (যাহার প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত-আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য করে) উচ্চৈর্গায়তি (উচ্চৈঃস্বরে গান করে) অথ বিলুঠতি (ভূমিতে লুণ্ঠন করে) তং কঞ্চিদীশং (সেই কোনও অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকে) স্তৌমি (আমি স্তব করি) ॥২।

মূলানুবাদ—(দেখ ভাই প্রভুর করুণা দেখ!) যে জন ধর্ম্মের ধার দিয়াও যায় নাই—যাহাদের মন সর্ব্বদা মহাপাপ করিতে উৎসুক—যাহারা সাধুদর্শনেও বঞ্চিত—কোনও দিন সাধুগৃহে অথবা উৎসবাদিতেও যোগদান করে নাই—শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাকেও সীমাহীন পরমাদ্ভুত ঔদার্য্য প্রকটন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসসুধা দান করিয়াছেন। ঐ দেখ এ হেন লোকও প্রেমানন্দে নাচিতেছে গান করিতেছে লুণ্ঠিত হইতেছে। এসো সকলে মিলিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় করুণাময় প্রভুর স্তব করি।

টীকা

অত্যন্তাযোগ্যসম্প্রদানকপ্রেমদাতৃত্বেন পরমাদ্ভুতৌদার্য্যং দর্শয়ন্ স্তৌতি—ধর্ম্মাপৃষ্ট ইত্যাদি। ঈদৃশো জনঃ যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদোন্মত্তঃ সন্ প্রনৃত্যতি উচ্চৈর্গায়তি অথানন্তরং বিলুঠতি তং কঞ্চিদ-নির্ব্বচনীয়ং দয়ালুমীশং স্তৌমীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশো জন এবম্ভূতো ভবতি তত্রাহ—ধর্ম্মাস্পৃষ্টো ধর্ম্মেণাস্পৃষ্টঃ যস্য কিঞ্চিৎ পুণ্যাদিকং নাস্তীত্যর্থঃ। অথচাত্যধর্ম্মে গুর্ব্বঙ্গনাগমনাদিজন্যমহাপাপে সততপরমাবিষ্ট

সারশিক্ষা

কিন্তু জগতের অন্য সকলে এই আনন্দাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল; জগতকে সেই প্রেম দান করিবার জন্য মাধব শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীনদীয়াপুরে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীরাধাভাবভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গমাধবের করুণায় মহাপাপী নিন্দুক পাষণ্ড পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া গেল। কলিযুগে ইহার শ্রীচরণাশ্রয় ভিন্ন তাপনাশ ও আনন্দলাভের দ্বিতীয় পথ নাই ॥১॥

টীকার তাৎপর্য্য

যদি বল সাধুসৃষ্ট স্থানাদিতে গমন করিলেও তাঁহাদের পাপাদি নষ্ট হইতে পারে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কখনও তাহারা সজ্জনরচিত স্থানাদিতে গমন করে নাই। কাকের একটি চক্ষুগোলক যেমন দুইটি চক্ষুতেই সমভাবে কার্য্য করে, সেইরূপ "সাধুদিগের" এই পদটি উভয় স্থলেই সম্বন্ধযুক্ত জানিতে হইবে! ওকারান্ত নো শব্দ নিষেধার্থে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ মহাপাপিজনও যাঁহার কৃপাদত্ত

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্নচ সমধিগতঃ যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি নচ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তৎ।
নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—কর্ম্মনিষ্ঠৈঃ (যজ্ঞাদিকর্ম্মসাধনে তৎপর ব্যক্তিগণ) যৎ (যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম) ন আপ্তং (লাভ করিতে পারে না) তপোধ্যানযোগৈঃ (তপস্যা, ধ্যান অর্থাৎ ভগবানের রূপ চিন্তা এবং অষ্টাঙ্গযোগ-সাধন দ্বারা) যৎ (যে প্রেম) ন সমধিগতং (জানিতে পারা যায় না) বৈরাগ্যৈঃ (কেবল ভগবানের ভজন বিষয়িনী বাসনা দ্বারা) ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি (ত্যাগ কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, এবং স্তুতি অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক স্তবাদি পাঠ দ্বারাও) যৎ (যে প্রেম) ন আপ্তং (লাভ করিতে পারেনা)। গোবিন্দপ্রেমভাজা-

টীকা

এব। পাপাবেশস্য সাতত্যে পরমত্বে চ প্রায়শ্চিত্তমপি নাস্তি যস্য সঃ। প্রায়শ্চিত্তাদিকন্তু তস্য নাস্তি কিন্তু সাধুদর্শনেন পূতং স্যাৎ, দর্শনাদেব সাধব ইত্যাদ্যুক্তত্বাদত আহ দৃষ্টিমিতি। যতঃ সতাং সাধুনাং দৃষ্টিং খলু ন প্রাপ্তঃ। সাধুস্পৃষ্টস্থানাদিষু স্থিতস্য ন পাপাদিকমিতি চেত্তত্রাহ ক্বাপিতি। সতামিতি কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন উভয়ত্র সম্বধ্যতে। ক্বাপি সতাং স্পৃষ্টিষু নো সন্ নো বর্ত্তমানঃ। ওকারান্তো নো শব্দো নিষেধার্থঃ এবম্ভূতোঽপি জনো যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ সন্ প্রনৃত্যভীত্যাদিঃ। শ্রী-পরমশোভারূপা পরমলক্ষ্মীরূপা বা রাধিকা, হরিঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ তয়োঃ রসঃ প্রেমরস এব সুধা যেন শ্রীচৈতন্যেন দত্তা, তাদৃশ সুধা তস্যা আস্বাদস্তেন মত্তঃ। যথা অন্যসুধাপানে মত্তঃ সন্ প্রনৃত্যতীত্যাদি তথা প্রেমরসাস্বাদনানুভাবাঃ প্রকৃষ্টনৃত্যাদয়ঃ। অতঃ ঈশ্বরেণ বিনৈতাদৃশী শক্তির্ন ভবতীত্যাহ—ঈশমিতি ॥ ॥২ অত্যধর্ম্মী ধর্ম্মবর্জ্জী হরিসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ। যেন দত্ত প্রেমমত্তোঽভূত্তং গৌরহরিং স্তুমঃ ॥ ২॥

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীহরিপ্রেমরস-সুধা আস্বাদন করিয়া প্রমত্তের ন্যায় নৃত্য করে ইত্যাদি। 'শ্রীহরি'পদে এখানে 'শ্রী' শব্দে পরমাশোভারূপা অথবা পরমালক্ষ্মীরূপা শ্রীরাধিকাকে বুঝিতে হইবে। 'হরি' পদের অর্থ এখানে শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীরাধামাধবের প্রেমস্বরূপ যে সুধা শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধুর আস্বাদনে ইহারা মত্ত হয়। যেমন অন্য সুধা পানে মত্ত হইয়া লোকে নৃত্য করে, সেইরূপ এই প্রেমরস যাহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই মত্ত হইয়া নৃত্যাদি করেন। ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের এই প্রকার প্রেমপ্রদায়িকা শক্তি হইতে পারে না! এইজন্যই বলিলেন সেই অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকে স্তব করি। কারিকার অর্থ—অতিশয় অধর্ম্মে আসক্ত, ধর্ম্মবর্জিত, হরিসম্বন্ধলেশশূন্যজনও যাহার প্রদত্ত হরিপ্রেমের আস্বাদনে মত্ত হইয়া যায় সেই গৌরহরিকে স্তব করি ॥২॥

অত্যন্তদুরধিগম শ্রীবৃন্দাবনের নিগূঢ়প্রেমরসপরিপাটির প্রকাশকরূপে শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্তব করিতেছেন··· যন্নাপ্তম্, ইত্যাদি শ্লোকে। যে শ্রীচৈতন্য অবতরণ করিলে শ্রীহরিনামের গ্রহণ মাত্রেই নিগূঢ় প্রেম স্বয়ং

অন্বয়ঃ

মপি (গোবিন্দচরণে শরণাগতব্যক্তিদের পক্ষেও) যৎ (যে প্রেম) ন কলিতং (লাভ সম্ভব হয় না) রহস্যং তৎ (অতিগূঢ় সেই প্রেমধন) যস্মিন্ পরে অবতরতি (যে পরম পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ ধরায় অবতীর্ণ হইলে) স্বয়ং (নিজেই) নাম্নৈব (নামমাত্র অবলম্বন করিয়া) প্রাদুরাসীৎ (আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন) অর্থাৎ যে গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হইয়া নামের সহিত সেই ব্রজপ্রেমকে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন) তং গৌরং নৌমি (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে স্তব করি) ।।৩।।

মূলানুবাদ—পরম পুরুষার্থ উন্নতোজ্জ্বলরসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বড়ই দুর্ল্লভ। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মে কুশল ব্যক্তিগণ তাহা প্রাপ্ত হন না। ধ্যান বা অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারাও তাহা জানিতে পারা যায় না। বৈরাগ্য কর্ম্মফলত্যাগ ভগবতত্ত্বজ্ঞান অথবা শ্রীভগবানের স্তবাদি দ্বারাও তাহা জানিবার নহে। অধিক কি বলিব! শ্রীগোবিন্দের প্রেমভাজন ব্যক্তিগণও পরমোৎকণ্ঠিতচিত্তে যাহার অন্বেষণ করেন, সেই একান্ত দুর্ল্লভ প্রেমসম্পদ যে পরতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই হরিনাম গ্রহণ মাত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই শ্রীগৌরহরিকে স্তব করি ।।৩।।

টীকা

প্রাদুরাসীৎ তৎ নৌমি, নু স্তুতাবিতি ধাতুঃ। যত্র কীদৃশে পরে পরমেশ্বরে। তৎ কিম্ভূতং? রহস্য-মতিনিগূঢ়ম্। পুনঃ কিং বিশিষ্টম্? কর্ম্মনিষ্ঠৈর্যন্নাপ্তম্, কর্ম্মসু নিষ্ঠা আগ্রহো যেষাং তৈঃ। তর্হি কিং তপআদিভিঃ প্রাপ্যম্? নেত্যাহ তপঃ ক্লেশসহিষ্ণুতয়া ভজনাদির্ধ্যানং ভগবদ্রূপচিন্তনং যোগেহষ্টাঙ্গ এতৈর্যৎ ন চ সমধিগতং জ্ঞাতম্। বৈরাগ্যাদিভিশ্চ যন্ন তর্কিতং নোপলব্ধম্। বৈরাগ্যং যুক্তবৈরাগ্যং তল্লক্ষণম্—অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে। অথবা বিশিষ্টে পরমেশ্বরে রাগ ইচ্ছা যস্য স বিরাগস্তস্য ভাবো বৈরাগ্যং ভগবদ্ভজনমাত্র-বিষয়িণীচ্ছা বৈরাগ্য-মত্যর্থঃ। তৈরপি যন্নাপ্তং বহুত্বন্তু বহুকালব্যাপিত্বাৎ। ত্যাগঃ কর্ম্মত্যাগস্তেন শুদ্ধভজনং সূচিতম্। তত্ত্বং ভগবতত্ত্বজ্ঞানং স্তুতি ভগবদ্বিষয়ক-স্তবপাঠাদিস্তৈর্যন্নাপ্তম্। কৈশ্চিদ্ভিরলৈরপি অন্বেষাং কিং বক্তব্যং গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন কলিতং ন মিলিতম্ ।।৩।। বিশেষসাধনৈর্যত্তু ন প্রাপ্তং কৈরপি স্বয়ং তৎ প্রাদুরাসীৎ যদ্ব্যক্ত্যা নৌমি তং গৌরমীশ্বরম্ ।।৩।

টীকার তাৎপর্য্য

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল সেই প্রভুকে স্তব। নু ধাতুর অর্থ স্তব কার। সেই শ্রীচৈতন্যদেব কেমন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পর অর্থাৎ পরমেশ্বর। সেই প্রেম কেমন? ইহার উত্তরে বলিতেছেনঃ রহস্য অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনীয়। সেই প্রেমের অন্য পরিচয়ের কথাও বলিতেছেন—কর্ম্মনিষ্ঠ অর্থাৎ বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে যাহাদের প্রচুর নিষ্ঠা বা আগ্রহ আছে, তাহাদের অগোচর! তবে কি তপস্যা প্রভৃতির দ্বারাই তাহা প্রাপ্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তপস্যা, অর্থাৎ ক্লেশসহিষ্ণু হইয়া তপশ্চর্য্যা, ধ্যান অর্থাৎ ভগবদ্রূপ-চিন্তন, যোগ অর্থাৎ যমনিয়মাদি সমাধি পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গ যোগ—এই সকল সাধনের দ্বারাও যে বস্তু সমধিগত বা জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। বৈরাগ্যাদি দ্বারাও যাহার

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা ।
প্রেম্নঃসারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্ ॥৪॥

যঃ একঃ (যিনি একমাত্র) দৃষ্টঃ (নয়নের বিষয়ীভূত হইলে) স্পৃষ্টঃ (বশে স্পর্শসামর্থ্য কৃপা দান করিলে) কীর্ত্তিতঃ (হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হে দীনৈকবন্ধো এই প্রকারে কীর্ত্তনের বিষয়ীভূত হইলে) বা (এবং) দূরস্থৈরপি (দূরদেশে অবস্থিত লোককর্ত্তৃকও সংস্মৃতঃ (রূপলাবন্য দি দ্বারা স্মরণের বিষয়ীভূত হইলে) আনতঃ (দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা নমস্কৃত হইলে) বা (কিম্বা) আদৃতঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান সুতরাং প্রণামাদি দ্বারা সর্ব্বদা সম্ভ্রমের বিষয়রূপে বহুমানিত হইলে প্রেম্নঃ সারং (প্রেমের সার স্নেহাদি) দাতুমীশঃ (প্রদান করিতে সমর্থ অন্যকেহ নহে) দেবং (নিজমধুর প্রেমরস আস্বাদনে বিভোর) দয়ালুং (অতিশয়দয়াশীল) তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নৌমি (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি) ॥৪॥

মুলানুবাদ—যে জন একবার শ্রীগৌরহরিকে দর্শন করিয়াছেন তাহারই প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছে। পরম দয়ালু প্রভুও তাহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ বক্ষে গ্রহণ করিয়া প্রেমদান করিয়াছেন। দূর হইতে যদি কেহ তাঁহার নাম কীর্ত্তন, তাহার মহামাধুর্য্যময় শ্রীমূর্ত্তি স্মরণ, অথবা পরমেশ্বর বুদ্ধিতে আদরপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণামামাদি করিয়াছে, তাহাকেই তিনি সর্ব্বপ্রেমসার শ্রীগোপী-প্রেম দান করিয়াছেন। সেই পরম বদান্য শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্তব করি ॥৪॥

টীকার তাৎপর্য্য

উপলব্ধি পাওয়া যায় না' এখানে বৈরাগ্য বলিতে যুক্তবৈরাগ্য বুঝিতে হইবে। ইহার লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—“অনাসভাবে যথাযোগ্য বিষয় উপভোগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধের জন্য আকুল আগ্রহই যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া কথিত হয়। যদি কেহ বিরাগ শব্দের যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া রাগমাত্রহীন শুষ্ক বৈরাগ্যের প্রতীতি করাইতে চাহেন, তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য পক্ষান্তরে যৌগিকার্থের দ্বারাও স্বাভিমত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। বিশিষ্ট অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুপম রূপগুণমাধুর্য্যে মণ্ডিতবিগ্রহ শ্রীভগবানে রাগ বা প্রকৃষ্ট প্রণয়ই বিরাগ শব্দের ভক্তিশাস্ত্রসম্মত যৌগিকার্থ, তাহার ভাবই বৈরাগ্য। অর্থাৎ সকল কিছু ত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌ভজনমাত্রেই যে ইচ্ছা ধাবিত হয় তাহাকে বৈরাগ্য বলে।

‘কর্ম্মী হইতে বৈরাগী পর্য্যন্ত সমস্ত সাধকগণের দ্বারাও যাহা লভ্য নহে’—এখানে বহুবচনের দ্বারা দীর্ঘকাল সাধনেও তাহাদের অলভ্য এই প্রকার বুঝাইতেছে। ত্যাগিগণও তাহা পান না—এখানে ত্যাগ শব্দে কর্ম্মবাসনাত্যাগ বুঝাইতেছে। ইহার দ্বারা যাহারা কর্ম্মবাসনা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ভজন করেন এইরূপ শুদ্ধ ভজন সূচিত হইল। তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, স্তুতি অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক স্তবপাঠাদি—এই সকল সাধনেও যাহা পাওয়া যায় না। অন্য কোনও দুর্ল্লভ ভক্তশ্রেষ্ঠের দ্বারাও যাহা লব্ধ হয় নাই। অধিক কি বলিব শ্রীগোবিন্দের প্রেমভজন ব্যক্তিগণও যাহার সন্ধান পান নাই—এইপ্রকার ব্রজপ্রেমরূপ বস্তু যিনি শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারাই আবির্ভূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গদেবকে স্তব করি ॥৩। কারিকার অর্থ—জগতের কোনও বিশিষ্ট সাধনের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় নাই, সেই প্রেম যিনি প্রকট হইয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই ঈশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্তব করি ॥৩॥

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদ্রংষ্ট্রায়তে
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥৫॥

টীকা

যথাকথঞ্চিদ্দর্শনমাত্রেন পরপ্রেমদত্বাৎ পরমদয়ালুতামুদ্দিশন্ স্তৌতি দৃষ্ট ইত্যাদিঃ। য এক এষ দৃষ্টো দর্শনাদিবিষয়ঃ সন্ প্রেম্নঃ সারং স্নেহাদি দাতুমীশঃ সমর্থো নান্যস্তং শ্রীচৈতন্যং নৌমি। কী দৃশম্? দেবং স্বপ্রেমরসাস্বাদনেন ক্রীড়ন্তম্। নন্থ সমর্থোঽপি কিমত্যন্তগোপ্যং বস্তু দদাতি তত্রাহ দয়ালুং অতিশয়দয়াশীলম্। স্পৃষ্টো বলাৎকারেণ স্বালিঙ্গনং কারিতঃ। কীর্ত্তিতঃ হে শচীনন্দনঃ হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে পরমদয়াসাগর! হে পতিতপ্রেমদ! হে করুণৈকসিন্ধোহে দীনৈকবন্ধো! হে গৌরবিধো! ইত্যাদিভিঃ কীর্ত্তনবিষয়ঃ। দূরস্থৈদূরদেশস্থিতৈর্জনৈরূপলাবণ্যাদিস্মরণবিষয় ভূতো দণ্ডবৎপ্রণিপাতেন নমস্কৃত আদৃতো যা অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ পরমেশ্বরস্তাবৎ প্রণামাভ্যুত্থানাদিসম্ভ্রান্তিবিষয়ঃ কর্ত্তব্য ইতি কৃত্বা আদররিযয়ীভূতঃ। অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে চার্থে বাশব্দস্তেন শ্রবণাদিবিষয়োঽপি গৃহ্যতে॥ যো দর্শনাদিমাত্রেন পতিতপ্রেমদো ভবেৎ। নৌমি তং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং কারুণ্যবারিধিম্॥৪॥

টীকার তাপর্য্য

যথাকথঞ্চিৎ দর্শন মাত্রেরই পরম প্রেমদান করেন বলিয়া তাঁহাকে দয়ালুশিরোমণিরূপে উদ্দেশপূর্ব্বক স্তব করিতেছেন…দৃষ্ট ইত্যাদি শ্লোকে। একমাত্র যে শ্রীগৌরচন্দ্রই দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলে প্রেমের সার স্নেহাদি দান করিতে সমর্থ—অন্যে নহে—সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে স্তব করি। যদি বল সেই শ্রীচৈতন্য কি প্রকার? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দেব, অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার-পূর্ব্বক নিজ প্রেমরস আস্বাদনে বিভোর হইয়া বিহারশীল।

যদি বল তিনি সমর্থ হইয়াও অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু প্রেম কেন দান করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন – দয়ালু অর্থাৎ অতিশয় দয়াশীল। শ্রীগৌরাঙ্গের স্পর্শলাভে সাধারণ জন সমর্থ না হইলেও কৃপাপূর্ব্বক স্পৃষ্ট অর্থাৎ বলাৎকারে বক্ষে গ্রহণ করেন—এই প্রকার অর্থ জানিতে হইবে॥ কীর্ত্তিত শব্দে কীর্ত্তনের বিষয় অথাৎ হে শচীনন্দন! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে পরমদয়াসাগর! হে পতিতপ্রেমদ হে করুণৈকসিন্ধো! হে দীনৈকবন্ধো! হে গৌরবিধো! এই প্রকারে যে কোনও জনের দ্বারা তিনি কীর্ত্তনের বিষয়ীভূত হইলে—দূরস্থ অর্থাৎ দূরদেশস্থিত জনও শ্রীমহাপ্রভুর রূপালাবণ্যাদির কথা স্মরণ করিলে—দণ্ডবৎ প্রণিপাতাদির দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার করিলে—উপাস্য বুদ্ধিতে আদর করিলে অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর, অতএব ইহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম অভ্যুত্থানাদি সম্মাননা করা কর্ত্তব্য—এই প্রকার মনে করিয়া আদর করিলেই তিনি সুদুর্লভ বস্তু দান করেন। বা শব্দটি অনুক্ত-সমুচ্চায়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রবণাদি বিষয়ও গৃহীত হববে॥৪॥ কারিকার অর্থ: যিনি দর্শনাদি মাত্রেই পতিত ব্যক্তিকে প্রেমদান করেন সেই করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে স্তব করি (৪)

অন্বয়ঃ

যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং (যাঁহার কৃপাবৈভব লাভকারী ধন্য ভক্তগণের নিকট) ত্রিদশপুরাকাশ-পুষ্পায়তে (স্বর্গপুর আকাশকুসুমের ন্যায় হইয়া যায়) দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে (দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় রূপ কালসর্পসমূহের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া যায়) বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে (বিশ্ব সুখপূর্ণ হইয়া যায়) বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে (বিধিমহেন্দ্রাদিস্থান কীটতুল্য হইয়া যায়) তৎ গৌরমেব স্তুমঃ (সেই শ্রীগৌরহরিকে স্তব করিতেছি) ॥৫॥

মূলানুবাদ—যে সকল ভাগ্যবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়াছেন, ভগবদ্ভজনাদি সুখলেশ না থাকায় মুক্তিকেও তাহারা নরকতুল্য মনে করেন, স্বর্গলোকের মনোজ্ঞ সুখ তাঁহাদের নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অর্থহীন হয়। কালসর্পের ন্যায় ভীষণ ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিকট বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় হইয়া যায়। নিখিল বিশ্ব তাহাদের নিকট পরম সুখময় রূপে প্রতিভাত হয়। নিরবধি ব্রজপ্রেমের মহামধুর আস্বাদনে বিভোর থাকায় ইন্দ্রপদ অথবা ব্রহ্মপদ তাহাদের নিকটে কীটভোগ্য তুল্য অতি তুচ্ছ হইয়া যায় সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তব করি ॥৫॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকরুণাপাত্রভক্তানাং মহিমানং দর্শয়ন স্তৌতি কৈবল্যমিত্যাদিঃ। যৎকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং কৈবল্যাদীনি নরকায়তে তং গৌরমেব বয়ং স্তুমঃ। বহুবচনন্তু আনন্দাধিক্যেনাত্মনো গৌরবমন্যত্বাৎ। যৎ যস্য চৈতন্যস্য কারুণ্যেন যৎ কটাক্ষ স এব বৈভবং সম্পত্তির্বিদ্যতে যেষাং তেষাং সম্বন্ধে কৈবল্যং নির্ব্বাণমুক্তির্ণরকায়তে নরকমিব আচরতি যথা নরকবিশেষস্থিতস্য ভগবদ্ভজনাদিসুখং

টীকার তাৎপর্য্য

পুজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাভাজন জনগণের মহিমা বর্ণন করিয়া তাঁহার পরমোপাস্য স্থাপন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টিপাতরূপ সম্পদ লাভ করিলে তাঁহার ভক্তগণের নিকট মুক্তি প্রভৃতি নরকতুল্য হয়। এ হেন শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্তব করি। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা লাভে নিজজন্মের গৌরব মনে করিয়া বহুবচনে প্রয়োগ করিলেন। নরকবিশেষে গমন করিলে যেমন ভগবদ্-ভজনাদিসুখে বঞ্চিত হইতে হয় তেমনি কৈবল্য বা মুক্তিতেও ভগবানের ভজন সুখের অনুভূতি না থাকায় ভক্তগণ নরকতুল্য মনে করেন।

সার শিক্ষা—যাহারা অধ্যবসায়ের সহিত সাধনের সুদুর্গম পথে চলিতে সমর্থ তাহাদের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু যাহাদের চিত্ত পাপে মলিন সাধনপথে অগ্রসর হইবার আকাঙ্খাই তাহাদের জাগে না। ইহাদের চিত্তের একটানা গতি চলিতে থাকে পাপের দিকে। মহাপাপী বলিয়া কেহই ইহাদের সঙ্গ করেনা। এই প্রকার ব্যক্তিও শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ করিয়া ধন্য হয়। এই প্রেম সর্ব্বপুরুষার্থ শিরোমণি। কিন্তু ইহা কোনও সাধনায় মিলেনা। কর্ম্মী জ্ঞানী তপস্বী যোগী বৈরাগী এমন কি বৈধীভক্তিপরায়ণ শ্রীগোবিন্দভক্তগণও যাহার অন্বেষণ করিয়া খুঁজিয়া পান না। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সকল জন হরিনামকীর্ত্তনমাত্রই সেই প্রেম লাভ করিয়াছেন। ২—৪

মাদ্যন্তঃ পরিপীয় যস্য চরণাম্ভোজস্রবৎপ্রোজ্জ্বল-
প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্, সর্ব্বে সুপর্ব্বেড়িতাঃ।
ব্রহ্মাদীংশ্চ হসন্তি নাতিবহুমন্যন্তে মহাবৈষ্ণবান্
ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥৬॥

সর্ব্বে (সমস্ত গৌরভক্তগণ) যস্য চরণাম্ভোজস্রবৎ (যে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমল হইতে ক্ষরিত) প্রোজ্জ্বলপ্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ পরিপীয় (উন্নতোজ্জ্বল-প্রেমানন্দময় অমৃত হইতেও অদ্ভুত আস্বাদনবিশিষ্ট রসবিশেষ পানপূর্ব্বক) মাদ্যন্তঃ সন্তঃ (প্রমত্ত হইয়া) ব্রহ্মাদীন্ হসন্তি (ব্রহ্মাদিদেবশ্রেষ্ঠ-গণকে মিথ্যা সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে মত্ত থাকার জন্য উপহাস করেন) মহাবৈষ্ণবান্ নাতিবহুমন্যন্তে (ভগবদে-কনিষ্ঠ কিন্তু গৌরচরণবিমুখ মহাবৈষ্ণবগণকে অতিসম্মান দান করেন না) ব্রহ্মযোগবিদুষঃ ধিক্কুর্ব্বন্তি (ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের উপায় স্বরূপ যোগশাস্ত্রে নিপুণব্যক্তিগণকে ধিক্কার দান করেন) তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ (সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্তব করি) ॥৬॥

মূলানুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমলে প্রেমামৃত মকরন্দের ধারা বহিতেছে। দেবগণবন্দিত শ্রীগৌরভক্তগণই ইহা পান করিতে পারেন। এই মকরন্দ পান করিলে তাহারা প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়েন ; তখন তাহারা এই মহামধুর প্রেমরস আস্বাদন না পাওয়ার জন্য ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠকে উপহাস করেন, ভগবদেকনিষ্ঠ মহাবৈষ্ণবগণকেও অতি বহুমান দান করেন না। ব্রহ্মসাযুজ্যকামিগণকে ধিক্কার দান করেন। যে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-কমলের মহিমা এইরূপ আমরা সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তব করি ॥৬॥

টীকা

ন ভবতি, তথা সাযুজ্যমুক্তাবপি। এতএব ভক্তা মুক্তিং নরকতুল্যাং মন্যন্তে। ষষ্ঠস্কন্দে পার্ব্বতীং প্রতি শিববাক্যম্ —নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেস্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ। যৎকারুণ্য-কটাক্ষবৈভববতামিতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ত্রিদশপূঃ স্বর্গপুরী আকাশপুষ্পায়তে খপুষ্পমিব আচরতি যথা খপুষ্পমলীকং তথা তেষাং স্বর্গসুখাদিঃ। দুর্দ্দান্তানি অনিবার্য্যানি যানীন্দ্রিয়ানি তান্যেব কালাঃ কৃষ্ণা অতি কোপযুক্তা সর্পাস্তেষাং পটলী শ্রেণী প্রোৎখাত-দংষ্ট্রায়তে। প্রোৎখাতাঃ সমূলমুৎপাটিতা দংষ্ট্রা দন্তা যস্যা সা। প্রোৎখাতদংষ্ট্রা উৎপাটিতদন্তা সর্পপটলী যথা দংশনে অসমর্থা তথা চৈতন্যকারুণ্য-কটাক্ষবতামিন্দ্রিয়পটলী বিষয়ভোগেঽসমর্থাঃ- কিন্তু হৃষীকেশ ভজনে অতিসমর্থা ভবতীত্যর্থঃ। তেষাং বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে। তৎকারুণ্যকটাক্ষবন্তো বিশ্বং সুখপূর্ণং মন্যন্তে আত্মনো ভগবদ্বিষয়কং ভাবং সর্ব্বত্র পশ্যন্তি।

টীকার তাৎপর্য্য

ইহাদের নিকট স্বর্গ ও নরক উভয়ই সামন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্দে শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—শ্রীনারায়ণপরায়ণ জনগণের কোথাও ভয় নাই। স্বর্গ মুক্তি এবং নরক তাহারা তুল্য বলিয়া মনে করেন। কারণ শ্রীভগবানের ভজনসুখের অনুভূতি কোনও স্থানেই নাই। 'যাঁহার করুণাকটাক্ষ রূপ বৈভব লাভ করিয়া' এই অংশটি সর্ব্বত্রই যোগ করিতে হইবে। ত্রিদশপুর অর্থাৎ স্বর্গপুরী তাহাদের নিকট আকাশকুসুমের মত মনে হয়।

টীকা

অহং যথা ভগবদ্ভজনসুখমনুভবামি তথা সর্ব্বেঽনুভবন্তীত্যর্থঃ। তেষাং বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটতুল্যো ভবতি। শ্রীচৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষবতাং যৎ সুখং তৎকোট্যংশ-লেশোঽপি ব্রহ্মবাদিনাং নাস্তীতি ধ্বনিতম্ ॥৫॥ যৎকারুণ্যবতাং মোক্ষপ্রভৃতির্নরকাদিবৎ। ভবেত্তং নৌমি চৈতন্যং করুণাবারিধিং হরিম্ ॥৫॥

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুমত্তাঃ প্রেমাবেশেন তদ্ভক্তান্ বিনা সর্ব্বানাক্ষিপতীতি দর্শয়ন্ স্তৌতি- মাদ্যন্তঃ পরিপীয়েতি। সর্ব্বে যাবন্তো গৌরভক্তা যস্য গৌরচন্দ্রস্য চরণাম্ভোজস্রবৎপ্রোজ্জ্বলপ্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুত-রসান্ পরিপীয় পরি সর্ব্বতোভাবেনপীত্বা মাদ্যন্তঃ সন্তঃ কাংশ্চিদ্ধসন্তি কাংশ্চিন্ন বহুমন্যন্তে কাংশ্চিদ্ধিক্-কুর্ব্বন্তি তং গৌরচন্দ্রং নুম ইত্যন্বয়ঃ। যস্য চর নাম্ভোজাভ্যং স্রবন্তঃ স্যন্দমানাশ্চ তে, প্রোজ্জ্বলশ্চাসৌ প্রেমাচেতি স প্রোজ্জ্বলপ্রেমা তস্মাদয আনন্দস্তন্ময়াস্তৎস্বরূপাশ্চেতি অতএবামৃত।দপ্যদ্ভুতাশ্চেতি তে রসাশ্চেতি তান্। নন্থ কান্ হসন্তি তত্রাহ ব্রহ্মাদীন্। হী হী ব্রহ্মাদয়শ্চৈতন্যপদারবিন্দমকরন্দরসং নানুভবন্তীতি তেষাং তে হাস্যাস্পদা ভবন্তীত্যর্থঃ। নন্থ কান্নাতিবহুমন্যন্তে তত্রাহ মহাবৈষ্ণবানিতি। যদ্যপি ভগবদেকনিষ্ঠয়া ভজনশীলত্বেন মহান্তো বৈষ্ণবাস্তথাপি চৈতন্যচরণারবিন্দকৃপামকরন্দানন্দানন্থ-ভাবিত্বান্নাতিবহুমন্তব্যা ইত্যর্থঃ। কান্ ধিক্কুর্ব্বন্তি তত্রাহ ব্রহ্মাযোগবিদুষ ইতি। ব্রহ্মণি ঘনীভূত-পরব্রহ্মণোঽঙ্গচ্ছটারূপে নিরাকারে যোগো জীবাত্মানো যোজনং তং যে বিদন্তি তান্, যতস্তে ভগবদ্ভ-জনসামান্যসুখানন্থভবিনোঽতশ্চৈতন্যপ্রেমমত্তানাং ধিক্কারবিষয়া ইত্যর্থঃ। অতএব করুণরসৈ নারদ-

টীকার তাৎপর্য্য

আকাশকুসুম মিথ্যা জানিয়া যেমন কেহ তাহা পাইতে ইচ্ছা করে না, তেমনি স্বর্গাদিসুখ শ্রীগৌর-ভক্তের নিকট অতি তুচ্ছ। তত্ত্বজ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে কালসর্পের ন্যায় ভীতিজনক এবং অনিবার্য্য বলিয়া মনে করেন, ইহারা জীবকে বিষয়ভোগে প্রলুব্ধ করিয়া কামনার বিষে জর্জ্জরিত করে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাকটাক্ষপ্রাপ্ত ভক্তের নিকটে তাহারা উৎপাটিতদন্ত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় কোনও অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় না; অর্থাৎ প্রেমানন্দমাধুর্য্যে মগ্ন হইয়া বিষয়লালসা চিরতরে ত্যাগ করে এবং হৃষিকেশের ভজনে জীবকে প্রবর্ত্তিত করে। তখন এই ভক্তগণের নিকট সমস্ত বিশ্ব সুখময় হইয়া যায় অর্থাৎ প্রেমাঞ্জন তাহাদের চক্ষুকে সকল বিশ্ব সুখময়রূপে দর্শন করায়। তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মপদ এবং ইন্দ্রপদ কীটভোগ্যতুল্য তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্ত জন নিরন্তন যে সুখভোগ করেন, তাহার কোটি ভাগের একভাগও ব্রহ্মপদাদিতে নাই ইহাই ভাবার্থ। যাঁহার করুণা লাভ করিলে মোক্ষাদি নরকের ন্যায় মনে হয়, সেই করুণাময় শ্রীহরিকে স্তব করি ॥৫॥

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মধু পান করিয়া প্রমত্ত হন, তাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্তগণ ভিন্ন অন্য সকলের জন্যই (এই অনির্ব্বচনীয় বস্তু অপ্রাপ্তি হেতু) আক্ষেপ করেন, ইহা দেখাইয়াই শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব করিতেছেন। সমস্ত গৌরভক্তগণ যে শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণকমলক্ষরিত প্রোজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অদ্ভুত অমৃত রস সর্ব্বতোভাবে পান করিয়া প্রমত্ত হন। তখন

রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্ম ক্রিয়া-
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ ॥৭॥

অন্বয় — রক্ষোদৈত্যকুলং হতং ইদং কিয়ৎ (শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষস ও দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন কিন্তু জীবের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কতটুকু ? যোগাদিবর্ত্ম ক্রিয়ামার্গো প্রকটীকৃতঃ ইদং বা কিয়ৎ (শ্রীকপিল ভগবান প্রভৃতি যে ক্রিয়াযোগমার্গো প্রকটন করিয়াছেন, তাহাই বা কতটুকু ?) সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং বা কিয়ৎ (ব্রহ্মার সৃষ্টিলীলা প্রভৃতি শ্রীবরাহ দেবের ধরণীর উদ্ধার প্রভৃতিই বা কতটুকু ?) প্রেমোজ্জ্বলায়া মহাভক্তের্বর্ত্মকরীং (প্রেমোজ্জ্বলা মহাভক্তির পথ-প্রদর্শক) ভগবতঃ পরং চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ (শ্রীভগবানের সর্ব্বাবতারশিরোমণি শ্রীচৈতন্যমুর্ত্তিকে স্তব করি ॥৭॥

মূলানুবাদ — শ্রীভগবান জীবের কল্যাণের জন্য নানা অবতারে আগমন করিয়া কখনও বা রাক্ষস দৈত্যকূল নিহত করিয়া ধর্ম্মের পালন করিয়াছেন। কখনও বা যোগাদি মার্গ প্রকটন করিয়া জীবের নিবৃত্তিপথে যাইবার উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। কখনও বা সৃষ্টিলীলার দ্বারা জীবকে পরম করুণা করিয়াছেন, কখনও বা ধরণী উদ্ধার করিয়া জীবগণের ভয় অপনোদন করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়াছেন। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমুর্ত্তিতে তিনি উন্নতোজ্জ্বলরসময় ব্রজপ্রেম সর্ব্বজীবের সহজলভ্য করিয়াছেন আমরা সেই শ্রীচৈতন্যকে স্তব করি ॥৭॥

টীকা

শোকোক্তিঃ। বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকলাঃ স্বয়ম্ভূচূড়াগ্রেলললিতশিখরাঃ পাদনখরাঃ। ক্ষণং যানালক্ষ্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ স দেবর্ষির্মুক্তানপি মুনিগণান্ শোচতি ভৃশং ॥ সহদেবশোকোক্তির্যথা করুণরসে। মাতর্মাদ্রি ! গতা কতস্তমধুনা। হা ক্বাসি পাণ্ডো পিতঃ সান্দ্রানন্দসুখাব্ধিরেষ যুবয়োর্মাসীদ্দশাং গোচরঃ। ইত্যুচ্চৈর্ণকুলানুজো বিলপতি প্রেক্ষ্য প্রাদাকুলো গোবিন্দস্য পদারবিন্দযুগলপ্রোদ্দাম-কান্তিচ্ছটাম্। ননু তর্হ্যেবন্তুতাশ্চৈতন্যভক্তাঃ কিমবজ্ঞানকরণশীলাঃ? নেত্যাহ সুপর্ব্বেড়িতঃ সুপর্ব্বভিদ্দৈবৈরীড়িতাঃ স্তুতাঃ। যে ত্ববজ্ঞানকরণশীলা ভবন্তি তান্ কিং দেবাস্তুবন্তি অপিতু নিন্দতি। যৎপাদাম্ভোজমাধ্বীকপানমত্তাঃ সুরাদিকান্। অবজানন্তি তং নৌমি গৌরচন্দ্রং প্রভুং হরিম্ ॥৬॥

টীকার তাৎপর্য্য

তাঁহারা কোনও জনকে হাস্য করেন কাহাকেও বা বহুমান দান করেন না, কাহাকেও বা ধিক্কার দান করেন সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি।

অন্য কমল হইতেও মকরন্দ ক্ষয়িত হয়, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের দুইটি চরণকমল হইতে নিরবধি উন্নত উজ্জ্বল রসযুক্ত সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি প্রেম (গোপীপ্রেম) ক্ষরিত হইতেছে। এই প্রেম আবার তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী আনন্দরসময়, তাহা অমৃত হইতেও অদ্ভুত আস্বাদন বিশিষ্ট। গৌরভক্তগণ সেই

টীকা—নিগূঢ়প্রেমোজ্জ্বলভক্তিপ্রকাশকত্বেন সর্ব্বাবতারতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়ন্নুস্তৌতি রক্ষোদৈত্যকুলং হতমিত্যাদি। ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমইত্যন্বয়ঃ। বহুবচন সশিষ্যাভিপ্রায়েন। নন্থ ভগবতোঽন্যাং মূর্ত্তিং বিহায় কথমিমাং স্তৌষি তত্রাহ প্রেমেত্যাদি। প্রেমোজ্জ্বলায়া মহাভক্তের্ব্বর্ত্ম করীং। প্রেমা উজ্জ্বলো যত্র সা প্রেমোজ্জ্বলা তস্যাঃযদ্বা মহাভক্তে র্মহাভাবস্য মার্গস্য প্রদর্শিকাম্ কিম্ভূতায়া মহাভক্তেঃ? প্রেমোজ্জ্বলায়াঃ প্রেম্নো নিরুপহিতসমর্থায়াঃ রতেঃ পরিণাম উজ্জ্বল শৃঙ্গাররসবিষয়ালম্বনবিষয়সুখবিশেযো যত্র তস্যাং মহাভর্ব্বেত্ম করী। প্রেমা উজ্জ্বলো যত্র সা প্রেমোজ্জ্বলা তস্যা প্রকাশিকাং মহতী চাসৌ ভক্তিশ্চেতি বিগ্রহঃ। ভক্তের্মহত্বং শুদ্ধত্বেন। এবম্ভুতা ভক্তিঃ কেনাপ্যবতারেণ ন প্রকটিতা! শ্রীরাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণাদিভিঃ রক্ষোদৈত্যকুলং হতং বিনাশিতং যত্তৎ কিয়ৎ ন মহত্তৎ কর্ম্ম কপিলদেবাদিভি র্যোগাদির্বর্ত্ম-ক্রিয়ামার্গো বা প্রকটীকৃতঃ স এযকিয়ান্ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। গুণাবতারব্রহ্মাদিনা কৃতং সৃষ্ট্যাদিকপি কিয়ৎ শ্রীবরাহাদিনা কৃতং মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং বা কিয়ৎ কিং কর্ম্ম তাদৃশভক্তিপ্রচারকত্বেন সর্ব্বাবতারেভ্যঃ শ্রেষ্ঠোঽয়মবতার ইতি সূচিতম্ ॥৭॥ অতিগূঢ়োজ্জ্বলাভক্তিঃ কলৌ যেন প্রকাশিতা। অবতারবরং নৌমি তং গৌরবরমীশ্বরম্ ॥৭॥০॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে রসিকাস্বাদিন্যাং টীকায়াং স্তুতিপ্রকারেণং প্রথমো বিভাগঃ ॥০॥

টীকার তাৎপর্য্য

রস পান করিয়া অপরকে আস্য (পরিহাস) করেন। যদি বল কাহাদিগকে তাঁহারা হাস্য করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠকে। জগতে কেহ পরম শ্রেষ্ঠকে পরিহাস করিতে পারে না, কিন্তু গৌরভক্তগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠকে হাস্য করায় বুঝা গেল, ইহা প্রাকৃত পরিহাস মাত্র নহে। তাঁহাদিগকে এই অমৃতরস আস্বাদন করাইবার জন্য ইহা কেবল তাঁহাদের ভঙ্গীবিশেষ মাত্র। যদি বল কাহাদিগকে ইহারা বহুমান দান করেন না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, মহাবৈষ্ণবগণকে। যদিও শ্রীভগবানের একনিষ্ঠ ভজনশীল বলিয়া তাঁহারা মহাবৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত সুতরাং বহুমানের পাত্র, তথাপি যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের চরণকমলের কৃপামকরন্দের আস্বাদন অনুভব না করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে নূন্যতা থাকিয়া যায়; এই জন্যই বহুমান দান করেন না। যদি বল ইহারা কাহাদিগকে ধিক্কার দেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—ঘনীভূত পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গচ্ছটারূপ নিরাকার ব্রহ্মে যাঁহারা জীবাত্মা যোজনা করেন, এই পথের সাধকগণকে (ব্রহ্মযোগবিদ্গণকে)। যেহেতু তাঁহারা শ্রীভগবানের ভজনসুখের লেশমাত্র অনুভব করেন নাই. অতএব শ্রীচৈতন্য-প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণের ধিক্কারের পাত্র। এইজন্যই করুণ রসে নারদের শোকোক্তিতে এইরূপ ধিক্‌কারের কথা শুনা যায়, যথা—ব্রহ্মার চূড়ার অগ্রভাগ দ্বারা যাঁহার 'ব্রজশিশুকুলের সহিত চৌর্য্যের নিমিত্ত চঞ্চল পাদনখর' শোভিত হইতেছে, দেবর্ষি নারদ ক্ষণকাল যাহা দেখিয়া প্রকটিত পরমানন্দে বিভোর হইয়া মুক্ত মুনিগণকে তাহা না দেখার জন্য পুনঃ পুনঃ শোচনা করিতে লাগিলেন। করুণ রসে সহদেবের শোকোক্তিতেও এইপ্রকার ধিক্‌কারের কথা শুনা যায়। হায় মাতঃ মাদ্রি! তুমি

অথ প্রণামঃ—

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ॥৮॥

অন্বয়—কোটিচন্দ্রাননত্বিষে (যাঁহার কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদনকান্তি) প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় (যিনি উন্নতোজ্জ্বল প্রেম হইতে উদ্ভুত আনন্দসাগরের চন্দ্রস্বরূপ) চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে (পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণ হইতেও স্নিগ্ধ যাঁহার মৃদু হাস্য) চৈতন্যচন্দ্রায় নামোঽস্তু (সেই শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি) ॥৮॥

মূলানুবাদ—কোটীচন্দ্র জিনিয়া প্রভুর শ্রীবদনের শোভা, প্রেমানন্দসাগরের চন্দ্ররূপে তিনি জগৎ প্রেমময় করিতেছেন, যাঁহার স্নিগ্ধ হাস্য হইতে কোটী পূর্ণচন্দ্রের সুধামাখা কিরণধারা ঝরিতেছে সেই চৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥৮॥

টীকা

প্রণমতি পঞ্চশ্লোক্যা অথ প্রণাম ইত্যাদি। তত্র প্রথমং জনসামান্যহৃদয়াজ্ঞানাদিতমোনাশকত্বেন প্রেমানন্দপ্রকাশকত্বেন চাদ্ভুতচন্দ্রত্বমনুভূয় প্রণমতি নমশ্চৈতন্যচন্দ্রেত্যাদিভিঃ। চৈতন্য এব চন্দ্রশ্চৈতন্য-চন্দ্রস্তস্মৈ নমস্তং প্রণমামীত্যর্থঃ। কিম্ভূতায় কোঠিচন্দ্রাননত্বিষে কোটিসংখ্যাঽগণিতাশ্চন্দ্রা তেভ্যো-প্যাননস্য মুখস্য ত্বিট্, কান্তির্যস্য তস্মৈ। পুনঃ কিম্ভূতায় প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় প্রেম্নো জাত আনন্দঃ স এবাব্ধিঃ সমুদ্রস্তস্য চন্দ্রস্তস্য চন্দ্রস্তস্মৈ। পুনঃ কীদৃশায় চারুর্মনোহরশ্চন্দ্রাংশুভ্যঃ শশিকিরণেভ্যো হাসো যস্যাস্তি তস্মৈ। তন্মুখচন্দ্রৈকদেশহাস্যলেশমাত্রপ্রদর্শনেন প্রেমামৃতপ্লুতো ভবতি কিং পুনঃ সর্ব্বাবয়-বদর্শনেনেতি কৈমুত্যং ধ্বনিতম্। অনুষ্টুপছন্দস্তেন পদ্যং ন কৃতম্ ॥৮॥

টীকার তাৎপর্য্য

এখন কোথায় রহিয়াছ। পিতঃ পাণ্ডু! তুমিই বা কোথায়! ঘনীভূত পরমানন্দসুখসাগর শ্রীগোবিন্দ আমাদিগের গৃহে—তোমরা ইহা দর্শন করিতে পাইলে না। আনন্দবিকল সহদেব এইভাবে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দযুগলের কান্তিচ্ছটা দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যদি বল শ্রীচৈতন্যভক্তগণ সকলকেই কি অবজ্ঞা করিয়া থাকেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না তাঁহারা দেবগণেরও স্তবনীয়। যাঁহারা অপরকে অবজ্ঞা করেন দেবগণ কি তাঁহাদের স্তব করেন? অপিচ তাঁহাদের নিন্দাই করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের এই আনন্দবিবশ চেষ্টা জগতের সকলকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলের মধু পান করাইবার জন্য, ইহা অবজ্ঞাজনিত নহে ॥৬॥

নিগূঢ় উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তি জগতে প্রকাশ জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের সকল অবতার হইতে শ্রেষ্টত্ব প্রদর্শন করাইয়া এই শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব করিতেছেন।

আমরা শ্রীভগবানের চৈতন্যমূর্ত্তির স্তব করি, এখানে বহুবচন হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন স্বজাতীয়াশয় শিষ্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুবচন দেওয়া হইয়াছে। যদি বল ভগবানের অন্য-মূর্ত্তিওত রহিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যকে স্তব করিতেছ কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন.

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥৯॥

অন্বয়ঃ—প্রেমাভিধানপরমপুমর্থঃ (প্রেমনামক পরমপুরুষার্থ) যস্য পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ এব (একমাত্র যাঁহার চরণ-কমলের ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়) জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় (যিনি জগতের মঙ্গলেরও মঙ্গল বিধান করেন) চৈতন্যচন্দ্রায় তস্মৈ তে নমো নমোঽস্তু (সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি) ॥৯॥

মূলানুবাদ—প্রেমনামক পরম পুরুষার্থ একমাত্র যাঁহার চরণ-কমলের ভক্তি হইতেই লাভ করা যায়, যিনি প্রেমরাশি দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনেরও মঙ্গল বিধান করেন সেই চৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করি। ॥৯॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রভক্তস্যৈব পরমপুরুষার্থপ্রেমলাভ প্রকটয়ন্নমস্করোতি যস্যৈবেত্যাদি তস্মৈ চৈতন্যায় তুভ্যং নমঃ। কস্মৈ প্রেমাভিধানঃ প্রেমনামা পরম উৎকৃষ্টঃ পুরুষার্থো যস্য শ্রীচৈতন্যস্যৈব পদাম্বুজভক্তিলভ্যস্তস্মৈ। যস্যৈবেত্যেব শব্দোঽবধারণার্থঃ। কলিযুগোপাস্য ভগবৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাম্বুজভজনেনৈব পরমপুরুষার্থপ্রেমা ভবতি নান্যৈরিত্যবধারণম্। অতএবাহ জগন্মঙ্গলেতি জগন্মঙ্গলং শ্রীকৃষ্ণভজনং ততোঽপি মঙ্গলং পরমপুরুষার্থপ্রেমলাভো যস্মাত্তস্মৈ। চন্দ্ররূপকত্বেন হৃদয়ান্ধকারনাশপূর্ব্বকস্বপ্রেমামৃতস্বাদকত্বং সূচিতম্ ॥৯॥

টীকার তাৎপর্য্য

এই মূর্ত্তি উন্নত উজ্জ্বল প্রেমরসবিশিষ্ট মহাভক্তির বর্ত্মকরী। মহাভক্তি শব্দে এইরূপ অর্থ করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না হওয়ায় পুনরায় অর্থ করিতেছেন। মহাভক্তি অর্থাৎ মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধারাণী ব্রহ্মাদিরও দুরধিগম্যস্বরূপা, তাঁহার নিকুঞ্জসেবার পথ এই শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি বল ঐ মহাভক্তি কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, যে মহাভক্তিতে উজ্জ্বল প্রেমের অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিশূন্যসমর্থারতির পরিণাম উন্নত শৃঙ্গার রস বিষয়ালম্বনরূপে সর্ব্বদা সুখ বিস্তার করিতেছে, ঈদৃশী মহাভক্তির বর্ত্মপ্রকাশিকা শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তি। এখানে মহাভক্তি শব্দটি কর্ম্মধারয় সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শুদ্ধা হেতু এই ভক্তির এতই মাহাত্ম্য। শ্রীভগবানের অন্য কোন অবতারে এই ভক্তি তাঁহার দ্বারা প্রকটীত হয় নাই। শ্রীরাম নৃসিংহাদি ভগবানের অবতারগণ দৈত্যদের দলন করিয়া সাধুদের পালন করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমভক্তি দানের সহিত তুলনা করিলে তাহার মূল্য কিছুই নহে শ্রীকপিল ভগবান প্রভৃতি যোগাদি সাধনের যে ক্রিয়ামার্গ প্রকটন করিয়াছেন তাহাও প্রেমভক্তি দানের তুলনায় কিছুই নহে। গুণাবতার ব্রহ্মার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যই বল, আর শ্রীবরাহ ভগবানেব ধরণী উদ্ধারই বল প্রেমভক্তিদাতা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তুলনায় দান কিছুই নহে। এই প্রকার মহাভক্তি প্রকট করিয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥৭॥ (স্তুতি প্রকরণ সমাপ্ত)

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরীত্যুন্মদানন্দ নাদৈ-
র্বন্দে তং দেবচূড়ামনিণমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রং ॥১০॥

অন্বয়—অহো করচরণং উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং (আহা প্রভু আমার নৃত্যচ্ছন্দে কর-চরণ বিক্ষেপ করিতে করিতে) হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ বাহূ প্রোদ্ধৃত্য (স্বর্ণার্গলসদৃশ বাহু দুইটি উর্দ্ধে তুলিয়া) সত্তাণ্ডবতরলতনুং (মনোহর নৃত্যভঙ্গীতে শ্রীঅঙ্গ চঞ্চলিত করিতেছেন) পুণ্ডরীকায়তাক্ষং (নয়ন দুইটি কমল হইতেও আয়ত এবং সুন্দর) কিমপি হরি-হরীত্যুন্মদানন্দনাদৈঃ (হরি হরি এই অপূর্ব্ব উন্মদ আনন্দনাদে) বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং (বিশ্বের নিখিল অমঙ্গল ধ্বংস করিতেছেন) তং দেবচূড়ামনিং (সেই দেবচূড়ামণি) অতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রং বন্দে (তুলনাবিহীন রসাস্বাদনে আবিষ্টচিত্ত চৈতন্যচন্দ্রকে আমরা বন্দনা করি) ॥১০॥

মূলানুবাদ—যিনি অদ্ভুত নৃত্যাবেশে কর-চরণ সঞ্চালিত করিতেছেন এবং দীর্ঘ হেমার্গলতুল্য বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন, যাঁহার নয়নদুইটি প্রফুল্ল কমল হইতেও সুন্দর, "হরি হরি" এই অপূর্ব্ব আনন্দনাদে যিনি জগতের অমঙ্গল ধ্বংস করিতেছেন, শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহসকলের মধ্যে যিনি প্রেমরূপ অমৃত আপামরকে প্রদান করায় চূড়ামণিস্বরূপ হইয়াছেন, সেই অতুল-নিজরসাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥১০॥

টীকা

নিজরসাবিষ্টচিত্তস্য শ্রীচৈতন্যস্যানুভাবং দর্শয়ন্ তং নমতি উচ্চৈরাস্ফলয়ন্তমিত্যাদি। অতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রং বন্দেঽহং প্রণমামি। নাস্তি তুল্যং সাদৃশ্যং যস্য সোঽতুলঃ অতুলশ্চাসৌ রসশ্চেতি অতুলরসঃ শ্রীরাধিকাশ্রয়-শ্রীকৃষ্ণরূপ-স্ববিষয়কপননিগূঢ়শুচিরসস্তস্মিন্নাবিষ্টঃ প্রমগ্নশ্চাসৌ চৈতন্যচন্দ্রশ্চেতি তং। কিম্ভুতং? দেবচূড়ামণিং দিব্যন্তি স্বেচ্ছয়া ভক্তার্থং বা ক্রীড়ন্তি লীলাং কুর্ব্বন্তীতি দেবা অবত্বারাস্তেষাং চূড়ামণিম্। আপামরপ্রেমদাতৃত্বেন সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং অহো আশ্চর্য্যং করৌ চরণৌ চ তেষাং সমাহারঃ করচরণং তদুচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং নৃত্যাবেশেন ইতস্ততশ্চালয়ন্তম্। পুনঃ কিম্ভুতং বাহূ প্রোদ্ধৃত্য উর্দ্ধীকৃত্য সতা সুমধুরেণ তাণ্ডবেন নৃত্যেন তরলা চঞ্চলা তনুঃ শ্রীবিগ্রহো যস্য তম্। বাহূ কিম্ভূতৌ হেমদণ্ডয়োরিব প্রকাণ্ডৌ দীর্ঘহেমার্গলযুগলপ্রায়াবিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং পুণ্ডরীকে ইব আয়তে বিস্তৃতে অক্ষিণী যস্য তম্। পুনঃ কীদৃশং কিমপি হরিহরী-

---

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্তব করিয়া পাঁচটি শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জনমাত্রেরই হৃদয়ে অজ্ঞানাদি তমো নাশ করিতেছেন, এবং সকলকে প্রেমানন্দ দান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অদ্ভুত চন্দ্ররূপে বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। চৈতন্যদেবই চন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। যদি বল সে চাঁদ কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, কোটী সংখ্যক

টীকা

তুন্মদানন্দনাদৈর্ব্বিশ্বস্য জগতোঽমঙ্গলং হন্তীর্তি তম্। অত্রাপি চন্দ্ররূপকত্বেনাহ্লাদজনকত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥১০॥
উদ্ধৃত্য বাহুযুগলং নৃত্যন্তং করচালনৈঃ। হরিহরীতি তৈর্বিশ্বাশুভঘ্নং গৌরমানমম্ ॥১০॥

ইদানীমানন্দাদিময়বিগ্রহত্বেন সৌন্দর্য্যাধিক্যাৎ স্ববিষয়কমহাপ্রেমদাতৃত্বং প্রকটয়ন্ বীপ্সয়া নমস্করোতি আনন্দলীলাময়েত্যাদি। তস্মৈ প্রসিদ্ধায় তে তুভ্যং চৈতন্যায় নমো নমঃ অস্তিতি শেষঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

চন্দ্র হইতেও যাঁহার বদনকান্তি সুন্দর। এই শ্রীগৌরচন্দ্রের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন—প্রেম হইতে জাত পরমানন্দসাগর নিত্য উচ্ছলিত করিয়া এই চাঁদ বিহারশীল। যদি বল সে চাঁদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, যেমন নিদাঘতপ্তজন পূর্ণিমার চারুচন্দ্রের কিরণ স্পর্শে তাপ জুড়াইয়া স্নিগ্ধ হয়, তেমনি ত্রিতাপপূরিত বিষম সংসারপথে নিত্য যাতায়াতকারী জীবের তাপরাশি যে চৈতন্যচন্দ্রের মুখচন্দ্রের একদেশস্থিত হাস্যলেশ দর্শন মাত্রই শীতল হইয়া প্রেমানন্দে আপ্লুত হইয়া যায়। যাঁহার হাস্যলেশ দর্শনেই সংসারতপ্ত জীব এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সর্ব্বাবয়ব দর্শন করিলে ইহার না জানি কিরূপ ফল হইবে—ইহাই এখানে ধ্বনিত হইয়াছে। মূল শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত বলিয়া আর ব্যাখ্যা শ্লোক করা হইল না ॥৮॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তজনেরই পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে তদ্ভিন্ন অন্যের নহে, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করিতেছেন—

শ্রীচৈতন্যদেব কেমন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে শ্রীচৈতন্যের পাদাম্বুজভক্তির প্রভাবে ব্রজপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। এখানে এই শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কলি-যুগোপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদাম্বুজভজনের দ্বারাই পরমপুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, ইহার দ্বিতীয় উপায় নাই এই প্রকার স্থির নিশ্চয়কে অবধারণ বলে। এইজন্য বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণভজন জগতের মঙ্গলস্বরূপ কিন্তু প্রেমহীনভজনে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পরমপুরুষার্থ প্রেম দান করিয়া ঐ ভজনেরও মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। চন্দ্ররূপকচ্ছলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ের অন্ধকার নাশপূর্ব্বক স্বপ্রেমামৃত আস্বাদন দান সূচিত হইল ॥৯॥

নিজ রসে আবিষ্টচিত্ত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুভাব প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন, যে অতুল রসে শ্রীগোবিন্দ বিষয় এবং শ্রীরাধিকা আশ্রয় সেই স্বকীয় পরম নিগূঢ় শুচিরসে সর্ব্বদা মগ্নচিত্ত আমাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। যদি বল আরও তিনি কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, দেবচূড়ামণি অর্থাৎ ভক্তের জন্য স্বেচ্ছায় পরমানন্দপূর্ণ লীলাকারী শ্রীভগবদবতারের মধ্যে চূড়ামণিস্বরূপ অর্থাৎ তিনি আপামরকে পরমপুরুষার্থ প্রেম দান করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ। তাঁহার মহামাধুরী আরও কিছু বর্ণন করিতেছেন। অহো আশ্চর্য্য! সুমধুর নৃত্যাবেশে তাঁহার শ্রীচরণ চঞ্চল, বাহু দুইটি উর্দ্ধে উত্থিত, শ্রীঅঙ্গ প্রেমাবেশে দুলিতেছে। তাঁহার বাহু দুইটি কেমন? তাহাও বলিতেছেন—দীর্ঘ স্বর্ণ নির্মিত অর্গলতুল্য (দ্বাররোধক কাষ্ঠখণ্ড

অন্বয়ঃ

মপি (গোবিন্দচরণে শরণাগতব্যক্তিদের পক্ষেও) যৎ (যে প্রেম) ন কলিতং (লাভ সম্ভব হয় না) রহস্যং তৎ (অতিগূঢ় সেই প্রেমধন) যস্মিন্ পরে অবতরতি (যে পরম পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ ধরায় অবতীর্ণ হইলে) স্বয়ং (নিজেই) নাম্নৈব (নামমাত্র অবলম্বন করিয়া) প্রাদুরাসীৎ (আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন) অর্থাৎ যে গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হইয়া নামের সহিত সেই ব্রজপ্রেমকে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন) তং গৌরং নৌমি (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে স্তব করি) ।।৩।।

মূলানুবাদ—পরম পুরুষার্থ উন্নতোজ্জ্বলরসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বড়ই দুর্ল্লভ। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মে কুশল ব্যক্তিগণ তাহা প্রাপ্ত হন না। ধ্যান বা অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারাও তাহা জানিতে পারা যায় না। বৈরাগ্য কর্ম্মফলত্যাগ ভগবতত্ত্বজ্ঞান অথবা শ্রীভগবানের স্তবাদি দ্বারাও তাহা জানিবার নহে। অধিক কি বলিব ! শ্রীগোবিন্দের প্রেমভাজন ব্যক্তিগণও পরমোৎকণ্ঠিতচিত্তে যাহার অন্বেষণ করেন, সেই একান্ত দুর্ল্লভ প্রেমসম্পদ যে পরতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই হরিনাম গ্রহণ মাত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই শ্রীগৌরহরিকে স্তব করি ।।৩।।

টীকা

প্রাদুরাসীৎ তৎ নৌমি, নু স্তুতাবিতি ধাতুঃ। যত্র কীদৃশে পরে পরমেশ্বরে। তৎ কিম্ভুতং ? রহস্য-মতিনিগূঢ়ম্। পুনঃ কিং বিশিষ্টম্ ? কর্ম্মনিষ্ঠৈর্যন্নাপ্তম্, কর্ম্মস্থু নিষ্ঠা আগ্রহো যেষাং তৈঃ। তর্হি কিং তপআদিভিঃ প্রাপ্যম্ ? নেত্যাহ তপং ক্লেশসহিষ্ণুতয়া ভজনাদির্ধ্যানং ভগবদ্রূপচিন্তনং যোগেঽষ্টাঙ্গ এতৈর্যৎ ন চ সমধিগতং জ্ঞাতম্। বৈরাগ্যদিভিশ্চ যন্ন তকিতং নোপলব্ধম্। বৈরাগ্যং যুক্তবৈরাগ্যং তল্লক্ষণম্—অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে। অথবা বিশিষ্টে পরমেশ্বরে রাগ ইচ্ছা যস্য স বিরাগস্তস্য ভাবো বৈরাগ্যং ভগবদ্ভজনমাত্র-বিষয়িণীচ্ছা বৈরাগ্য-মত্যর্থঃ। তৈরপি যন্নাপ্তং বহুত্বস্ত বহুকালব্যাপিত্বাৎ। ত্যাগঃ কর্ম্মত্যাগস্তেন শুদ্ধভজনং সূচিতম্। তত্ত্বং ভগবতত্ত্বজ্ঞানং স্তুতি ভগবদ্বিষয়ক-স্তবপাঠাদিস্তৈর্যন্নাপ্তম্। কৈশ্চিদ্ভিরলৈরপি অন্যেষাং কিং বক্তব্যং গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন কলিতং ন মিলিতম্ ।।৩।। বিশেষসাধনৈর্যত্তু ন প্র.প্তং কৈরপি স্বয়ং তৎ প্রাদুরাসীৎ যদ্ব্যক্ত্যা নৌমি তং গৌরমীশ্বরম্ ।।৩

টীকার তাৎপর্য্য

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল সেই প্রভুকে স্তব। নু ধাতুর অর্থ স্তব করা। সেই শ্রীচৈতন্যদেব কেমন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পর অর্থাৎ পরমেশ্বর। সেই প্রেম কেমন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন : রহস্য অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনীয়। সেই প্রেমের অন্য পরিচয়ের কথাও বলিতেছেন– কর্ম্মনিষ্ঠ অর্থাৎ বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে যাহাদের প্রচুর নিষ্ঠা বা আগ্রহ আছে, তাহাদের অগোচর ! তবে কি তপস্যা প্রভৃতির দ্বারাই তাহা প্রাপ্য ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তপস্যা, অর্থাৎ ক্লেশসহিষ্ণু হইয়া তপশ্চর্য্যা, ধ্যান অর্থাৎ ভগবদ্রূপ-চিন্তন, যোগ অর্থাৎ যমনিয়মাদি সমাধি পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গ যোগ— এই সকল সাধনের দ্বারাও যে বস্তু সমধিগত বা জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। বৈরাগ্যাদি দ্বারাও যাহার

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃসারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্ ॥৪॥

যঃ একঃ (যিনি একমাত্র) দৃষ্টঃ (নয়নের বিষয়ীভূত হইলে) স্পৃষ্টঃ (বশে স্পর্শসামর্থ্য কৃপা দান করিলে) কীর্ত্তিতঃ (হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হে দীনৈকবন্ধো এই প্রকারে কীর্ত্তনের বিষয়ীভূত হইলে) বা (এবং) দূরস্থৈরপি (দূরদেশে অবস্থিত লোককর্ত্তৃকও সংস্মৃতঃ (রূপলাবন্যাদি দ্বারা স্মরণের বিষয়ীভূত হইলে) আনতঃ (দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা নমস্কৃত হইলে) বা (কিম্বা) আদৃতঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান সুতরাং প্রণামাদি দ্বারা সর্ব্বদা সম্ভ্রমের বিষয়রূপে বহুমানিত হইলে প্রেম্নঃ সারং (প্রেমের সার স্নেহাদি) দাতুমীশঃ (প্রদান করিতে সমর্থ অন্যকেহ নহে) দেবং (নিজমধুর প্রেমরস আস্বাদনে বিভোর) দয়ালুং (অতিশয়দয়াশীল) তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নৌমি (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি) ॥৪॥

মূলানুবাদ—যে জন একবার শ্রীগৌরহরিকে দর্শন করিয়াছেন তাহারই প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছে। পরম দয়ালু প্রভুও তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ বক্ষে গ্রহণ করিয়া প্রেমদান করিয়াছেন। দূর হইতে যদি কেহ তাঁহার নাম কীর্ত্তন, তাহার মহামাধুর্য্যময় শ্রীমূর্ত্তি স্মরণ, অথবা পরমেশ্বর বুদ্ধিতে আদরপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণামামাদি করিয়াছে, তাঁহাকেই তিনি সর্ব্বপ্রেমসার শ্রীগোপী-প্রেম দান করিয়াছেন। সেই পরম বদান্য শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্তব করি ॥৪॥

টীকার তাৎপর্য্য

উপলব্ধি পাওয়া যায় না' এখানে বৈরাগ্য বলিতে যুক্তবৈরাগ্য বুঝিতে হইবে। ইহার লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"অনাসভাবে যথাযোগ্য বিষয় উপভোগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধের জন্য আকুল আগ্রহই যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া কথিত হয়। যদি কেহ বিরাগ শব্দের যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া রাগমাত্রহীন শুষ্ক বৈরাগ্যের প্রতীতি করাইতে চাহেন, তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য পক্ষান্তরে যৌগিকার্থের দ্বারাও স্বাভিমত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। বিশিষ্ট অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুপম রূপগুণমাধুর্য্যে মণ্ডিতবিগ্রহ শ্রীভগবানে রাগ বা প্রকৃষ্ট প্রণয়ই বিরাগ শব্দের ভক্তিশাস্ত্রসম্মত যৌগিকার্থ, তাহার ভাবই বৈরাগ্য। অর্থাৎ সকল কিছু ত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌ভজনমাত্রেই যে ইচ্ছা ধাবিত হয় তাহাকে বৈরাগ্য বলে।

'কর্ম্মী হইতে বৈরাগী পর্য্যন্ত সমস্ত সাধকগণের দ্বারাও যাহা লভ্য নহে'—এখানে বহুবচনের দ্বারা দীর্ঘকাল সাধনেও তাহাদের অলভ্য এই প্রকার বুঝাইতেছে। ত্যাগিগণও তাহা পান না—এখানে ত্যাগ শব্দে কর্ম্মবাসনাত্যাগ বুঝাইতেছে। ইহার দ্বারা যাহারা কর্ম্মবাসনা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ভজন করেন এইরূপ শুদ্ধ ভজন সূচিত হইল। তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, স্তুতি অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ক স্তবপাঠাদি—এই সকল সাধনেও যাহা পাওয়া যায় না। অন্য কোনও দুর্ল্লভ ভক্তশ্রেষ্ঠের দ্বারাও যাহা লব্ধ হয় নাই। অধিক কি বলিব শ্রীগোবিন্দের প্রেমভজন ব্যক্তিগণও যাহার সন্ধান পান নাই—এইপ্রকার ব্রজপ্রেমরূপ বস্তু যিনি শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারাই আবির্ভূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গদেবকে স্তব করি ॥৩। কারিকার অর্থ—জগতের কোনও বিশিষ্ট সাধনের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় নাই, সেই প্রেম যিনি প্রকট হইয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই ঈশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্তব করি ॥৩॥

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥৫॥

টীকা

যথাকথঞ্চিদ্দর্শনমাত্রেন পরপ্রেমদত্বাৎ পরমদয়ালুতামুদ্দিশন্ স্তৌতি দৃষ্ট ইত্যাদিঃ। য এক এষ দৃষ্টো দর্শনাদিবিষয়ঃ সন্ প্রেম্নঃ সারং স্নেহাদি দাতুমীশঃ সমর্থো নান্যস্তং শ্রীচৈতন্যং নৌমি। কী দৃশম্? দেবং স্বপ্রেমরসাস্বাদনেন ক্রীড়ন্তম্। নন্ সমর্থোহপি কিমত্যন্তগোপ্যং বস্তু দদাতি তত্রাহ দয়ালুং অতিশয়দয়াশীলম্। স্পৃষ্টো বলাৎকারেণ স্বালিঙ্গনং কারিতঃ। কীৰ্ত্তিতঃ হে শচীনন্দনঃ হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে পরমদয়াসাগর! হে পতিতপ্রেমদ! হে করুণৈকসিন্ধোহে দীনৈকবন্ধো! হে গৌরবিধো! ইত্যাদিভিঃ কীৰ্ত্তনবিষয়ঃ। দূরস্থৈর্দূরদেশস্থিতৈর্জনৈরূপলাবন্যাদিস্মরণবিষয় ভূতো দণ্ডবৎপ্রণিপাতেন নমস্কৃত আদৃতো যা অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ পরমেশ্বরস্তাবৎ প্রণামাভ্যুত্থানাদিসম্ভ্রান্তিবিষয়ঃ কৰ্ত্তব্য ইতি কৃত্বা আদররিষয়ীভূতঃ। অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে চার্থে বাশব্দস্তেন শ্রবণাদিবিষয়োহপি গৃহ্যতে॥ যো দর্শনাদিমাত্রেন পতিতপ্রেমদো ভবেৎ৷ নৌমি তং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং কারুণ্যবারিধিম্॥৪॥

টীকার তাৎপর্য্য

যথাকথঞ্চিৎ দর্শন মাত্রেরই পরম প্রেমদান করেন বলিয়া তাঁহাকে দয়ালুশিরোমণিরূপে উদ্দেশপূর্ব্বক স্তব করিতেছেন…দৃষ্ট ইত্যাদি শ্লোকে। একমাত্র যে শ্রীগৌরচন্দ্রই দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলে প্রেমের সার স্নেহাদি দান করিতে সমর্থ—অন্যে নহে—সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে স্তব করি। যদি বল সেই শ্রীচৈতন্য কি প্রকার? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দেব, অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার-পূর্ব্বক নিজ প্রেমরস আস্বাদনে বিভোর হইয়া বিহারশীল।

যদি বল তিনি সমর্থ হইয়াও অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু প্রেম কেন দান করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন - দয়ালু অর্থাৎ অতিশয় দয়াশীল। শ্রীগৌরাঙ্গের স্পর্শলাভে সাধারণ জন সমর্থ না হইলেও কৃপাপূর্ব্বক স্পৃষ্ট অর্থাৎ বলাৎকারে বক্ষে গ্রহণ করেন—এই প্রকার অর্থ জানিতে হইবে॥ কীৰ্ত্তিত শব্দে কীৰ্ত্তনের বিষয় অথাৎ হে শচীনন্দন! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে পরমদয়াসাগর! হে পতিতপ্রেমদ হে করুণৈকসিন্ধো! হে দীনৈকবন্ধো! হে গৌরবিধো! এই প্রকারে যে কোনও জনের দ্বারা তিনি কীৰ্ত্তনের বিষয়ীভূত হইলে—দূরস্থ অর্থাৎ দূরদেশস্থিত জনও শ্রীমহাপ্রভুর রূপালাবণ্যাদির কথা স্মরণ করিলে—দণ্ডবৎ প্রণিপাতাদির দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার করিলে—উপাস্য বুদ্ধিতে আদর করিলে অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর, অতএব ইহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম অভ্যুত্থানাদি সম্মাননা করা কৰ্ত্তব্য—এই প্রকার মনে করিয়া আদর করিলেই তিনি সুদুর্লভ বস্তু দান করেন। বা শব্দটি অনুক্ত-সমুচ্চায়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রবণাদি বিষয়ও গৃহীত হববে॥৪॥ কারিকার অর্থঃ যিনি দর্শনাদি মাত্রেই পতিত ব্যক্তিকে প্রেমদান করেন সেই করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে স্তব করি (৪)

অন্বয়ঃ

যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং (যাঁহার কৃপাবৈভব লাভকারী ধন্য ভক্তগণের নিকট) ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে (স্বর্গপুর আকাশকুসুমের ন্যায় হইয়া যায়) দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে (দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় রূপ কালসর্পসমূহের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া যায়) বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে (বিশ্ব সুখপূর্ণ হইয়া যায়) বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে (বিধিমহেন্দ্রাদিস্থান কীটতুল্য হইয়া যায়) তৎ গৌরমেব স্তুমঃ (সেই শ্রীগৌরহরিকৈ স্তব করিতেছি) ॥৫॥

মূলানুবাদ—যে সকল ভাগ্যবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়াছেন, ভগবদ্‌ভজনাদি সুখলেশ না থাকায় মুক্তিকেও তাহারা নরকতুল্য মনে করেন, স্বর্গলোকের মনোজ্ঞ সুখ তাঁহাদের নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অর্থহীন হয়। কালসর্পের ন্যায় ভীষণ ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিকট বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় হইয়া যায়। নিখিল বিশ্ব তাহাদের নিকট পরম সুখময় রূপে প্রতিভাত হয়। নিরবধি ব্রজপ্রেমের মহামধুর আস্বাদনে বিভোর থাকায় ইন্দ্রপদ্ অথবা ব্রহ্মপদ তাহাদের নিকটে কীটভোগ্য তুল্য অতি তুচ্ছ হইয়া যায় সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তব করি ॥৫॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকরুণাপাত্রভক্তানাং মহিমানং দর্শয়ন স্তৌতি কৈবল্যমিত্যাদিঃ। যৎকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং কৈবল্যাদীনি নরকায়তে তং গৌরমেব বয়ং স্তুমঃ। বহুবচনন্তু আনন্দাধিক্যেনাত্মনো গৌরবমন্যত্বাৎ। যৎ যস্য চৈতন্যস্য কারুণ্যেন যৎ কটাক্ষ স এব বৈভবং সম্পত্তিবিদ্যতে যেষাং তেষাং সম্বন্ধে কৈবল্যং নির্ব্বাণমুক্তির্নরকায়তে নরকমিব আচরতি যথা নরকবিশেষস্থিতস্য ভগবদ্ভজনাদিসুখং

টীকার তাৎপর্য্য

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাভাজন জনগণের মহিমা বর্ণন করিয়া তাঁহার পরমোপাস্য স্থাপন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টিপাতরূপ সম্পদ লাভ করিলে তাঁহার ভক্তগণের নিকট মুক্তি প্রভৃতি নরকতুল্য হয়। এ হেন শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্তব করি। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা লাভে নিজজন্মের গৌরব মনে করিয়া বহুবচনে প্রয়োগ করিলেন। নরকবিশেষে গমন করিলে যেমন ভগবদ্‌-ভজনাদিসুখে বঞ্চিত হইতে হয় তেমনি কৈবল্য বা মুক্তিতেও ভগবানের ভজন সুখের অনুভূতি না থাকায় ভক্তগণ নরকতুল্য মনে করেন।

সার শিক্ষা—যাহারা অধ্যবসায়ের সহিত সাধনের সুদুর্গম পথে চলিতে সমর্থ তাহাদের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু যাহাদের চিত্ত পাপে মলিন সাধনপথে অগ্রসর হইবার আকাঙ্খাই তাহাদের জাগে না। ইহাদের চিত্তের একটানা গতি চলিতে থাকে পাপের দিকে। মহাপাপী বলিয়া কেহই ইহাদের সঙ্গ করেনা। এই প্রকার ব্যক্তিও শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ করিয়া ধন্য হয়। এই প্রেম সর্ব্বপুরুষার্থ শিরোমণি। কিন্তু ইহা কোনও সাধনায় মিলেনা। কর্ম্মী জ্ঞানী তপস্বী যোগী বৈরাগী এমন কি বৈধীভক্তিপরায়ণ শ্রীগোবিন্দভক্তগণও যাহার অন্বেষণ করিয়া খুঁজিয়া পান না। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সকল জন হরিনামকীর্ত্তনমাত্রই সেই প্রেম লাভ করিয়াছেন। ২—৪

কৃপাসিন্ধুঃ সন্ধ্যারুণরুচিবিচিত্রাম্বরধরোজ্জ্বলঃ পূর্ণঃ প্রেমামৃতময়মহাজ্যোতিরমলঃ
শচীগর্ভক্ষীরাম্বুধিভব-উদারাদ্ভুতকলঃ কলানাথ শ্রীমানুদয়তু তব স্বান্তর্ণভসি ॥১৫॥

অন্বয়

কিশোরহপি দৃষ্টে (শ্যাম বর্ণ কোন কিশোরকে দর্শন করিলেও) চমৎকারিতাং ধত্তে (চমৎকৃত হইতেছেন) ইত্থং প্রচারিতনিজপ্রেমা (এই প্রকারে যিনি সর্ব্বত্র নিজ প্রেমমধুরিমা প্রকাশ করিতেছেন) গৌরতনুঃ হরিঃ বঃ পাতু (সেই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন) ॥১৪॥

কৃপাসিন্ধু (যিনি করুণার সাগর ইত্যাদি…) শ্রীমান্ কলানাথ স্তব স্বান্তর্ণভসি উদয়তু (সেই শ্রীরাধাভাবাঢ্য গৌরচন্দ্র তোমার অন্তরাকাশে উদিত হউন) ॥১৫॥

মূলানুবাদ

আমার তেমনি মেঘ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন, ময়ুর পিঞ্ছ দর্শনে অধীর হইতেছেন, গুঞ্জামালা দর্শনে কাঁপিতেছেন, শ্যামলবর্ণ কোন কিশোর দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতেছেন। এই প্রকারে নিজ প্রেমসাগরতরঙ্গে ভাসমান শ্রীগৌরহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।১৪।

শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে এক আশ্চর্য্য অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে প্রেমরূপ মহামৃতময় অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইয়া জগতের অন্তর বাহির আলো করিতেছে। শুধু কি তাহাই? সন্ধ্যারুণের ন্যায় বিচিত্র বসনে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অপরূপ সুন্দর দেখাইতেছে, তিনি করুণার সিন্ধু ও পরম উদার। সেই শ্রীমন্ গৌরচন্দ্র তোমাদের অন্তরকাশে উদিত হউন। ১৫।

টীকা

পুনঃ কীদৃক্ ইত্থমনেন প্রকারেণ প্রচারিতনিজপ্রেমা। প্রচারিতঃ সর্ব্বত্র প্রকাশিতঃ স্ববিষয়কঃ প্রেমা যেন সঃ। কেন প্রকারেণ ইত্যপেক্ষায়াং প্রকারমাহ দৃষ্টে্বত্যাদি। নবীনমেঘসমূহং দৃষ্ট্বা মাদ্যতি মদবিশিষ্টো মত্তো ভবতীত্যর্থঃ। মদো ব্যভিচারিভাবস্তল্লক্ষণম্,—বিবেকহর উল্লাসো মদঃ স দ্বিবিধো মতঃ। মধুপানভবোহনঙ্গবিক্রিয়াভাবজো মত ইতি। অত্র ত্বনঙ্গজন্যঃ প্রেমা, গোপীস্বরূপাঙ্গীকারাৎ। তথাহি প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি। ময়ুরচন্দ্রিকাং বীক্ষ্য চাত্যন্তং বিকলো ভবেৎ।

টীকার তাৎপর্য্য

এবং শ্রীরাধাকে আপনাতে আবেশিত করিয়া একীভূত হইয়া গেলেন। এইজন্য অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর-রূপে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতরণ করিলেন। প্রেমবিবশ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা নাম করিয়া কাঁদিয়াছেন। প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়াছেন। মহামন্ত্র প্রচার কালে শ্রীমন্-মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণাবেশহেতু "হরে" (কৃষ্ণ মনোহরা রাধা সম্বোধনে হরে) শ্রীরাধাবেশ হেতু 'কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়াছেন। যখনই শ্রীরাধার আবেশে বিরহ বিবশ হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপে বীপ্সা প্রয়োগ করিয়াছেন, তখনই আবার কৃষ্ণাবেশে প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরে হরে যেন প্রেমোন্মত্ত শ্রীগোবিন্দ ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় রাধানাম গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপ বীপ্সা গ্রহণ করিয়াছেন। পরে এইরূপ জানিতে হইবে। জাতি গুণ এবং ক্রিয়ার দ্বারা এককালে সজাতীয় বস্তুর অনেক স্থলে ব্যপ্তির ইচ্ছাকে বীপ্সা

টীকা

বৈকল্যমধৈর্য্যকাতর্য্যাদি তদ্বানিত্যর্থঃ। বলিতাং বলয়াকারাং গুঞ্জালীং বিলোক্য বেপতে কম্পতে। **কম্পঃ সাত্ত্বিকো ভাবঃ।** শ্যামকিশোরকে পুরুষে দৃষ্টে সতি চকিতং যথা স্যাৎ তথা চমৎকারিতাং ধত্তে। সদৃশেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন, পরমচমৎকারবান, ভবতীত্যর্থঃ। স্মৃতির্ব্যভিচারিভাবঃ ॥১৪॥ ভাবোদ্দীপন-মেঘাদিদৃষ্ট্যানুভাববান, হরিঃ। গৌরঃ প্রচারিতপ্রেমা পাতু বঃ কম্পদেহকঃ ॥১৪॥

চন্দ্ররূপকত্বেন প্রেমামৃতবিস্তারকত্বে হৃদয়ান্ধকারনাশকত্বাদিঃ প্রতিপাদয়ন্নাশীঃ প্রযুজ্যতে, কৃপা-সিন্ধুরিত্যাদি। কলানাথঃ গৌরচন্দ্র স্তব স্বান্তর্ণভসি হৃদয়াকাশে উদয়তু উদিতো ভবতু। তত্রোদয়ং কৃত্বাঽজ্ঞানতমোনাশপূর্ব্বকপ্রেমামৃতেন শীতলীকরোতু। কলানাথশ্চন্দ্রঃ পক্ষে কলা অবতারা মৎস্যাদ্য-বতারাস্তেষাং নাথ ঈশ্বরস্তদবতারী স্বয়ং ভগবানিত্যর্থঃ। কিম্ভূতঃ? শচীগর্ভ এবাম্বুধিস্তত্র ভবঃ প্রাকট্যং যস্য। অন্যোঽপি চন্দ্রঃ ক্ষীরাম্বুধিভবঃ। পুনঃ কিম্ভূত? উদারা মনোহরা অদ্ভুতা আশ্চর্য্যাঃ কলা অবতারাঃ বৈদগ্ধ্যসৃষ্টিপ্রক্রিয়াশ্চ যস্য সঃ। পুন কীদৃক্, শ্রীমান্ শ্রীঃ পরমশোভাবতী রাধা ত্বয়া সহৈকীকৃতত্বাত্তদ্বানিত্যর্থঃ। পক্ষে শোভাবান্। কৃপায়াঃ সমুদ্রঃ অতিশয়োক্ত্যাত্যন্তপতিতাপরাধি-

টীকার তাৎপর্য্য

বলে। এখানে যেন প্রভুর শ্রীমুখে 'হরে' এবং 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব দেশ কাল শ্রীরাধামাধবের রূপ গুণ ও বিলাসাদির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে—এই জন্যই এখানে বীপ্সার কথা বলা হইল ॥ ১৩ ॥

পরম প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী মেঘাদি উদ্দীপন বিভাব দর্শন করিলে আকুল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার কৃপাকণা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও মেঘাদি উদ্দীপন বিভাব দর্শনে বিভোর হইয়া যান। পরম উদার শ্রীরাধার ভাব সুভাবিত গৌরহরি মেঘাদি উদ্দীপন দর্শনে পরম উৎকণ্ঠাতুর হইয়া সেই প্রেম জগতে প্রচার করিতেছেন—ইহা দেখাইয়াই শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে আশীর্ব্বাণী প্রয়োগ করিতেছেন। ভাই। তোমরা সংসারের কুবিষয় বিষয়ানলে দগ্ধ হইতেছ? আহা তোমাদের বেদনা প্রশমিত করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছ না? করুণাময় শ্রীহরি কুবিষয় হরণ পূর্ব্বক নিজপাদাম্বুজপ্রেমরূপ অমৃত দান করিয়া তাপদগ্ধ তোমাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করুন। যদি বল সেই শ্রীহরি কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীরাধারাণীর গৌর-কান্তিতে সমুজ্জ্বল। সেই শ্রীগৌরহরির আরও বিশেষ মহিমা বলিতেছেন—বক্ষ্যমাণ প্রকারে নিজ প্রেমসম্পৎ যিনি সাধারণে প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল কি প্রকারে প্রেমসম্পদ সাধারণে প্রকাশ করিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীগোবিন্দের কান্তির আভাস স্বরূপ নবীন মেঘসমূহ দর্শন করিয়া তিনি মদযুক্ত হইয়া প্রমত্ত হইতেছেন (অর্থাৎ কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের উৎকণ্ঠায় কাতর হইতে হয়, তাহা জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন। 'মদ' ব্যাভিচারীভাব। ইহার লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বলে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—'যে উল্লাসে বা আনন্দে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ভাসিয়া যায় তাহার নাম 'মদ'। এই মদ দুই প্রকারের হয়—এক মধুপান জন্য অপরটি মদনবিকার জন্য। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে যে মদের

টীকা

নীচাতিনীচব্রাতেষু কারুণ্যবানিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? সন্ধ্যায়া ইব অরুণয়া কান্ত্যা বিচিত্রে যে অম্বরে বস্ত্রে তে ধৃতবান তদ্ধরশ্চাসৌ উজ্জ্বলশ্চেতি সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ পূর্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ পক্ষে রাকা বিধুঃ পুনঃ কথম্ভুতঃ? প্রেমৈবামৃতং তন্ময়ানি যানি মহাজ্যোতিংষি সাত্ত্বিকাদিভাবছ্যতয়স্তৈরমলঃ কলঙ্করহিতঃ। যদ্বা ন মলো দুর্ব্বাসনাদিযস্মাৎ সঃ এতেনাদ্ভুতচন্দ্রত্বমায়াতম্ চন্দ্রস্য কলঙ্কবত্ত্বাৎ অন্তকরণকলুষদূরীকৃতত্বাভাবাচ্চ ॥১৫॥ শ্রীগৌরবিধুররুণো বিচিত্রাম্বরশোভিতঃ প্রেমামৃতং স্বান্তর্ণভ উদিয়াদ্বঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

কথা বলা হইল তাহা মদনবিকার জন্যই জানিতে হইবে; কারণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এবার শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বলেও বলা হইয়াছে,—ব্রজবালাগণের শ্রীগোবিন্দনিষ্ঠ মধুরোজ্জ্বল প্রেমকেই কবিগণ 'কাম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেইরূপ ময়ূরচন্দ্রিকা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ-চূড়ার স্মৃতিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অধীর হইয়া পড়িতেছেন। গুঞ্জামালা (শ্রীগোবিন্দ বিভূষণ) দর্শন করিলে প্রেমাবেশে থর থর কাঁপিতেছেন এবং শ্যামবর্ণ কোন কিশোরকে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ রূপের কিছু আভাস স্মরণে চকিত হইয়া প্রেমের নানা চমৎকারিতা ধারণ করিতেছেন। এখানে 'কম্পটি' সাত্ত্বিক ভাব এবং স্মৃতিটি ব্যভিচারভাব। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু এবং কেমন করিয়া তাহা উপভোগ করিতে হয় তাহা নিজ আস্বাদন কালে আচরণে পরিস্ফুট করিয়া সেই প্রেমসম্পদ সাধারণে প্রকাশ করিতেছেন। ১৪। ভাবের উদ্দীপক মেঘাদি দর্শন করিয়া অনুভাববান যে গৌরহরি কম্পিত দেহে নিজ প্রেম প্রচার করিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুণ ॥১৪॥

এই শ্লোকে শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার প্রেমরূপ জ্যোৎস্না বিস্তার এবং তদ্বারা হৃদয়ান্ধকার নাশ প্রদর্শন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সেই কলানাথ অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র তোমার অন্তরে উদিত হউন, এবং তথায় উদিত হইয়া অজ্ঞান তমো নাশ পূর্ব্বক প্রেমরূপ অমৃত বর্ষণে তোমার চিরতাপদগ্ধ হৃদয় শীতল করুন। কলানাথ শব্দে ষোড়শকলায় পূর্ণ চন্দ্র বুঝায়, ইহার আরও একটি গূঢ় অর্থ আছে। মৎস্যাদি অবতারে তিন কলায় বা অংশে আবির্ভূত হবয়াছিলেন এবার কিন্তু অংশী স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়াছেন। যদি বল এই নবোদিত চাঁদের পরিচয় কি? উত্তরে বলিতেছেন—শচীগর্ভরূপ ক্ষীরসাগর হইতে ইনি আবির্ভূত হইয়াছেন। অন্য চাঁদেরও উদ্ভবস্থান ক্ষীরসাগর। এই চাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? অপরের হৃদয়ে ইহার রসসৃষ্টি প্রক্রিয়া অতি অদ্ভুত। এই চাঁদের আরও নিগূঢ় পরিচয়ের কথা তোমাকে চুপি চুপি বলিতেছি শুন। রসবিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত প্রকাশভিন্না সর্ব্বকান্তিময়ী শ্রীরাধার সহিত প্রকাশভেদে মিলিত হইয়া আগমন করিয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রীমান এজন্য সর্ব্বশোভার আকর। যদি বল তাপে দুঃখে জর্জরিত আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যাহাতে সেই শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে

বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিত করো গ্রন্থীন্ কটিডোরকৈঃ সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গলহরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতায়াতৈর্গৌরতনুর্বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ ॥১৬॥

অন্বয়—প্রেমভরপ্রকম্পিতকরঃ নিজলোকমঙ্গল হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং সংখ্যাতুং (প্রেমবিবশ কম্পিত করে সর্ব্বলোক মঙ্গল নিজ হরেকৃষ্ণ নামের সংখ্যা রাখিবার জন্য) কটিডোড়কে গ্রন্থিং বধ্নন্, জপন্, (কটীডোরে গ্রন্থি বাঁধিয়া জপ করিতে করিতে) স্বমেব জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতায়াতৈঃ (নিজ শ্রীজগন্নাথ-স্বরূপ দর্শনেচ্ছায় যাতায়াতে) বিলোচনমুদং তন্বন্ (যিনি সকলের নয়নানন্দ বিধান করিতেছেন) অশ্রুস্নাতমুখো গৌরতনুর্হরিঃ বঃ পাতু (সেই অশ্রুস্নাতমুখ শ্রীগৌরহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন) ॥১৬॥

মূলানুবাদ

যিনি লোকমঙ্গল 'হরে কৃষ্ণ' নাম অবিরত জপ করিতেছেন, প্রেমভরে শ্রীহস্ত দুইটী কাঁপিতেছে, আবার সেই প্রকম্পিত করে লোক শিক্ষার নিমিত্ত কটিডোরে গ্রন্থি দিয়া নামের সংখ্যা রাখিতেছেন, প্রেমাশ্রুধারায় যাঁহার বদনকমল ভাসিয়া যাইতেছে, যিনি নিজরূপ শ্রীজগন্নাথ দর্শনেচ্ছায় গমনাগমনচ্ছলে সকলের পাপ হরণ করিয়া লোকনয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৬।

টীকা

হরিণাম মহামন্ত্রঃ সংখ্যয়া জপ্য ইতি শিক্ষয়ন্তো জপসমকালোদিতসাত্ত্বিকভাবস্য জগন্নাথ দর্শনেচ্ছোর্ভগবতঃ স্বরূপং বর্ণয়ন্নাশীষং করোতি। বধ্নন্ প্রেমভরেত্যাদি। গৌরতনুর্হরির্বো যুষ্মান্ পাতু স্বচরণারবিন্দবিষয়কপ্রেম্না রক্ষতু। কিং কুর্ব্বন্? বিশিষ্টানাং লোচনানাং মুদমানন্দং বিস্তারয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্! প্রেমভরপ্রকম্পিতকরঃ সন্ নিজলোকমঙ্গলহরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং সংখ্যাতুং কটিস্থিত-ডোরকৈঃ গ্রন্থিং বধ্নন্ হরেকৃষ্ণতি মামানি জপন্ প্রেমাতিশয়েন প্রকৃষ্টং কম্পিতৌ করৌ যস্য সঃ। লোকানাং মঙ্গলং যেভ্যস্তানি নিজানি চ চেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ? অশ্রুভির্নিজপ্রেম প্রসৃতনেত্রজলৈঃ স্নাতং মুখং যস্য। কৈঃ করণৈর্বিলোচনমুদং তন্বন্ জগন্নাথং দিদৃক্ষু র্গতায়াতৈর্গমনাগমনৈঃ। জগন্নাথঃ কিম্ভূতম্? স্বমেবাত্মানমেব হি নিশ্চিতম্॥ উৎকীর্ত্তিতমহামন্ত্রো গৌরোঽশ্রুস্নপিতাননঃ স্বপ্রকাশ-জগন্নাথং দিদৃক্ষুঃ পাতু বঃ সদা ॥১৬॥

টীকার তাৎপর্য্য

আবির্ভূত হইয়া অমৃত বর্ষণে তাহা শীতল করিবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি করুণার সাগর। অত্যন্ত পতিত, অপরাধী, নীচ এবং অতি নীচ জনসমূহে একান্ত করুণাযুক্ত। নীচু স্থানেই যেমন সলিলের পক্ষপাত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণাও তেমনই দীনজনের পক্ষে। সারাটি নিদাঘদিবসের তাপ ভোগের পর যখন সন্ধ্যা অরুণস্নিগ্ধ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তখন তাহা সর্ব্বেন্দ্রিয় দেহ শীতল করিয়া বিশ্বের তাপ জুড়াইয়া দেয়। তেমনি বিষমসংসারপথে অনন্তবার যাতায়াতে শ্রান্ত তাপত্রয়ে জর্জরিত জীবের। আজ বড় শুভদিন। ঐ দেখ সমস্ত তাপ অবসান করিয়া সন্ধ্যারুণকান্তি বিচিত্র বস্ত্রে নিজ শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। ইনি অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র।

টীকার তাৎপর্য্য

ইহার শ্রীঅঙ্গ হইতে প্রেমময় মহাজ্যোতিঃ দিকে দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। প্রেমামৃতময় সাত্ত্বিকাদি ভাব দ্যুতির দ্বারা তিনি অপূর্ব্ব মধুরোজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছেন। জগতের কলঙ্কী চাঁদ অন্তরের কলুষ নাশ করিতে পারেনা। কিন্তু এই অদ্ভুত শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইবামাত্র অন্তরের দুর্ব্বাসনাদি সকল কলুষ নিঃশেষে অপহরণ করেন। বিচিত্র অরুণাম্বরধারী স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র তোমার অন্তরাকাশে উদিত হইয়া প্রেমামৃত বিতরণ করুন ॥ ১৫ ॥

শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইলে সংখ্যা রাখিতে হইবে*—নিজের আচরণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই শিক্ষা দিতেছেন। জপের সমকালেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতেছে। এই অবস্থায় শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাতায়াতকারী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। শ্রীগৌরহরি তোমাদিগকে স্বচরণারবিন্দবিষয়ক প্রেমদান করিয়া রক্ষা করুন। যদি বল সেই শ্রীগৌরহরি কেমন ভাবে ভক্তগণকে অনুগ্রহ বিস্তার করিতেছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— নিজগুণে তাঁহাদের লোচনের আনন্দবিস্তার করিয়া। প্রভুর তৎকালীন স্বরূপের মাধুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? নিজ লোকমঙ্গল 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপের সংখ্যা রাখিবার জন্য নিজ কটিডোরে গ্রন্থি দিতেছেন। আহা! সে সময়ে প্রেমের আবেশে তাহার শ্রীচরণকমলদুইটি 'প্রভাতবায়ুর অভিঘাতে পদ্মের শোভাকে তুচ্ছ করিয়া অপরূপভাবে কাঁপিতেছিল। শুধু কি তাহাই? নিজ প্রেমপ্রসৃত নেত্রসলিলে তাঁহার শ্রীমুখকমল প্লাবিত হইয়া ভক্তগণের হৃদয়ে প্রচুরতর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিতেছেন। এই অবস্থায় নিজ অভিন্ন স্বরূপ শ্রীজগন্নাথ দর্শনেচ্ছু হইয়া যাতায়াত স্থলে ভক্তগণের নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন ॥১৬॥ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপকালে অশ্রুপ্লাবিতমুখে যিনি স্বকীয় প্রকাশ শ্রীজগন্নাথ দর্শনেচ্ছু হইয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১৬॥

---

*হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কিনা ইহা লইয়া অধুনা অনেক বিসম্বাদ চলিতেছে। আমাদের মনে হয় ইহা জপ্য এবং কীর্ত্তনীয়। এ বিষয়ে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে (১১ বি ২৫৫ অ) বলা হইয়াছে—"হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরং। কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নিবৃত্তির্বহুধেচ্ছতা॥ অর্থাৎ „হরে কৃষ্ণ" নাম জপ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বপ্রকারে কল্যানকামীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধ্যানযোগ্য, গানযোগ্য ও কীর্ত্তনযোগ্য নাম॥ এখানে ঐ নামেরই জপকালে ইতি কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (আদি ১৫ অ) শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী শত-গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি।" তপন মিশ্রকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব উপদেশকালে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সাধ্য সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ এবং এই সংকীর্ত্তন যোগ্য নামও প্রভু শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥ (চৈঃ চঃ আদি ১২)

অন্তর্ধান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলন্তী হঠাৎ প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীববিকলং তাপত্রয়েনানিশং যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়

সমস্তজগতাং অন্তর্ধান্তচয় হঠাৎ উন্মূলয়ন্তী (যাহা সমস্ত জগতের অন্তরের অন্ধকারসমূহ সমূলে বিনাশ করিতেছে) প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি বলাৎ প্রোদ্বেলয়ন্তী (নিজ শক্তিদ্বারা নিরবধি প্রেমানন্দরসসাগর উচ্ছলিত করিয়া বেলাভূমি প্লাবিত করিতেছে) তাপত্রয়েণানিশং অতীববিকলং বিশ্বং শীতলয়ন্তী (নিরন্তর তাপত্রয়ে অতিক্ষুব্ধ জগৎকে স্নিগ্ধ করিতেছেন) চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা (সেই শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের অঙ্গকিরণচ্ছটা) যুষ্মাকং হৃদয়ে সততং চকাস্তু (তোমাদের হৃদয়ে সতত প্রকাশিত থাকুন)। ১৭।

মূলানুবাদ

নদীয়াপুরের ভাগ্যাকাশে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সর্ব্বদা উদিত রহিয়াছেন। তাঁহার বিমল কিরণে সমস্ত জগতের অন্তরের কামনা বাসনাদি অন্ধকার সহসা উন্মূলিত হইতেছে। নিজশক্তিতে তিনি প্রেমানন্দ-রসসাগর বিক্ষুব্ধ করিয়া জগতকে ডুবাইয়া দিতেছেন, দিন রাত্রি সমভাবে তাপত্রয়ে অতীব বিকল বিশ্বকে শীতল করিতেছেন। তোমাদের হৃদয়ে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ সতত প্রকাশিত থাকুক। ১৭।

টীকা

পুনশ্চন্দ্ররূপকত্বেন তৎশ্রীবিগ্রহদীপ্তিচ্ছটাচমৎকারং দর্শয়ন্নাশীষং প্রযুঙ্ক্তে। অন্তর্ধান্তচয়ং সমস্ত-জগতামিত্যাদি। চৈতন্য এব চন্দ্রস্তস্য চ্ছটা চিক্কনদেহকান্ত্যুজ্জ্বলতা যুষ্মাকং হৃদ্‌য়ে সততং প্রকাশিতাম্। কথম্ভূতা সমস্তজগতামন্তর্ধান্তচয়ং তেষাং হৃদিস্থিতাজ্ঞানাপরাধকোট্যাদিতমঃসমূহং হঠাৎবলাৎকারেণোন্মূ-লয়ন্তী সমূলং বিদ্রাবয়ন্তী। পুনঃ কীদৃশী ? প্রেমহেতুকো য আনন্দরসঃ স এবাম্বুধিস্তং বলান্নিরবধি যথা স্যাৎ তথা প্রোদ্বেলয়ন্তী প্রকর্ষেণ বর্দ্ধয়ন্তী। পুনঃ কীদৃশী ? ; তাপত্রয়েনানিশং নিরন্তরমতীব-বিকলং ক্ষোভিতং বিশ্বং শীতলয়ন্তী অর্থাৎ প্রেমামৃতপ্রচারেণ স্নিগ্ধয়ন্তীত্যর্থঃ। চন্দ্রস্যাপিতমোশ-কত্বাম্বুধিবর্দ্ধকত্বশীতলীকরত্বাদিনা চন্দ্ররূপকত্বমিতি ॥১৭॥ অন্তঃকলুষহন্তা চ স্বপ্রেমাম্বুধিবর্দ্ধনঃ বিশ্বং শীতলয়ন্তং শ্রীগৌরচন্দ্রশ্চকাস্তু বঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্র ক্ষোভিত হইয়া উচ্ছসিত হয় এবং এই চন্দ্রের কান্তিচ্ছটা জগত্বের অন্ধকার নাশ করে, তেমনই এই অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের উদয়ে সমস্ত জগতের হৃদিস্থিত অজ্ঞান অপরাধাদি তম বিদূরিত হইতেছে এবং প্রেমের সাগরে বান ডাকিয়াছে এইরূপ বর্ণনা করিয়া শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে শিষ্যগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তোমাদের হৃদয়ে নিজ অমৃতময় কিরণ বিস্তার করুন। (এখানে জগতের চাঁদ অচৈতন্য এইজন্য তাহার অনুরাগী চকোরের কাছেও সে আসেনা, কিন্তু এই অপূর্ব্ব চন্দ্র চৈতন্যময় এইজন্য আহ্বানমাত্রে ভক্তজনের হৃদয়াকাশে ইহার প্রকাশ হয়—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে।) যদি বল এই চাঁদ কেমন ? তদুত্তরে বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম হেতু যে আনন্দানুভূতি তাহা সমুদ্রের ন্যায়, এই প্রেমের সাগর নিজ শক্তিতে নিরবধি প্রকৃষ্টভাবে বর্দ্ধিত হইয়া

অথ শ্রীচৈতন্যভক্তমহিমা—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ ন বা শুকঃ
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ।১৮।

অন্বয়—যত্র মুনীশ্বরৈর্ভ্রান্তম্ (যে মধুর ভক্তিপথে মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন) ক্ষমামণ্ডলে (পৃথিবীতলে) কস্যাপি ধিষণ যস্মিন্ ন প্রবিবেশ (কাহারও বুদ্ধি যে মধুর ভক্তিপথে প্রবেশ করে নাই) শুকো যৎ ন বা বেদ (শ্রীশুকদেবও যে পথের বিবরণ অবগত থাকিয়াও প্রকাশ করিতে পারেন নাই।) কৃপাময়েন শৌরিণা নিজে ক্বাপি যন্নোদ্ঘাটিতং (করুণাময় শ্রীগোবিন্দ নিজ ভক্তজনের নিকটও যাহা কখনও প্রকাশিত করেন নাই) গৌরপ্রিয়াস্তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি (শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্তগণ সেই মধুর ভক্তিরসমার্গে সুখে বিহার করেন)।১৮।

মূলানুবাদ

পরম নিগূঢ় মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমের মধুরিমার কথা কে জানিত। শ্রীভগবদবতার শ্রীবেদব্যাস প্রভৃতি মুনীশ্বরগণ তাহা সুষ্ঠুভাবে জানিতে পারেন নাই, এই পৃথিবীতলে অন্যজনের বুদ্ধি যে সেই গূঢ়মার্গে প্রবেশ করিতে পারিবেনা তাহা তো জানা কথা। এমনকি শ্রীমদ্ভাগবদ্বক্তা পরমহংসকুল-মুকুটমণি শ্রীশুকদেব তাহা জানিয়াও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক করুণা-ময় শ্রীগোবিন্দও যাহা ভক্তজনের হৃদয়ে প্রকাশ করেন নাই, সেই মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমের মধুরিমার সাগরে শ্রীগৌরচন্দ্রের অনুগত ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তমহিমানং বক্তুমুপক্রমতে—অথ চৈতন্যভক্তমহিমেতি। অত্র ব্রজরাজ-কিশোরস্য ব্রজকিশোরিভিঃ সহ নিগূঢ়োলজলীলারসাস্বাদনং গৌরভক্তানামেব নান্যোষামিত্যাহ। ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরিত্যাদি। তস্মিন্ মধুররসভক্তিমার্গে গৌরাঙ্গপ্রিয়াঃ সুখং যথা স্যাত্তথা খেলন্তি বিহরন্তি। যত্র তাদৃশ ভক্তিমার্গে মুনীশ্বরৈর্ব্যাসাদিভির্ভ্রান্তং তস্মিন্ বর্ত্মনি তেষামপি সুষ্ঠু পরিচয়ো নাস্তীত্যর্থঃ। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে গৌরাঙ্গাবতারাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। যস্মিন্ মার্গে পৃথিবীমণ্ডলে কস্যাপি ধিষণা বুদ্ধির্নৈব প্রবিবেশ। অন্যসা কা কথা শ্রীশুকদেবোঽপি যদ্বর্ত্ম নো বা বেদ জানাতি ন বা, সতু জানাত্যেব জ্ঞাত্বাপি ন প্রকটীকৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বর্ত্ম শৌরিণা শ্রীকৃষ্ণেণ কৃপাময়েন সতা ক্বাপি নিজভক্তেঽপি নোদ্ঘাটিতং ন প্রকাশিতং অতএব রাগানুগাং বিশেষকামানুগাং ভক্তিপরিপাটীং গৌরভক্তা এব জানন্তি নান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ নাপ্রকাশি রসো যোঽত্র মুনিভিঃ শৌরিণাপি চ, গৌরভক্তাঃ সুখং তত্রঃ খেলন্ত্যুজ্জ্বলভক্তিকে ॥ ১৮ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

জগতকে সেই আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে। এই অদ্ভুত চন্দ্র তাপত্রয়ে নিরন্তর ক্ষুভিত বিশ্বকে নিজ প্রেমামৃতস্রাবি কিরণধারায় নিশিদিন স্নিগ্ধ করিতেছেন ॥ যে শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইয়া জগতের অন্তরের কলুষ নাশ পূর্ব্বক প্রেমাম্বুধি বর্দ্ধন করিতেছেন এবং বিশ্বকে শীতল করিতেছেন তিনি তোমাদের হৃদয়ে শোভমান হউন্ ॥ ১৭ ॥ আশীর্ব্বাদপ্রকরণ নামক তৃতীয় বিভাগ সমাপ্ত ॥

তাবদ্‌ব্রহ্মকথাবিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবেত্তাবর্চ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে ন লোকবেদস্থিতিঃ
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথ কলকলো নানা বহির্বর্ত্মসু শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥১৭॥

অন্বয়—যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনঃ (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণকমলের প্রিয়জন) দৃগ্‌গোচরো ন ভবতি (দর্শনপথে পতিত না হন্) তাবৎ (ততক্ষণই) ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী ন তিক্তীভবেৎ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুশীলন এবং যোগমার্গ বিরস বলিয়া বোধ না) লোকবেদস্থিতির্ণ বিশৃঙ্খলত্বং অয়তে (লোকমর্য্যাদা এবং বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খল হয় না) তাবৎ নানা বহির্ব্বর্ত্মসু শাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো ভবতি (ততক্ষণই বহির্ম্মুখী পণ্ডিতগণের নানা বাদপ্রতিবাদে রুচি দেখা যায়) ॥১৭॥

মূলানুবাদ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন বা যোগমার্গের কথা ততক্ষণই ভাল লাগে যতক্ষণ শ্রীগৌরভক্তের দর্শন হয় না। শ্রীগৌরভক্তের দর্শন হইলে প্রেমামৃতের যথাকথঞ্চিৎ আস্বাদনের জন্য পিপাসিত প্রাণ কাঁদিতে থাকে। তখন জ্ঞান-যোগের আলোচনা তিক্ত হইয়া যায়। সেইরূপ লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদাও ততক্ষণই পূর্ণভাবে রক্ষা করা যায়। এই মাধুর্য্যের আস্বাদন জানিতে না পারা পর্য্যন্তই বেদান্তবিদ পণ্ডিতগণ নানা বাদবিতণ্ডায় প্রমত্ত হইয়া থাকেন ॥১৭॥

টীকা—নিগূঢ়ভগবত্তত্ত্বং গৌরভক্তসঙ্গং বিনা ন জানন্তীত্যাহ, তাবদ্‌ব্রহ্মকথেত্যাদি। যাবৎ শ্রীচৈতন্য পদাম্বুজয়োঃ প্রিয়জনো দৃগ্‌গোচরো ন ভবেৎ, তাবদ্‌ব্রহ্মকথা নিষ্কর্ম্মক-নির্বিশেষ ব্রহ্মবিচারঃ তাবচ্চ বিমুক্তিপদবী পরমাত্মবিষয়কজীবাত্মনো লয়মার্গস্তাবন্ন তিক্তীভবেৎ ॥ লোকশ্চ বেদশ্চ তয়োঃ স্থিতির্মর্য্যাদা নো বিশৃঙ্খলত্বময়তে তত্তন্মর্য্যাদাতিক্রমং ন প্রাপ্নোতি। শ্রীচৈতন্যভক্তসঙ্গেন নিগূঢ়ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান-প্রেমাদিবৈশিষ্ট্যাৎ সর্ব্বমতিক্রান্তো ভবতীত্যর্থঃ। তাবচ্চ শাস্ত্রবিদাং বেদান্তাদিশাস্ত্রবিদুষাং মিথ কলকল অতিশয়কলহং নানা বহির্ব্বর্ত্মসু স্বেযু স্বেযু বহিরঙ্গমার্গেষু পতিতানামিত্যর্থঃ। চৈতন্যভক্তানাং শুদ্ধনিগূঢ়ভক্তিমার্গত্বন্তরঙ্গ এব ॥১৭॥

সঙ্গঃ শ্রীগৌরভক্তানাং যাবন্ন স্যাৎ কলৌ যুগে তাবদ্‌ব্রহ্মবিচারাদি তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং কলিঃ ॥১৭॥

টীকার তাৎপর্য্য

এইবার শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের মহিমা বর্ণন করিবার উপক্রম করিতেছেন। ব্রজরাজনন্দন ব্রজকিশোরগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যে পরম মধুময়ী লীলাবিস্তার করিয়াছিলেন, শ্রীরাধারাণীর একান্ত কৃপাস্পদ কিছু সংখ্যক ব্রজ গোপিকা সখীভাবে এই লীলার রসমাধুরী আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণায় তাঁহার ভক্তগণ সেই অপূর্ব্ব আস্বাদন অনায়াসে লাভ করিতেছেন। জগতের অপর সকলে কিন্তু এই আস্বাদনে বঞ্চিত—এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। সেই মধুর রসময় ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

এই পৃথিবীতে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের পূর্ব্বে শ্রীবেদব্যাসাদি মুনীশ্বরগণেরও এই পথের সুষ্ঠু পরিচয় ছিল না। অন্য কাহারও বুদ্ধি এই পথে প্রবিষ্টও হইত না। শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুও যে পথ স্বয়ং জানিয়াও প্রকাশ করেন নাই, কৃপাময় শ্রীগোবিন্দও যে পথ নিজ ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন নাই, সেই অমৃতময় পথে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করেন। অর্থাৎ ইহারা ভিন্ন অন্য কেহই এই পথ অবগত নহেন ॥১৮॥

ক্ব তাবদ্বৈরাগ্যং ক্ব চ বিষয়বার্ত্তাসু নরকেষ্বিবোদ্বেগঃ ক্বাসৌ বিনয়ভরমাপূর্য্যলহরী
ক্ব তাবত্তেজোবালৌকিকথ মহাভক্তিপদমী ক্ব সা বা সংভাব্যা যদবকলিতবং গৌরগতিষু ॥২০॥

গৌরগতিষু যদবকলিতং (শ্রীগৌরভক্তে যেমন দেখা যায়) তাবদ্বৈরাগ্যং ক্ব (তেমন বৈরাগ্যই বা কোথায় ? বিষয়বার্ত্তাসু নরকেষ্বিবোদ্বেগঃ ক্বঃ (বিষয়বার্ত্তায় নরকের মত উদ্বেগই বা কোথায় ?) তাবদলৌকিকং তেজো অথবা মহাভক্তিপদবী ক্বঃ সংভাব্যা (সেইরূপ অলৌকিক তেজ মহাভক্তির অনুষ্ঠান আর কোথায় মিলিবে ?)। ২০।

শ্রীগৌরাঙ্গভক্তে যেমনটি দেখা যায় এমন বৈরাগ্য, বিষয়বার্ত্তায় নরকের ন্যায় উদ্বেগ, নিরতিশয়

টীকা

শ্রীচৈতন্যভক্তেষু পরমচমৎকারকারিভাবমনুভূয় মহিমানমুন্নয়তি ক্ব তাবদ্বৈরাগ্যমিত্যাদি। গৌরং গৌরহরিরেব গতি শরণং প্রাপ্যো যেষাং তেষু যদ্বৈরাগ্যং অবকলিতমনুভূতং তাবদ্বৈরাগ্যং ক্ব কুত্রাপি নাস্তীত্যর্থঃ। বৈরাগ্যমত্র ভগবদনুরক্ততা। বিশিষ্টে শ্রীকৃষ্ণে রাগো মনোলগ্নতা যস্য বিরাগস্তস্য ভাবো বৈরাগ্যং শ্রীকৃষ্ণানুরক্ততা। বিষয়বার্ত্তাসু নরকেষ্বিবোদ্বেগঃ গৌরভক্তানাং যাদৃক্স্যাৎতাদৃগন্যেষাং ক্ব কুত্রাপি নেত্যর্থঃ। গৌরভক্তেষু যাদৃক্ নম্রতাতিশয়স্য লহরী তরঙ্গোঽন্যত্র ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ। গৌরভক্তেষু যাদৃগলৌকিকং তেজঃ প্রভাবস্তাদৃকং তেজঃ প্রভাবস্তাদৃক্ ক্বাপি নাস্তি। অথানন্তরং গৌরগতিষু যাদৃক্ মহাভক্তিপদ্ধতিরবকলিতা সা ক্ব সংভাব্যা অপিতু ন কুত্রাপি। অতএব শ্রীগৌর-হরিপ্রিয়জনপাদপদ্মসেবনেনৈবেতৎ সর্ব্বমনায়াসেন মিলতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বৈরাগ্যাদিগুণঃ যাদৃগ, গৌর-ভক্তেষু দৃশ্যতে। তাদৃশো গুণলেশোঽপি ক্বাপ্যন্যত্র ন দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

এই জগতে মুনিগণ এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে রস প্রকাশ করেন নাই সেই উজ্জ্বল ভক্তিরসমার্গে গৌরভক্তগণ সর্ব্বদা খেলা করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানের নিগূঢ় তত্ত শ্রীগৌরাঙ্গভক্তের সঙ্গ ভিন্ন জানা যায় না। এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন যতক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত নয়নগোচর না হন ততক্ষণ পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষব্রহ্মবিচারে জনগণের উৎসাহ থাকে, যোগমার্গেও ততক্ষণ আদরবুদ্ধি থাকে। এখানে যোগ বলিতে পরমাত্মায় জীবাত্মার লয় বুঝিতে হইবে। লোকমর্য্যাদা এবং বেদমর্য্যাদা ততক্ষণই সুশৃঙ্খল থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্তসঙ্গ লাভ করিলে কৃষ্ণানুরাগের বন্যায় সকল কিছু ভাসাইয়া লইয়া যায়। বেদান্তাদি শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ বহিরঙ্গমার্গে পতিত হইয়া পরস্পর বাদপ্রতিবাদে ততক্ষণই ব্যর্থ সময় ক্ষেপণ করেন, যতক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্তগণ অনুষ্ঠিত বিশুদ্ধ-অন্তরঙ্গ—ভক্তিমার্গের সন্ধান লাভ না করেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ভক্তের মহিমা অনুভব করিয়া বর্ণন করিতেছেন। শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণকমল যাঁহারা চরমাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মত বৈরাগ্য অন্য কোথায় পাইবে? এখানে বৈরাগ্য বলিতে শ্রীভগবানে অনুরাগ বুঝিতে হইবে। ব্যাখ্যা হইবে—অনুপম রূপগুণাদিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে যে রাগ প্রীতিপূর্ণ চিত্তার্পণ তাহাই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের উদয় হইলে তাঁহার মাধুর্য্যে মগ্ন ভক্তের

সকৃন্নয়নগোচরীকৃততদশ্রুধারাকুলপ্রফুল্লকমলেক্ষণপ্রণয়কাতরশ্রীমুখঃ
ন গৌরচরণং জিহাসতি কদাপি লোকোত্তরস্ফুরন্মধুরিমার্ণবং নবনবানুরাগোন্মদঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয় — সকৃন্নয়নগোচরীকৃততদশ্রুধারাকুলপ্রফুল্লকমলেক্ষণপ্রণয়কাতরশ্রীমুখঃ (যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রুধারাসমাকুল সেই প্রফুল্লকমলের ন্যায় সুন্দর নয়নদুইটী এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর শ্রীমুখখানি একবার-মাত্রও দর্শন করিয়াছেন) নবনবানুরাগোন্মদঃ (নবানুরাগপ্রমত্ত সেই ভক্ত) স্ফুরন্মধুরিমার্ণবং (অলৌকিক-মাধুর্য্যসাগরোদ্‌গারী) তং গৌরচরণং কদাপি ন জিহাসতি (সেই গৌরচরণ কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না)। ২১।

মূলানুবাদ

আহা প্রভুর আমার ছলছল অশ্রুপূরিত চক্ষুদুইটি অরুণরাগে সদ্যোবিকশিত প্রফুল্ল কমলের শোভাকে মলিন করিয়া দেয়। তাঁহার শ্রীমুখখানি দেখিলে কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীমতী রাধিকার কথা মনে জাগে। যে ভাগ্যবান একবারও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই শ্রীমুখখানি দর্শন করিয়াছে, সে কি আর কখনও তাহা ভুলিতে পারে? সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া অবস্থান করে ॥ ২১ ॥

টীকা

শ্রীগৌরভক্তস্য তচ্চরণং বিনান্যত্র রতির্নাস্তীত্যস্য মহিমানং প্রকটয়ন্তি। সকৃন্নয়নগোচরীকৃততদশ্রু-ধারেত্যাদি। এবম্ভুতো ভক্ত কদাপি কথঞ্চিদপি গৌরচরণং ন জিহাসতিত্যক্তুমিচ্ছতি। সর্ব্বদৈব তদ্ধ্যানলগ্নোঽস্তীত্যর্থঃ। স এব কস্তত্রাহ—সকৃন্নয়নগোচরীকৃততদশ্রুধারাকুল-প্রফুল্ল-কমলেক্ষণপ্রণয়-কাতর-শ্রীমুখঃ প্রণয়েন কাতরং বিকলং প্রণয়কাতরং শ্রীপরমশোভা তদ্‌যুক্তং মুখং প্রণয়কাতরঞ্চ তৎ শ্রীমুখঞ্চেতি তৎ। অশ্রুধারাভিরাকুলে প্রফুল্লে কমলে ইব ঈক্ষণে যত্র তাদৃশমুখে তৎ। তচ্চতৎ তাদৃশমুখঞ্চেতি তৎ সকৃদেকবারং নয়নাভ্যাং গোচরীকৃতং দৃষ্টং তস্য গৌরাঙ্গস্যাশ্রুধারাকুলপ্রফুল্লকম-লেক্ষণপ্রণয়কাতরশ্রীমুখং যেন স এবম্ভুতো জন ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ নব নবানুরাগোন্মদঃ নবং নবং প্রতিক্ষণং নবো যোঽনুরাগস্তেনোদ্‌গতো মদো বিবেকহর উল্লাসো যস্য সঃ। অনুরাগ মধুরাস্বাদন-জন্যোঽত্র মদঃ। অনুরাগলক্ষণন্তু সদানুভূতমপি য কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং রাগো ভবেন্নবনব সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে। রাগলক্ষণন্তু—দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে। গৌরচরণং কিম্ভুতং? লোকোত্তরেতি অলৌকিকঃ প্রকাশমানো যো মধুরিমা তস্যার্ণবস্তং। গৌরচন্দ্রভক্তস্তচ্চরণালৌকিকস্বপ্রকাশ মাধুর্য্যদুগ্ধাম্বুধিবিহরমাণঃ সদৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ শ্রীমদ্-গৌরমুখং যেন সকৃদ্দৃগ্‌গোচরীকৃতঃ। স হি তচ্চরণং হাতুং ন শক্নোতি কদাচন ॥ ২১ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

চিত্ত স্বর্গাদি সুখজনক বিষয়েও নরকের ন্যায় উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। একমাত্র শ্রীগৌরভক্তেই এই বৈরাগ্য দেখা যায়। রাগানুগা প্রেমের মধুর স্পর্শে তাঁহাদের অন্তর নিরতিশয় নম্রতায় পূর্ণ—ইহারা সর্ব্বভাবে নিরভিমান। অন্যত্র কিন্তু অভিমান থাকিবেই। শুধু কি তাহাই? ইঁহাদের মুখে অনির্ব্বচনীয় ভক্তিমাধুর্য্যের জ্যোতিঃ, প্রভাবও তেমনই অদ্ভুত। আবার শ্রীগৌরভক্তে যেমন সেই পরাভক্তির সাধনপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় তেমন অন্য কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ করিলে সেই পরম দুর্ল্লভ প্রেমধন অনায়াসে মিলিয়া যায়। ২০ ॥

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি। ২২ ॥

অন্বয়—ধর্ম্মং আচর্য্য (বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া) বিষ্ণুং পরিচর্য্য (শ্রীভগবানের অর্চন করিয়া) তীর্থানি বিচর্য্য (তীর্থ ভ্রমণ করিয়া) বেদান্ বিচার্য্য (বেদ সকল বিচার করিয়াও) গৌর-প্রিয়পদসেবাং বিনা (শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্তের চরণসেবা ভিন্ন) বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং ন বিদন্তি বেদাদিদুষ্প্রাপ্য শ্রীবৃন্দাবনরূপ পরমস্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না)। ২২ ॥

মূলানুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনের মহামহিমার কথা শুনা যায়। আরও শুনা যায় তাহা বেদ ও শ্রুতি-গণেরও দুর্ল্লভ। সেই অনির্ব্বচনীয় স্থান লাভের জন্য নিপুণভাবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রীভগবানের আরাধনা, সর্ব্বতীর্থভ্রমণ অথবা বেদানুশীলন যাহাই কর না কেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তের চরণসেবা ভিন্ন তাহা লাভ হইবার নহে। ২২ ॥

টীকা

শ্রীগৌরাঙ্গভক্তপাদাম্বুজাশ্রয়ং বিনা পরমপুরুষার্থপদস্য জ্ঞানলাভোঽপি ন ভবতি ইত্যাহ—আচর্য্য ধর্ম্ম মিত্যাদি ॥ গৌরো গৌরহরিঃ প্রিয়ো যেষাং তেষাং পাদসেবাং বিনা ধর্ম্মং বর্ণাশ্রমাদিকং আচর্য্য কৃত্বাপি। বিষ্ণুং পরিচর্য্য প্রপূজ্যাপি তীর্থানি বিচর্য্য পরিক্রম্যাপি বেদান্ বিচার্য্য বেদার্থান্ নিপুণং বিভাব্যাপি বেদাদিভির্দুর্ল্লভং পদং শ্রীবৃন্দাবনং ন বিদন্তি নানুভবন্তীত্যর্থঃ। ২২ ॥ ধর্ম্মকৃৎবিষ্ণুসেবী চ তীর্থাদি বেদপারগ। ন বেত্তি ব্রজতত্ত্বং হি গৌরভক্তাশ্রয়ং বিনা ॥ ২২ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

এজগতে মায়ার বিষয়সুখের আকর্ষণে সকলেই উন্মত্ত। বিষয়ীর কথা ছাড়িয়া দিই। জ্ঞানী বা যোগিগণই কি মহামায়ার এই আকর্ষণ হইতে পরিত্রাণ পান? মায়ার আকর্ষণে পথ ভুলিয়া কেহ ঐহিক কেহ বা পারত্রিক বিষয়সুখলাভের জন্য অবিরত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্তগণ তাঁহার চরণ ভিন্ন অন্য কোনও সুখজনক বস্তুতে রতি করিতে পারেন না। এই কথা বলিয়া শ্রীগৌর ভক্তগণের মহিমা প্রকটন করিতেছেন। তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের কথা দূরে থাকুক, যাঁহাদের একবার মাত্র সেই শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রুধারাপূরিত নয়ন দুইটি এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর মুখচ্ছবি দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়েও বিষয়সুখবাসনা অপসারণ করিয়া প্রেমভক্তি মহাদেবীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা ক্ষণমাত্রও শ্রীগৌরাঙ্গচরণের ধ্যানসুখ ত্যাগ করিতে পারেন না সর্ব্বদাই তাহাতে ডুবিয়া থাকেন। ঐ ভক্তের পরিচয়দানপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—আহা! উপাস্য শ্রীগৌর ভগবানের প্রফুল্ল কমলের মত পরম শোভাময় চক্ষুদুইটি এবং কৃষ্ণবিরহে কাতর অশ্রুধারাসঙ্কুল সর্ব্বহাধুর্য্যের নিলয় শ্রীমুখখানি যে একবার দেখিয়াছে আমি তাহার কথাই বলিতেছি। ঐ ভক্তের আরও কিছু পরিচয়ের শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে? প্রতিক্ষণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণায় আবির্ভূত নব নব অনুরাগের মাধুর্য্য

অপারাবারঞ্চেদমৃতময়পয়োধিমধিকং বিমথ্য প্রাপ্তুং স্যাৎ কিমপি পরমং সারমতুলম্
তথাপি শ্রীগৌরাকৃতিমদনগোপালচরণচ্ছটাস্পৃষ্টানাং তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—অপারাবারং অমৃতময়পয়োধিং (অপার অমৃতসাগর) অধিকং বিমথ্য (অত্যধিকরূপে মথন করিয়া) চেৎ (যদি) অতুলং কিমপি পরমং সারং প্রাপ্তুং স্যাৎ (তুলনাবিহীন কোনও অনির্ব্বচনীয় সারবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়) তথাপি গৌরাকৃতিমদনগোপালচরণচ্ছটাস্পৃষ্টানাং (তথাপি শ্রীগৌরাকৃতি মদনগোপালের শ্রীচরণচ্ছটা যাহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তাহাদের নিকট) তৎ বিকটামেব কটুতাং বহতি (তাহা অতিশয় নক্কারজনকরূপে প্রতিভাত হয়) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ—ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমলে যে মধুর সন্ধান পাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাহার মহিমার কথা আর কি অধিক বলিব। শুনা যায় সমুদ্রমন্থনে অমৃতের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মাধুর্য্যের আস্বাদন লোভে দেবতা ও অসুরগণ প্রমত্ত হইয়াছিলেন। সেই অমৃতের যদি অপার সিন্ধু থাকিত এবং তাহা মন্থন করিয়া যদি কোন অনির্ব্বচনীয় মধুর অমৃতসারবস্তু লাভ করা যাইত, নিরন্তর গৌরাঙ্গচরণমধুপানমত্তভক্তের নিকট তাহাও নিতান্ত বিরস হইয়া যাইত ॥ ২৩ ॥

টীকা—অতিদুষ্প্রাপ্যাদুর্ম্মল্যাতিরহস্যবস্তুনি গৌরভক্তানাং তুচ্ছতাং দর্শয়ন্ তন্মহিমা প্রদর্শ্যতে। অপরাবারঞ্চেত্যাদি। ন স্তঃ পারাপারে যস্য এবম্ভূতং অমৃতময়ং পয়োধিং যদি অধিকং নির্ম্মথ্য কিমপি অনির্ব্বচনীয়মপি বস্তুং প্রাপ্তুং স্যাৎ; কিম্ভূতং ? পরমোৎকৃষ্টং সারং সারযুক্তং অতুলং নিরুপমং তথাপি তত্তদ্বস্তুকর্ত্তৃ শ্রীগৌরাকৃতিমদনগোপালচরণচ্ছটাস্পৃষ্টানাং সম্বন্ধে বিকটামেব কটুতাং বহতি। শ্রিয়া রাধিকায়াঃ কান্ত্যা গৌরাকৃতি যো মদনগোপালস্তস্য চরণয়োর্যাচ্ছটা শোভা তয়া স্পৃষ্টা আক্রান্তাস্তেষাং গৌরভক্তানাং তৎপাদাম্বুজমাধুর্য্যাস্বাদং বিনা সর্ব্বং নক্কারকৃতং ভবতীতি মহিমাধিক্যম্ ॥ ২৩ ॥ সমস্তবস্তুসারাণাং সারংশভূতবস্তুনি তুচ্ছতাং দধতি শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গপাদসেবকাঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

আস্বাদন করিয়া ঐ ভক্ত আনন্দে প্রমত্ত হইয়া আর সে চরণ ত্যাগ করিতে পারেন না। রসশাস্ত্রে অনুরাগের লক্ষণ করিয়াছেন—যে প্রণয়ের উৎকর্ষে অত্যধিক দুঃখও চিত্তে সুখরূপে অনুভূত হয় তাহার নাম রাগ। আর নব নব রাগের উদয় হইয়া যাহাতে সর্বদা অনুভূক্ত প্রিয়তমকেও নব নব রূপে চিত্তে আস্বাদন করায় তাহার নাম অনুরাগ। যদি বল যে গৌরচরণ এমন করিয়া সমস্ত অন্যাভিলাসিতা হরণ করে তাহার মহিমাই বা কেমন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের সিন্ধু। এই স্বপ্রকাশ পরম-মাধুর্য্য-সাগরে ভক্তগণ সর্ব্বদা মীনের মত আনন্দে খেলা করিয়া থাকেন॥ যিনি একবারমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গবদন নেত্রগোচর করিয়াছেন তিনি আর তাঁহার চরণ ছাড়িতে পারেন না ॥ ২১ ॥

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থের কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। জীবমাত্রই আনন্দের কামনায় জীবন ধারণ করে। তাই পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন হইতেছে আনন্দ। প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ জীব ধর্মাদির যে কোনটিকে ঐ

তৃণাদিপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ সুধামধুভাষিতা বিষয়গন্ধথুথুৎকৃতিঃ
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরভাজামমী ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—জগতি (জগতে) গৌরভাজাং (শ্রীগৌরভক্তগণেরই) তৃণাদপি চ নীচতা (১) সহজ-সৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ (২) সুধামধুরভাষিতা (৩) বিষয়গন্ধথুথুৎকৃতিঃ (৪) হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি অনালম্বিতা ধী (৫) অমী সদ্গুণা ভবন্তি (তৃণ হইতে নীচতা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ দেখা যায় অন্যের নহে) ২৪॥

মূলানুবাদ

গৌরভক্তে গুণের কি সীমা আছে ? ব্রহ্মার স্তবনীয় হইয়াও তাহাদের চিত্ত কখনও ক্ষুভিত হয় না। তাহাদের অকপট দৈন্যে নিতান্ত পাপমত্ত চিত্তও বিগলিত হইয়াছে। নিজেকে তাঁহারা প্রকাশ করিতে চাহেন না কিন্তু নিরন্তর প্রেমরসে মগ্ন থাকায় তাঁহাদের মনোরম স্নিগ্ধ বহিরাকৃতিই তাহাদিগকে ধরাইয়া দেয়। অন্তরে গুপ্ত প্রেমের অমৃতময়প্রভাব তাহাদের বাক্যেও প্রকাশ পায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সম্পর্কশূন্য বলিয়া বিষয়সম্পৎ ও প্রতিপত্তির গন্ধেও তাহারা থুথুৎকার করেন। সর্ব্বদা হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া থাকায় তাঁহাদের বুদ্ধি জগতের অন্য কোনও বিষয় অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। ২৪ ॥

টীকা

গৌরভক্তা সর্ব্বগুণাশ্রয়া ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্ মহিমানমুন্নয়তি তৃণাদপি চ নীচতা। গৌরাঙ্গ-ভক্তানাং জগতি বর্ত্তমানা অমী সদ্গুণা কিল নিশ্চিতং ভবন্তীতী নান্যেষাং। কে অমী সদ্গুণাস্তত্রাহ তৃণানি যথা জনানাং পাদাঘাতাদি সহন্তে তথা গৌরভক্তোঽপি তাদৃশপরিভবেঽপি নোচ্চলন্তীত্যর্থঃ। অনেন ক্ষান্তির্ব্যক্তা—তল্লক্ষণন্তু ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিবক্ষু-ভিতাত্মতা ইতি। সৌন্দর্য্যমাহ, সহজেতি স্বাভাবিকী শীতলা মনোহরা আকৃতি কলেবরস্তেষাং বচনগুণমাহ সুধেতি সুধেব মধুভাষিতা বচনঞ্চ, তেষাং বৈরাগ্যমাহ—বিষয়েতি। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধরহিত-বিষয়-গন্ধেঽপি থুথুৎকারস্তেষাং ধীরপি হরিপ্রণয়েন বিহ্বলা সতী কিমপি নালম্বিতা শূন্যের ইত্যর্থঃ! এতএব তাদৃগ্ গুণবৈশিষ্ট্যেন মহিমাধিক্যং প্রকটিতম্॥ কায়িক বাচিকা হৃদ্যা বুদ্ধিজা শোভনা গুণাঃ সন্তি যে গৌরভক্তেষু তে গুণা ক্বাপি ন স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

আনন্দসাধনের উপায়রূপে বাছিয়া লইয়া তাহাকে পুরুষার্থ নাম দেয়। কিন্তু মহামুনি বেদব্যাস দেখিলেন—ঐ সাধনগুলি আপাততঃ আনন্দসাধনের উপায় মনে হইলেও দুঃখের চিরবিনাশ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ জীবকে দিতে পারে না। খদ্যোতের কিছু দ্যুতি থাকিলেও তাহা যেমন পূর্ণ চন্দ্রের কাছে অতি তুচ্ছ, তেমনই এই সমস্ত সাধনে কিছু আনন্দলাভ হইলেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ। এইজন্য হ্লাদিনীসারসমবেতা-সম্বিৎসাররূপা ভক্তিকেই তিনি পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। পরমানন্দময় এই পুরুষার্থের সাধনও সহজ, ফল অমোঘ এবং সাধনসমকালেই

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটীরধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটীঃ
চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং ভবেৎ পরং সদ্যো রহস্যলাভঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—গুরুবর্য্যকোটীরুপাসতাং বা (বহু সদ্‌গুরুশ্রেষ্ঠের উপাসনাই করুক্) শ্রুতিশাস্ত্রকোটীর্বা অধীয়তাং (অথবা অসংখ্য শাস্ত্রের অভ্যাসই করুক্) পরং (কেবল) চৈতন্যকটাক্ষভাজাং (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের কৃপানুগৃহীত জনেরই) সদ্যো রহস্যলাভো ভবতি (সদ্য নিগূঢ়ব্রজপ্রেম লাভ হয়) ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ—ভাই ! তুমি যদি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের অনুগ্রহ না প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে কোটী কোটী বৎসর অন্য গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াই সাধন কর অথবা কোটী কোটী শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াই ফেল, সেই পরমরহস্যবস্তু শ্রীগোপীপ্রেম কোনও প্রকারেই লাভ করিতে পারিবে না। ২৫ ॥

টীকা

শ্রীচৈতন্যভক্তানাং নিগূঢ় প্রেমলাভঃ স্যান্নান্যেষামিতি মহিমা প্রদর্শ্যতে উপাসতামিত্যাদি। গুরূণাং বর্য্যা শ্রেষ্ঠাস্তেষং কোটিরুপাসতামাশ্রয়তু তেভ্যো গৌরপদাম্বুজানাশ্রিতেভ্যো ভগবদ্ভজনমার্গং শিক্ষতু বা। শ্রুতীনাং শাস্ত্রানাং পুরাণাগমাদীনাং কোটিরধীয়তাং বা। কিন্তু চৈতন্যকরুণাযুক্তাকটাক্ষস্তং প্রাপ্তবতামেব সম্বন্ধে তৎক্ষণাদেব রহস্যস্য নিগূঢ়প্রেমবস্তুনো লাভো ভবেন্নান্যেষাং সম্বন্ধোহত্রাশ্রয়ঃ। অতস্তদাশ্রয়িনস্তল্লাভঃ ইত্যর্থঃ ইতি মহিমাধিক্যমুক্তম্ ॥ সেবিতাসংখ্যগুর্ব্বাদিজনানাং য ক্বচিন্নহি। গৌরভক্তৈঃ স লভ্যতে নিগূঢ়প্রিয়তা রসঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

ফললাভ ঘটে। কিন্তু এই পুরুষার্থের আবির্ভাবভূমি শ্রীবৃন্দাবন। ব্রজভাবে চিত্ত ভাবিত না থাকিলে এই পুরুষার্থের উদয় হইবে না। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার করুণা ব্যতিরেকে ব্রজভাবে চিত্ত বিভাবিত হইবার নহে। কিন্তু শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপার এমনই বৈশিষ্ট্য যে তাহার প্রিয়ভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই ঐ প্রেমমাধুরীর আস্বাদ পাওয়া যায়। অন্যের পক্ষে ইহার আস্বাদন দূরে থাকুক জ্ঞানলাভও হইবার নহে। সেই কথাই এখানে বলিতেছেন—বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মেরই আচরণ করুন্ বিষ্ণুপরিচর্য্যাই করুন্ আর তীর্থপর্য্যটনই করুন্ কিম্বা বেদানুশীলনই করুন্ শ্রীগৌরভক্তের পদসেবা ভিন্ন সেই বেদাদিদুর্লভ পদের (শ্রীবৃন্দাবনের) অনুভব হইবার নহে। আর বৃন্দাবনের অনুভব না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বল যাহার চরণাশ্রয়ে এইরূপ মহৎকার্য্য সাধিত হয় সেই গৌরভক্তই বা কি প্রকার ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা প্রিয়বুদ্ধিতে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় করেন ; অর্থাৎ রায় রামানন্দের মত রসরাজ মহাভাব মিলিত মূর্ত্তিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুভব করিয়া সখীর অনুগতা মঞ্জরীরূপে যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে সেবা করেন, এইরূপ ভক্তের চরণাশ্রয় মাত্রই চিত্তে ব্রজপ্রেমের আবির্ভাব হইবে। ধার্মিক, বিষ্ণুসেবী, তীর্থপর্য্যটনকারী, অথবা বেদপারগ ব্যক্তিগণও শ্রীগৌরাঙ্গভক্তের চরণাশ্রয় ভিন্ন বৃন্দাবন তত্ত্ব জানিতে পারেননা ॥ ২২ ॥

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্রাদিকোটিস্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবীভক্তিকোটিঃ কোট্যংশোহপ্যস্য ন স্যাত্তদপিগুণগণো যঃস্বতঃসিদ্ধ আস্তেশ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাম্॥

অন্বয়—বৈরাগ্যকোটিরাস্তাং (বৈরাগ্যের শেষসীমাই প্রাপ্ত হউক্) শমদমক্ষান্তিমৈত্রাদিকোটির্বা ভবতু (অথবা শমদমক্ষান্তিমৈত্রাদির শেষ সীমাই প্রাপ্ত হউক্) শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদ্-ভাজাং (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় চরণনখরের জ্যোতির মাধুর্য্যানুভবে যাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন) যঃ স্বতঃসিদ্ধঃ গুণগণ আস্তে (তাহাদের যে সকল স্বাভাবিক গুণের বিকাশ হয়) তদপি কোট্যাংশোহ-পাস্য ন স্যাৎ (তাহার কথা দূরে থাকুক্ তাহার কোটি অংশের এক অংশও অপরের হয় না) ॥২৬॥

মূলানুবাদ—শ্রীচৈতন্যের চরণনখর হইতে বিকীর্ণ আনন্দজ্যোতির মাধুর্য্যাস্বাদনে মগ্ন ভক্তগণের যে স্বাভাবিক সদ্গুণসমূহ দেখা যায়—ভাগ্যবলে চরম বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণই কর, শমদমাদিমাযুক্ত হইয়া তত্ত্ব পদার্থের অনুধ্যানই কর, অথবা শ্রীবিষ্ণুর অসংখ্য ভক্ত্যঙ্গের যাজনই কর—তাহার কোটী অংশের এক অংশও লাভ হইবার নহে। ২৬ ॥

টীকা—চৈতন্যভক্তভক্তানামপি যাদৃগ্, গুণগণ সোহন্যত্র কুত্রাপি নাস্তি কিং পুনস্তদ্ভক্তানাং মহি মোহনীয় ইত্যাহ। আস্তামিত্যাদি। বৈরাগ্যকোটিঃ বৈারাগ্যস্য নানাপ্রকারঃ। অথবা বৈরাগ্য-শিরোরত্নমতিবৈরাগ্যমাস্তাং তিষ্ঠতু কিম্বা শমদমক্ষান্তিমৈত্রাদিকোটির্ভবতু। শমঃ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিঃ দমঃ বিষয়েন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা। মৈত্র্যাদি শুচিত্বাদিস্তেষাং কোটিরাধিক্যম্। তত্ত্বস্যানু নিরন্তরং ধ্যানং চিন্তনং তৎপদার্থত্বংপদার্থয়ো পরমাত্মজীবাত্মনোরৈক্যং ভবতু বা বৈষ্ণবী বিষ্ণু সম্বন্ধিনী

টীকার তাৎপর্য্য

অনেক দুঃখময় বুদ্ধিতে পার্থিব সম্পদের মোহ ত্যাগ করিলেও স্বর্গীয় মনোহর সুখের কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না। ত্যাগ করিবেনই বা কেমন করিয়া ? ঋক্সুক্তে বলিয়াছেন—বিষ্ণোঃ পদে পরম মধ্বঃ উৎসঃ ॥ অর্থাৎ মধুর পরম উৎসটী আছে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে। যাহারা এই পরম মাধুর্য্যের আস্বাদনে বঞ্চিত তাহারা কেমন করিয়া বিষমধুর আস্বাদনলালসা ত্যাগ করিবেন ? শ্রীগৌর-ভক্তগণ কিন্তু সর্ব্বপ্রার্থ্যতম কোনও অনির্ব্বচনীয় বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেও বিকট কটু বুদ্ধিতে তাহাকে ধিক্কার দান করেন। সেই প্রার্থ্যতম বস্তু সম্বন্ধে বলিতেছেন—অপার অমৃতসাগর মন্থন করিয়া যদি কোন সারবস্তুও পাওয়া যায়। তথাপি গৌরভক্তগণ তাহার ধিক্কার করেন। যদি বল এই সারবস্তু কেমন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা অমৃতের পরমসার অথবা তুলনাবিহীন হউক কিন্তু শ্রীগৌরাকৃতি মদনগোপালের শ্রীচরণমাধুর্য্যে যাহাদের অন্তর একবার ডুবিয়াছে, সেই সকল ভক্তগণের নিকট উহাও ন্যক্কারজনক হয়। এখানে শ্রীগৌরাকৃতি শব্দে শ্রী শব্দে রাধিকার কান্তি দ্বারা গৌরাকৃতি যে মদনগোপাল তাহাকেই জানিতে হইবে। ইহার শ্রীচরণকমলাশ্রিত ভক্তগণের নিকট এই চরণই আস্বাদ্য ইহা ভিন্ন জগতের সকল বস্তুই তাহাদের নিকট নাক্কারজনক হয়। সমস্ত বস্তুসারের সারাংশ স্বরূপ বস্তুতেও শ্রীগৌরভক্তগণ তুচ্ছবুদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

টীকা

ভক্তিকোটির্ভবতু কিন্তু শ্রীমতঃ সর্ব্বশক্তিসারভূতহ্লাদিনীশক্তিযুক্তস্য চৈতন্যচন্দ্রস্য প্রিয়ানাং ভক্তানাং পদনখবিরণামোদং ভজন্তে সেবন্তে যে তেষাং য স্বভাবসিদ্ধগুনগণ আস্তে অস্যগুণগণস্য কোট্যংশোঽপ্যন্যত্র কুত্রাপি ন স্যাদিতি তদ্ভক্তভক্তানাং মহিমেবেদৃক্ কিং পুনস্তদ্ভক্তানামিতি কৈমুত্যং ধ্বনিতম্॥ চৈতন্য-ভক্তভক্তানাং যো গুণস্বতঃ ঈরিত। তস্য কোট্যংশলেশোঽপি ন ক্বাপি ভজতাং কিমু॥ ২৬ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

শাস্ত্রে কতকগুলি বিশিষ্ট সদ্‌গুণের কথা বলিয়াছেন যাহা একমাত্র মহাপুরুষেরই ভূষণ। ইহা সাধারণতঃ অন্য কোথাও দেখা যায় না; একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তগণই এই সকল সদ্‌গুণের আশ্রয়। যদি বল এই সদ্‌গুণগুলি কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—(১) তৃণ হইতে নীচতা। তৃণ যেমন অন্য জনের পদাঘাতাদি সন্তুষ্টভাবে সহ্য করে, গৌরভক্তগণও তেমনি অন্যজনকৃত পরাভব প্রাপ্ত হইলেও কোনও রূপে ক্ষুভিত হন না। ইহাদ্বারা ক্ষান্তি নামক প্রথমগুণ ব্যাখ্যাত হইল। শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ করিয়াছেন—যাহাতে ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়না তাহার নাম ক্ষান্তি। দ্বিতীয়গুণ বলিতেছেন—সৌন্দর্য্য। স্বাভাবিক সুন্দর স্নিগ্ধ কলেবর সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করে। নিরন্তর প্রেমরসে ভাবিত থাকায় শ্রীগৌরভক্তগণের দর্শনমাত্রই চিত্ত স্নিগ্ধ ও প্রেমরস পুরিত হয়। তৃতীয় গুণ হইতেছে—সুধা-মধুর-ভাষিতা। সুধা পান করিলে যেমন পিপাসার শান্তি ও চিত্তে পরম পরিতোষ হয়, তেমনই গৌরভক্তের বাক্য শ্রবণ-মাত্রই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত চিত্তের পিপাসা শান্ত হইয়া প্রেমামৃতের আস্বাদনে চিত্তকে পরম পরিতুষ্ট করে। চতুর্থ গুণ বিষয় বৈরাগ্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধ-রহিত বিষয়ের গন্ধমাত্রে গৌরভক্তগণ থুথুৎকার করেন। তাহাদের বুদ্ধি হরিপ্রেমে বিহ্বলা হইয়া আর অন্য কিছুই গ্রহণ করতে পারে না। এই সমস্ত গুণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকার জন্য গৌরভক্তের মহিমাধিক্য প্রকটিত হইল। ২৪।

বেদে যে প্রেমের কথাও নিগূঢ়রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রেম শ্রীগৌরভক্তগণই আস্বাদন করিতে পারেন—অন্যের পক্ষে তাহা অলভ্য—এই কথা বর্ণন করিয়া তাহাদের মহিমা বর্ণন করা হইতেছে। শাস্ত্রে সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ এবং শাস্ত্রাভ্যাস এই দুইটি শ্রেয়োলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। কেহ যদি ভাগ্যবলে শ্রেষ্ঠ গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া কোটী বর্ষও সাধন করেন, কিম্বা কোটী সংখ্যক বেদ-পুরাণাদির অভ্যাসের দ্বারা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন তথাপি গোপীপ্রেমামৃতের আস্বাদনলেশ লাভ করিতে পারিবেন না। একমাত্র যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের কৃপাকটাক্ষে ধন্য হইয়াছেন, তাহাদের সহিত ক্ষণিক সম্পর্ক মাত্র হইলেও তৎক্ষণাৎ সেই নিগূঢ় রহস্যময় প্রেমবস্তুর আস্বাদ লাভ হয়। ২৫॥

শ্রীগৌরভক্তের পদাশ্রিত জনের যে সকল গুণ দৃষ্ট হয় তাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌর-ভক্তের মহামহিমার কথা আর কি বলিব!! যদি কেহ সর্ব্বপ্রকার বৈরাগ্য অথবা বৈরাগ্যের চরম সীমা আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় তথাপি তাহা গৌরভক্তের গুণলেশের সমতুল হয় না। শম দম ক্ষান্তি মৈত্রী প্রভৃতির চরম সীমা আশ্রয় করিলেও অথবা শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষ্ণুভক্তি পূর্ণভাবে যাজন করিলেও

কেচিৎ সাগরভূধরানপি পরাক্রামন্তি নৃত্যন্তি বৈ কেচিদ্দেবপুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তো মুহুঃ
আনন্দোদ্ভটজালবিহ্বলতয়া তেঽদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ কে কে নোদ্ধতবন্ত ঈদৃশি পুনশ্চৈতন্যনৃত্যোৎসবে ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি পার্ষদগণ) সাগরভূধরানপি (নৃত্যচ্ছলে যেন সমুদ্রপর্বতাদিকেও) পরাক্রামন্তি (লঙ্ঘন করিয়াছিলেন)। কেচিৎ নৃত্যন্তি বৈ (শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি পার্ষদগণ আনন্দোল্লাসে নৃত্য করিয়াছিলেন (কেচিৎ মুহুঃ দেবপুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তো নৃত্যন্তি (শ্রীবাসাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ স্বর্গসুখাসক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে বারংবার মহাধিক্কার দিয়া আনন্দোল্লাসে নৃত্য করিয়াছিলেন)। ঈদৃশি চৈতন্যনৃত্যোৎসবে (এইপ্রকার চৈতন্য নৃত্য-মহোৎসবে) আনন্দোদ্ভট-জালবিহ্বলতায়া (উদ্ভট-আনন্দজালে বিহ্বল হইয়া) তে অদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ কে কে উদ্ধতবন্তো ন ভবন্তি ? (সেই অদ্বৈতচন্দ্র প্রভৃতি কেহ বা উদ্ধত হন নাই !) ॥২৭॥

মূলানুবাদ

শ্রীবৃাবনের মধুরোজ্জ্বল প্রেমমাধুরী আস্বাদন করিলে হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে। সেই প্রেমের মহামধুর আস্বাদনে নিরন্তর বিভোর হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কেহ কেহ এমন উদ্ভট নৃত্য করিতেছিলেন মনে হইতেছিল বুঝি সাগর ভূধরকেও তাঁহারা লঙ্ঘন করিবেন। কেহবা স্বর্গসুখাসক্ত দেবরাজ প্রভৃতিকে মহাধিক্কার দিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যনৃত্যমহোৎসবে উদ্ভট আনন্দজালে বিহ্বল হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি পার্ষদগণ কেই বা উদ্ধতের ন্যায় আচরণ করেন নাই ? ॥২৬॥

টীকা

এষমনুভাবং দর্শয়ন্ চমৎকারত্বেন মহিমানমুন্নয়তি—কেচিৎ সাগরভূধরানিত্যাদি। ঈদৃশি চৈতন্য-নৃত্যোৎসবে অদ্বৈতচন্দ্রাদয় কে কে জনা উদ্ধতবন্তো ন ভবন্তি অপিতু সর্ব্বে। তত্র কেচিৎ শ্রীমুরারিগুপ্তাদয়ঃ সমুদ্রপর্ব্বতানপি পরাক্রামন্তি লঙ্ঘয়ন্তীব। কেচিৎ ভগবদদ্বৈতাদয়ো নৃত্যন্তি কেচিৎ শ্রীবাসাদয়ো দেবেষু ক্রীড়াসক্তেষু পুরন্দরাদিষু মহুর্বারংবারং মহাধিক্কারং প্রেরয়ন্তো নত্যন্তি চ। কথং এবম্ভূতা এবং কুর্ব্বন্তি ? তত্রাহ আনন্দেত্যাদি। আনন্দঃ প্রেমামৃতাস্বাদসুখবিশেষঃ স এব উদ্ভটং ব্যাপকং জালং তেন যা বিহ্বলতা বাহ্যাস্ফূর্ত্তিস্তয়োপলক্ষিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। জালরূপকেন বাহ্যস্ফুর্ত্ত্যাবরণং ধ্বনিতম্। নৃত্যাদয়োঽনুভাবাস্তল্লক্ষণম্—অনুভাবাস্ত চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ তেতু নৃত্যং বিলুঠিতং হুঙ্কারাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ আনন্দরসপুরস্থাঃ চৈতন্যপদপার্ষদাঃ। নানানুভাবমীশস্য প্রকাশন্তে নটোৎসবে ॥ ২৭ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

গৌরভক্তের গুণের কোটী অংশের এক অংশও হইবে না। যদি কেহ ভগবৎস্বরূপের নিরন্তর ধ্যান কিংবা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভক্তিসাধনে সর্ব্বদা রত থাকেন, তথাপি সর্ব্বশক্তিসারহ্লাদিনীশক্তিযুক্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়ভক্তগণের পদনখের কিরণামোদভঙ্গনাকারী জনে যে স্বভাবসিদ্ধ সদ্গুণরাশি প্রকাশ পায়, তাহার কোটি অংশের এক অংশও অন্যত্র দেখা যায় না। গৌরভক্তের চরণভজনকারীরই যদি এইরূপ

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা সম্বন্ধো ভগবৎপদাম্বুজরসেনাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে তৎ সর্ব্বং নিজভক্তিরূপপরমৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়তো গৌরস্যাস্য কৃপাজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ জগন্মণ্ডলে (এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে) ভগবৎপদাম্বুজরসে (শ্রীভগবৎপ্রেমে) কস্যাপি য কোঽপি সম্বন্ধঃ (কাহারও কোন প্রকার সম্পর্ক) ন ভূত ন ভবিতা ন বা ভবতি (হয় নাই হইবে না)। নিজভক্তিরূপপরমৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়তঃ (নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্য প্রকট করিয়া লীলাবিস্তারকারী) অস্য গৌরস্য কৃপাজৃম্ভিততয়া (এই শ্রীগৌরাঙ্গের করুণার প্রভাবে) নির্মৎসরাঃ তৎসর্বং জানন্ত্যেব (মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণ অনায়াসে তাহা অবগত হইতে পারেন) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ—শ্রীরাধামাধবের প্রেমমকরন্দে মুগ্ধ হইয়া সেই চরণের সহিত অনির্ব্বচনীয় প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীজন ব্যতীত অন্য কেহ অতীতকালে করে নাই। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও তাহা হইবার নহে। যিনি নিজবিপ্রলম্ভপ্রেমরূপ পরমৈশ্বর্য্য প্রকট করিয়া বিহার করিতেছেন, সেই গৌরাঙ্গর কৃপাদৃষ্টিতে ধন্য হইয়া যাঁহারা মাৎসর্যলেশশূন্য হইয়াছেন একমাত্র তাহারই ঐ সম্বন্ধের কথা জানিতে পারেন ॥ ২৮ ॥

টীকা

গৌরহরিপাদপদ্মকৃপাদৃক্পাতিনাং তেষাং নিগূঢ়প্রেমরসপরিজ্ঞাতৃত্বেন মহিমানং প্রকটয়তি, ভূতো বেত্যাদি। ভগবৎপদাম্বুজরসে কস্যাপি য কোঽপি সম্বন্ধোঽস্মিন্ জগন্মণ্ডলে ন ভূতঃ ন ভবিতা ন ভবতি বা তৎসর্ব্বং নির্ম্মৎসরা জানন্তি। পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্য্যং তদ্রহিতাঃ। ননু কথং মাৎসর্য্য-রহিতাঃ কথং বা তং জানন্তি ? তত্রাহ অস্য গৌরচন্দ্রস্য কৃপাবিজৃম্ভিতয়া তৎকৃপাপ্রকাশিততয়া উপলক্ষিতা যতঃ নির্ম্মৎসরাস্তং রসঞ্চ জানন্ত্যেব। গৌরস্য কিম্ভূতস্য নিজভক্তিরূপমৈশ্বর্য্যং তেন বিক্রীড়তঃ। তৎ সর্ব্বমিতি স চাসৌ সর্ব্বশ্চেতি বিগ্রহঃ। কৃষ্ণপদাম্বুজরসসম্বন্ধঃ কস্য ন ক্বচিৎ। জানন্ত্যনুভবন্ত্যেবং তং রসং গৌরপার্ষদাঃ ॥২৮॥

টীকার তাৎপর্য্য

মহিমা হয়, তাহা হইলে গৌরভক্তের মহিমা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমেয় ॥ চৈতন্যভক্তের ভক্তজনে যে গুণ দেখা যায় তাহার কোটি অংশের একাংশও অন্যত্র দেখা যায় না ॥২৬॥

শ্রীগৌরভক্তের অনুভাব দর্শন করিয়া যেন চমৎকৃত হইয়াই এই শ্লোকে তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। নাম সংকীর্ত্তনমধ্যে যখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নৃত্যোৎসব প্রকট করিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তগণ সকলেই তখন প্রেমমধুপানে প্রমত্ত হইয়া উদ্ধতের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি নৃত্যোৎসবে যেন সমুদ্র পর্ব্বত প্রভৃতিকেও লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভৃতি মহা-মাধুর্য্য প্রকটন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরণবিমুখ স্বর্গভোগসুখাসক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণকে বারংবার মহাধিক্কার দিয়া নৃত্যোৎসবে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। যদি বল কেন তাহারা এইরূপ করিয়াছিলেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রেমামৃত আস্বাদনে তাহাদের যে উদ্ভট সুখরাশি হয়, তাহাতে বিহ্বল হইয়া বাহ্যবিষয়ের অস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। সেইজন্যই এইপ্রকার নৃত্যাদি

মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরাণাং নিজ পদাম্বুজমজানতাং কিমপি গর্ব্বনির্ব্বাসনম্
অহো নয়নগোচরং নিগমচক্রচূড়াচয়ং শচীসুতমচীকরৎ ক ইহ ভূরিভাগ্যোদয়ঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—নিজং পদাম্বুজম্ অজানতাম্ (নিজচরণের প্রেমমাধুর্য্যে অজ্ঞ) মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরাণাম্ (যাহারা নিজদিগকে মহাপুরুষ চিন্তা করিয়া গর্বান্বিত এমন মুনীশ্বর ও সুরগণেরও) কিমপি গর্বনির্বাসনম্ (কোনও গর্বনির্বাসনকারী) নিগমচক্রচূড়াচয়ম্ (শ্রুতিগণ মস্তকের দ্বারা যাঁহার চরণধূলি অনুসন্ধান করিতেছেন এই প্রকার) শচীসুতম্ (শ্রীগৌরাঙ্গকে) ইহ (মাদৃশ-জনে) কো ভূরিভাগ্যোদয়ঃ (পরম ভাগ্যবিশিষ্ট কোন্ জন) নয়নগোচরমচীকরৎ (নয়নগোচর করাইলেন) ? ॥২৯॥

মূলানুবাদ—হায় ! কোন দয়ালু গৌরভক্ত শ্রুতিসমূহের দ্বারা অন্বেষণীয়পদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে আমার ন্যায় ভাগ্যহীন মায়াবাদীর নয়নগোচরে প্রকট করিয়াছিলেন জানি না ; তবে এইটুকু জানি শ্রীগৌরভক্তের করুণাতেই আমার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করিয়া প্রেমলাভরূপ মহাভাগ্য সম্পাদিত হইয়াছে। আমিও একদিন নিজেকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিমান করিতাম কিন্তু এত আনন্দ তো কোন দিন পাই নাই ! একটিবার দর্শন দিয়া প্রভু আমার দুরন্ত অভিমানের অন্ত করিয়াছেন। তাই বলি কিঞ্চিৎ সাধন করিয়া বা না করিয়া যাহারা নিজেকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেছে আর সুরমুনীশ্বরগণ আমাদিগকেও বলিতেছেন—একবার আসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া যান, সমস্ত অভিমান শান্ত হইয়া যাইবে। পরমানন্দে চিত্ত পূর্ণ হইবে ॥২৯॥

টীকা—গৌরহরিপদাম্বুজানাশ্রিতানামাক্ষেপেণ তন্মহিমানং বিস্মিত ইব ধ্বনয়তি। মহাপুরুষমানিনামিত্যাদি। কো জনো মদ্বিধে জনেঽপি শচীসুতং নয়নগোচরমচীকরৎ কারয়তি স্ম। অহো আশ্চর্য্যং যতঃ স ভূরিভাগ্যোদয়ঃ। বহূনাং ভাগ্যানামুদয়ো যস্য এতাদৃগেবৈতাদৃশং দর্শয়িতুং শক্নোতি নান্যঃ। কিম্ভূতম্ ? নিগমচক্রচূড়াচয়ং। শ্রুতিসমূহো মুকুটৈশ্চীয়তে হ্নুসন্ধীয়তে যস্তং। এতএব সুরমুনীশ্বরানাং গর্ব্বস্য বাসনায়া অভাবো যস্মাত্তম্। কিম্ভূতানাম্ ? নিজং পদাম্বুজং তন্মাধুর্য্যমজানতামনুভবতাম্। পুনঃ কিম্ভূতানানাত্মানং মহাপুরুষং মন্যন্তে যে মহাপুরুষমানিনস্তেষাম্। মহাপুরুষম্মন্যত্বেন গর্ব্বযুক্তানামিত্যর্থঃ। গৌরাঙ্গোপাসনাদর্শি যেন স প্রবরো মহান্। ভূরিভাগ্যোদয় সম্যক্শাস্ত্রার্থবিধিদর্শকঃ ॥২৯॥

টীকার তাৎপর্য্য

করিয়াছিলেন। এই নৃত্যাদি অনুভাববিশেষ। ইহার লক্ষণ রসশাস্ত্রে এইরূপ করিয়াছেন—অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থিত ভাবের অববোধক নৃত্য বিলুণ্ঠন হুঙ্কার প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যের নৃত্যোৎসবে আনন্দরসপুরিত মহাপ্রভুর পার্ষদগণ নৃত্যাদি নানা অনুভব প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥২৭॥

এই জগতে অনেকেই শ্রবণাদি ভক্তির যাজন করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীরাধামাধবের চরণকমলের মকরন্দরূপ গোপীপ্রেমের সম্বন্ধ কয়জনের লাভ হয় ? সাধনের দ্বারা অনেক বস্তু লাভহইতে পারে কিন্তু এই পরম রহস্যময় অনুপম বস্তুর কথঞ্চিৎ সম্বন্ধও সাধনের দ্বারা ভুত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান কালে এ জগতে কেহই লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীগৌরহরির চরণকমলের কৃপাদৃষ্টি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন সেই মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণই এই পরমদুর্ল্লভ নিগূঢ় প্রেমরস অবগত হইতে পারেন—এই কথা বলিয়া এখানে গৌরভক্তমহিমা বর্ণন করিতেছেন।

সর্ব্বসাধনহীনঽপি পরমাশ্চর্য্যবৈভবে গৌরাঙ্গে ন্যস্তভাবো যঃ সর্ব্বার্থপূর্ণ এব সঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—সর্বসাধনহীনোঽপি যো জনঃ (সর্বসাধনহীন হইয়াও যে জন) পরমাশ্চর্য্যবৈভবে গৌরাঙ্গে (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীগৌরাঙ্গচরণে) ন্যস্তভাবঃ (চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন), স সর্ব্বার্থপূর্ণ এব ভবতি (তিনি পরমপুরুষার্থ প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন) ॥৩০॥

মূলানুবাদ—কোনও সাধন অনুষ্ঠান করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার প্রতি আমার নিবেদন ভাই ! তোমরা একবার পরমাশ্চর্য্যবৈভবশালী শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে অন্তরের প্রেম দিয়া অর্চ্চন কর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ॥৩০॥

টীকা—গৌরপদাম্বুজার্পিতচিত্তানামেব পূর্ণতা নান্যেষামিতি দর্শয়ন্ মহিমা ব্যজ্যতে উপসংহ্রিয়তে চ। সর্ব্বসাধনহীনোঽপীত্যাদি। সর্ব্বৈ সাধনৈর্হীনস্ত্যক্তোঽপি জন যদ্যপি গৌরাঙ্গেঽর্পিতভাবো ভবতি স সর্ব্বার্থৈঃ সমস্তফলৈঃ পরিপূর্ণঃ। যদ্বা সর্ব্বেভ্যশ্চতুর্ব্বর্গাদিভ্যোঽর্থ পুরুষার্থশিরোমণি নিগূঢ়-প্রেমাস্তেন পরিপূর্ণ এব স ইত্যর্থঃ। গৌরাঙ্গে কিম্ভূতে পরমাশ্চর্য্যবৈভবে সর্ব্বোৎকৃষ্টং চমৎকারকারি-বৈভবমৈশ্বর্য্যং যস্য তস্মিন্। সর্ব্বার্থপূর্ণত্বেন মহিমা ব্যঞ্জিতঃ॥ সাধনাদিবিহীনোঽপি গৌরাঙ্গেঽ-র্পিতমানসঃ। পুরুযার্থশিরোরত্নপ্রেমপূর্ণঃ স এব হি ॥৩০॥

টীকার তাৎপর্য্য

কামক্রোধাদিশূন্য হওয়া তত কঠিন নহে; কিন্তু মাৎসর্য্যশূন্য হওয়া একান্ত সুকঠিন। শ্রীভাগবতে প্রেমধর্ম্মে এই মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণেরই চরম অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যদি বল এই নির্ম্মৎসরতা কেমন করিয়া আসিবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মাৎসর্য হইতেছে পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা। জ্ঞানী বল যোগী বল ভক্তই বল এই মাৎসর্য্য অল্পাধিক পরিমাণে থাকিবেই। একমাত্র যাঁহারা অকপটভাবে তদ্গতচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গমাধবের চরণাশ্রয় করেন, তাঁহার কৃপায় সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহারাই মাৎসর্যশূন্য চিত্তে শ্রীগোপীপ্রেমের অনুপম মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন। যদি বল যাহার কৃপায় এইরূপ অঘটন ঘটে সেই শ্রীগৌরাঙ্গই বা কেমন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি নিজ প্রেমরূপ মহা ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া বস্তুর প্রকাশ ঘটায়, তেমনই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ পরমৈশ্বর্য্য চিত্তের মাৎসর্য নাশ করিয়া প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা দান করে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপজ্ঞানের উদয়ের সহিত আত্মদর্শন (অর্থাৎ আমি কে এই জ্ঞানও) হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণচরণকমলের মকরন্দসম্বন্ধ কাহারও কখনও হয় না। গৌরপার্ষদগণই তাহা জানিতে এবং অনুভব করিতে পারেন ॥২৮॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজের উপর আক্ষেপ করিয়া শ্রীগৌরপদাম্বুজাশ্রিত জনগণের পরম মহিমা বর্ণন করিতেছেন। আহা ! আমার মত ভাগ্যহীন মায়াবাদী জনের সম্মুখে কোন্ দয়ালু ব্যক্তি শ্রীগৌর-হরিকে আনয়ন করিয়া আমার পরম ভাগ্যের উদয় করিলেন ! যাহার ফলে আমার মরুভূমিতুল্য শুষ্ক-হৃদয়েও প্রেমের বন্যা আসিয়াছে। একমাত্র শ্রীগৌরপদাম্বুজাশ্রিত জনগণই এই প্রেমসম্পদের

অপ্যগণ্যমহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ। অনুপাসিতচৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—মতিঃ (বিচারপূর্ব্বক যথার্থ নির্দ্ধারণাত্মিকা বুদ্ধি) অগণ্যমহাপুণ্যং (গণনাতীতমহাপুণ্যকারী) হরেরনন্যশরণমপি (শ্রীহরির একান্ত শরণাগতজনকেও) অনুপাসিতচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনা না করিলে) অধনং মন্যতে (অধন্য মনে করে)॥৩১॥

মূলানুবাদ—ভাই! তুমি যদি অগণ্য মহাপুণ্যের আচরণ কর, তাহার ফললাভের জন্য তোমাকে স্বর্গাদিপুরে লইয়া গিয়া মহাবিষয়ভোগবিষকূপে নিমজ্জিত করিবে। যদি শ্রীরাধামাধবের চরণে অনন্য-শরণও হও, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের উপাসনা না কর, তাহা হইলে তোমাকে সাধনের দ্বারা ক্লেশে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় সমৃদ্ধ হইয়া পরম সুখে ব্রজপ্রেমমাধুরী আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে॥ ৩১॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদ্বেষিসঙ্গত্যাগার্থং তদভক্তানপি নিন্দতি পঞ্চদশভিঃ। অথ চৈতন্যাভক্তনিন্দেতি লোকপ্রবৃত্ত্যর্থত্বেনাত্র নিন্দা নতু খলত্বেন। পরমকারুণ্যপরোপকৃতিশীলানাং তাদৃশাং মহতাং পরনিন্দ-কত্বাভাবাৎ। অত্র প্রথমং তদনুপাসকস্য নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি অপ্যগন্যমহাপুণ্যমিত্যাদি। নোপাসিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো যেন তং জনং ধন্যং মতির্ন মন্যতে। বিচারজন্যযথার্থনির্দ্ধারণং মতিঃ সাতু তং জনং ন মন্যতে। তং কিম্ভূতমপ্যগণ্যমহাপুণ্যমিতি গণনাতিক্রান্তানি মহাপুণ্যানি যস্য তমপি। পুনঃ কিম্ভূতং নাস্তি হরেরণ্যং শরণং যস্য হরেরেকান্তিভক্তস্যাপি ধন্যতাং ন মন্যতে কিমুত অপ্যগণ্যগুণস্য জনস্য। ধনং তাবৎ পঞ্চমপুরুষার্থঃ প্রেমা ধনমর্হতি ইতি ধন্যস্তম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপাসনাং বিনা প্রেমধনং ন লভ্যতে তস্য কলিকালোপাস্যত্বাৎ। উপাস্যত্বঞ্চ নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শ্রুত্যিত্যাদি-প্রয়োগাৎ। আগমাদিষু ক্রমদীপিকাদৌ গৌরগোপালস্য সধ্যানচতুরক্ষরমন্ত্রঃ প্রকাশিতোঽস্তি। মারপুটিত কৃষ্ণেতি এবং গৌরহরিগৌরাঙ্গবিগ্রহশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদীনি কামলজ্জাদিচতুর্থ্যন্তা স্বাহান্তা নমোঽন্তা বা দ্বিতীয়াযুক্তাঽহং প্রপদ্যে ইত্যুক্তং বা মন্ত্রাঃ গ্রহণীয়াশ্চেতি ধ্বনিতম্। চৈতন্যোপাসনং যস্য কলৌ নাস্তি কদাচন অনন্যহরিভক্তোঽপি স ধন্যো মন্যতে নহি ॥৩১॥

টীকার তাৎপর্য্য

পরমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ মাধবকে আনিয়া দেখাইতে পারেন অন্যে নহে। যদি বল এই প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই। নিগম বা শ্রুতিসমূহ শ্রীচরণ কমলের মকরন্দ আস্বাদনের লোভে পরমশ্রদ্ধাভরে মস্তকের মুকুটের দ্বারা অনন্তকাল ধরিয়া যাঁহাকে সন্ধান করিতেছেন, আমার মত ক্ষুদ্রজন তাঁহার মহিমা কি করিয়া বর্ণন করিবে? যাঁহার চরণকমলের মধুগন্ধ এইরূপে শ্রুতিগণকেও পাগল করে তাহা যে মহাপুরুষাভিমানিগণের এবং সুরমুনীশ্বরগণের গর্ব্বের অবসান করিবে ইহা আর বেশী কথা কি? শ্রীগৌরপদ মুগ্ধ হইতে ক্ষরিত মাধুর্য্যের সাগরে যাহাদের চিত্ত ডুবিয়া থাকে, তাহাদের মধুময় চিত্তে গর্ব্বাদি কেমন করিয়া প্রবেশ

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্ নরপশূন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাহমিতি বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ধিগস্তু (আমিই 'ব্রহ্ম' বলিয়া যাহারা আত্মতুষ্ট সেই সকল জড়মতিকে ধিক্) ক্রিয়াসক্তান্ ধিক্ (ঐহিক পারলৌকিক ভোগসুখপ্রদকর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত জনকে ধিক্) বিকটতপসো ধিক্ যমিনশ্চ ধিক্ (কঠোর তপস্যাকারী এবং মনঃসংযমে বিবিধ চেষ্টাশীল ব্যক্তিদিগকেও ধিক্) কেষাঞ্চিৎ গৌরমধুনঃ লেশোঽপি ন মিলিত (ইহাদের কাহারও শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের লেশমাত্রও আস্বাদন হয় নাই) এতান্ বিষয়রসমত্তান্ নরপশূন্ কিং শোচামঃ (এই পশুতুল্য বিষয়সুখান্বেষী ব্যক্তিগণের জন্য কি শোচনা করিব) ॥৩২॥

মূলানুবাদ

অনন্তৈশ্বর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় শ্রীভগবান দাসভূত জীবের বাসনারূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত জীবকে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। যে তুচ্ছ জ্ঞানাভিমানী জীব তিনি আমার উপাস্য ইহা না বুঝিয়া 'ব্রহ্মোঽহম' বলিয়া পুলকিতমনে প্রচার করিতে থাকেন, তাহা-দিগকে ধিক্। আবার যাঁহারা উৎকৃষ্টতরবিষয়সুখের কামনায় যজ্ঞাদিতে আসক্ত হয়েন, উৎকট তপস্যা করেন অথবা প্রণায়ামাদি দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন—ইহাদের সকলকেই ধিক্। পশুর ন্যায় ইহারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত প্রেমমধুর লেশমাত্র আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের জন্য কি শোচনা করিব? ॥৩২॥

টীকা

শ্রীচৈতন্যপদকমলমধুলেশরহিতান্ নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানিকর্ম্মিবিকটতাপসাদীন্ ধিক্কারপূর্ব্বকং নিন্দতি। ধিগস্তু ব্রহ্মাহমিত্যাদি। ব্রহ্মৈবাহমিতি শব্দোচ্চারণমাত্রেণৈব নতু তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যযথার্থতত্ত্ব-জ্ঞানেন বদনানি ফুল্লানি যেষাং তান্ ধিক্ ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাণি তেষু বা সক্তান্ তদাগ্রহযুক্তান্ এতএব জড়মতীন্ জড়া যথার্থপরমার্থানুন্ধানে বিবেকশূন্যা অথচ প্রাকৃতমায়িকনশ্বরসুখলেশানুসন্ধান-লিপ্তা মতিবুদ্ধির্যেষাং তান্ ধিক্। বিকটং নিদাঘে তপনজ্বলনতাপসহিষ্ণুত্বেন প্রাবৃষি নিরন্তরবৃষ্টি-ধারাসহনত্বেন হেমন্তাদৌ জলমগ্নত্বেন নখশ্মশ্রুকেশধারিত্বেনাভোজনান্তরত্বেন মলাপকর্ষণরহিতত্বেন চ

টীকার তাৎপর্য্য

করিবে? যাহাদের চিত্ত ঐ মাধুর্য্যের সাগরে ডুবিতে না পারে তাহারই গর্ব্ব-মাৎসর্য্যাদিতে পূর্ণ হয়। কোনও ব্যক্তি যদি সাধনবলে বলীয়ান হইয়া আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিমান করেন অথবা দেবতা বা মুনিগণের ঈশ্বরও হন তথাপি প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় আয়ুধস্বরূপ গর্ব্বের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। ঐ গর্ব্ব নির্ব্বাসনের একমাত্র উপায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনার মার্গ প্রদর্শন করেন, সেই শাস্ত্রার্থদর্শী ভাগ্যপ্রদাতা ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥২৯॥

বহু বাসনাবিশিষ্ট জীবের জন্য শাস্ত্র বহুপ্রকার সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিদেবীর আশ্রয় ভিন্ন কোন কার্য্যই ফলদানে সক্ষম নহে। যাহারা প্রচুর উৎসাহ এবং অধ্যবসায় লইয়া সেই সেই

টীকা

ঘোরং তপঃ ক্লেশসহনজপধ্যানাদি যেষাং তান্‌ ধিক্‌। যমিনো বশীকৃতসর্ব্ববিষয়েন্দ্রিয়ান্‌ ধিক্‌ যতঃ উক্তানাং কেষাঞ্চিদপি গৌরপদকমলমকরন্দস্য চ লেশোঽপি ন মিলিতঃ। অহহ খেদে কিমেতান্‌ নরাকারপশূন্‌ শোচামঃ যতঃ বিষয়রসেন ভগবৎসম্বন্ধরহিতবিষয়ভোগেন মদগর্ব্বিতান্‌। যথা গ্রাম্যপশব আহারাদিকং কুর্ব্বন্তি তথা তেঽপি কো বিশেষঃ। গৌরপদাশ্রয়ং বিনা জ্ঞানাদিকং সর্ব্বং বৃথৈবেতি নিন্দা। জ্ঞানকর্ম্মতপোযোগযমিনো ভোগিনশ্চ যে তান্‌ ধিগ্‌ গৌরপদাম্ভোজমধুলেশবিবর্জ্জিতান্‌ ॥৩২॥

টীকার তাৎপর্য্য

সাধনে প্রবৃত্ত হন, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে তাঁহারা অভিলসিত স্বর্গাদি ফললাভে সমর্থ হন; তথাপি পরমপুরুষার্থ প্রেমের সন্ধানও পান না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমলে যাঁহারা চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেও তাহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পরমপুরুষার্থ প্রেমের আস্বাদনে তাঁহারা বিভোর হইয়া থাকেন। তাঁহারা অন্য কোনও সাধনের অনুষ্ঠান করেন না অথচ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণকৃপায় সাধনমার্গের চরম ফল পরমপুরুষার্থ প্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন। যদি বল এই পরম বদান্য শ্রীচৈতন্য কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পরমপুরুষার্থদানরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ ঐশ্বর্য্যদ্বারেই শরণাগতিমাত্রে প্রেম দান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে যাঁহারা চিত্ত সমর্পন করিয়াছেন তাঁহারা সাধনাদিবিহীন হইলেও গোপীপ্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন ॥৩০॥

ভাল, কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনে শ্রীবৃন্দাবনের মধুরোজ্জ্বল প্রেমের আস্বাদন না হউক্‌ শ্রীহরির অনন্যশরণাত্মিকা ভক্তিমার্গের আশ্রয়ে তো এ প্রেম লাভ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু শ্রীহরি অপরাধের বিচার করায় শীঘ্র তাহার ভজনের প্রেমরূপ ফল দান করেন না। এইজন্য শ্রীহরির অনন্য শরণাগতিতেও এই প্রেম সহজে মিলিবার নহে। কলিহত জীবকে অনর্পিতচরী প্রেম বিতরণ করিবার জন্য রাধাভাবাঢ্য মাধব পরমকরুণাময় শ্রীগৌরহরিমূর্ত্তিতে শুভাগমন করিয়াছেন—এইজন্য প্রেমসম্পদে ধনী হইতে হইলে তাঁহার উপাসনা করিতেই হইবে। ধন শব্দের অর্থ পঞ্চমপুরুষার্থ ব্রজপ্রেম, সেই ধন যিনি লাভ করেন তিনিই ধন্য। শ্রীচৈতন্য উপাসনার শাস্ত্রযুক্তি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আগমাদি গ্রন্থে এবং ক্রমদীপিকায় শ্রীগৌরাগাপালের সধ্যান চতুরক্ষর মন্ত্র প্রকাশিত আছে। সেই মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আর্ত্তিভরে শ্রগৌরাঙ্গের আনুগত্য গ্রহণ করিলে ব্রজপ্রেমে ধনী হইতে পারা যাইবে। কলিকালে যে কখনও শ্রগৌরাঙ্গ উপাসনা করে নাই, অনন্যহরিভক্ত হইলেও সে জন ব্রজপ্রেমসম্পদে ধনী হইতে পারিবে না ॥৩১॥

যাহারা শ্রীচৈতন্যপদকমলের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে অসমর্থ সেই ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্মী এবং তপস্বীগণকে ধিক্কারপূর্ব্বক নিন্দা করিতেছেন। যাহারা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ, যথাযথরূপে অনুভব করিতে না পারিয়া 'অহং ব্রহ্ম' এই কথা মাত্র বলিয়া আনন্দে পুলকিত হন তাহদিগকে ধিক্‌। কৃষ্ণভক্তিবিরহিত একমাত্র নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে যাহাদের প্রচুর আগ্রহ সেই সকল বিষয়াবিষ্টচিত্ত জড়মতি কর্ম্মীগণকেও ধিক্‌! গ্রীষ্মে অগ্নিপ্রজ্বালনাদি করিয়া বর্ষায় বারিধারা মস্তকে সহ্য করিয়া

পাষাণঃ পরিসিঞ্চিতোঽমৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরং সম্ভবেৎ লাঙ্গুলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জ্জবং
হস্তাবুন্নয়তা বুধা কথমহো ধার্য্যং বিধোর্মণ্ডলং। সর্ব্বং সাধনমস্তু গৌরকরুণাভাবেন ভাবোৎসবা॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—হে বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ) অমৃতরসে পরিসিঞ্চিতঃ (অমৃতরসে পরিসিঞ্চিত হইলেও) পাষাণঃ অঙ্কুরো ন সম্ভবেৎ (পাষাণের অঙ্কুর হয় না) সরমাপতেল'াঙ্গুলং বিবৃণত আর্জ্জবং নৈব (কুক্কুরের লাঙ্গুল বিশেষরূপে বিস্তারিত করিলেও তাহা সরল হয় না) হস্তাবুন্নয়তা বিধোর্মণ্ডলং কথং ধার্য্যং (হস্তদ্বয় উর্দ্ধে তুলিয়া কেহ চন্দ্রমণ্ডলকে স্পর্শ করিতে পারে না) সর্ব্বং সাধনং গৌরভক্তকরুণাভাবেণ ভাবোৎসবো ভবতি (গৌরভক্তের করুণা ভিন্ন সমস্ত সাধনই মনোবিলাস মাত্রে পর্য্যবসিত হয়) ॥৩৩॥

মূলানুবাদ—নিজ শক্তিতে কেহই সেই প্রেমামৃতের আস্বাদন লাভ করিতে পারেন না। তাই প্রেমময় মাধব পরমবদান্য গৌরহরিমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক করুণা করিয়া জীবকে সেই প্রেমামৃত আস্বাদনের অধিকার দান করিলেন। এ হেন গৌরহরির কৃপালাভের চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা অন্য সাধনে সেই প্রেমামৃতের অর্জ্জনে সচেষ্ট তাঁহারা অসম্ভব বস্তুর সাধনে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। দেখ ভাই ! পাষাণ অমৃতে নিরন্তর সিঞ্চিত হইলেও তাহাতে অঙ্কুর হয় না। কুকুরের লেজকে বারংবার সরল করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা সরল হইবার নহে। হাত তুলিয়া যতই চেষ্টা কর চাঁদের নাগাল পাইবে না। তেমনি গৌরাঙ্গের কৃপাবঞ্চিত সকল সাধনই মনোবিলাসমাত্রে পরিণত হইবে।৩২।

টীকা—গৌরহরিকরুণাকটাক্ষং বিনা সর্বং সাধনং বৃথৈবেতি সদৃষ্টান্তং প্রকটয্য তদনাশ্রিতানাং নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি পাষাণং পরিসিঞ্চিতেত্যাদি। হে বুধা ! যদ্যপি সর্ব্বং সম্পূর্ণং সাধনমস্তু তথাপি গৌরস্য করুণায়াঃ অভাবে বিদ্যমানত্বে সতি স্বয়ং ভগবদ্বিষয়করতিরিশেষোৎপন্নানন্দানুভবসুখবিশেষ-সম্ভবনাপি ন স্যাৎ তৎ মম্ভাবনাভাবং দৃষ্টান্তয়তি। সুধারসৈঃ পরি ভৃশং সিঞ্চিতঃ পাষাণো নাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ। সুধাসিঞ্চিতপাষাণস্য যথা অঙ্কুরসম্ভাবনা ন স্যাৎ, লাঙ্গুলং বিবৃণতঃ সরমাপতেঃ কুক্কুরস্য লাঙ্গুলস্যার্জ্জবং সারল্যং ন স্যাৎ। হস্তাবুন্নয়তা জনেন বিধোর্মণ্ডলং কথং ধার্যম্ ? যথা হস্তাভ্যামুন্ন-তাভ্যাং বিধোর্মণ্ডলধারণাসম্ভাবনা তথা চৈতন্যকরুণাং বিদা অন্যসাধনৈঃ প্রেমসুখাদিসম্ভাবনা সম্যক ন স্যাৎ। অঙ্কুরার্থপাষাণসেচনশ্বপুচ্ছার্জ্জবার্থতৎপ্রসারণচন্দ্রধারণার্থবাহুপ্রসারণব্যাপারো যথা বৃথা ভবতি তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্রয়ং বিনা অন্যসাধনানি সর্ব্বাণি বৃথৈব ভবন্তীতি তদনাশ্রিতনিন্দা ব্যঞ্জিতা। হস্তাবুন্নয়ত ইতি পাঠে সাক্ষেপবিধ্যর্থ লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনসিদ্ধিক্রিয়াপদানি। তত্রাবুধা ইতি সম্বোধনং অর্থ স এব। উৎপানি খবিধুস্পশঃ শুনঃ পুচ্ছর্জুতা যথা সিক্তপার্ষাণাঙ্কুরতা কদাচ নৈব সম্ভবেৎ। যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকরুণামন্তরেণ বৈ সর্ব্বসাধনসত্ত্বেঽপি ভাবসম্ভাবনা নচ ॥৩৩॥

টীকার তাৎপর্য্য

হেমন্তে জলমগ্ন হইয়া নখশ্মশ্রুকেশধারণ ভোজনস্নানাদিত্যাগরূপ উৎকট তপস্যা করিয়া যাহারা নিজেকে ক্লিষ্ট করেন তাহাদিগকেও ধিক্। ভক্তিরসে বঞ্চিত যাহারা মাত্র প্রাণায়ামির দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন তাহাদিগকেও ধিক্, কারণ ইহাদের কাহারও গৌরপদকমলের ভক্তিরূপ মধুর লেশমাত্র লাভ হয় নাই। আহা ! ইহারা মানবদেহ লাভ করিলেও পশুর নিজ হিতাহিতবিষয়ে অজ্ঞ।

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ ॥৩৪॥

অন্বয়।—গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে (গৌরচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া) সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে (নববিধভক্তির মাধুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক) প্রেমসাগরে বিস্তীর্ণে (প্রেমের অমৃতসাগর বিস্তারিত করিলে) যো দীনঃ স দীন এব (যে ব্যক্তি তাহাতে বঞ্চিত থাকিল সে চিরবঞ্চিত) ॥৩৪॥

মূলানুবাদ

শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হইয়া প্রেমের মহাসাগর দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। নামমাধুর্য্য এবং ভক্তিরূপরত্নসকল তাহাতে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতেছে! এই সাগরে অবগাহন করিতে কাহারও নিষেধ নাই। ইচ্ছা করিলে সকলেই নিরন্তর প্রেমামৃতে স্নান, পান এবং তাহা হইতে ভক্তিরত্নসকল আহরণ করিতে পারে। এমন শুভদিনেও যে ব্যক্তি প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া রহিল, তাহার ভাগ্যে আর কোন দিনই প্রেমধন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। ৩৪॥

টীকা

সুপ্রকাশিতপ্রেমরত্নসমূহস্য গৌরস্য পাদাম্বুজয়োরকৃতাশ্রয়ত্বেন প্রেমধনশূন্যজনস্য দারিদ্র্যং প্রকটয়ন্নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে ইত্যাদি। গৌরহরিরূপে চন্দ্রে প্রকটীভূতে সতি যো দীনঃ স দীন এব স্যাৎ। দীনতাত্র মূঢ়তা দরিদ্রতা চ। কিম্ভূতে বিস্তীর্ণপ্রেমরূপসাগরো রত্নকরো যেন তস্মিন্। ননু উদিতচন্দ্রবিস্তৃতরত্নাকরত্বেন কথং দরিদ্রতাহানিস্তত্রাহ সুপ্রকাশিতেতি সুষ্ঠু যথা স্যাৎ তথা প্রকাশিতো রত্নরূপানাং শ্রবনকীর্ত্তনাদিনববিধভক্তীনাং কিম্বানুভাবসাত্ত্বিকব্যভিচারিভাবানাং কিম্বা হরে কৃষ্ণ ইতি নাম্নামোঘ সমূহো যেন তস্মিন্। কোঽপি রত্নাকরনিকটস্থ উদিতচন্দ্রপ্রকাশিতরত্নানামপরিচিত্যান্যত্র লৌহগলিতকল্ককনান্যুত্থনুসন্ধাতুমিচ্ছতি তস্য যথা দারিদ্র্যং ন যাতি, তথা প্রচারিতনিজপ্রেমপ্রকাশিতনানাবিধভাবানুভাবাদিকগৌরবিধুপদকমলানাশ্রিতস্য মূঢ়তা ন যাতি। অতঃ সোঽতীব মূঢ় ইতি নিন্দা ধ্বনিতা। ততঃ স্বপ্রেমজলধিরত্নং নাম বিতন্বতঃ গৌরেন্দোঃ পাদরত্নং যো নাশ্রিতো মূঢ় এব সঃ ॥৩৪॥

টীকার তাৎপর্য্য

গ্রাম্য পশুগণ যেমন আহার মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সুখলেশ ভোগ করিয়া মদগর্ব্বিত হয়, তেমনি ইহারাও ভগবৎসম্বন্ধরহিত হইয়া আহার বিহারাদি সুখে লুব্ধচিত্ত হইয়া থাকে। একমাত্র গৌর পদাশ্রয়েই এই বৃথা অভিমানের শান্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান কর্ম্ম তপস্যা যোগ এবং বিষয়ভোগে যাহারা প্রমত্তচিত্ত সেই গৌরপদাম্ভোজমধুলেশবর্জ্জিত ব্যক্তিগণকে ধিক্ ॥৩১॥

শ্রীগৌরহরির করুণা ভিন্ন কোন সাধনেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ আবির্ভাবিত করিতে পারে না। ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া গৌরহরির চরণবিমুখ জনগণকে নিন্দা করিতেছেন। ভাই শাস্ত্রজ্ঞ! শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যদি তুমি সমস্তসাধন সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হও তাহা হইলেও শ্রীগৌরহরির করুণার অভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গোপীপ্রেমের পরমানন্দ অনুভব করিতে পারিবে না। দেখ

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে ॥৩৫॥
প্রসারিতমহাপ্রেমপীযুষরসসাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীন দীন এব স ॥৩৬॥
অন্বয়ঃ—গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে প্রেমসাগরে বিস্তীর্ণে যে ন মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে মজ্জন্তি ॥৩৫॥
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে…যে দীনঃ স দীন এব ॥৩৬॥

মূলানুবাদ—শুধু তাহাই নহে, ঐ দেখ মহামায়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। যাহারা শ্রীগৌরহরি-প্রবর্ত্তিত প্রেমসাগরে মজ্জন করিবে না, মহামায়া তাহাদিগকে দুর্দ্দৈবঝঞ্ঝায় উড়াইয়া লইয়া অনর্থসাগরে নিমজ্জিত করাইবেন।৩৫॥

মূলানুবাদ—চৈতন্যচন্দ্র প্রকট হইয়া উন্নত-উজ্জ্বলরসসাগর দিকে দিকে প্রসারিত করিয়াছেন। তাহাতেও যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়া রহিল সে জন চিরবঞ্চিত।৩৬॥

টীকা—গৌরপাদানাশ্রিতস্য প্রেমধনাত্যন্তাভাবাৎ দীনতং প্রকটয়েদানীং প্রেমসাগরমজ্জনাভাবাৎ অনর্থসাগরমজ্জনত্বমুদ্দিশ্য নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে ইত্যাদি। গৌরপাদানাশ্রিতস্য প্রেমাম্ভোধাবমজ্জনং কিন্তু নিন্দ্যতরখরক্ষরন্মূত্রে নিমজ্জনং ভবতি ॥৩৫॥

টীকা—প্রেমসুধারসপানাভাবাৎ তৃষ্ণাব্যাকুলত্ব-দীনতারূপমূঢ়তাং প্রকটয়ন্ নিন্দা ব্যজ্যতে প্রসারিতেত্যাদি। যথা দরিদ্রস্য ধনচিন্তয়া সুস্নিগ্ধজলমজ্জনাভাবেন মিষ্টপানকাদিপানাভাবস্ততঃ ধনচেষ্টয়ৈব দূরগমনং তত্রোত্তমং জলাদি ন মিলতি। ক্ষারপূতিগন্ধজলে মজ্জনং তস্য চ পানং তথা চৈতন্যাভক্তস্য প্রেমধনাভাবাৎ প্রেমসাগরমজ্জনাভাবঃ প্রেমসুধারসপানাভাবস্ততঃ কুবিষয়ানুস্কানাদি। প্রসারিতো যেন মহান্ প্রকৃষ্টপ্রেম্নৈব পীযুষরসস্য সিন্ধুঃ জনায় তস্মিন্ প্রকটে তদঙ্ঘ্রিং যো নাশ্রিতো মূঢ়তরাৎ স মূঢ়ঃ ॥৩৬॥

টীকার তাৎপর্য্য

অমৃতরসে নিরন্তর সিঞ্চিত হইলেও পাষাণে অঙ্কুরোদগম হয় না। কুকুরের লাঙ্গুল বিস্তার করিয়া দিলেও তাহা সরল হয় না। হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়াও কেহ চাঁদ ধরিতে পারে না। প্রচুর চেষ্টা করিলেও যোগ্যতার অভাবে যেমন ইহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি নিজ যোগ্যতার অভাবে তোমার সমস্ত সাধন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়ান্ রাধাপ্রেমভাবিতবিগ্রহ শ্রীগৌরহরির কৃপাদৃষ্টিমাত্রে হৃদয়ে গোপীপ্রেম আবির্ভাবের যোগ্যতা আসিবে। উর্দ্ধবাহুর চন্দ্রস্পর্শ, কুক্কুরপুচ্ছের ঋজুতা, অমৃতসিক্ত পাষাণের অঙ্কুর যেমন অসম্ভব, তেমনি গৌরহরির করুণা ভিন্ন সর্ব্বসাধনসত্ত্বেও গোপীপ্রেম লাভ অসম্ভব।।৩৩।।

শ্রীগৌরহরির কৃপাবিহীনজনের দারিদ্র প্রকটন করিয়া নিন্দা করিতেছেন। চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সেইরূপ গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রেমসাগরে জোয়ার উঠিয়া বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছে এবং মহার্ঘ্য রত্নসকলঃ সুপ্রকাশিত হইয়াছে ইহাতেও যে সকল ব্যক্তি প্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকিল তাহারা চিরকালই দীন হইয়া থাকিবে। এখানে দীনতা শব্দের অর্থ মূঢ়তা ও দরিদ্রতা।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরং ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ অপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥৩৭॥
স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয় নামাবলীনাং মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিস্রস্তগাত্রঃ
বারং বারং ব্রজপতিগুণান্ গায় গায়েতি জল্পন্ গৌরো দৃষ্টো সকৃদপি ন যৈ দুর্ঘটা তেষু ভক্তিঃ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—যদি চৈতন্যমীশ্বরং ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা অপি তে জনাঃ ইদং অচৈতন্যং বিশ্বং ভ্রাম্যন্তি॥৩৭॥

স্বীয়নামাবলীনাং মধুরিমভারং স্বাদং স্বাদং মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিস্রস্তগাত্রঃ বারং বারং ব্রজপতিগুণান্ গায় গায়েতি জল্পন্ শ্রীগৌরো যৈঃ সকৃদপি ন দৃষ্টঃ তেষু ভক্তিঃ দুর্ঘটা ॥৩৮॥

মূলানুবাদ—শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত শ্রীমাধব শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইয়া সাধিয়া যাচিয়া প্রেমামৃত বিতরণ করিয়া গেলেন॥ ভক্তগণ তাঁহার কৃপায় নবচেতনা লাভ করিয়া মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমে বিভোর হইলেন। কিন্তু যাহারা জড়া প্রকৃতির নিবিড় অভিনিবেশে অন্ধীভূত হইয়া এই প্রেমের ঠাকুরকে চিনিলেন না, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এই বেদনাময় অচৈতন্য সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন ॥৩৭॥

মূলানুবাদ—অমৃতময় স্বকীয় নামাবলীর মাধুর্য্য পুনঃ পুনঃ আস্বাদনে যিনি আনন্দপ্রমত্ত বিবশীভূত হইয়া স্তম্ভগাত্রে কোনও অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং বারংবার ভক্তগণকে কৃষ্ণগুণ গান কর এইরূপ আদেশ করিতেছেন সেই শ্রীগৌরহরিকে একবারও যে ব্যক্তি ধ্যানাদিতেও প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, প্রেমভক্তি লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব ॥৩৮॥

টীকা—চৈতন্যাভাববিশিষ্টে সংসারে শ্রীচৈতন্যেশ্বরাননুভবতাং সর্ব্বশাস্ত্রবিদুষামপি সংসারভ্রমণং ন নিবর্ত্ততে ইতি নিন্দাং প্রকটয়তি অচৈতন্যমিতি। হি নিশ্চিতং তাদৃশভাবাবিষ্টশ্রীগৌরহরিচরণাম্বুজানুভবরহিতানাম্ ॥৩৭॥

ভক্তিদুর্ঘটত্বং দর্শয়ন্ নিন্দামাসঞ্জয়িতি স্বাদং স্বাদমিত্যাদি যৈরেকবারমপি গৌরহরির্ন দৃষ্টো নানুভূতস্তেষু ভক্তি দুষ্প্রাপ্যা প্রাপ্তিসম্ভাবনাপি নাস্তীত্যর্থঃ। কিম্ভূতঃ নিজনামশ্রেণীনাং হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদিনাং মাধুর্য্যাতিশয়ম্ আস্বাদ্য ততো মদিত্বা কিমপ্যনির্ব্বচীয়ং যথা স্যাৎ তথা বিবশীভূতং পশ্চাৎ স্খলিতং গাত্রং যস্য স পুনঃ পুনঃ ব্রজপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গুণান্ গায় গায়েতি বারংবারং জল্পন্। ভক্তিদুর্ঘটত্বেন নিন্দোক্তিঃ। স্বনামমধুমত্তস্য গৌরস্য পাদপদ্ময়োঃ মহিমাননুভূতেষু হরিভক্তিঃ কদাপি ন ।৩৮।

টীকার তাৎপর্য্য

যদি বল এই দরিদ্রতা ঘুচিবে কি প্রকারে? তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন—গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রেমসাগরে যে জোয়ার আসিয়াছে তাহা অদ্ভুত, প্রেমসাগর বিশ্বপ্লাবিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মধ্যস্থ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ নববিধ ভক্তি, অনুভাবাদি ভাব ও হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নামরত্ন সকল জনের অতি নিকটে আসিয়া পতিত হইয়াছে। যদি কোন মন্দভাগ্যজন সেই চন্দ্রোদয়প্রকাশিত রত্নসমূহের কাছে থাকিয়াও লৌহগলিত কল্কাদির সন্ধানে ধাবিত হয়, তাহার যেমন দারিদ্র্য ঘুচে না, সেইরূপ গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সর্বজন প্রেমরত্নে সমৃদ্ধ হইলেও যাহারা তাঁহার চরণাশ্রয় করে নাই তাহাদের মূঢ়তা ও তাপ ঘুচিবার নহে ॥৩৪॥

বিনা বীজং নাঙ্কুরজননমন্ধোঽপি ন কথং প্রপশ্যেন্নো পঙ্গু গিরিশিখরমারোহতি কথং
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবেঽপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরম প্রেমরভসঃ ॥৩৯॥

অন্বয়—যদি হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে শ্রীচৈতন্যে অভক্তানাং কথমপি প্রেমরভসো ভাবী তর্হি বীজং বিনা অঙ্কুরজননং কিং ন ভবতি ? অন্ধোঽপি কথং ন প্রপশ্যেৎ ? পঙ্গুঃ গিরিশিখরং কথং ন আরোহতি ? ॥৩৯॥

মূলানুবাদ—যেমন বীজ ভিন্ন অঙ্কুর জাত হয় না, অন্ধ ব্যক্তি কোন প্রকারেই দেখিতে পায় না, পঙ্গু গিরিশিখরে আরোহন করিতে পারেনা, সেইরূপ নিজ ভক্তিরসময় পরমাশ্চর্য্য বিভবযুক্ত শ্রীগৌর-চরণের অনুগত না হইলে ব্রজপ্রেমের লেশাভাসের আস্বাদনও সর্ব্বথা অসম্ভব ॥৩৯॥

টীকা

নন্থ চৈতন্যাভক্তানাং কথং দুর্ঘটপ্রেমভক্তিকত্বং ? গুর্ব্বন্তরোপাসনাপ্রাপ্তিপূর্ব্বকশ্রবণকীর্ত্তনাদিকৃতিমত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তৈর্ভক্তিদুর্ঘটত্বং দ্রঢ়য়িত্বা নিন্দামপি দ্রঢ়য়তি। বিনা বীজমিত্যাদি। যদি চৈতন্যেঽভক্তানামপি কথঞ্চিৎ প্রকারেণ পরে পরমেশ্বরে স্বয়ংভগবতি বিষয়ে প্রেমরভসঃ স্যাৎ তর্হি বীজং বিনাঙ্কুরজন্ম কিং ন স্যাৎ ! চৈতন্যে কিম্ভুতে ? হরিরসময়াশ্চর্যবিভবে হরেঃ স্বস্য ভক্তিরসস্বরূপপরমচমৎকারী বিভবো ইতি প্রভাবে যস্য তস্মিন্। নন্থ স্থানবিশেষে বৈদূর্য্যবিশেষাণামঙ্কুরঃ কদাচিৎ স্যাৎ তর্হি জন্মান্ধোঽপি কথং ন প্রকৃষ্টং পশ্যেৎ ? নন্থ অন্ধস্যাপি শ্রবণদ্বারা চক্ষুসাধনং জ্ঞানসাম্যং স্যাত্তত্রাহ পঙ্গুরিত্যাদি। পঙ্গুঃ পদহীনঃ সামান্যশব্দস্য বিশেষপরত্বাৎ গিরিঃ সুমেরুস্তস্য শিখরং তর্হি নারোহতি কিং ? যথা বীজাভাবাদঙ্কুরাসম্ভাবনা পঙ্গোঃ সুমেরুশিখরারোহণাত্যন্তাসম্ভাবনা তথা গৌরপদাননাশ্রিতেষু প্রেমরসস্যাত্যন্তাসম্ভাবনা ইতি। অবীজাদঙ্কুরোঽন্ধস্যেক্ষা পঙ্গোর্গিরিলঙ্ঘনম্। ন যথা ন তথা গৌরাভক্তস্য প্রেমলম্ভনম্। ৩৯ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

গৌরকৃপাবিহীন জনগণের চরম দীনতা প্রকটন করিয়া বলিতেছেন—এই সকল অভাগ্য জনগণ চিরতাপতপ্ত হইয়া প্রেমসাগরে মজ্জনের অভাবে তাপশান্তির জন্য অনর্থসাগরে নিমগ্ন হইয়া অধিকতর দুঃখভোগ করে, গৌরপদাশ্রয়বিহীন জনগণের প্রেমসাগরে অবগাহনই যে হয় না তাহা নহে, কিন্তু অতিশয় নিন্দনীয় তাপময় গর্দ্ধভমূত্রতুল্য অনর্থসাগরে তাহারা মগ্ন হয় ॥৩৫॥

জীব চিরকাল আনন্দপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেছে। কৃষ্ণ প্রেমসুধাপানের অভাবে তাহাদের পিপাসা মিটিতেছে না। ব্যাকুলতা, দীনতায় মূঢ়প্রায় (মূর্চ্ছাতুর) হইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। দরিদ্রজন যেমন ধনচিন্তায় আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া থাকে। সুস্নিগ্ধ জলে স্নান, মিষ্ট পেয়ে দ্রব্যাদি পান তাঁহাদের নিকট কল্পনামাত্র। ধনচেষ্টায় দূরদেশে গমন করিয়া সুখজনক স্নানপানাদি লাভে বঞ্চিত হয়। পথের ধারে পুতিগন্ধময় জলে স্নান করে, সেই জল পান করে, সেইরূপ গৌরভক্তবিহীন জনগণ প্রেমধনে চিরবঞ্চিত। প্রেমরসে স্নান পানাদির অভাবে অগত্যা তাহাদিগকে কুবিষয় অনুসন্ধানাদির জন্য নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে হয়। গৌরচন্দ্র মহান

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়ানয়া শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবেষ্বেষু কৃতিষু
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি ন যন্মতি গৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ স মূঢ়ো নরপশুঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—অনয়া অলৌকিক্যা প্রেমরসপ্রথনয়া এষু কৃতিষু শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবেষু হঠাৎ মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি দাতরি গৌরে যন্মতির্ন স্যাৎ স নরপশুঃ ॥৪০॥

মুলানুবাদ—যিনি শ্রীরাধামাধবের প্রিয় ভক্তগণকে সহসা অলৌকিক উন্নতোজ্জ্বলরসময়ব্রজপ্রেম দান করিয়া তাহাদের মহাশ্চর্য্য প্রেমোৎসব বিধান করিতেছেন। সেই পরমোদার গৌরাঙ্গে যাহাদের উপাস্যবুদ্ধি নাই, তাঁহারা মানবাকারে থাকিলেও মায়িকবিষয়ানন্দে প্রমত্ত হইয়া পশুর ন্যায় ব্যর্থ কাল যাপন করিয়া থাকেন ॥৪০॥

টীকা

অত্যন্তাযোগ্যজনসম্প্রদানকপ্রেমানন্দদাতরি গৌরহরিপরমেশ্বরেঽনীশ্বরবুদ্ধ্যা তদনুপাসকস্য নরপশুত্বং ‘বখ্যাপয়ন্ তৎ নিন্দতি। অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদ ইত্যাদি। ইহ গৌরে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরে স্বয়ংভগবতি যস্য মতির্ন স্যাৎ স নরাকারপশুবিশেষঃ জ্ঞেয়া যতো মূঢ় মোহং প্রাপ্তঃ। কীদৃশে গৌরে এষু চৈতন্যসঙ্গদৃষ্টবিলাসেষু তৎ পরমচমৎকারকারিণং প্রেমানন্দং হঠাদ্দাতরি। এষু কীদৃশেষু শ্রীত্যাদি। শ্রীরাধিকা গোবিন্দশ্চ তয়োঃ পার্ষদরূপা সহায়াস্তেষু। অতঃ কৃতিষু তয়োর্নিত্যস্থেষু। কয়া রীত্যা করণেন দদাতি তত্রাহ প্রেমেতি। উদ্‌গতো মদো হর্ষো যস্মাৎ স চাসৌ রসশ্চেতি উন্মদরসঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

প্রেমরূপ পীযুষরসসিন্ধু জগতে বিস্তারিত করিয়াছেন। এ হেন প্রভুর চরণকমল যে আশ্রয় করে না সে মূর্খ হইতেও মূর্খ ॥৩৬॥

চেতনাবিহীন মুর্চ্ছাতুর জন যেমন চৈতন্যের অনুভবে বঞ্চিত তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবকে যাহারা নিজ ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারেন নাই সেই সকল বিদ্বানগণ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ হইলেও তাহাদের জড়ীয় সংসার ভোগের নিবৃত্তি হয় না ॥৩৭॥

টীকার তাৎপর্য্যানুবাদ—সেই রাধাভাবাবিষ্ট গৌরহরির চরণকমলের অনুভবে বঞ্চিত জনের ভক্তির দুর্গটত্ব দেখাইয়া নিন্দা করিতেছেন। যাহারা একবারও শ্রীগৌরহরিকে দর্শনাদির দ্বারা লাভ করেন নাই, প্রেমভক্তিলাভের সম্ভাবনা তাহাদের একেবারেই নাই। যদি বল সেই গৌরাঙ্গ কি প্রকার? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যাদি নিজনামশ্রেণীর মাধুর্য্য আস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয়রূপে, যিনি কখনও বিবশ হইতেছেন, কখনও বা স্খলিতগাত্র হইতেছেন, আবার চেতনা লাভ করিয়া পার্ষদগণকে ‘গাও গাও সবে গোবিন্দের গুণ’ বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতেছেন, সেই গৌরাঙ্গকে যাহারা একবারও অনুভব না করিয়াছেন তাহাদের ভক্তিলাভ হইবার নহে ॥ ৩৮ ॥

যদি বল শ্রীচৈতন্যের ভজন না করিলে প্রেমভক্তি মিলিবে না কেন? অন্য গুরুর আশ্রয় লইয়াও তো শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে পারে! ইহার উত্তরে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে ইহাদের

টীকা

প্রেম্নো য উন্মদরসস্তেন যো বিলাসেরা বিহারস্তস্য প্রথনয়া বিস্তারেণ। কিম্ভুতয়া? অলৌকিক্যা যা তাদৃশবিলাসপ্রথনা লোকে ন সম্ভবতি তয়া। এবম্ভূতে গৌরে যস্য যতিরয়ং শ্রীগৌরচন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়ং ভগবান্ কলাবয়মেবোপাস্য ইত্যাকারনিশ্চয়াত্মকং জ্ঞানং নাস্তি স নরপশুমূর্খশ্চঃ। মূঢ়ত্বং বিশেষ-জ্ঞানাভাবত্বং তেন পশুর্যথা কেবলমাহারাদিকং করোতি তথায়মপি। ভক্তেষু নাস্তি তস্মৈ যোঽদদাৎ প্রেম বিলাসতঃ। প্রেমোৎসবং তত্র গৌরে যন্মতির্ন পশুঃ স হি ॥ ৪০ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

প্রেমলেশলাভের অসম্ভাবনার কথা দৃঢ় রূপে স্থাপন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অভক্তজনকে নিন্দা করিতেছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অভক্তজনের কোনও রূপে স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দে প্রেমলাভ সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—বীজ ভিন্ন অঙ্কুর জাত হয়না কেন? যদি বল শ্রীচৈতন্যের কৃপাতেই বা সেই প্রেমলাভ সম্ভব হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে রাধাভাবে বিভোর হইয়া পরমাশ্চর্য্য নিজ প্রেমরস অবিশ্রান্ত আস্বাদন করিতেছেন এবং পরমচৎকারকারী প্রভাব প্রকটন করিয়া আপামর সকলকে সেই প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করিতেছেন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপামাত্রেই সেই প্রেমরস মিলিয়া যায়। যদি বল কখনও কখনও স্থানবিশেষে তো বৈদূর্য্যমণিবিশেষের অঙ্কুর হইতেও দেখা যায়!! এই আশঙ্কা নিরাশের জন্য দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিলেন—তাহা হইলে বলতো ভাই জন্মান্ধব্যক্তি কোনও বস্তু দর্শন করিতে পারে না কেন? যদি কেহ বলে শ্রবণদ্বারাও অন্ধের চাক্ষুষ জ্ঞানের কিছু ফল লাভ হইতে তো দেখা যায়! ইহা নিরাশের জন্য আবার তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিলেন—তাহা হইলে পঙ্গু ব্যক্তি সুমেরু পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিতে পারেনা কেন? বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন সম্ভাবনা, অন্ধের দর্শন সম্ভাবনা, পঙ্গুর মেরুলঙ্ঘনসম্ভাবনা যেমন কিছুমাত্র নাই তেমনই শ্রীগৌরচরণ আশ্রয় না করিলে প্রেররস লাভের সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। বীজ ভিন্ন অন্য বস্তুতে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয়না, অন্ধের যেমন দর্শন হয়না, পঙ্গু যেমন গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে অভক্তজনও প্রেমলাভ করিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীগৌরহরি প্রেমলাভের অত্যন্ত অযোগ্য জনকেও দুর্ল্লভ প্রেমরস দান করিয়াছেন। এহেন পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরিতে অনীশ্বরবুদ্ধি করিয়া যে জন তাহার উপাসনা করে না, নরাকার হইলেও পশুতুল্য বুদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার নিন্দা করিতেছেন। এই স্বয়ংভগবান শ্রীগৌরাঙ্গে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরবুদ্ধি যাহাদের নাই তাঁহারা আকৃতিতে নরতুল্য হইলেও পশুবুদ্ধি। তাই মোহে আবৃত হইয়া আছে। যদি বল এই গৌর কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, মুহূর্ত্তমাত্র যাঁহারা শ্রীচৈতন্যসঙ্গ করিয়াছেন অথবা তাঁহার দর্শন করিয়া লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাদিগের হৃদয়ে যিনি সহসা প্রেমানন্দ দান করেন। যদি বল ইহারা কাঁহারা? যাঁহারা শ্রীচৈতন্যসঙ্গ করিতে সমর্থ

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ। ভগবদবতারা নিগদিতাঃ। প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবাস্তথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি ন মূঢ়াঃ হরিধিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রুত্যাদৌ অসংখ্য ভগবদবতারা নিগদিতাঃ। (কিন্তু) পরমেশ্বরাদিতরতঃ (ঈদৃশং) প্রভাবৎ কঃ সম্ভাবয়তু? সতাং স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি অনুভবা ন দৃষ্টাঃ? হরি হরি তথাপি গৌরে মূঢ়া হরিধিয়ো ন কুর্ব্বন্তি ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ—শ্রুতি প্রভৃতিতে ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অযাচিতভাবে প্রেম দান করিয়া বিশ্বের সকল তাপ মুছাইয়া দিতে আমার গৌরহরি ভিন্ন আর কে সমর্থ হইয়াছেন? এই পরমাদ্ভুত প্রভাব দর্শনেই তাঁহাকে পরম ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারা যায় (অনুমান)। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজ প্রেষ্ঠরূপে চিনিয়াছিলেন তাঁহারা কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ এবং শ্রীবাসের দরজিকেও (যবন) তাপমুক্তিপূর্ব্বক প্রেমদান প্রভৃতি লীলায় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন (মহৎ প্রত্যক্ষ), হরি হরি (খেদে) তথাপি মায়াবৃতচিত্ত মূঢ়জন শ্রীগৌরাঙ্গে হরিবুদ্ধি করেনা ॥ ৪১॥

টীকা

শ্রুতিনিগদিতভগবদসংখ্যাবতারত্বেঽপি দৃষ্টতত্তৎপ্রভাবত্বেঽপি যেষাং গৌরহরৌ হরিবুদ্ধি র্ন স্যাৎ তেষাং মূঢ়ত্বং প্রতিপাদয়ন্নিন্দাং ব্যনক্তি। অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদিত্যাদি। পুরাণেতিহাসাগমাদিষু ভগবতোঽবতারাঃ সংখ্যাতিরিক্তাঃ। গৌরহরৌ যাদৃক্‌প্রভাবস্তমীশ্বরাদন্যত্র কঃ সম্ভাবয়তু! অন্যৎ কিং বাচ্যং স্বপ্রেষ্ঠে নিজপ্রিয়তমে গৌরকৃষ্ণে সতাং সদ্ভক্তানাং কতি কতি কে কে নাপ্যনুভাবা দৃষ্টা স্যুস্তথাপি গৌরহরৌ পরমেশ্বরবুদ্ধয়ো ন ভবেয়ুঃ। কথং তাদৃশো ন? যতো মূঢ়াঃ। হরিহরীতি খেদে। অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেরিত্যাদিপ্রমাণৈরসংখ্যাবতারত্বম্। জগন্নাথমাধবনামকুষ্ঠিব্রাহ্মণস্য সৌচিক-যবণস্য চান্যেষাঞ্চ তথাবিধানামুদ্ধারকত্বেন ঈশ্বরপ্রভাবত্বং ভক্তানাং ষড়্‌ভুজাদিদর্শনাদনুভবশ্চ। সর্ব্ববিদ্বচ্ছিরোরত্নবাসুদেবসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যানামনুভবো যথা—বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থ-মেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি। তত্তদনুভূতেশ্বরত্বসর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বস্বপ্রেমামৃতাস্বাদকত্বাদিবিশিষ্টে গৌরে হরৌ যেষাং ন হরিধীস্তে মূঢ়া ইতি নিন্দাব্যক্তি প্রার্থনার্থম্ অপ্যগণ্যাবতারাণাং সতামপ্যনুভূততা। প্রভাবো যস্য তস্মিংশ্চ মূঢ়ানাং হরিধীর্নহি ॥ ৪১ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাপার্ষদরূপে অহর্নিশি তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন তাহাদেরই কথা বলিতেছি। যদি বল কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে এই প্রেমানন্দ দান করিয়াছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে মধুরোজ্জ্বল গোপীপ্রেমে নিরন্তর হর্ষাদি উদ্‌গত হইতেছে সেই মহাপ্রেম প্রকট করিয়া গৌরহরি এই প্রেমদান করিয়াছেন। এই প্রকার

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভৃতাং যস্য লীলাকটাক্ষঃ
নাসৌ বেদেষু গূঢ় জগতি যদি ভবেদীশ্বরো গৌরচন্দ্রস্তৎপ্রাপ্তোহনীশবাদঃ শিবশিব গহনে বিষ্ণুমায়ে নমস্তে।৪২।

অন্বয়—যস্য লীলাকটাক্ষঃ সকলতনুভৃতাং সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং প্রেমানন্দং প্রসূতে বেদেষু গূঢ়ো অসৌ গৌরচন্দ্রো যদি ঈশ্বরো ন ভবেৎ তদা অনীশবাদঃ প্রাপ্তঃ। শিব শিব হে গহনে বিষ্ণুমায়ে তে নমঃ ॥৪২॥

মূলানুবাদ—লীলাচ্ছলে করুণাপূর্ণ কটাক্ষ বিস্তার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সকল জীবগণের চিত্তে প্রেমানন্দের আবির্ভাব ঘটান। এই প্রেমানন্দের অপরিসীম মাধুর্য্যে বিভোর হইয়া ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের করুণার বিবিধ বিলাস দর্শন করিয়া মোক্ষাদি পুরুষার্থকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। সকল বেদে যিনি গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে জগতে যদি ঈশ্বর বলিয়া জানিতে না পারে, তাহা হইলে জগৎ অনীরশ্বরবাদে পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আহা জগতের কল্যাণ হউক্ হে দুর্জ্ঞেয়প্রভাবে বিষ্ণুমায়া তোমাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥

টীকা

যৎ কারুণ্যকটাক্ষজন্যানন্দেন মোক্ষাদিকার্থাস্তুচ্ছীভবন্তি তস্য গৌরহরেরনীশত্বং বদতাং জগদনীশবাদাক্ষেপেন মায়ানমস্কারসূচিতাং নিন্দাং ব্যনক্তি। সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থানিত্যাদি। অসৌ গৌরচন্দ্র জগতি যদি ঈশ্বরো ন ভবেৎ তদা অনীশবাদং প্রাপ্তম্। শিব শিব হে বিষ্ণুমায়ে তুভ্যং নমঃ হে দুর্জ্ঞেয়প্রভাবে তবেদৃশঃ প্রভাবো যেন মোহিতা কেঽপি গৌরমীশ্বরং ন বদন্তি। কীদৃশঃ? বেদেষু গূঢ়ঃ আচ্ছন্নরূপেণ তত্র স্থিতত্বাৎ। যস্য গৌরচন্দ্রস্য লীলাকটাক্ষঃ বিলাসযুক্তনেত্রপ্রান্তঃ সকলতনুভৃতাং প্রেমানন্দং প্রসূতে জনয়তি। কিম্ভূতং নানাবিকারৈ র্মোক্ষাদিকার্থান্ তুচ্ছতাং অত্যন্তাযোগ্যতাং দর্শয়ন্তম্। চৈতন্যকটাক্ষশূন্যানাং তদনীশত্ববাদিনাং তদনুপাসকানাং নিন্দ্যত্বমুক্তম্। যৎকারুণ্যকটাক্ষ-প্রেমানন্দস্তুচ্ছতাং নয়েৎ। ব্রহ্মানন্দং তমীশং যে ন জানন্ত্যজয়া হতাঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

মহাপ্রেমের বিলাস লোকমধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই। এবম্ভূতে শ্রীগৌরহরিতে যাহাদের "স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর গৌরহরিই কলিযুগে উপাস্য" এই প্রকার বুদ্ধি নাই, ইহারা নর হইলেও মূঢ়বুদ্ধি। এখানে মূঢ় বলিতে প্রাকৃত সংসারের ভোগবিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও ভগবদগত বিশেষ জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সাধারণ পশু যেমন ইন্দ্রিয়ভোগ্য আহারাদি গ্রহণমাত্রেই তৃপ্ত থাকে, তেমনই ইহাদিগকেও জানিতে হইবে। ভক্তগণে যাঁহার অভাব অনুভব করেন সেই প্রেমোন্মাদ যিনি লীলাচ্ছলে দান করেন, সেই গৌরাঙ্গে যাহাদের ভজনীয় বুদ্ধি নাই, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পশুতুল্য ॥ ৪০ ॥

শ্রুতি শাস্ত্রাদিতে শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণন করা হইয়াছে। তাহাদের প্রভাবের কথাও পুরাণ ইতিহাস আগমাদি শাস্ত্রে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা জগতকে অধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সাধুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন দর্শনমাত্র প্রেমামৃতের মধুময় আস্বাদন্ আপামর জনসাধারণকে দান করিয়া মুহূর্ত্তে সর্ব্বতাপধ্বংসপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্ যশো। ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্ ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটঃ গৌরো গোপীপতিঃ ।৪৩।

অন্বয়ঃ—চেৎ কলৌ প্রকটো গোপীপতি র্গৌর ন পরিচিতো ভবতি তদা উজ্জ্বলং কুলং ধিগস্তু, বাগ্মিতামপি ধিক্, যশো ধিক্, অধ্যয়নং ধিক্, আকৃতিনববয়ঃশ্রিয়ঞ্চ ধিক্। দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিগস্তু ॥৪৩॥

মূলানুবাদ—গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়া ধামে উজ্জল প্রেমমাধুর্য্য জগতের জীবকে প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার করুণার সহিত পরিচয় না ঘটিলে অতি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি হইবে? উৎকৃষ্ট বক্তৃত্ব শক্তির দ্বারা বহুলোককে মুগ্ধ করিলেই বা কি লাভ হইবে? যশঃ, অধ্যয়ন, সুন্দর রূপ, নবীন বয়স, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, দ্বিজত্ব, অথবা সন্ন্যাস আশ্রমেই বা কি লাভ হইবে? এ সকলে শতধিক ॥৪৩॥

টীকা—উজ্জ্বলকুলাদিবিশিষ্টানামপরিচিতচৈতন্যানাং কুলাদিধিক্কারেণ নিন্দা ব্যজ্যতে-ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলমিত্যাদি। যদি কলৌ প্রকটীভূতো গৌরো গোপীপতির্ন পরিচিতো নোপাসিতঃ তর্হি উজ্জলকুলাদিসর্ব্বং ধিক্। গোপীনাং পতিঃ প্রিয়তমঃ নতু তাসাং বিবোঢ়া। গৌরশ্চাসৌ গোপী-পতিশ্চেতি সঃ কুলাচারাদিযুক্তং সদ্বংশপ্রসূত্যা উজ্জ্বলম্ বাগ্মিতা বাবদূকতা যশঃ কীর্ত্তিঃ অধ্যয়নং শ্রুত্যাদিপাঠঃ আকৃতিঃ সুঘটিতকরচরণাদ্যবয়বঃ নববয়ঃ পূর্ণকৈশোরম্, শ্রীরবিনাশী সম্পত্তি, দ্বিজত্বং যথাবিহিতসংস্কারোপনয়নগায়ত্র্যুপদেশিকত্বং পরং শ্রেষ্ঠং বিমলাশ্রমঃ উৎকৃষ্টব্রহ্মচর্য্যাদি। আদ্যশব্দেন যজনযোগাভ্যাসবৈরাগ্যাদি। গৌরোপাসনং বিনা তৎ সর্ব্বং ধিগিতি নিন্দা ব্যক্তা। কুলবাক্‌পটুতাবেদ পাঠাকৃতিবয়ঃসুখান্। ধিগ্ তেষামিহ যেষাং বৈ ন গৌরচরণে রতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

হইতেও পরমানন্দ বিধান করিয়াছিলেন, এমন অপূর্ব্ব প্রভাব কোনও ভববদবতারে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? এ হেন পরমপ্রভাবশালী শ্রীগৌরাঙ্গে যদি কাহারও হরিবুদ্ধি না থাকে বুঝিতে হইবে নিশ্চয় তাহার বুদ্ধি মোহে আবৃত হইয়াছে। সর্ব্বাংশী পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যত্র এমন অদ্ভুত প্রভাব কে সম্ভাবনা করিতে পারে? অধিক কি বলিব যে সকল সাধুভক্তগণ নিজ প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে চিনিয়াছেন তাহারা শ্রীগৌরহরির কত অদ্ভুত প্রভাবই না অনুভব করিয়াছেন!! হায় হায়!! তথাপি অভাগ্য জনের গৌরহরিতে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয় না। যদি বল তাহা হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে জন স্বেচ্ছায় নিজ চক্ষু বস্ত্রাবৃত করে, সম্মুখে অতি নিকটে অবস্থিত বস্তুও সে দেখিতে পায় না। এইসকল অভাগ্য জনেরও সেইরূপ মোহের দ্বারা চিত্ত আবৃত হইয়া আছে। যদি বল গৌরহরির সেই অপূর্ব্ব প্রভাবগুলিই বা কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জগন্নাথ নামক কুষ্ঠীবিপ্র, শ্রীবাসের যবন দরজী প্রভৃতির উদ্ধারকালে সেই মহাপ্রভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে ভক্তদিগকে দর্শন দান সময়েও সকলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সকল বিদ্বজ্জন-গণের শিরোভূষণ শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমও সাক্ষাৎ এইপ্রকার অনুভব করিয়া তাঁহার স্তব করিয়া-ছিলেন। যথা "বেদবেদ্য অক্ষর করুণাময় পুরাণ পুরুষ বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা

অহো বৈকুণ্ঠস্থৈরপি চ ভগবৎপার্ষদবরৈঃ সরোমাঞ্চাং দৃষ্টা যদনুচরবক্রেশ্বরমুখাঃ
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোজ্জ্বলরস-সদাবেশবিবশীকৃতাঙ্গাস্তং গৌরং কথমকৃতপুণ্যঃ প্রণয়তু ॥৪৪॥

অন্বয় —অহো ! মহাশ্চর্য্যপ্রেমোজ্জ্বলরসসদাবেশবিবশীকৃতাঙ্গা বক্রেশ্বরমুখাঃ যদনুচরা বৈকুণ্ঠস্থৈরপি ভগবৎপার্ষদবরৈঃ সরমোঞ্চং দৃষ্টাস্তং গৌরং অকৃতপুণ্যজনাঃ কথং প্রণয়তু ॥৪৪॥

মূলানুবাদ

বক্রেশ্বরপ্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গের অনুচরগণ মহান্ আশ্চর্য্য উজ্জ্বল প্রেমরসে সর্ব্বদা বিবশ হইয়া থাকেন। আহা ! শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ শ্রীভগবৎপার্ষদগণও রোমাঞ্চ সহকারে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন। অকৃতপুণ্য জন কেমন করিয়া প্রেমসহকারে সেই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতল আশ্রয় করিবে ? ॥৪৪॥

টীকা

বৈকুণ্ঠপার্ষাদসাগ্রহদর্শনবিষয়ত্বেন গৌরভক্তপ্রশংসয়া তন্মহিমানমুন্নয়ন্ তদনাশ্রিতস্যাকৃতপুণ্যত্বং প্রতিপাদয়ন্ তং নিন্দতি। অহো বৈকুণ্ঠস্থৈরপীত্যাদি। অকৃতং পুণ্য যেন স তং গৌরহরিং কথং প্রণয়তুঃ তদাশ্রিসসন্ তদ্‌বিষয়িকাং প্রীতিং করোতু ? তং কং যস্য গৌরস্যানুচরা বক্রেশ্বরাদয়াঃ বৈকুণ্ঠস্থিতে ভগবৎপার্ষদবরৈরপি সরোমাঞ্চং যথা স্যাৎ দৃষ্টাস্তেষাং দর্শনবিষয়ীভূতাঃ। অহো আশ্চর্য্যম্’ গৌরানুচরা কীদৃশা ? মহান্ পরম আশ্চর্য্যঃ চমৎকারকারী প্রেম্নো য উজ্জ্বল রসস্তত্র সর্ব্বদাবেশ আবিষ্টতা তেন বিবশীকৃতানি অঙ্গানি যেষাং তে। যস্য ভক্তা এবম্ভূতাস্তমনাশ্রিতস্যাকৃতপুণ্যত্বমতো নিন্দিতত্বম। প্রশংসন্তি পরব্যোমপার্ষদা যৎপ্রিয়ানহো অপুণ্যবান্ কথং তস্য পাদপদ্মং সমাশ্রয়েৎ ॥৪৪॥

টীকার তাৎপর্য্য

দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমি তাহার শরণাগত হই !! যে প্রভু কালবেশে তিরোহিত নিজ ভক্তিযোগ প্রাদুর্ভূত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁহার পদারবিন্দে গাঢ়রূপে লগ্ন থাকুক্।” যাহাদের কথা বলা হইল ইহারা সকলেই বিদ্যা তপস্যাও প্রেমসম্পদে সর্ব্বাতিশায়ী। নিজ অনুভূতিতে ইহারা শ্রীগৌরহরির ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব, স্বপ্রেমামৃতাস্বাদকত্ব, প্রভৃতি স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন। এই প্রকার গৌরহরিতে যাহাদের হরিবুদ্ধি নাই তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ়বুদ্ধি ॥ অগণ্য অবতার থাকিলেও সাধুভক্তগণ যাঁহার সর্ব্বভূতে প্রেমদানরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রভাব অনুভব করিয়া থাকেন সেই গৌরাঙ্গে মূঢ় ব্যক্তির হরিবুদ্ধি হয় না ॥৪১॥

যাঁহার করুণাপূর্ণকটাক্ষমাত্রে প্রেমানন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া মোক্ষাদি পুরুষার্থও তুচ্ছ করিয়া দেয়, সেই গৌরহরিকে চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি কেহ তাহাকে পরমেশ্বর বুদ্ধি না করিতে পারে ইহা মায়ার অদ্ভুত প্রভাবোৎপন্ন অনীশবাদের ফল মাত্র। মায়ার কার্য্যই হইল দ্বিতীয়াভিনিবেশে জীবকে আবৃত করিয়া তাহাদের ভগবদনুভব ঘটিতে না দেওয়া। এই শ্লোকে জগতে অনীশবাদের স্রষ্টৃরূপে মায়ার প্রণামচ্ছলে নিন্দা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আহা জগতের কল্যাণ হউক্ হে বিষ্ণুমায়ে তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রস্তাব দুর্জ্জেয়। যাহাতে মোহিত হইয়া বহির্ম্মুখ পণ্ডিতজনও

দত্ত্বা যঃ কমপি প্রসাদমথ সংভাষ্য স্মিতশ্রীমুখং দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি।
যেষাং হন্ত কুতর্ককর্কশধিয়া তত্রাপি নাত্যাদিরঃ সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ দুষ্টা অমী কেবলম্ ॥৪৫॥

অন্বয়—যঃ কমপি প্রসাদং দত্ত্বা স্মিতশ্রীমুখং সংভাষ্য অথ দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি, হন্ত যেষাং কুতর্ককর্কশধিয়া তত্রাপি সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ আদরো ন ভবতি অমী কেবলং দুষ্টা এব ॥৪৫॥

মূলানুবাদ—ঈষৎ হাস্যবদনে সম্ভাষণচ্ছলে যিনি ভক্তগণকে কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ দান করিয়া স্নিগ্ধনয়নে দূর হইতে নিরীক্ষণমাত্র আপামর সকলকে মহাপ্রেমোৎসব দান করিতেছেন, সেই রসসিন্ধু সর্ব্বাবতারী শ্রীগৌরহরিকে কুতর্ককর্কশচিত্ত জনগণ পরমাদরে ভজন করিতে পারে না কারণ ইহাদের চিত্ত চিরদুষ্ট ॥৪৫॥

টীকা—করুণয়া স্বপ্রেমোৎসবদানশীলচৈতন্যাকৃতাদরাণাং কর্কশহৃদয়ানাং দুষ্টত্বং প্রতিপাদয়ন্ নিন্দা ব্যজ্যতে দত্ত্বা যঃ ইত্যাদি। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরে গৌরহরৌ যেষা কুতর্কেন কর্কশাতিকঠিনা য ধীস্তয়া নাত্যাদরস্তেঽমী কেবলং দুষ্টা অসুরস্বভাবা ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতে পূর্ণো রসো যস্য স পূর্ণরস

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীগৌরহরিকে জানিতে পারিতেছেন না। যদি বল সেই গৌরহরি যেমন? তদুত্তরে বলিতেছেন বেদে উপনিষদে যিনি গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। (যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্বর্ণ বর্ণ ব্রহ্মযোনি পুরুষের বর্ণন আছে তিনিই এই শ্রীগৌরাঙ্গ)॥ যাহার করুণাকটাক্ষমাত্রে প্রেমানন্দ আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া দেয়, সেই পরমেশ শ্রগৌরহরিকে যে জানিতে পারে নাই সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অজ (মায়া) দ্বারা হত ॥৪২॥

গোপীপতি কৃষ্ণ অধুনা শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এখানে পতি শব্দের অর্থ টীকাদারের মতে প্রিয়তম। উদ্বাহকর্ত্তা স্বামী নহেন।* এই গোপীপতি শ্রীগৌরাঙ্গে যদি উপাস্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে আচারাদি বিশিষ্ট সদ্‌বংশে জন্ম, বক্তৃত্বশক্তি, বিমল, কীর্ত্তি, বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন, সুন্দর লাবণ্যময় দেহ, পূর্ণকৈশোর বয়স এবং অবিনাশী সম্পৎ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম, ব্রাহ্মণত্বাদি সংস্কার লইয়া কি প্রয়োজন সাধিত হইবে!! শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিলে তাহার করুণায় প্রেমামৃতের আবির্ভাব হইয়া অতি অধমকেও সংসার হইতে অমৃতময় লোকে লইয়া গিয়া ব্রহ্মাদির স্তবনীয় করে। আর তাঁহার কৃপাবর্জ্জিত কুলশীলাদিতে অতি উচ্চ ব্যক্তিও মায়ার উচ্ছিষ্ট পাথিব ভোগসম্পদে উপাদেয় বুদ্ধিতে আসক্ত বুদ্ধি হয়। তাই ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিতেছেন গৌরকৃপাবর্জ্জিত হইলে সদ্‌বংশে জন্ম প্রভৃতিতে শতধিক্। এখানে আদি শব্দে যজন যোগাভ্যাস বৈরাগ্যাদিও গৃহীত হইয়াছে জানিতে হইবে॥ যাহাদের শ্রীগৌরচরণে মতি নাই তাহাদের কুল, বাক্‌পটুতা বেদপাঠাদি সকলই ধিক ॥৪৩॥

* এখানে জ্ঞাতব্য গোপীগণের স্বরূপ প্রাকৃতগুণময় নহে। তাঁহারা চিন্ময়ী আনন্দরূপিনী আর গোপীপতি কৃষ্ণও চিন্ময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সুতরাং তাঁহাদের সম্পূর্ণ বর্ণনায় লৌকিক-বৈবাহিকধর্ম্মময় ঔপাধিকপতিত্ব এবং তমোগুণোদ্ভুত ইন্দ্রিয়াসক্তিপ্রচুর ঔপপপতিত্ব কোন শব্দই গ্রহণীয় নহে। তবে 'পতি' শব্দে যদি দেহ প্রাণাদি হইতেও প্রিয়তম এই অর্থ বুঝায় তাহা হইলে সেই 'পতি' শব্দ সর্ব্বথা গ্রহণীয়। ইহাই গ্রন্থকারের আশয় জানিতে হইবে।

বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ। বিশ্বং গৌররসে পূর্ণং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি (অত্র) সংশয়ঃ ন। বিশ্বং গৌররসে মগ্নং। মম স্পর্শোঽপি নাভবৎ ॥৪৬॥

মূলানুবাদ—বিশ্ব শ্রীগৌরপ্রেমরসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমি কিন্তু তাহার কণা মাত্র স্পর্শ করিতে পারিতেছিনা হায়! হায়! নিঃসংশয়রূপে আমি বঞ্চিত হইয়াছি (পরমোৎকণ্ঠায়) ত্রিরাবৃত্তি। ।৪৬।

টীকা

অবতারাঃ সন্ত্যস্মিন্নবতারী স চ স চেতি। যদ্বা পূর্ণ-প্রেমরসমতারয়িতুং প্রকটয়িতুং শীলং যস্য তস্মিন্, কস্মিন্নিত্যপেক্ষায়ামাহ য কমপ্যনির্ব্বচনীয়মপি প্রসাদং প্রসন্নতাং দত্ত্বা স্মিতেন শোভাযুক্তং মুখং যথা স্যাদথানন্তরং সংভাষ্য স্নিগ্ধয়া দৃশা দূরান্নিরীক্ষ্য চ মহান্তমুৎকৃষ্টং প্রেমানন্দং দদাতি তস্মিন্নপি নাত্যাদরো যেষাং দুষ্টত্বেন নিন্দা ব্যঞ্জিতা। প্রেমোৎসবং যো দদাতি সংভাষ্য স্নিগ্ধয়া দৃশা। তস্মিন্ননাদরো যেষাং তে দুষ্টা ভুবি কেবলম্ ॥৪৫॥ ইতি অভক্তনিন্দাপ্রকরণে পঞ্চদশপদ্যাত্মকপঞ্চমো বিভাগঃ ॥৪৫॥

অর্থ চৈতন্যাভক্তনিন্দনেন জাতনির্ব্বেদো দৈন্যরূপস্বনিন্দাপ্রকরণমুত্থাপয়ত্যেকাদশভিঃ পদ্যৈরথ দৈন্যরূপস্বনিন্দেতি। তত্র প্রথমমাত্মনো দুর্ভগত্বং ব্যঞ্জয়তি। বিশ্বং গৌররসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমরস-সিন্ধৌ মগ্নমবগাহ্য প্রবিষ্টং মম স্পর্শোঽপি নাভবৎ। অতো মাং ধিগিতি শেষঃ। ইতি দৈন্যনিন্দা। গৌরাঙ্গপ্রেমমাধুর্য্যরসধারাপ্লুতং জগৎ। মম তৎস্পর্শনং নাস্তি বঞ্চিতস্য ধিগস্তু মাম্ ॥৪৬॥

টীকার তাৎপর্য্যানুবাদ

'বৈকুণ্ঠপার্ষদগণও সাগ্রহে যাহাদিগকে দর্শন করেন' ইত্যাদিরূপে শ্রীগৌরভক্তের মহিমা প্রদর্শন করিয়া অর্থান্তরে তাঁহার অভক্তগণকে নিন্দা করিতেছেন। অহো আশ্চর্য্য! বৈকুণ্ঠের নিত্য ভগবৎ-পার্ষদগণও রোমাঞ্চসহকারে যাঁহার পার্ষদ বক্রেশ্বর প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া থাকেন, অকৃতপুণ্যজন কেমন করিয়া (কোন ভাগ্যের ফলে) সেই গৌরহরির চরণে প্রীতি করিতে পারে? যদি বল এই গৌরভক্তগণের প্রভাব কি প্রকার? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বজনচমৎকারী গোপীপ্রেমের যে মহামধুর আস্বাদন তাহাকে গাঢ় আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের দ্বন্দধর্ম্ম বিনষ্ট—অঙ্গচেষ্টা বিবশ। কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদপ্রধানই নহেন তাঁহার ভক্তমাত্রই এই অতুল আনন্দের অধিকারী। যাঁহারা কৃপা-কটাক্ষে এই অঘটন ঘটিয়া থাকে সেই গৌরহরির পদাশ্রয় যাঁহারা করেন নাই এই শ্লোকে তাহাদের ভাগ্যের নিন্দা করা হইল। আহা যাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে বৈকুণ্ঠপার্ষদগণও শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন, পুণ্যহীন ব্যক্তি কেমন করিয়া সেই শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারিবে? ॥৪৪॥

যিনি করুণা করিয়া অধম জীবকেও প্রেমানন্দের পরমোৎসব লাভ করাইয়াছেন। সেই শ্রীগৌরহরিতে যাহাদের আদরবুদ্ধি নাই সেই সকল ব্যক্তির হৃদয় নিশ্চয়ই কুতর্কে অতিশয় কঠিন অথবা দুষ্ট। অর্থাৎ তাহারা অসুর-স্বভাব। যদি বল সেই শ্রীগৌরহরি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্ব অবতারের মধ্যে একমাত্র স্বয়ম্ভগবান মধুময় মাধবই নিজ মাধুর্য্যে ব্রজবাসী তরুলতাকেও অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমামৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু

কৈর্ব্বা সপুমর্থমৌলিরকৃতায়াসৈরিহাসাদিতো নাসদ্গৌরপদারবিন্দজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে
হা হা ধিঙ্‌মম জীবনং ধিগপি মে বিদ্যা ধিগপ্যাশ্রমঃ যদ্দৌর্ভাগ্যপরাবরৈর্মম ন তৎসম্বন্ধগন্ধোঽপাভূৎ ।৪৭।

অন্বয়—গৌরপদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে ইহ মহীমণ্ডলে কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলি (প্রেমা)অকৃতায়াসৈঃ আসাদিতো ন আসীৎ ? হা হা মম জীবনং ধিক্ আশ্রমমপি ধিক্ যদ্ (যস্মাৎ) দৌর্ভাগ্যপরাবরৈর্মম তৎ সম্বন্ধগন্ধোঽপি নাভূৎ ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলিস্পর্শে পৃথিবী পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই প্রেমযুগে প্রেমাকাঙ্খী এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে জন অনায়াসে এই প্রেমসম্পৎ লাভ করিতে সমর্থ না হইয়াছেন ! হায় হায় আমার জীবনে ধিক্ বিদ্যা এবং আশ্রমেও ধিক্ যেহেতু দুর্ভাগ্য-পরম্পরায় গ্রস্ত মাদৃশ জনের প্রেমসম্বন্ধের গন্ধও লাভ হইল না ॥ ৪৭ ॥

টীকা—শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবে সর্ব্বেষাং পুরুষার্থশিরোমণিনিগূঢ়প্রেমলাভং দৃষ্ট্বা আত্মানং তদযোগান্ম-ন্যত্বেন নির্ব্বিন্ন স্বধিক্কারেণ নিন্দতি। কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিরিত্যাদি। মহীমণ্ডলে শ্রীগৌরস্য পদারবিন্দয়ো রজসা স্পৃষ্টে সতি কৈর্জ্জনৈরকৃতায়াসৈঃ সর্ব্বপুমর্থমৌলিঃ প্রেমা ইহ সংসারে নাসাদিতঃ প্রাপ্তো নাসীৎ অপি তু সর্ব্বৈঃ প্রাপ্ত আসীদিত্যর্থঃ। অকৃত আয়াসো ব্যাপারো যৈরনায়াসেনাকৃত-সাধনোদ্যমেনেত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং পুমর্থানাং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং মৌলিং পঞ্চমপুরুষার্থং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা কৈর্ব্বা ন প্রাপ্তঃ ? হা হা মম জীবনং প্রাণধারণং ধিক্ বিদ্যা শাস্ত্রাদিজ্ঞানং ধিক্, আশ্রমং তুরীয় সন্ন্যাসমপি ধিক্ যৎ যস্মাৎ দৌর্ভাগ্যানাং পরম্পরাভি র্মম তস্য প্রেমঃ সম্বন্ধস্য গন্ধো লেশোঽপি নাভূদিতি দৈন্যেন স্বনিন্দা। কৃতাবতারে গৌরাঙ্গে প্রাপ্তঃ-প্রেমরসঃ জনৈঃ। তদ্‌গন্ধলেশো মম ন ধিগ্বিদ্যাজীবনাদিকম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

আনন্দময়ী শ্রীমতী রাধারাণী যে অপূর্ব্ব প্রেমে মাধবের মহামাধুর্য্যর আস্বাদন করিয়া স্বয়ং অতুল সুখ লাভ করেন মাধবকেও পরমানন্দে পূর্ণ করেন, সেই মহামধুর রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্য মাধবের অন্তরে উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল। এবারে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি সেই বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাই অবতারী শ্রীমাধব এই গৌরাঙ্গরূপেই অখণ্ডরস হইয়াছেন। শুধু কি তাহাই ? শ্রীরাধার প্রেমরস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া তাহার লেশাভাসে জগতের জীবকে পবিত্র করিবার জন্যই যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই শ্রীগৌরহরির কথা বলিতেছি। আবার তিনি কোন অনির্ব্বচনীয় অনুগ্রহে জীবকে ধন্য করিয়া পরম শোভাময় শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকটন করতঃ কোমল প্রিয় বচনে জীবকে সম্ভাষণ করিয়া দূর হইতে স্নিগ্ধনয়নে কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া পরমশ্রেষ্ঠ প্রেমানন্দ দান করিতেছেন। এহেন করুণাময় গৌরহরিতে যাহাদের অতিশয় আদরবুদ্ধি নাই তাহাদের চিত্ত দুষ্ট বলিয়া নিন্দা করা হইল। যিনি স্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত মাত্রে প্রেমোৎসব দান করেন সেই গৌরহরিতে যাহাদের আদরবুদ্ধি নাই পৃথিবী মধ্যে সেই দুষ্ট ॥৪৫॥ অভক্তনিন্দাপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

উৎসসর্প জগদেব পূরয়ন্ গৌরচন্দ্রকরুণামহার্ণবঃ। বিন্দুমাত্রমপি নাপতন্মহাদুর্ভগে ময়ি কিমেতদদ্ভুতম্।৪৮।

অন্বয়—গৌরচন্দ্রকরুণামহার্ণবঃ জগৎ পূরয়ন্ উৎসর্প এব, মহাদুর্ভগে ময়ি বিন্দুমাত্রমপি নাপতৎ কিমেতদদ্ভুতম্ ? (৪৮)॥

মূলানুবাদ—শ্রীগৌরহরির করুণারূপ মহাসাগর জগৎ পূর্ণ করিয়া উৎসর্পিত হইতেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত ! পরম দুর্ভাগ্যশালী আমাতে তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ হইল না।৪৮।

টীকা—জগদাপ্লাবকপ্রভোঃ করুণাসিন্ধোঃ করুণাবিন্দুমাত্রপতনাযোগ্যত্বেন স্বদৌর্ভাগ্যমনুমীয়াত্ম-নিন্দাং ব্যনক্তি। উৎসসর্প জগদেব পূরয়ন্নিত্যাদি। গৌরচন্দ্রস্য করুণারূপো মহান্ সমূদ্রো জগৎ পূরয়ন্নাপ্লাবয়ন্নেবোৎসসর্প উচ্চচাল বিন্দুমাত্রমপি ময়ি নাপতৎ কিমেতদদ্ভুতং মাং হিত্বা সর্ব্বপ্লাবনাদদ্ভু-তত্বম্। কিম্ভূতে ? মহাদুর্ভগে। তৎকরুণালেশপতনাভাবাদতিদুর্ভগত্বমনুমীয়তে। অতিদুর্ভ-গত্বান্নিন্দা ব্যক্তা। জগৎপ্লাবিদয়াসিন্ধোঃ করুণালেশহীনতঃ আত্মনশ্চ সুদুর্ভাগ্যমনুমীয়েঽহমদ্ভুতম্ ॥৪৮॥

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গেয় অভক্তজনের নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু নিন্দনীয় জনকেও নিন্দা করা গৌরকৃপা লাভের পরিপন্থী। তাই তাঁহার যে হৃদয়ে গৌরপ্রেমরসসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া নিরন্তর তাহার মাধুর্য্যে মগ্ন থাকিত, সেই হৃদয় হইতেও অভক্তনিন্দার ছল পাইয়া সহসা শ্রীগৌরপ্রেম-রসসিন্ধু অন্তর্ধান করিলেন। গ্রন্থকার ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় জলহারা মীনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সেই প্রেমরসসিন্ধুর কণা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। তখন পরমা আর্ত্তির সহিত পরম দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ নিন্দা করিতে লাগিলেন—হায় ! ভাগ্যহীন আমি অভক্তজনের নিন্দা কেন করিলাম !! তাই বুঝি আজ সেই আনন্দ আস্বাদনে চিরবঞ্চিত হইলাম। বিশ্ব গৌরপ্রেমরসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর কিছুতেই তাহা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। হায় ! আমি বঞ্চিত হইলাম—বঞ্চিত হইলাম ; আমাকে শতধিক ॥৪৬॥

প্রেমাবেশে গ্রন্থকার দেখিতেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বিশ্বভুবন পুরুষার্থশিরোমণি উজ্জ্বলপ্রেমরস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহাতে যেন একমাত্র বঞ্চিত হইয়াছেন অভক্তনিন্দাকারী তিনি। তাই তিনি নির্বেদযুক্ত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন। গৌরচরণধূলি স্পর্শে মঙ্গলময় ভূমণ্ডলে এমন কোন্ জন্ আছে যে ব্যক্তি বিনা সাধনে অনায়াসে শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণারবিন্দের মকরন্দ লাভ করিয়া প্রেমানন্দে পূর্ণ না হইয়াছেন !! এই প্রেমানন্দ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের শিরোমণি পঞ্চমপুরুষার্থ। সেই প্রেমানন্দ বিশ্বে সকলেই লাভ করিয়াছেন হায় ! হায় ! আমার জীবনে ধিক্, শাস্ত্রজ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমেও ধিক্। ভজনরসিক গ্রন্থকার যদিও শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের করুণায় উন্নতোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমরসমাধুরী আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তথাপি শ্রীগৌর-হরির অদর্শনে নিজেকে নিতান্ত রিক্ত অনুভব করিতেছেন, অথবা প্রেমভক্তির স্বভাববশে নিজেকে নিতান্ত দীনাতিদীন অনুভব করিয়া এই শ্লোকে আত্মধিক্কার করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন শ্রীমন্

কাল কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কন্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্কঃ যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্রো যদি নাদ্য কৃপাং করোসি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়। কালঃ কলিঃ ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গা বলিনঃ ইহ শ্রীভক্তিমার্গঃ কন্টককোটিরুদ্ধো (ভবতি)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র! যদি ত্বং কৃপাং ন করোসি অহং তর্হি হা হা ক্কঃ যামি কিম্বা করোমি ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ—কাল সর্ব্বদোষের আকর কলি। বলবান ইন্দ্রিয়গণও জীবকে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অবিরত প্রাকৃতবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছে। উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদিরূপ কন্টককোটীর দ্বারা প্রায় রুদ্ধ। এই সকল দেখিয়া আমি বিকল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র তুমি যদি এই বিপৎকালে আমাকে কৃপা না কর, হায় আমি কি করিব, কোথায় যাইব !! ৪৯ ॥

টীকা—কালকৃতাজিতেন্দ্রিয়ত্বে কন্টকরুদ্ধভক্তিমার্গত্বে চ বৈকল্যং প্রকটয়ন্ তৎশরণার্থী দৈন্যেন তৎকৃপাং প্রার্থয়তে। কালঃ কলিরিত্যাদি। কালঃ কলিরধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ অতএব ইন্দ্রিয়রূপা শত্রুবর্গা বলিনঃ প্রবলতরা স্বস্ববিষয়েষু আকর্ষণ-শূবাঃ শ্রিয়ঃ পরমোজ্জ্বলায়াঃ ভক্তের্মার্গ ইহ কলৌ কন্টকৈঃ কর্ম্ম-কাণ্ডশুদ্ধজ্ঞানকুতর্কবাদদিতণ্ডাফল্গুবৈরাগ্যাদিভিঃ কন্টককোটিপ্রায়ৈ রুদ্ধঃ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র। যদি ত্বমদ্য কৃপাং ন করোসি তৈর্বিকলো ইহ ক্কঃ যামি কিং করোমি ইতি দৈন্যেন তৎকরুণাযোগ্যত্ব-সম্ভাবনয়া নিন্দা ধ্বনিতা। কলিদোষবিত্রুষ্টস্য হৃষিকাকুলচেতসঃ। মমাদ্য শরণং ক্কাপি ন স্যাদ্গৌর-কৃপাং বিনা ॥৪৯॥

টীকার তাৎপর্য্য

মহাপ্রভুর করুণায় বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম সকলেই নিগূঢ়ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, বঞ্চিত একমাত্র তিনি। তাই নিজের অযোগ্যতায় নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া নিন্দা করিতেছেন। মধুময় শ্রীগৌরহরির প্রেমরসপূর্ণ চরণকমলের পরাগে মহীমণ্ডল অধুনা কৃতার্থ হইয়াছে। আজ বিশ্বে এমন কোন জন আছে যে সর্বপুরুষার্থসার প্রেমসমূহ অনায়াসে প্রাপ্ত হয় নাই? অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরহরির কৃপায় বলীয়ান্ হইয়া এজন্য তাহাদিগকে কোনও সাধনের উদ্যম করিতে হয় নাই। কিন্তু হায়! হায়! আমার জীবনে ধিক্, বিদ্যার ধিক্, সন্ন্যাস আশ্রমেও ধিক্, যেহেতু অনন্ত দুর্ভাগ্যের ফলে সেই প্রেমগন্ধের লেশও আবার মিলিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়া সকলকেই প্রেমানন্দ দান করিয়াছেন. তাহার গন্ধলেশও আমার মিলিল না সুতরাং আমার জীবনাদিতে ধিক্ ।।৪৭।।

পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল যেমন সাগরের জল স্ফীত হইয়া তীরবর্ত্তী সমস্ত পদার্থ ডুবাইয়া দেয়, তেমনি শ্রীগৌরচন্দ্র অনর্পিতচরী প্রেমধন দান করিতে আবির্ভূত হইয়া মাত্র তাঁহার করুণার সাগরে বান ডাকিয়াছিল। তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু কি অদ্ভুত! মহাদুর্ভগ আমাতে তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ হইল না। (গ্রন্থকারও সেই প্রেমরস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন।) কিন্তু এই প্রেম বস্তুটি এমন বিচিত্র—যে ব্যক্তি তাহা যতই আস্বাদনে করেন এবং ইহাতে অন্তর যতই অমৃতময় হইয়া উঠে, আস্বাদনের ইচ্ছাও ততই বৰ্দ্ধিত হয়। প্রেমরস আনন্দের সহিত আস্বাদনে অদ্ভুত পিপাসা

সোঽপ্যাশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুর্নয়নয়োর্যন্নাভবৎ গোচরো যন্নাস্বাদি হরেঃ পদাম্বুজরসস্তদ্‌যদ্‌ গতং তদ্‌গতম ।
এতাবন্মম তাবদস্তু জগতীং যেঽন্যেঽপ্যলংকুর্ব্বতে শ্রীচৈতন্যপদে নিখাতমনস স্তৈর্যৎপ্রসঙ্গোৎসবঃ ॥৫০॥

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ) স আশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুঃ নয়নয়ো গোচরো ন অভবৎ, হরেঃ পাদাম্বুজরসোঽপি (ময়া) ন আস্বাদি, যদ্‌, গতং তদ্‌ গতমেব। তু (কিন্তু) মম এতাবদ্‌ অস্তু যৎ শ্রীচৈতন্যপদে নিখাত-মনসো অন্যে যেঽপি জগতীং অলংকুর্ব্বতে তৈঃ সহ প্রসঙ্গোৎসবোঽস্তু ॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ—সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রভু গৌরহরিকে আর তো দেখিতে পাইলাম না! তাঁহার চরণ-কমলের মধুস্বরূপ প্রেমরসও আর আস্বাদন করিতে পারিলাম না। সেই সুখময় দিন চিরতরে চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা ফিরিবে না। তবে এইটুকু আশীর্ব্বাদ তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে চিত্তনিবেশ করিয়া যাহারা জগৎকে অলঙ্কৃত করিতেছেন, তাহাদের সহিত আমার যেন নিরন্তর সঙ্গ হয় ॥ ৫০ ॥

টীকা—দৈন্যেন তদ্দর্শনতৎপাদপদ্মাস্বাদাযোগ্যমাত্মানং মত্বা তদ্ভক্তসঙ্গং প্রার্থয়তে সোঽপ্যাশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুরিত্যাদিনা। স প্রসিদ্ধঃ প্রভু গৌরহরিঃ পরমচমৎকারস্বরূপঃ যস্মাদ্দৌর্ভাগ্যাৎ নয়নয়োর্বিষয়ো নাভবৎ, যস্মাদ্বা গৌরহরেঃ পাদাম্বুজয়ো রসঃ প্রেমানন্দো নাস্বাদি নানুভূয়তে স্ম, তদ্‌যদ্‌গতং তদ্‌গতমেব। কিন্তু মমৈতাবদস্তু কিং তাবৎ শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে নিখাতমতিশয়েন নিবিষ্টং মনো যেষাং তে এবম্ভূতা অন্যে যে জগতীমলংকুর্ব্বতে তৈঃ সহ মৎপ্রসঙ্গোৎসবঃ সমভিব্যাহারঃ শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দা-ভিনিবিষ্টচিত্তমধুব্রতৈঃ সঙ্গোঽস্ত্বিতি প্রার্থনা ॥ চৈতন্যাদর্শনেঽযোগাস্তৎপাদসেবনে তথা। অতস্তৎ-পাদচিত্তৈস্তৈঃ সঙ্গোঽস্তু বিশ্বভূষণৈঃ ॥৫০॥

টীকার তাৎপর্য্য

মিশিয়া ভক্তের হৃদয়ে ইষ্টবিরহ নবনবায়মানরূপে জাগিতে থাকে। ইহাই বিষামৃতে মিলন বা তপ্ত চক্ষু চর্ব্বন নামে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। যোগসিদ্ধ জনের অন্তর কৃষ্ণধ্যানে নিয়ত পূর্ণ হইয়া চিরতৃপ্ত থাকে। প্রেমের পূর্ব্বাবস্থায় ভাবের আগমনমাত্রে ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবের চরম পরিণতি ঘটিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে ভক্ত যোগিজনের মত তৃপ্ত থাকিতে পারে না, নিরন্তর কৃষ্ণসেবার নবনবায়মান আকাঙ্খা তাহাকে এমনই পাগল করিয়া তুলে। প্রেমের উদয়ে আবার সেই ভাব বহুগুণে বাড়িয়া যায়। তখন কৃষ্ণবিরহিণীর ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাদের অন্তরকে দীন হইতে সুদীন করিয়া তুলে। তখন প্রভুকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াও জগতকে কৃষ্ণকরুণায় কৃতার্থ এবং নিজেকে তদ্বঞ্চিত মনে করিয়া নয়নসলিলে বক্ষ ভাসাইয়া ভক্ত আর্ত্তিভরে রোদন করেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারও শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণায় সেই প্রেম আকণ্ঠ পান করিয়া জগৎকে তাঁহার প্রেমরসে প্লাবিত দর্শন করিতেছেন এবং নিজেকে তদ্বঞ্চিত অনুভব করিয়া ধিক্কার দিতেছেন। করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় জগৎ প্লাবিত হইয়াছে। কিন্তু সেই করুণার লেশমাত্রে বঞ্চিত হওয়ায় নিজের অদ্ভুত অতিদুর্ভাগ্য অনুমান করিতেছি ॥ ৪৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অদর্শনে নিজেকে তাহার করুণার সম্পূর্ণ অযোগ্য ভাবিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার দৈন্যভরে নিজেকে ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতেছেন। প্রচণ্ড কলির আগমনে সকলের চিত্তেই

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোরদুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য গাঢ়ং দুরন্তঘোরদুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য কুমতিকোটিকদর্থিতস্য ক্লিশ্যন্মতেঃ মম ইহ গৌরং বিনা কো বন্ধুর্ভবিতা ॥ ৫১ ॥

মূলানুবাদ—বিবিধ দুষ্কর্ম্মে আমার চিত্ত সর্ব্বদা নিরত, ইন্দ্রিয়তর্পণাদির দুর্ব্বাসনা আমাকে সর্ব্বদা গাঢ়রূপে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে। আমার মতি সর্ব্বদা পাপফলভোগে ক্লিষ্ট তাহাতে আবার শুষ্ক কর্ম্মজ্ঞানাদি আগ্রহে অভিভূত। এই অবস্থায় শ্রীগৌরহরি ভিন্ন আর কে বন্ধু হইবেন? ॥৫১॥

টীকা—স্বদৈন্যেনাতিদুর্গতপতিতজনগণোদ্ধর্ত্তৃত্বং গৌরহরিং বিনা নাস্তীতি দর্শয়ন্ স্বনিন্দামাভাষতে দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য ইত্যাদি। এতাদৃশস্য মম গৌরহরিং বিনা কো বাদ্য বন্ধুরিহ কলৌ ভবিষ্যতি। কীদৃশস্য দুষ্টানাং মহাপাতকাদিজনকানাং কর্ম্মনাং কোটিষু নিঃশেষেণ রতস্য যতঃ দুরন্তেত্যাদি। নাস্তি অন্তো যাসামেবম্ভূতা ঘোরা বিকটা ত্যক্তুমশক্যা যা দুর্ব্বাসনাস্তা এব নিগড়া শৃঙ্খলাস্তৈ শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা বদ্ধস্য। ননু দুর্ব্বাসনয়া কৃতদুষ্কৃতস্য প্রায়শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধিঃ স্যাদত আহ ক্লিশ্যন্মতেঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মককর্ম্মানি কৃত্বা ক্লিশ্যন্তী ক্লেশনাভিভবং প্রাপ্নুবন্তী মতির্যস্য তস্য। ননু তর্হি কথং প্রায়শ্চিত্তাদিকনকরোস্তত্রাহ—কুমতিকোটীত্যাদি। কুৎসিতা মতির্জ্ঞানং যেষাং তে কুমতয়ঃ কেবল-শুষ্কজ্ঞানকর্ম্মাগ্রহাস্তেষাং কোটিভিঃ সংখ্যাভিঃ কিম্বা তেষামগ্রেরগ্রগণৈঃ কদর্থিতস্য তৎপ্রেরণাভিভূতস্য ইতি স্বনিন্দাভাসেন গৌরহরিচরণং বিনাতিদুর্গতস্য নিষ্কৃতি র্নাস্তীতি ধ্বনিতম্॥ অতত্তুসঙ্গমুগ্ধস্য কৃন্তদুষ্কৃতকর্ম্মনঃ। বিনা গৌরপদাম্ভোজং নাস্ত্যুদ্ধর্ত্তা কলৌ যুগে ॥ ৫১ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

অধর্ম্মবাসনা নানা আকারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ফলে আত্মার দেহকারাগারের প্রহরিরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ প্রবল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। একমাত্র নিগমকল্প-তরুর সুপক্ক ফল স্বরূপ মধুময় শ্রীভাগবতীয় গোপীপ্রেম আস্বাদনে চিত্ত বলীয়ান হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রেমানন্দরস গান করাইয়া আত্মানুসারী করতঃ অমৃতপথের যাত্রী হইতে পারিত। কিন্তু কর্ম্ম, শুষ্কজ্ঞান, কুতর্ক, বাদ, বিতণ্ডা, ফল্গুবৈরাগ্য* প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকতরুর দ্বারা এই কলিকালে সেই বিমল ভক্তিমার্গ প্রায় রুদ্ধ হওয়ায় সে পথে যাওয়ারও কোনও উপায় নাই। এতএব হে চৈতন্যচন্দ্র যদি তুমি আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা বিকল হইয়া আমি কি করিব কোথায় যাইব তুমিই বলিয়া দাও। কলিদোষবিদূষিত ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্যে পরম ব্যাকুলচিত্ত আমার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা ভিন্ন আর কে আশ্রয় হইবে ॥ ৪৯ ॥

*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মর্কট বৈরাগ্য ভক্তিমার্গের শত্রু বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশে বর্ণিত হইয়াছে। মর্কট বা বানরকে দেখিলে মনে হয় সে যেন বৈরাগ্যের মূর্ত্তি, কিন্তু তাহার অন্তর দুষ্টামীতে ভরা। আর এখানে টীকাকার যে ফল্গু বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ মুমুক্ষু জন মোহ বশতঃ শুষ্ক বৈরাগ্যের অনুশীলনে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে যখন শ্রীহরিসম্বন্ধী বস্তু পরিত্যাগ করে, তখন তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য বলা হয়। এই উভয়ই ভক্তিপথের কণ্টক।

হা হন্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ ব্যর্থীভবন্তি মম সাধনকোটয়োহপি।
সর্ব্বাত্মনা তদহমদ্ভুতভক্তিবীজং শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—হা হন্ত হন্ত মম পরমোষরচিত্তভূমৌ সাধনকোটয়োহপি ব্যর্থীভবন্তি। অহং সর্ব্বাত্মনা তৎ অদ্ভুতভক্তিবীজং শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥৫২॥

মূলানুবাদ—হায়! হায়! আমার চিত্ত মরুভূমির ন্যায় রসশূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভক্তিরস আস্বাদনের কোটি কোটি সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাই আমি কায়মনোবাক্যে প্রেমভক্তির অদ্ভুতবীজস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥৫২॥

টীকা—শ্রীগৌরহর্য্যাশ্রয়ং বিনা সর্ব্বাণ্যন্যানি সাধনানি ব্যর্থীভবন্তীতি স্বদৈন্যনিন্দা ব্যাজেন প্রকাশয়তি। হা হন্ত হা হন্ত পরমোষরচিত্তভূমাবিত্যাদি। মম পরমোষরায়াং চিত্তরূপায়াং ভূমৌ সাধনানাং কোটয়োহপি ব্যর্থীভবন্তি। হা হন্ত হন্তেতি এতাবতা কালেন কিং কৃতং ন কিমপি ইতি খেদে বীপ্সা। তত্তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনাহং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রস্য চরণপদ্মং শরণমাশ্রয়ং করোমি। কিম্ভুতং অদ্ভুতভক্তিবীজং অদ্ভুতং ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণায়া বীজম্। যথান্যবীজানি উষরভূমৌ লতাদিজনকানি ন ভবতি তথান্যসাধনানি ব্যর্থীভবন্তি। কর্মাদ্যাগ্রহকঠিনচিত্তে গৌরপাদাশ্রয়স্য বীজস্যাদ্ভুতত্বেন তাদৃক্‌কঠিনচিত্তেহপি প্রেমলতিকাজনকত্বং, অতো গৌরচরণশরণং কর্ত্তব্যমেব কলাবিতি স্বদৈন্যনিন্দাব্যজেনোক্তম্ ॥ প্রেমভক্তিলতাবীজমহো গৌরপদাশ্রয়ম্। বিনান্যসাধনং সর্ব্বমূষরস্থলবীজবৎ।৫২।

টীকার তাৎপর্য্য

বিপ্রলম্ভপ্রেমোত্থিত দৈন্যে গ্রন্থকার নিজেকে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আস্বাদনের অযোগ্য মনে করিয়া এই শ্লোকে তাঁহার ভক্তের সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। সেই সর্ব্বসমর্থ গৌরহরি যিনি আমার ন্যায় মায়াবাদী ভাগ্যহত জনকেও কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণাশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাহার পরমচমৎকারকারী স্বরূপ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নয়নে চির অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই শ্রীগৌরহরির চরণারবিন্দের অমৃতময় প্রেমরসও আর অনুভব করিতে পারিতেছি না। যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা আর আমার নিকট ফিরিয়া আসিবেনা। কিন্তু প্রভুর শ্রীচরণে এইটুকু প্রার্থণা করিতেছি—শ্রীচৈতন্যপদকমলে ভ্রমরের ন্যায় দৃঢ়রূপে মনোনিবেশ করিয়া যাঁহারা জগতকে অলঙ্কৃত করিতেছেন সেই ভক্তগণের সহিত যেন আবার সর্ব্বদা সঙ্গ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনে এবং তাঁহার চরণ সেবনে আমি অত্যন্ত অযোগ্য। অতএব তাঁহার চরণে যাহারা চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন সেই বিশ্বের ভূষণ স্বরূপ ভক্তগণের সহিত আমার সঙ্গ হউক ॥৫০॥

প্রেমোত্থদৈন্যসঞ্চারীর আগমনে ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার আপনাকে দীনাতিদীন মনে করিয়া পতিত জনের একমাত্র উদ্ধারকারী শ্রীগৌরহরির করুণা প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—অধুনা দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া বুঝিতেছি আমি জন্মজন্মান্তরে কত মহাপাপই না করিয়াছিলাম। যদি বল তাহা হইলে এখন সর্ব্বপাপনাশিনী এবং অমৃতদায়িনী ভাগবতী ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কেমন করিয়া ভজনাশ্রয় করিব? আমার অন্তর যে অনন্তদুর্ব্বাসনা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আছে, বহু চেষ্টা

হা হন্ত চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং সদ্‌ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি চৈতন্যনাম কলয়ন্ ন্ কদাপি শোচ্যঃ ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—হা হন্ত মে পরমোষরায়াং চিত্তভুবি সদ্‌ভক্তিকল্পলতিকা কথমঙ্কুরিতা স্যাৎ ? হৃদি একং পরমাশ্বসনীয়মস্তি (যৎ) চৈতন্যনাম কলয়ন্ কদাপি শোচ্যো ন ভবতি ॥৫৩॥

মূলানুবাদ—হায় ! আমার মরুভূমিতুল্য অতি শুষ্ক হৃদয়ে শুদ্ধা-ভক্তিরূপা কল্পলতিকার অঙ্কুর কেমন করিয়া হইবে ? তবে আমার চিত্তে ইহাই আশ্বাসের বিষয় যে চৈতন্য নাম গ্রহণ করিলে শোকতাপ চিরতরে চলিয়া যায় ।।৫৩।। হে চৈতন্যচন্দ্র ! আমি দুর্ব্বাসনায় শৃঙ্খলিত হইয়া সংসার-সাগরে পতিত হইয়াছি । কাম ক্রোধ আদি মকরকুম্ভীরগণ আমাকে কবলিত করিয়াছে । কৃপা করিয়া

টীকা—শ্রীচৈতন্যনামগ্রহণমাত্রেনাতিকঠিনহৃদয়েঽপি শুদ্ধভক্তেরুদয়ঃ স্যাদিতি স্বদৈন্যনিন্দাব্যাজেন দর্শয়তি । হা হন্ত চিত্তভুবি ইত্যাদি । মে চিত্তরূপায়াং ভুবিপরমোষরায়াং সতী ব্যভিচারশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিরেব কল্পলতিকা কথমঙ্কুরিতা স্যাৎ ? হা হন্তেতি খেদে । প্রেমলক্ষণায়া ভক্তেঃ প্রথমাবস্থাঙ্কুরো রতিরিতি যাবৎ । তথাহি প্রেমস্ত প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে । ভাবোঽত্র রতিরেব । যথোষর-ভূমৌ লতাঙ্কুরিতা ন স্যাৎ তথা মে চিত্তরূপায়াং ভুবি ইত্যর্থঃ । কিন্ত্বেকমেব কেবলমাশ্বসনীয়ং প্রতীতি-বিষয়োঽস্তি হৃদয়ে যৎ চৈতন্যনাম কলয়ন্ গৃহ্নন্ কদাপি ন শোচ্যঃ শোকবিষয়োঽহমিতি স্বদৈন্যনিন্দা-ব্যাজেন চৈতন্যনামমহিমা দর্শিতা । যচ্চিত্তোষরভূমৌ হি ন ভক্তিলতিকাঙ্কুরঃ চৈতন্যনামমাত্রেন ভক্তি-কল্পলতাজনি ॥ ৫৩ ॥ দৈন্যেনাতিসংসারিত্বমাত্মনুপচর্য্য স্বনিন্দা ব্যঞ্জয়ন্ শ্রীচৈতন্যপাদাবলম্বং প্রার্থয়তে

টীকার তাৎপর্য্য

করিয়াও ঐ শৃঙ্খল মোচন করিতে পারিতেছিনা । যদি বল তবে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াই ঐ পাতক নাশ কর ! তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা অনেক করিয়া দেখিয়াছি, চিত্তশুদ্ধি কিছুতেই হইতেছেনা । একে ত্রিতাপজ্বালা তাহার উপর কৃচ্ছসাধ্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াও অভিমত ফল না পাইয়া আমার মতি অধিকতর ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ! যদি বল আহা তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তাদি কেন করিতে গিয়াছিলে ! তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ভক্তিবর্জ্জিত কেবল শুষ্ককর্ম্মকাণ্ডে আগ্রহরূপ চরম কুবুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হইয়াই আমি এইরূপ করিয়াছিলাম । হায় ! পরম দয়াল শ্রীগৌরহরির চরণ ভিন্ন কিরূপে অতি দুর্গত আমার নিষ্কৃতি হইবে ? শ্রীগৌরহরি ভিন্ন আজ আর আমার কে বন্ধু হইবে ? এই কলিযুগে অভক্তসঙ্গে মুগ্ধ হইয়া আমি বহু দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি । শ্রীগৌরচরণকমল ভিন্ন আমার উদ্ধারকর্ত্তা কেহই নাই ।৫১।।

জগতে শ্রেয়োলাভের যত সাধন আছে, শ্রীগৌরহরির কৃপাশ্রয় ভিন্ন কেহই অভিমত ফলদানে সমর্থ নহে । ইহা প্রকটন করিয়াই গ্রন্থকার দৈন্যচ্ছলে আত্মনিন্দা করিতেছেন । আমার চিত্ত মরুভূমিতুল্য ; মরুভূমিতে সহস্রবার বীজ বপন করিলেও তাহা যেমন ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি কোটি কোটি সাধন করিয়াও আমার চিত্তভূমি প্রেমরস লাভ করিতে পারিল না ! হায় বৃথা এতদিন আমি

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কামক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য
দুর্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥৫৪॥

মৃগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাদ্যৈরাশ্চর্য্যভক্তিপদবী ন দবীয়সী স্যাৎ।
দুর্ব্বোধবৈভবপতে ময়ি পামরেঽপি চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ॥৫৫॥

অন্বয়। হে চৈতন্যচন্দ্র সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কামক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য দুর্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য মম পাদাবলম্বং দেহি ॥৫৪॥ হে চৈতন্যচন্দ্র ময়ি পামরেঽপি যদি তে করুণাকটাক্ষঃ স্যাৎ তর্হি শিবশুকনারদাদ্যৈ মৃগ্যাপি তে আশ্চর্যভক্তিপদবী নঃ দবীয়সি ন স্যাৎ ॥৫৫॥ হে শৌরে! তব গৌরে আত্মনি যাদৃক্‌নিরঙ্কুশকৃপা তাদৃক্ সা (অন্যত্র) ক্ব তদদ্ভুতং বৈভবং ক সা

মূলানুবাদ

নিরাশ্রয় আমাকে চরণাবলম্বন দাও ॥ ৫৪ ॥ হে দুর্ব্বোধবৈভবপতে চৈতন্যচন্দ্র! যদি আমার মত পামরের উপরও তোমার কৃপাদৃষ্টি হয় তাহা হইলে যে পরমাদ্ভুত ভক্তির পথ শিবশুক নারদেরও অগোচর তাহা আমাদের ধূরবর্ত্তী হইবে না ॥ ৫৫ ॥ হে কৃষ্ণ! গৌরবিগ্রহে তোমার যেমন নিরঙ্কুশ

টীকা

সংসারদুঃখেত্যাদিঃ। সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য মম হে চৈতন্যচন্দ্র পাদাবলম্বং দেহি। অবলম্বন-প্রার্থনে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ—নিরাশ্রয়স্য নিরবলম্বনস্য; যথা দার্ব্বাদ্যবলম্বনং বিনা সমুদ্রস্তর্ত্তুমশক্য-স্তথা ভবদাশ্রয়ং বিনা সংসারজলধিরপি। ননু হস্তপাদৈঃ সংতীর্য্য তটং প্রাপ্নুহি ইতি চেত্তত্রাহ দুর্ব্বাসনয়া নিগড়িতস্য নিঃশেষং বদ্ধস্য গড় বন্ধনে ধাতুঃ অতএব কামক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য

টীকার তাৎপর্য্য

কি করিলাম। আমার কিছুই করা হয় নাই। (এখানে খেদে বীপ্সা হইয়াছে) সেই জন্যই আমি কায়মনোবাক্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণপদ্ম আশ্রয় করিলাম। যদি বল তোমার উষর চিত্তভূমিতে সেই চরণপদ্ম আশ্রয়েই বা প্রেমসম্পদ কেমন করিয়া লাভ হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন সেই চরণকমল প্রেমভক্তির অদ্ভুত বীজস্বরূপ। পাপী ও অপরাধিজনের উষরহৃদয়ভূমিতেও ইহার প্রেমাঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি দেখা যায় বলিয়া এই প্রেমবীজ অদ্ভুত। কর্ম্মাদি-আগ্রহপুরিত কঠিন চিত্তভূমিতেও বহুস্থলে ইহার প্রেমলতিকাসম্পাদকত্ব দৃষ্ট হওয়ায় আমার ন্যায় কঠিনচিত্তজনের কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-মাত্রেই পরমাশ্রয় ॥ উষর স্থলীতে বীজের ন্যায় সমস্ত সাধন কলিহত জীবের নিকট ব্যর্থ। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রয়ই প্রেমভক্তিলতার বীজস্বরূপ ॥ ৫২ ॥

শ্রীচৈতন্যের-নাম গ্রহণ মাত্রে অতি কঠিন হৃদয়েও শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়। শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজ নিন্দাচ্ছলে এই কথাই এখানে প্রকাশ করিতেছেন। 'হন্ত' শব্দটি খেদ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমার হৃদয়মরুতে অব্যভিচারিণী শুদ্ধা ভক্তিরূপা কল্পলতার অঙ্কুর কেমন করিয়া হইবে? প্রেমের প্রথম অবস্থাকেই ভাব বা রতি বলে। ইহাই অঙ্কুর শব্দের বাচ্য। যদিও মরুভূমিতে লতার অঙ্কুরের ন্যায় আমার শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর হইবার নহে, তথাপি একটি পরম আশ্বাসের কথা আমার হৃদয়ে

টীকা

বর্ত্তমাতে ক্তঃ ॥ দুঃখাব্ধিপতিতস্যাশু দেহি পাদাশ্রয়ং মম। কামাদিনক্রমকরৈরুদ্বিগ্নস্য কৃপানিধে ।৫৪। অথ নিগূঢ়প্রেমভক্তিপদবীলাভঃ গৌরকরুণয়ৈব নান্যৈরিতি দর্শয়ন্ স্বনিন্দাব্যঞ্জকদৈন্যেন তৎকরুণা-মাশাস্তে মৃগ্যাপীত্যাদি। হে চৈতন্যচন্দ্র তব করুণাকটাক্ষঃ পামরেঽপি ময়ি যদি স্যাৎ তর্হি পরমাদ্ভুতায়া ভক্তেঃ পদবী নোঽস্মাকং দূরতরা ন কিন্তু প্রাপ্তৈব স্যাৎ। কিম্ভূতা ? শিবাদিভিঃ মৃগ্যাপি ন পুনর্লভ্যা ইতি ভাবঃ। ননু শিবাদিভির্মৃগ্যাশ্চর্য্যভক্তিপদবী মৎকটাক্ষমাত্রেণ লভ্যা স্যাদেতৎ আশ্চর্য্যং ক্ব দৃষ্টং তত্রাহ দুর্ব্বোধেতি। দুর্ব্বোধো জ্ঞানবিষয়ো বৈভবমৈশ্বর্যং যস্য তস্য পতিরীশ্বরঃ হে তথাভুত ! পামর ইতি শব্দেন তৎকরুণাকটাক্ষপাতদ্যোতকেন দৈন্যমুক্তম্ ॥ দেবৈরলভ্যা যা ভক্তিপদবী চেদ্দয়া তব, পামরেণাপি লভ্যা সা গৌরো দুর্জ্ঞেয়বৈভবঃ ॥ ৫৫ ॥ ননুশ্রুতিপুরাণাদিপ্রতিপাদ্যস্য সাক্ষাদ্ভগবদ-বতারাণাং নানৈশ্বর্য্যবতাং করুণাপ্রার্থনমন্তরেণ কথং চৈতন্যকরুণাকটাক্ষমাকাঙ্ক্ষসে ? তত্রাহ ক্ব সা নিরঙ্কুশা কৃপা কুত্রাপি ন। অতিকঠিনহৃদয়মহাপাপিদুর্জ্জনদুর্গতজনেষু প্রসক্তত্বাৎ। এবং গৌরদেহে যাদৃগদ্ভুতমৈশ্বর্য্যং তাদৃগপি ন কুত্রাপি দর্শিতম্ তাদৃশষড়্ভুজাদিত্বাৎ। সা প্রসিদ্ধা ভক্তবৎসলতা ক্ব ন

টীকার তাৎপর্য্য

জাগিয়া রহিয়াছে— শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিলে কদাপি শোকে পতিত হইতে হয় না। যে মরুভূমিতুল্য শুষ্কচিত্তে কোনও সাধনেই ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইবার নহে, শ্রীচৈতন্যনামগ্রহণমাত্রে সেই হৃদয়েও ভক্তিকল্পলতার আবির্ভাব হইয়া তাহা ফলে পুষ্পে বিকসিত হয় ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতিতে রসময় ব্রহ্মের অনুভূতিতে জীবন আনন্দময় করাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ।।" যাঁহারা ঐ রসাস্বাদনে কোনও দিন জীবন ধন্য করিতে পারেন নাই অন্য পথে অত্যল্প ভজনাভাস মাত্রই তাঁহাদের হৃদয়ে 'ভক্তিমান' ভাব উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে ভক্তির সম্বন্ধে বঞ্চিত করে। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় ভজনরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে 'আমি তৃণ হইতেও নীচ সর্ব্বদোষের আকর,' এইরূপ পরম দৈন্য উদিত হয়। ভজনরসিক শ্রীপাদ গ্রন্থকারের হৃদয় এই দৈন্যে পুর্ণিত হওয়ায় নিজের অনন্ত দোষ আবিষ্কার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণাবলম্বন প্রার্থনা করিতেছেন। সংসার দুঃখের সাগর আমি সেই দুঃখসাগরে পতিত রহিয়াছি। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য অহঙ্কার প্রভৃতি শত্রুগণ কুম্ভীরের ন্যায় আমাকে কবলিত করিয়াছে। হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ! আমাকে তোমার অভয় চরণের অবলম্বন দাও ॥ ৫৪ ॥ যদি বল নিজচেষ্টায় সন্তরণ করিয়াও তো এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার পাইতে পার, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি দুর্ব্বাসনাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে কেমন করিয়া অন্য সাধন অনুষ্ঠান করিব ? সুতরাং তুমি নিজ অহেতুকী করুণায় আকর্ষণ করিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় না দিলে আমার আর কোনও উপায় নাই। হে কৃপানিধে সংসারদুঃখসাগরে কামক্রোধাদির আক্রমণে আমি বড় ভীত হইয়াছি। আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দাও ॥ ৫৪ ॥ গোপীগণের প্রেমভক্তি অতি নিগূঢ় বস্তু। শিব শুক নারদ উদ্ধব প্রভৃতি মহানুভবগণ নিরন্তর ঐ পথ অন্বেষণ করিতেছেন কিন্তু ঐ পথের

ক্ব সা নিরঙ্কুশকৃপা ক্ব তদ্বৈভবমদ্ভুতম্। ক্ব সা বৎসলতা শৌরে গৌরে যাদৃক্তবাত্মনি ॥ ৫৬ ॥

অথোপাস্যনিষ্ঠা— স্বতেজসা কৃষ্ণপদারবিন্দমহারসাবেশিতবিশ্বমীশ্বরং
কমপ্যশেষশ্রুতিগূঢ়বেশং গৌরাঙ্গমঙ্গীকুরু মূঢ়ঃ চেতঃ ॥৫৭॥

অন্বয়

বৎসলতা বা ক্ব ? ॥৫৬॥ রে মূঢ়চেতঃ ! স্বতেজসা কৃষ্ণপদারবিন্দমহারসাবেশিতবিশ্বং শ্রুতিগূঢ়বেশং কমপি ঈশ্বরং গৌরাঙ্গমঙ্গীকুরু ॥ ৫৭ ॥ মুরারেঃ শ্রবণমননসংকীর্ত্ত্যাদিভক্ত্যা যদি কোঽপি পরমপুমর্থং

মূলানুবাদ

কৃপা অদ্ভুত বৈভব এবং নিরতিশয় ভক্তবৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কুত্রাপি নহে ॥৫৬॥

হে মূঢ়চিত্ত ! যিনি নিজ অতুল প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের মহাপ্রেমরসে বিশ্বকে আবেশিত করিয়াছেন, শ্রুতিগণের অগোচর অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণারবিন্দ আশ্রয় কর ॥৫৭। যদি কোনও ভাগ্যবান জন মুরারির শ্রবণ মনন কীর্ত্তনাদি ভক্তির দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ

টীকা

কুত্রাপি সা তু কর্ণপুরাদৌ প্রসিদ্ধা। অতো বাৎসল্যেন তাদৃশবৈভবমনুভাবয়িত্বা কৃপাং কুরু মষ্যযোগ্যেঽপি ইতি ভাবঃ॥ কৃপাবৈভববৎসল্যমদ্ভুতঞ্চ কৃপানিধে যত্তৎ ক্বাপি ন চাস্তীতি কুরু গৌরহরে কৃপাম্ ॥ ৫৬ ॥ ইতি স্বনিন্দাপ্রকরণে ষষ্ঠবিভাগঃ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপ্রতিপন্নকলিযুগোপাস্যত্বেন পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিবাসুদেবসার্ব্বভৌমাদিতত্তদৈশ্বর্য্যানুভববিষয়ত্বেন স্বানুভবদাতৃত্বেন চ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যোপাস্যতাং নিশ্চিন্বানঃ স্বোপাস্যনিষ্ঠামাহ ত্রয়োবিংশতিপদ্যৈঃ। তত্র প্রথমং মনোঽনুশাসনেন তৎপদাশ্রয়মাহ স্বতেজসা কৃষ্ণেত্যাদি। হে মূঢ় চেতঃ ! গৌরাঙ্গমীশ্বরমঙ্গীকুরু তচ্চরণারবিন্দমাশ্রয়। কিম্ভূতম্? স্বপ্রভাবেন স্বস্বরূপস্য কৃষ্ণস্য পাদপদ্মমহারসেনাবেশিতমনুরক্তীকৃতং বিশ্বং যেন তম্। পুনঃ কিম্ভূতং? অশেষানাং শ্রুতীনাং গূঢ়ং যথা স্যাত্তথা বেশঃ প্রবেশঃ যত্র। যদ্বা অশেষাভিঃ শ্রুতিভি গূঢ়ং আচ্ছন্নো বেশঃ প্রবেশ যত্র অতএব কমপি কৈরপি অনির্ব্বচনীয়মপি কিন্তু করুণাকটাক্ষভাগ্‌ভির্নির্ব্বচনীয়মপি ইত্যর্থঃ। অতঃ এবম্ভূতো গৌরহরিরেব মমোপাস্য ইতি ধ্বনিতম্॥ কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্টবিশ্বং শ্রুতিগূঢ়ং গৌরহরিং। ভজরে মূঢ় মে চিত্তে হিতান্যং জগদীশ্বরম্॥ ৫৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণভক্তমপ্যাক্ষিপন্ স্বোপাস্যনিষ্ঠামাহ শ্রবণমননেত্যাদি। কোঽপি মুরারিভক্তো মুরারেঃ শ্রবণাদিসলালসভক্ত্যা

টীকার তাৎপর্য্য

সন্ধান পান নাই। হে চৈতন্যচন্দ্র মাদৃশ চির অপরাধী পামরের প্রতিও তোমার করুণাকটাক্ষ পতিত হইলে পরমাদ্ভুত ভক্তিলাভের অমৃতময় পথ আর দূরতর থাকে না। যদি বল শিবশুকাদি যে পথের অনুসন্ধানভিখারী, আমার করুণামাত্রে সেই পথের সন্ধান পাইবে ইহা বড়ই বিচিত্র কথা। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রভো তোমার করুণা বৈভব একরূপ বুদ্ধির অগম্যই বটে। হে দুর্জ্ঞেয়বৈভব গৌরচন্দ্র ! দেবর্গণের অলভ্য ভক্তিপদবী তোমার করুণা হইলে আমার ন্যায় পামরও লাভ করিতে পারে ॥ ৫৫ ॥ যদি বল অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট ভগবদবতারগণের নিকটে এমন কি স্বয়স্তগবান্ শ্রীমাধবের নিকট অনুগ্রহ না চাহিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ কেন ? তাহার উত্তরে

শ্রবণমননসংকীর্ত্ত্যাদিভক্ত্যা মুরারে র্যদি পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্,
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নোনমস্যম্ ॥ ৫৮ ॥
ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরেরুপাস্যান্
কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধীরহন্তু চৈতন্যচন্দ্রচরণংশরণং করোমি ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়

সাধয়েৎ ভদ্রং মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ গৌরধাম্নঃ কিমপি রসরহস্যং নমস্যম্ ।৫৮। পুরুষার্থচতুষ্টায়াশা ঈশং ভজন্তু, অন্যাঃ উপাস্যান্ বিহায় হরের্দাসাঃ ভবন্তু চ কিঞ্চিদ্রহস্য পদলোভিতধীরহন্তু চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৫৯ ॥ অহহ তীব্রবীর্য্যঃ কোঽপি চৌরো গৌরো মে নিষ্ঠাং প্রাপ্তা লৌকিকী বৈদিকী

মূলানুবাদ

হন আনন্দের কথা, কিন্তু অপার প্রেমামৃতসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গের অনির্ব্বচনীয় রসরহস্যই আমার ভজন ॥৫৮॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের বাঞ্ছা করিয়া যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন করুন, অথবা যদি কেহ অন্য উপাস্য ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব অঙ্গীকার করেন করুন; আমি শ্রীরাধামাধবের নিগূঢ়-প্রেমরসের আস্বাদনে লুব্ধবুদ্ধি হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণই সমাশ্রয় করিব। ৫৯ ॥ হায় !! অতিবলশালী গৌর নামক কোনও চোর আমার লোক ও বেদসম্বন্ধীয় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যবহারশ্রেণী, প্রেমোৎসবে উন্মাদ

টীকা

পরমপুমর্থং প্রেমানং যদি সাধয়েৎ তর্হি ভদ্রং সাধয়তু ; মম পুনঃ গৌরধাম্নো হরেঃ ভক্তিরসেষু যদ্রহস্যং প্রেমবস্তু পরং কেবলং আদরণীয়ত্বেন ভজনীয়ং গৌরবর্ণং ধাম কান্তির্যস্য তস্য হরেঃ। কিম্ভূতস্য অপারেত্যাদি। পাররহিতপ্রেমরূপস্য পীযূষস্য সিন্ধুস্তস্য ॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্ত্যর্থমন্যেষামন্যসাধনং মম তু শ্রীগৌরহরেঃ ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥ ৫৮ ॥ শ্রীচৈতচরণশরণং বিনা একান্তদাসভক্তাঃ অপ্যপরিচিত-রহস্যা কি পুনঃ সকামভক্তানাং কথেতি দর্শয়ন্ স্বোপাস্যনিষ্ঠামাহ। ঈশঃ ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়েষু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু আশা মনোরথো যেষাং তে ঈশং শ্রীকৃষ্ণং ভজন্তু তেষাং কা কথা অন্যান্নুপাস্যান্ বিহায় হরেঃ কৃষ্ণস্য একান্তদাসা ভবন্তু যে কেঽপি অহং পুনশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য চরণমাশ্রয়ং করোমি। তত্র হেতুভূতবিশেষণমাহ কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধী কিঞ্চিদতিদুর্ল্লভং রহস্যং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরয়োঃ নিগূঢ়-প্রেমরসাস্বাদনং তস্য পদে বিষয়ে লোভিতা ধীর্যস্য সোঽহম্ ॥ তুচ্ছীকৃতচতুবর্গা হরেরেকান্তদাসকা ন প্রাপুস্তে যদ্রহস্যং তল্লাভো গৌরপাদতঃ ॥ ৫৯ ॥ নতু লৌকিকবৈদিকব্যবহার পরমার্থাদিকং সর্ব্বং ত্যক্ত্বা কথমত্রৈব অনুরক্তোঽসি ইত্যস্য প্রত্যুত্তরেণ স্বোপাস্যনিষ্ঠামাহ নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি

টীকার তাৎপর্য্য

বলিতেছেন—হে শৌরে (কৃষ্ণ) তোমার গৌর বিগ্রহে যেরূপ নিরঙ্কুশ কৃপা দেখা যায় অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। যেহেতু তোমার এই গৌরবিগ্রহে অতিকঠিনহৃদয় মহাপাপী প্রভৃতিকে প্রেমদান করিয়া যে করুণার পরাকাষ্ঠা করিয়াছ, যে অচিন্ত্য বৈভব প্রদর্শন করিয়াছ, যে নিরুপম বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছ, অন্য অবতারে তাহা দেখা যায় না। তাই বলিতেছি সেই অতুল বৈভব প্রকাশ করিয়া অযোগ্য হইলেও আমাকে কৃপা কর ॥ ৫৬ ॥

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকির্বৈদিকী র্বা যা বা লজ্জাপ্রহসনসমুদ্‌গাননাট্যোৎসবেষু
যোবাভুবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্মা গৌরশ্চৌর ঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্য ঃ ॥ ৬০ ॥
সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযুষসিন্ধোঃ কোটিং বর্ষন্ কিমপি করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন
কোঽয়ং দেব কনককদলীগর্ভগৌরাঙ্গযষ্টিঃ চেতোঽকস্মাৎ মম নিজপদে গাঢ়যুক্তং চকার ॥ ৬১ ॥

অন্বয়

বা ব্যবহারততিঃ প্রহসনসমুদ্‌গাননাট্যোৎসবেষু যা লজ্জা যে বা সহজা প্রাণদেহার্থধর্ম্মা অভুবন্ সকলমহরৎ ॥ ৬০ ॥ কনককদলীগর্ভগৌরাঙ্গযষ্টিঃ কোঽপ্যয়ং দেব করুণাস্নিগ্ধ নেত্রাঞ্চলেন সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযুষসিন্ধোঃ কোটিং কিমপি বর্ষন্ অকস্মাৎ নিজপদে মম চেতঃ গাঢ়যুক্তং চকার ॥ ৬১ ॥ দ্রুতকনকগৌরঃ মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ স্বয়ং দেবঃ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে যত্র নবদ্বীপে

মূলানুবাদ

হইয়া উচ্চ হাস্য সংকীর্ত্তন নৃত্যাদিতে লজ্জা, এমন কি প্রাণ ও দেহের ধর্মসকলও নিঃশেষে অপহরণ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥ কনককদলীগর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ এ কোন দেবতা ! যিনি করুণাকটাক্ষে নিবিড় আনন্দপূর্ণ উজ্জ্বল রসময় কোটি কোটি পীযুষসিন্ধু বর্ষণ করিয়া আমার চিত্ত সহসা নিজ পদে গাঢ়রূপে যুক্ত করিলেন। ৬১ ॥ গলিত-কাঞ্চনবর্ণ মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বল বপু স্বয়ং ভগবান গৌরচন্দ্র কৃপা করিয়া যে নদীয়াপুরে আবির্ভুত হইয়া প্রতিভবন উৎবময় করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও মধুময়ধাম সেই

টীকা

ইত্যাদি। কোঽপি গৌররূপশ্চৌরঃ মম সকলমহরৎ। নন্থ সাবধানস্য তব কথং সকলং হৃতবান তত্রাহ ব্যবহৃতিততি ইত্যাদি। লোকসম্বন্ধিনী বেদসম্বন্ধিনী বা নিষ্ঠাং প্রাপ্তা যা ব্যবহারশ্রেণী তাং এবং প্রকৃষ্টহাসসম্যগূর্দ্ধনাট্যোৎসবেষু বা যা লজ্জা তামপি স্বাভাবিকপ্রাণদেহানাং নিমিত্তীভূতা যে ধর্মাস্তানপি হৃতবান্। অতোঽহং তং শরণং প্রবিশামি যেন স আত্মসাৎ কৃত্বা স্বপদপ্রেমধনাদিকং দত্বা তত্র স্থাপয়েৎ ইতি স্বোপাস্যর্নিষ্ঠা ॥ বলাল্লাজব্যবহৃতিপ্রাণদেহার্থধর্মকা। এতে মেহপহৃতা যেন তং গৌরহরিমাশ্রয়ে ॥ ৬০ ॥ নন্থ পরমগাম্ভীর্য্যশীলো ভবান্ অবিচারেনাবিলম্বেন কথং তত্রৈবানুরক্তো ভবসি ? তত্রাহ করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযুষসিন্ধোঃ কোটিং কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাত্তথা বর্ষন্ নিবিড় আনন্দো যত্র এবম্ভুতো উজ্জ্বলনবরসো যত্র তাদৃক্ যো প্রেমা স

টীকার তাৎপর্য্য

প্রেমধন লাভের জন্য কলিকালে যে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনাই শাস্ত্রবিহিত, ইহা শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথিতনামা পণ্ডিতশিরোমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতিও শ্রীগৌরাঙ্গের মহৈশ্বর্য্য দর্শনে তাহাকে উপাস্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বিদ্বৎপ্রধান গ্রন্থকারও স্বানুভাব তাঁহাকে নিজ উপাস্যরূপে চিনিয়া তাঁহার চরণে নিষ্ঠার কথা ২৩টি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। এই শ্লোকে নিজ মনকে শ্রীগৌরাঙ্গচরণের শরণাগতি উপদেশ দিতেছেন। ওহে মুর্খ মন ! শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় কর। যদি বল সেই গৌরাঙ্গ কেমন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি নিজ অতুল প্রভাবে বিশ্বকে

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া মহাপ্রেমোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি মধুরে ধাম্নি রমতে ।। ৬২ ।।
যত্তদ্বদন্ত শাস্ত্রানি যত্তদ্ব্যাখ্যান্ত তার্কিকা জীবনং মম গৌরাঙ্গপাদাম্ভোজসুধৈব তু ।। ৬৩ ।।

অন্বয়

প্রাদুরভবৎ তস্মিন্ বৈকুণ্ঠাদপাধিকে মধুরে ধাম্নি মে মনো রমন্তে ।। ৬২ ।। শাস্ত্রানি যত্তদ্বদন্ত তার্কিকা যত্তদ্ ব্যাখ্যান্ত চৈতন্যপাদাম্ভোজসুধৈব তু মম জীবনম্ ।। ৬৩

মূলানুবাদ

শ্রীনবদ্বীপে আমার চিত্ত গাঢ়রূপে রমিত হইতেছে। ৬২ ।। শাস্ত্রসকল যাহা বলে বলুন তার্কিকগণ যাহা খুসী ব্যাখ্যা করুন, শ্রীচৈতন্যচরণকমলক্ষরিত মধুই আমার জীবন। ৬৩ ।। দুর্ল্লভ সিদ্ধিসকল যদি স্বয়ং করতলে পতিত হয়, দেবতাগণ যদি সেবক হইবার জন্য স্বয়ং আগমন করেন, অধিক কি

টীকা

এবামৃতসিন্ধুস্তস্য। রসময়েতি পাঠে তাদৃশরসাত্মক যঃ প্রেমেত্যাদি স এবার্থঃ, করুণয়াস্নিগ্ধো যো নেত্রাঞ্চলস্তেন, কারুণ্যচমৎকারমুক্ত্বা শোভাচমৎকারমাহ কনককদলী ইতি। হেমকদল্যা গর্ভ ইব গৌরী অঙ্গযষ্টির্যস্য সঃ ।। কারুণ্যপ্রেমপীযূষসিন্ধুমগ্নীকৃতং জগৎ। হেমরম্ভাগর্ভগৌরহরির্মে হৃতবান্ মনঃ ।।৬১।।

শ্রীনবদ্বীপস্থগৌরহরেঃ কৈশোরাদিপরমচমৎকারলীলামাধুরীং স্মৃত্বা মনোবিলাসাকাঙ্খিত্বে স্বোপাস্য-নিষ্ঠাং দর্শয়তি। স্বয়ং দেবো যত্রেত্যাদি। মম মনঃ তস্মিন্ প্রসিদ্ধে ধাম্নি রমতে বিলসতি। কিম্ভূতে যত্র নবদ্বীপে স্বয়ং দেবো ভগবান্ করুণয়া প্রাদুরভবৎ। কিম্ভূতঃ দ্রুতকনকগৌরস্তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ মহাপ্রেমা মহান্ উদ্ভটঃ প্রেমা যস্মাৎ স মহাপ্রেমা। পুনঃ কিম্ভূতঃ আনন্দস্বরূপঃ শৃঙ্গার-রসরূপঞ্চ বপুর্যস্য সঃ। যদ্বা মহেত্যাদিবপুরিত্যন্তমেকপদম্। মহাপ্রেমা মহাভাবস্তৎস্বরূপমুজ্জ্বলরসরূপঞ্চবপুর্যস্য সঃ শ্রীরাধাপ্রেমাঢ্যস্বরূপত্বাৎ। নবদ্বীপে কিম্ভূতে প্রতিভবনেত্যাদি। ভবনং ভবনং ভক্ত্যা প্রেমভক্তিদেব্যা য উৎসবস্তন্ময়ে উৎসবপ্রচুরে। তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে বিরাগং প্রতি গগনবাণী। গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংসপ্রায়া যাসৌ বহতী নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্। যত্র চামীকরদ্যুতিরীশ্বর-স্যাবতারো যস্মিন্মর্ত্তে পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবীতি। পুনঃ কিম্ভূতে বৈকুণ্ঠাদপি মাধুর্যবিশিষ্টে চকারাৎ গোলোকাদপি মধুরে ।। পরব্যোমাদতিশ্রেষ্ঠে প্রেমভক্তিবিলাসকে। গৌরকৃষ্ণাবতারাঢ্যে নবদ্বীপে মমশ্চল ।।৬১।। রাগাধ্বপান্থলোভোৎপত্তিপারিপাট্যা স্বনিষ্ঠামাহ যত্তদবদন্ত ইত্যাদি। শাস্ত্রানি যচ্চ তচ্চ বদন্ত তার্কিকা যত্তৎ ব্যাখ্যান্ত যুক্তিং দর্শয়ন্ত মম জীবনন্ত চৈতন্যপাদরজঃসুধৈব নান্যৎ ইতি ।। বদন্ত বিধিবাক্যানি যুক্তিং কুর্ব্বন্ত তার্কিকাঃ। অহন্ত গৌরপাদাব্জং বিনান্যৎ ক্বাপি নাশ্রয়ে ।।৬৩।।

টীকার তাৎপর্য্য

স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধুর প্রেমরসে আবেশিত করিয়াছেন। শুধু কি তাহাই? সমস্ত শ্রুতিগণ এই গৌরাঙ্গস্বরূপেই গূঢ়ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন, স্পষ্টভাবে তাহাকে জানাইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার করুণাকটাক্ষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে সমর্থ। এবম্ভূত শ্রীগৌরহরি

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভাঃ স্বয়ঞ্চ যদি সেবকীভবিতুমাগতাঃ সুরাঃ
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপুস্তথাপি মম ন মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্ মনঃ ॥৬৪॥
বাসো মে বরমস্তু ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে শ্রীচৈতন্যপাদারবিন্দবিমুখৈঃ মা কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ ॥৬৫॥

অন্বয়—দুর্ল্লভাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বয়ং যদি করতলে পতন্তি সুরাশ্চ যদি স্বয়ং সেবকভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ অন্যৎ কিং যদি ইদমেব বপুশ্চতুর্ভুজঃ স্যাৎ তথাপি গৌরচন্দ্রাৎ মম মনো মনাক্ ন চলতি ॥ ৬৪ ॥ বরং ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে মে বাসোঽস্তু চৈতন্যপাদরবিন্দবিমুখৈঃ সহ কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ মা (ভবেৎ)। যদি গৌরস্য পাদাম্ভোজচ্ছটা নো মনো রস্যতে তর্হি স্বয়ং মিলিতং বৈকুণ্ঠাদিপদং মে মনঃ ন লিপ্সতে ॥ ৬৫ ॥ মহান্ মহানতি সর্ব্বক্ষমামণ্ডলে বরং আস্তাং নাম। চমৎকারিণী মহতী সিদ্ধির্বা লোকে

মূলানুবাদ

বলিব এই তনু যদি চতুর্ভুজও হয় তথাপি শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে আমার মন মুহূর্ত্ত বিচলিত হইবার নহে ॥ ৬৪ ॥ বরং ঘোর অগ্নিশিখারাশির মধ্যে আমার বাস হউক্ তথাপি গৌরচরণবিমুখ জনের সহিত যেন আমার কখনও সঙ্গ না হয়। আমার মন যদি গৌরপদকমলের মধুলেশের আভাস না আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় বৈকুণ্ঠাদিপদ স্বয়ং মিলিত হইলেও তাহা লাভ করিতে চাহেনা ॥ ৬৫ ॥

টীকা—গৌরহরিপদাম্বুজভক্তানাং মনস্তস্মাদন্যত্র কুত্রাপি ন চলন্তীতি দর্শয়ন্ তথৈব চ স্বনিষ্ঠামাহ পতন্তি যদি সিদ্ধয় ইত্যাদি। অনিমাদয়োঽষ্টৌ অতিদুর্লভাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বয়ং করতলে পতন্তি, সুরা দেবশ্চ যদি স্বয়ং সেবকীভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ অন্যৎ কিং ইদং বপু যদি চতুর্ভুজং স্যাৎ তথাপি মম মনঃ কদাপি মনাক্ অল্পোঽপি ন চলতীতি নিষ্ঠাপ্রগাঢ়তা। সিদ্ধয়ঃ স্যুঃ করস্থাশ্চেৎ ভবেয়ূ সেবকা সুরাঃ। চতুর্ব্বাহুর্বপুশ্চেন্মে তথাপি ন চলেন্মনঃ ॥ ৬৪ ॥ দুঃখাতিদুঃখদ চৈতন্যবিমুখসঙ্গো ন জাতু কর্ত্তব্য ইতি চৈতন্যচরণারবিন্দভজনসুখং বৈকুণ্ঠাদৌ অপি নাস্তীতি দর্শয়ন্ স্বোপাস্যনিষ্ঠ মাহ—বাসো মে বরমস্তু

টীকার তাৎপর্য্য

আমার উপাস্য ॥ ৫৭ ॥ পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণভক্তকেও আক্ষেপ করিয়া নিজ উপাস্যনিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। যদি কোনও কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণমননাদিভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন করিয়া পরমপুরুষার্থ প্রেম লাভ করিতে পারেন করুন। আমার কিন্তু গৌরকান্তি হরির পাররহিত প্রেমপীযূষসিন্ধুর অনির্ব্বচনীয় কোনও রসরহস্যই আদরণীয়। (শ্রীকৃষ্ণের নিকট কেহ গোপীপ্রেম প্রার্থনা করিলে তিনি বাঞ্ছাসিদ্ধির জন্য স্ব-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণেই সেই ভক্তকে সমর্পণ করেন) ॥ ৫৮ ॥ একান্তী শ্রীকৃষ্ণের দাস ভক্তও শ্রীচৈতন্যচরণের স্মরণাদিতে বঞ্চিত হইলে প্রেমরহস্যের সহিত অপরিচিত থাকিবেনা। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষার্থী সকাম ভক্তের কথা আর কি বলিব? যাহার যাহাকে ভাল লাগে উপাসনা করুন। আমি কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেমমাধুর্য্যের আস্বাদনে লুব্ধবুদ্ধি হইয়া শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের চরণাশ্রয় করিতেছি। ৫৯ ॥ যাঁহারা চতুবর্গকেও তুচ্ছ করিয়াছেন এমন শ্রীহরির দাস ভক্তগণও যে রহস্যময় গোপীপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ নহেন, শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রয়ে তাহা মিলিয়া যায় ॥ ৫৯ ॥ যদি বল লৌকিক সম্পদ বৈদিক পরমার্থাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে এমন

টীকা

ইত্যাদি। ঘোরা যা দহনস্য বহ্নের্জ্বালাস্তাসামাবলী তস্য পঞ্জরে বরং বাসোঽস্তু শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দাৎ যে বিমুখাস্তৈঃ সহ কুত্রচিৎ সময়েঽপি সঙ্গমো মাস্তু। নন্থ শ্রীচৈতন্যবিমুখসম্মুখবিচারেণালম্ শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিসাধনানি ক্রিয়ন্তাং তত্রাহ বৈকুণ্ঠেত্যাদি। গৌরস্য ভগবতঃ পাদাম্ভোজস্য ছটা যদি মনাক্ অল্পমপি নো রস্যতে নাস্বাদ্যতে তর্হি মে মনঃ সাধনানি বিনাপি স্বয়ংমিলিতং বৈকুণ্ঠাদিস্থানং ন লিপ্সতে লব্ধুমিচ্ছতি॥ বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতি। মাস্তু গৌরপদাম্ভোজবিমুখৈঃ সহ সঙ্গমঃ॥৬৫॥ শ্রীচৈতন্যাপাসকান্ বিনা অন্যোপাসকান্ কটাক্ষয়ন্ স্বোপাস্যনিষ্ঠাপরাকাষ্ঠামাহ আস্তামিত্যাদি।

টীকার তাৎপর্য্য

অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গ নামক একজন মহাবলবান চৌর আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন। যদি বল তুমি তো সাবধানী লোক সেই চোর কেমন করিয়া তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল? উত্তরে বলিতেছেন—ঐ চোরের প্রভাব অতি তীব্র। বলপূর্ব্বক আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন। যদি বল কি কি দ্রব্য ঐ চোর অপহরণ করিয়াছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন আমার নিষ্ঠাপূর্ণ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারসমূহ তিনি অপহরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রেমহাস্য ও সংকীর্ত্তনে আমার যে লজ্জা ছিল, ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম এবং প্রাণধর্ম্ম সকলও ঐ চোর বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছেন। যদি বল তাহা হইলে ঐ মহত্তম চোরের সম্পর্ক ত্যাগই বিধেয়!

উত্তরে বলিতেছেন—কি করিব! ঐ চোর আমাকেও প্রেমরস পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়াছেন। আমার প্রাণ ও দৈহিক ধর্ম্ম সকল যে চোর অপহরণ করিয়াছেন সুতরাং আমি সেই শ্রীগৌরহরির চরণ আশ্রয় করি॥ ৬০॥ যদি বল বুঝিলাম তুমি পরম গম্ভীরপ্রকৃতি। কোনও বিচার না করিয়াই সেই চোরকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলে তাই সে তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। আহা! তুমি এমন অবিচারে তাঁহাকে চিত্তে স্থান দিলে কেন? উত্তরে বলিতেছেন—আমার কোনও ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই এই অনির্ব্বচনীয় দেবতা নিজ পদারবিন্দে আমার চিত্তকে সহসা দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিয়াছেন। কি উপায়ে যুক্ত করিলেন তাহাও বলিতেছি করুণাস্নিগ্ধ নয়নপ্রান্তে অনির্ব্বচনীয় নিবিড় প্রেমামৃতসিন্ধু বর্ষণ করিয়া আমার চিত্তকে ভাসাইয়া নিজ চরণে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার করুণার কথা বলিয়া এইবার তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছেন। স্বর্ণকদলীর গর্ভের ন্যায় মনোজ্ঞ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি। হেমরম্ভাগৌর শ্রীহরি কারুণ্যপ্রেমামৃতে জগৎ পূর্ণ করিয়া আমার মন হরণ করিয়াছেন। ৬১॥ নিজ উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ালীলার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাতে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া মনোহর লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার মন তাই শ্রীনবদ্বীপেই আনন্দভরে প্রেমানন্দে অবস্থান করিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন মহাপ্রেম এবং শৃঙ্গাররসের মূর্ত্তিস্বরূপ। যদি বল—যে নবদ্বীপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন

বৈকুণ্ঠাদিপদং স্বয়ঞ্চ মিলিতং ন মে মনো লিপ্সতে। পাদম্ভোজরজশ্ছটা যদি মনাক্ গৌরস্য নো রস্যতে৬৫॥
আস্তাং নাম মহান্ মহানিতি বরং সর্ব্বক্ষমামণ্ডলে লোকে বা প্রকটাস্তু নাম মহতী সিদ্ধিশ্চমৎকারিণী
কামংচারুচতুর্ভুজত্বময়তামারাধ্য বিশ্বেশ্বরং চেতো মে বহুমন্যতে নহি নহি শ্রীগৌরভক্তিং বিনা ॥৬৬॥

অন্বয়

প্রকটা অস্তু নাম। বিশ্বেশ্বরমারাধ্য চারু চতুর্ভুজত্বং কামময়তাং, মে চেত শ্রীগৌরভক্তিং বিনা নহি নহি বহু মস্যতে ॥ ৬৬ ॥

মূলানুবাদ

আমার মন গৌরভক্তি ব্যতিরেকে পৃথিবীর মধ্যে মহান্ বলিয়া খ্যাতিলাভ, সর্ব্বভূতচমৎকারিণী মহতী সিদ্ধি, এমন কি বিশ্বপতির আরাধনা করিয়া চতুর্ভুজ দেহ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার পার্ষদত্ব লাভ এ সকল কিছুই চাহেনা ॥ ৬৬ ॥

টীকা

সর্ব্বপৃথিবীমণ্ডলেঽয়ং মহানয়ং মহানিতি বরং খ্যাতিরাস্তা নাম এবং মহতী চিরকালস্থায়িনী অথচ চমৎ-কারিণী সিদ্ধির্বা লোকে ভুতলে প্রকটাস্তু নামাবশ্যম্। কিম্বা বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুমারাধ্য স্বাভিলাসং মনোহরং চতুর্ভুজত্বময়তাং গচ্ছতু তথাপি মম চেতঃ শ্রীগৌরহরিভক্তিং বিনা পূর্ব্বাক্তং সর্ব্বং ন বহুমন্যতে। নহি নহীতি বীপ্সাতিশয়দাঢ্যার্থমিতি গৌরোপাসনমেব পরম॥ লোকে মহত্ববিখ্যাতি পরমাপরমাদ্ভুতা। সিদ্ধিশ্চতুর্ভুজত্বঞ্চ বৃথা গৌরাশ্রয়ং বিনা ॥৬৬॥

টীকার তাৎপর্য্য

তাহা কেমন? উত্তরে বলিতেছেন—তথায় প্রতি গৃহই প্রেমভক্তির মহোৎসবময় ছিল। গ্রন্থকারের ন্যায় পূজ্যপাদ কবি কর্ণপুরও একথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন। বিরাগের প্রতি নভোবাণীতে বলা হইতেছে "অসংখ্য পুর্ণতীর্থের অবতংসপ্রায় শ্রীগৌড় দেশের জয় হউক্ যেথায় নবদ্বীপ নগরী বিরাজ করিতেছেন। যে নবদ্বীপে পরমেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে প্রতি গৃহে ভক্তিদেবীর মহোৎসব চলিতেছে। এই ধাম মাধুর্য্যে বৈকুণ্ঠে ও গোলেক হইতেও গরীয়ান্। ৬২ ॥ রাগানুগ মার্গের পথিক কৃষ্ণপ্রেম-রস পানে আনন্দে বিভোর হইয়া অবস্থান করেন। এই পরমপুরুষার্থের পথেই বিধিনিষেধে জীবকে আবৃত করিয়া শাস্ত্র লইয়া যাইতে চাহেন। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যদি কেহ বিধিনিষেধ মাত্র পালনই শাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য এইরূপ মনে করেন করুন। অথবা তর্ক-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তাহাদের মতে যাহা খুসি ব্যাখ্যা করেন করুন, আমার চিত্ত টলিবার নহে। শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দের মধুস্বরূপ উজ্জ্বল প্রেমামৃতেই সে বিভোর থাকিবে—ইহাই তাহার জীবন। ৬৩॥ যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পাদাম্বুজের প্রেমরস এককণাও আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের মন পুরুষার্থ-রূপে বর্ণিত সমস্ত সুখ তুচ্ছবোধ করিয়া থাকে, সেই কথাই এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। তুল্য—অনিমাদিসিদ্ধি যদি স্বয়ং আসিয়া আমার করতলে পতিত হয়, অথবা দেবতাগণ স্বয়ং আগমন করিয়া

চৈতন্যেতি কৃপাময়েতি পরমোদারেতি নানাবিধপ্রেমোবেশিতসর্ব্বভূতহৃদয়েত্যাশ্চর্য্যধামন্নিতি
গৌরাঙ্গেতি গুণার্ণবেতি রসরূপেতি স্বনামপ্রিয়েত্যশ্রান্তং মম জল্পতো জনিরিয়ং যায়াদিতি প্রার্থয়ে। ৬৭।

অন্বয়ঃ। চৈতন্যেতি···ইতি অবিশ্রান্তং জল্পতো মম ইয়ং জনি র্যায়াদিতি প্রার্থয়ে ॥ ৬৭ ॥

মূলানুবাদ—হে চৈতন্য কৃপাময় পরমোদার নানাবিধপ্রেমমাধুর্য্য প্রকটনে সর্ব্বভূতের হৃদয়-আবিষ্টকারিন্ হে আশ্চর্য্যকান্তি গুণার্ণব রসস্বরূপ হে নিজনামপ্রিয় গৌরাঙ্গ ইত্যাদিরূপে অবিশ্রান্ত তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এই জীবন যাউক্ ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ৬৭ ॥ হে কৃষ্ণ পরমপ্রেম-রসাদায়ক সাধুজনের প্রাণস্বরূপ তোমার গৌরদেহে কবে আমার নিষ্কপট প্রেমের অলৌকিক

টীকা—অস্মিন্ কলৌ শ্রীচৈতন্যনামান্যেব গ্রহণীয়ানি তেষামেব পরমপুরুষার্থ-প্রেমসাধকত্বাদিতি দর্শয়ন্ তদুপাসননিষ্ঠত্বেন তন্নাম্নাং জপমেব প্রার্থয়তে। চৈতন্যেতাদি। হে চৈতন্য হে কৃপাময় হে পরমোদার হে নানাবিধপ্রেমাবেশিতসর্ব্বভূতহৃদয় হে আশ্চর্য্যধামন্ হে গৌরাঙ্গ হে গুণার্ণব হে স্বনামপ্রিয় উপলক্ষণয়ান্যান্যপি হে শচীনন্দন হে বিশ্বম্ভর হে নবদ্বীপচন্দ্র হে গৌরবিধো হে কলিযুগপাবনাবতার হে পতিতপ্রেমদ হে ভক্তবৎসল হে স্বপ্রেমোৎসবেত্যাদি-নামান্যবিরতং জল্পতো মমেয়ং জনির্জন্ম যায়াদিত্যেবাহং প্রার্থয়ে নান্যৎ। নামার্থশ্চ চৈতন্য সচ্চিদানন্দময় অথবা সর্ব্বেষাং চিত্তং পশ্যতি কিম্বা গৃহ্ণাতি আকর্ষতীতি চৈতন্যঃ যদ্বা সর্ব্বেযামুপলব্ধৌ নিবসতি চৈতন্যঃ হে তেথাভূত ! কৃপাময় কৃপাপ্রচুর কিম্বা কৃপাস্বরূপ তৎস্বরূপে প্রাচুর্য্যে চ ময়ট্ বিধানাৎ। পরমোদার সর্ব্বদাতৃশিরোমণে পতিতেভ্যোঽপি প্রেমদাতৃত্বাৎ। নানাবিধেষু শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুরেষু প্রেমসু আবেশিতানি সর্ব্বেষাং ভূতানাং হৃদয়ানি যেন হে তথাভূত ! আশ্চর্য্যং পরমচমৎকারকারী ধাম তপ্তকাঞ্চনবৎকান্তির্যস্য সঃ (হে তথাভূত) গৌরং পীতমঙ্গং যস্য হে তথাভূত ! রসরূপ শৃঙ্গারস্বরূপ ! স্বনামানি প্রিয়ানি যস্য হে তথাভূত !॥ ৬৭ ॥ কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর শচীসুত ॥ অবধূতপ্রিয় প্রেমসিন্ধো কুরু কৃপাং ময়ি ॥ ৬৭ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

আমাকে যদি তাঁহাদের অধীশ্বর করিতে চাহেন, অধিক কি বলিব যদি আমার এই বপু চতুর্ভুজ হইয়া যায় তথাপি আমার মন শ্রীগৌরাঙ্গচরণ হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হইবে না। ৬৪ ॥ চৈতন্যচরণবিমুখ জনগণের সঙ্গ অতি দুঃখদ। প্রেমার্থী জনের তাহা কখনই অভিপ্রেত নহে। শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দের ভজনসুখে যে আনন্দ, স্বয়ংমিলিত বৈকুণ্ঠাদিসুখের সে আনন্দ নাই। এই শ্লোকে ইহাই প্রকট করিতেছেন। ঘোরতর বহ্নিজ্বালার মধ্যে আমার বাসও শ্রেয়ঃ, শ্রীগৌরচরণ-বিমুখ জনগণের সঙ্গ যেন কখনও না হয়। যদি বল গৌরচরণ ভজন অপেক্ষা সুখময় বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির সাধন কর। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীগৌর ভগবানের চরণচ্ছটা যদি স্বল্পও লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে আমার মন বিনা সাধনে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করেনা। ৬৫ ॥ যাঁহারা প্রেমানন্দের ভিখারী নহেন, গৌরচরণ আশ্রয় না করিয়া প্রতিষ্ঠাদি কামনায় অন্য দেবতার উপাসনাদি করিতেছেন,

কদা শৌরে গৌরে বপুষি পরমপ্রেমরসদে সদেকপ্রাণে নিষ্কপটকৃতভাবোঽস্মি ভবিতা।
কদা বা তস্যালৌকিকসদনুমানেন মম হৃদ্যকস্মাৎ শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদগাৎ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে শৌরে! পরমপ্রেমরসদে সদেকপ্রাণে তে গৌরে বপুষি কদা নিষ্কপটকৃতভাবো ভবিতাস্মি ॥ কদা বা তস্য আলৌকিকসদনুমানেন অকস্মাৎ মম হৃদি শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদগাৎ ॥ ৬৮ ॥ উদ্দামদামনকদামগণাভিরামং আরামরামং অবিরতগৃহীতনাম কারুণ্যধাম কনকোজ্জ্বলগৌরধাম

মূলানুবাদ

সদনুমানদ্বারা কবে আমার হৃদয়ে শ্রীরাধাপদনখমণির জ্যোতি উদিত হইবে॥ ৬৮ ॥

টীকা

যস্য গৌরহরৌ নিষ্কপটপ্রেমা স্যাত্তস্যৈব হৃদয়ে শ্রীরাধিকাপদনখমণিজ্যোতিরুদয়তি নান্যস্যেতি প্রতিপাদয়ন্ তদেবাসাধারণমনুমানং প্রমাণয়তি কদা শৌরে গৌরে ইত্যাদি। হে শৌরে শ্রীকৃষ্ণ তব গৌরে বপুষি কদা কস্মিন্ কালে নিষ্কপটকৃতভাবো ভবিতাস্মীত্যন্বয়ঃ। অকৈতবেন কৃতো ভাবঃ প্রেমা যেন সোঽহং। নমু শ্যামসুন্দরে বপুষি ভাবম-কৃত্বা গৌরে কথং তচ্চিকীর্ষা তত্র হেতুমাহ বপুষি কিম্ভূতে পরমপ্রেমরসদে অত্যুৎকৃষ্টং প্রেমরসং দদাতি তস্মিন্। যত এবম্ভূতে অতএব সদেকপ্রাণে সতাং তাদৃশ প্রেমরসবতামসাধারণপ্রাণস্বরূপে হে শৌরে ইতি সম্বোধনং নিষ্কপটকৃতভাবায় কারুণ্যদানে বীরত্বসূচনঃ। তস্য নিষ্কপটভাবস্যালৌকিকেন বাহ্যেন্দ্রিয়াগোচরেণ সতা যথার্থেনানুমানেন শ্রীরাধায়াঃ পাদয়োর্যে নখমণয়স্তেষাং জ্যোতির্মম হৃদি হঠাৎ কদা বা কস্মিন্কালে বা উদগাৎ উদেষ্যতি। ভূতবিহিতাশ্চ কর্হিকদাভ্যাং বেতি ভবিষ্যৎকালে অদ্যতনী প্রত্যয়ঃ। অনুমানং যথা ইদং হৃদয়ং গৌরহরিবিষয়ক-ভাববৎ শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদয়াৎ। যৎ শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদয়বৎ তচ্চৈতন্যবিষয়ক-ভাববদ্ যথা গৌরভক্তহৃদয়মিতি ব্যাপ্তিঃ। যত্তাদৃশপ্রেমাভাববৎ তত্তাদৃশজ্যোতিরুদয়াভাববদিতি ব্যতিরেকী যথা গৌরাভক্তহৃদয়ন্। অত্র লৌকিকদৃষ্টান্তঃ যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাৎ। যো যো ধূমবান স স বহ্নিমান্ যথা মহানসং, যো বহ্ন্যভাববান্ স ধূমাভাববান্ যথা জলহ্রদঃ ॥ ৬৮ ॥ শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গবিষয়াভাবো যত্র ন বিদ্যতে। তত্র শ্রীরাধিকাপাদপদ্মে জাতু রতির্নহি ॥ ৬৮ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

তাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়া নিজ উপাস্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। সমস্ত জগতে যদি কেহ মহাপুরুষরূপে খ্যাতি লাভ করিতে চাহেন, অথবা যোগজ সিদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্বভূতকে চমৎকৃত করিতে চাহেন, অথবা শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া তাঁহার পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন করুন; আমার মন শ্রগৌরহরির চরণ ভিন্ন কিছুই পাইতে চাহেন না। প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থের দাতা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কলিকালে উপাস্য। ৬৬ ॥

যাঁহারা প্রেমসম্পদের কাঙ্গাল তাঁহাদিগকে কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আশ্রয় লইয়া নামাবলী কীর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে। সেই নামগুলির কথাও বলিতেছেন হে চৈতন্য ইত্যাদি পূজ্যপাদ

উদ্দামদামনকদামগণাভিরামমারামরামমবিরামগৃহীতনাম।
কারুণ্যধাম কনকোজ্জ্বলগৌরধাম চৈতন্যনাম পরমং কলয়াম ধাম ॥ ৬৯

অন্বয়

শ্রীচৈতন্যনাম পরমং ধাম কদা কলয়ামঃ ॥ ৬৯ ॥ নীলাচলশিখরশৃঙ্গে সদা রঙ্গে বিলসতো হরেরেব

মূলানুবাদ—প্রফুল্ল দমনক পুষ্পের মাল্য গলদেশে ধারণপূর্ব্বক যিনি ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকারে আনন্দ দান করিতেছেন, যিনি নির্জ্জনে উপবনে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যিনি অবিরাম 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিতেছেন, সেই করুণাসাগর কনকোজ্জ্বলকান্তি শ্রীচৈতন্য নামক পরম জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি ॥ ৬৯ ॥ রঙ্গভরে যিনি সর্ব্বদা নীলাচলশৃঙ্গে বিলাস করিতেছেন, সেই শ্রীজগন্নাথের শোভমান শ্রীমুখকমলে যাঁহার নয়ন ভৃঙ্গের মত অবস্থান করিতেছে,

টীকা

ইদানীং ধ্যানমাহ তত্র রূপধ্যানং উদ্দামেতি। চৈতন্য ইতি নাম যস্য তদ্ধাম জ্যোতি পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং কলয়াম চিন্তয়াম। কিম্ভূতং উদ্দামদামনকদাম উদ্দামানি প্রফুল্লোৎকৃষ্টানি দামনকানি দামনকপুষ্পানি তৎসম্বন্ধি দাম মালা যস্য তৎ। পুনঃ কিম্ভূতং গণাভিরামং গণান্ জনসমূহান অভিতো রমময়ত্যানন্দয়তীতি তৎ। পুনঃ কিম্ভুতং আরামরামং আরামে উপবনে নির্জনস্থানে স্মরণেন রময়ত্যাত্মনং সুখয়তীতি তৎ। পুনঃ কীদৃক্ অবিরামগৃহীতনাম অবিরামঃ সততং গৃহীতানি হরেকৃষ্ণ ইত্যাদীনি নামানি যেন তৎ। কারুণ্যধাম করুণায়াঃ স্থানং কনকোজ্জ্বলগৌরধাম কনকেভ্যোঽপি গৌরং পীতং ধাম কান্তির্যস্য তৎ ॥ ৬৯ ॥ গৌরং দামনকোদ্দামমাল্যমারামরামকং, প্রগীতহরেকৃষ্ণনাম ধাম মনঃ স্মর ॥ ৬৯ ॥ নীলাচলাচলস্বমূর্ত্তি-মাধুরীধুরীণাস্বাদনচমৎকারকারিরূপমাধুরীং ধ্যায়তি সদা রঙ্গ ইত্যাদি। মম মনঃ শ্রীগৌরাঙ্গং স্মরতু। কিম্ভূতং গতঃ সঙ্গো বিষয়াসক্তির্যস্য পরমবৈরাগ্যবন্তমিত্যর্থং। পুনঃ কিম্ভূতং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভ্রাজদ্দেদীপ্যমানং যন্মুখকমলং তস্মিন্নেব ভৃঙ্গরূপং নেত্রযুগং যস্য তম। হরেঃ কিম্ভূতস্য নীলাচলস্য শৃঙ্গে মূর্দ্ধনি সর্ব্বদেৎসবযুক্তে বিলসতো বিহারং কুর্ব্বতঃ। পুন কিম্ভূতং সমুত্তুঙ্গপ্রেমোন্মদরস তরঙ্গং সমুত্তুঙ্গং পরমমহান্ যৎ প্রেমা তস্য উদগতো মোদো যস্মাৎ এবম্ভূতো যো

টীকার তাৎপর্য্য

গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন—হে গৌরাঙ্গ! তোমার এই সকল নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যেন আমার জন্ম চলিয়া যায়। চৈতন্য অর্থে সচ্চিদানন্দ অথবা সকলের চিত্ত দর্শন করেন এবং আকর্ষন করেন বলিয়া তাঁহার নাম চৈতন্য। অথবা সকলের উপলব্ধিতে বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে চৈতন্য বলা হয়। সর্ব্বদাতার শিরোমণি, পরম পতিত জনকেও প্রেমদান করেন বলিয়া তিনি পরমোদার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর শচীসুত অবধৌতপ্রিয় প্রেমসিন্ধো আমাকে কৃপা কর ॥ ৬৭ ॥ প্রেমের আশ্রয় হইলেন শ্রীরাধা ঠাকুরাণী সুতরাং তাঁহার চরণাশ্রয় ভিন্ন প্রেমপথে অগ্রগতির সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু স্বপ্রকাশ শ্রীরাধাচরণের অনুভূতি তো অন্য সাধনে হইবার নহে! যদি বল শ্রীশ্যামসুন্দরের চরণাশ্রয় করিয়াই এই অসাধ্য সাধন কর! উত্তরে বলিতেছেন তিনিও অপরাধের বিচার করিয়া কৃপা

সদা রঙ্গে নীলাচলশিখরশৃঙ্গে বিলসতো হরেরেব ভ্রাজন্মুখকমলভৃঙ্গেক্ষণযুগং
সমুত্তুঙ্গপ্রেমোন্মদরসতরঙ্গং মৃগদৃশামনঙ্গং গৌরাঙ্গং স্মরতু গতসঙ্গং মম মনঃ ॥ ৭০ ॥
অলঙ্কারঃ পঙ্কেরুহনয়ননিঃস্যন্দিপয়সাং পৃশদ্ভি সন্মুক্তাফলসুললিতৈর্যস্য বপুষি
উদঞ্চদ্রোমাঞ্চৈরপি চ যস্য সুষমা তমালম্বে গৌরং হরিমরুণরোচিষ্ণুবসনম্ ॥৭১॥

অন্বয়

ভ্রাজন্মুখকমলভৃঙ্গেক্ষণযুগং সমুত্তুঙ্গপ্রেমোন্মদরসতরঙ্গং মৃগদৃশামনঙ্গং গৌরাঙ্গং মম মনঃ গতসঙ্গং স্মরতু॥৭।
সন্মুক্তাফলসুললিতৈঃ পঙ্কেরুহনয়ননিঃস্যন্দিপয়সাং পৃষদ্ভিঃ (বিন্দুভিঃ) যস্য বপুষি অলঙ্কারঃ উদঞ্চদ্রোমাঞ্চৈরপি যস্য পরমা সুষমা তং অরুণরোচিষ্ণুবসনং গৌরং হরিং আলম্বে। ৭১। কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ সুরসরিৎপুরাদপি পাবনঃ, শীতাংশোরপি শীতলঃ, মাধ্বীকসারাদপি সুমধুরঃ কল্পমহীরুহাদপি দাতা,

মূলানুবাদ

যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি পরম মহান্ প্রেমের রসরূপ তরঙ্গশালী মহাসাগরস্বরূপ, যুবতীগণের দৃষ্টিতে যিনি সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায়, আমার মন বিষয়াসক্তি-পরিহারপূর্ব্বক সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করুক ॥৭০॥ যাহার নয়নকমল হইতে উৎকৃষ্টমুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু উদ্গত হইয়া অঙ্গের অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, উদ্গত রোমাঞ্চের দ্বারা যাঁহারা শ্রীঅঙ্গে পরম শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই অরুণ-বসনধারী শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি অন্তরে সর্ব্বদা চিন্ত করি।৭১। শ্রীগৌরাঙ্গ কন্দর্প হইতেও কমনীয়, গঙ্গাহইতেও পবিত্র, চন্দ্র হইতেও শীতল, অমৃত হইতেও মধুর, কল্পতরু হইতেও দাতা, জননী হইতেও স্নেহময়। তিনি কবে

টীকা

রসস্তেন তরঙ্গ লহরী যস্য তম্ অথ চ মৃগদৃশাং যুবতীনাং সাক্ষাৎ কন্দর্পস্বরূপম্ ॥ ৭০ ॥ শ্রীনীলাচলশৃঙ্গে স্বমুখপদ্মাপিতেক্ষণং মহাভাবতরঙ্গাঢ্যং গৌরাঙ্গং স্মর মে মনঃ ॥৭০॥ উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাবালংকৃতত্বেন পরমশোভাবদালম্বনমাহ। অলঙ্কারঃ পঙ্কেরুহেত্যাদি তং গৌরহরিমালম্বে অন্তঃকরণে চিন্তয়ামি। কিম্ভূতং অরুণরোচিষ্ণুবসনং। অরুণং রোচন-স্বভাবং বসনং যস্য তম্। পঙ্কেরুহ ইব যে নয়নে তাভ্যাং নিঃস্যন্দীনি নিঃসরণশীলানি যানি পয়াংসি তেষাং পৃষদ্ভিবিন্দুর্যস্য বপুষি শ্রীযুক্তাঙ্গেঽলংকারস্তং। পৃষদ্ভিঃ কিম্ভুতৈঃ সন্মুক্তাফলসুললিতৈঃ সন্তি পুষ্টবর্ত্তুলাকারাণি যানি মুক্তাফলানি তেভ্যোঽপি সুললিতৈরতিমনোহরৈঃ এবমুদঞ্চদ্ভিরূর্দ্ধং গচ্ছদ্ভীরোমাঞ্চৈরপি যস্য বপুষি পরমশোভাতম্ ॥ ৭১ ॥ মুক্তাফলসদৃঙ্নেত্রবারিবিন্দুবিভূতং। রোমাঞ্চসুষমং শোনবস্ত্রং গৌরহরিং ভজে ॥ ৭১ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

করেন। তবে কি কি উপায়ে মাদৃশজনের শ্রীরাধিকাচরণাশ্রয় লাভ হইতে পারে—এই শ্লোকে গ্রন্থকার তাহাই বলিতেছেন। নির্ব্বিচারে পরমপ্রেমরসদাতা শ্রীকৃষ্ণের গৌরতনুর কৃপা হইলেই হৃদয়ে শ্রীরাধা-পদনখমণির জ্যোতি উদয় হয়। আর অকৈতব প্রেমের দ্বারই শ্রীগৌরহরির করুণা সঞ্জাত হয়। আমার কবে শ্রীগৌরহরির চরণে এইরূপ অকৈতর প্রেম হইবে !! আহা যে সকল প্রেমবান সাধুভক্তগণ শ্রীরাধাচরণের করুণালাভ করিয়াছেন। এই শ্রীগৌরবিগ্রহ তাহাদের প্রাণস্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে

টীকা—শ্রীগৌরহরেঃ সৌন্দর্য্যপাবনত্বশীতলত্বমাধুর্য্যদাতামৃত্বস্নিগ্ধত্বান্যুপমানাতিরিক্তান্যনুভূয় তচ্চিন্তয়া তৎপদাম্বুজস্ফূর্ত্তিমাশান্তে কন্দর্পাদপীত্যাদি এবম্ভূতো গৌরহরির্ধ্যাতো ধ্যানবিষয়ীভূতঃ সন্, ভো কদা মম হৃদয়ে প্রেম্না স্নেহেন পদং ধাস্যতি অর্পয়িষ্যতি। কিম্ভূতঃ কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ কং ব্রহ্মাণং দর্পয়তি পৃষোদরাদিত্বান্মকারাগমে কন্দর্পস্তস্মাদপি সুন্দরঃ মনোহরঃ কন্দর্পামাহকত্বাৎ। কন্দর্পস্তাবদুদ্বেজকো মোহকশ্চ গৌরহরিসৌন্দর্য্যন্তু তদুদ্বেগমোহৌ নাশয়িত্বা পরমপ্রেমানন্দসুখমনুভাবয়তীতি সৌন্দর্য্য-চমৎকারঃ॥ পাবনত্বচমৎকারমাহ—সুরসরিদ্গঙ্গা সর্ব্বপাবনশ্রেষ্ঠা তস্যা পুরাৎ প্রবাহাদপি পাবনঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

এই অকৈতব প্রেমার যথার্থনুমান দ্বারা আর কবেই বা আমার হৃদয়ে শ্রীরাধাপদনখমণির জ্যোতি উদিত হইবেন! আমার দিন যে শেষ হইয়া আসিল!! অনুমানের প্রকারটি এইরূপ হইবে। এই হৃদয় যদি শ্রীগৌরহরির চরণে অকৈতব প্রেমসুখবান্ হয় তাহা হইলে অবশ্য তথায় শ্রীরাধাচরণের পদনখমণির জ্যোতি দর্শন পাইব। শ্রীরাধা-পদনখমণির জ্যোতির আবির্ভাবের তারতম্যের দ্বারা শ্রীগৌরহরিতে অকৈতব প্রেমের তারতম্য অনুমান করিতে হইবে। যেমন শ্রীগৌরভক্তের হৃদয়। ইহা অনুমানের অন্বয়মুখে ব্যাপ্তি। ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি হইবে—যে হৃদয় উক্তপ্রকার শ্রীগৌরপ্রেমের অভাবযুক্ত তাহা শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতির আবির্ভাবের অভাববিশিষ্ট, যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তিহীনের হৃদয়। এ বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত—ধূমবত্ত্ব হেতু পর্ব্বত বহ্নিমান, যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা তাহা বহ্নিমান্ যেমন মহানস। ব্যতিরেক মুখে—যেখানে বহ্নির অভাব আছে তথায় ধূমেরও অভাব আছে যেমন জলহ্রদ। অকৈতব শ্রীগৌরপ্রেমার যেখানে অভাব শ্রীরাধাপাদপদ্মে তাঁহার রতি কখনই হইতে পারে না॥ ৬৮॥ এখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধ্যেয় রূপের কথা বর্ণন করিতেছেন—শ্রীচৈতন্য নামক পরম জ্যোতিকে আমি সর্ব্বদা ধ্যান করি। তাঁহার মাধুরীর কথা শুনিবে? পরম রমণীয় পরমোৎকৃষ্ট বিকশিত দমনকপুষ্পের মালা তিনি গলে ধারণ করিয়া আছেন। সর্ব্বদা ভক্তজনকে পরমানন্দ দান করিতেছেন। নির্জ্জন রমণীয় উপবনে নিজানন্দে বিভোর হইয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন। অবিশ্রান্ত 'হরেকৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করিতেছেন। কনক হইতেও উজ্জ্বলকান্তি প্রভু আমার করুণার সাগর। ওগো মন! প্রফুল্ল দমনকপুষ্পের মাল্য শোভিত······কনকোজ্জ্বলকান্তি শ্রীগোরাঙ্গকে স্মরণ কর॥ ৬৯॥ শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত প্রভু নিজমূর্ত্তি শ্রীনীলাচলনাথকে প্রাণনাথরূপে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার সেই মাধুরীর অনুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। আমার মন বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করুক্। যদি বল সেই শ্রীগৌরহরি কি প্রকার। উত্তরে বলিতেছেন - শ্রীজগন্নাথের মধুময় বদনকমলে তাঁহার আঁখি দুইটি ভ্রমরের মত নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে। তিনি সর্ব্বদা নীলাচলশৃঙ্গে বিলাস করিতেছেন। তিনি প্রেমানন্দের মহাসাগর। জগতকে প্রেমানন্দে প্রমত্ত করিয়া অদ্ভুত রসতরঙ্গ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। মদনমোহন মাধব শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত হইয়া অঙ্গনা মাত্রের নয়নে কন্দর্পস্বরূপ হইয়াছেন। হে মনঃ! শ্রীনীলাচলশৃঙ্গে শ্রীজগন্নাথমুখে অর্পিতনয়ন মহাভাবঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব্বদা স্মরণ কর। ৭০॥

কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ সুরসরিৎপুরাদহো পাবনঃ শীতাংসোরপি শীতলঃ সুমধুরঃ মাধ্বীকসারাদপি
দাতাকল্পমহীরুহাদপি মহাস্নিগ্ধো জনন্যাঅপি প্রেম্না গৌরহরিঃ কদানু হৃদি মে ধ্যাতঃ পদং ধাস্যতি ॥
পুঞ্জং পুঞ্জং মধুরমধুরপ্রেমমাধ্বীরসানাং দত্ত্বা দত্ত্বা স্বয়মুরুদয়ো মোদয়ন্ বিশ্বমেতৎ
একো দেবঃ কটিতটমিলন্মঞ্জুমঞ্জিষ্ঠবাসা ভাসা নির্ভৎসিতনবতড়িৎকোটিরের প্রিয়ো মে ॥ ৭২-৭৩ ॥

অন্বয়

জনন্যা অপি মহাস্নিগ্ধঃ গৌরহরিঃ প্রেম্না ধ্যাতঃ সন্ কদা মে হৃদি পদঃ ধাস্যতি ॥ ৭২ ॥ ভাসা নির্ভৎসিতনবতড়িৎকোটিঃ কটিতটমিলৎমঞ্জুমঞ্জিষ্ঠবাসা স্বয়ং উরুদয়ঃ একো দেবঃ মধুরমধুরপ্রেমমাধ্বীরসানাং পুঞ্জং পুঞ্জং দত্ত্বা দত্ত্বা এতদ্ বিশ্বং মোদয়ন্ মে প্রিয়ো ভবতি ॥ ৭৩ ॥ কান্ত্যা নিন্দিতকোটিকোটিমদনং শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটাবিচ্ছায়ীকৃতকোটিকোটিশরদুন্মীলত্তুযারচ্ছবিঃ গৌরঃ ঔদার্য্যেন কোটিকোটিগুণিতং

মূলানুবাদ

আমার দ্বারা ধ্যাত হইয়া আমার চিত্তে পদার্পন করিবেন ॥ ৭২ ॥ পরমদয়ালু এক দেবতা মহামধুর প্রেমরস পুঞ্জ পুঞ্জ দান করিয়া বিশ্বকে আনন্দিত করিতেছেন। তিনি কটিতটে অরুণ বসন ধারণ করিয়া অঙ্গকান্তির দ্বারা কোটি কোটি বিদ্যুৎকে তিরস্কার করিতেছেন। সেই দেবতাই আমার প্রিয় ॥ ৭৩ ॥ যাঁহার কান্তিতে কোটি কাম তিরস্কৃত, শ্রীমুখকান্তিতে কোটি কোটি শরৎপূর্ণিমার চন্দ্র মলিন হইয়া যাইতেছে, যিনি ঔদার্য্যে কোটি কোটি কল্পবৃক্ষকে জয় করিয়াছেন, কোটি জন্মের ভাগ্যফলে

টীকা

অহো আশ্চর্যং গঙ্গাপ্রবাহঃ পাপানি নাশয়তি ন পুনঃ পাপহৃদয়ম্। অয়ন্তু হৃদয়ং শোধয়িত্বা পরমপ্রেমাণং স্থাপয়তীতি চমৎকারঃ। শীতাংশোশ্চন্দ্রাদপি শীতলঃ। চন্দ্রস্তু বাহ্যতমস্তাপাদিনাশকঃ অয়ন্তু অন্তস্ত-মস্তাপনাশনপূর্ব্বকানন্দজনকঃ মাধ্বীকসারাদমৃতাদপি মধুরঃ। অমৃতমাধুর্য্যং দেবৈরনুভূয়তে তনুমানেন প্রাকৃতগর্ব্বমৎসরতাদি ভবতি গৌরমাধুর্য্যং দেবৈর্দুর্লভম্। এতাদাস্বাদনন্তু প্রাকৃতগর্ব্বমৎসরাদিদূরয়িত্বা পরম প্রেমানন্দং জনয়তি। কল্পবৃক্ষাদপি দাতা স তু প্রার্থিতঃ সন্ প্রার্থিতং দদাতি অয়ন্তু করুণয়া স্বয়মযোগ্যায়াপ্রার্থিতপ্রেমাদি দদাতি জনন্যাঅপি স্নিগ্ধ; জননীতু স্বাপত্যেষু স্নিহ্যতি অয়ন্তু প্রাণিমাত্রে ॥ ৭২ ॥ স্মরগঙ্গেন্দুমাধ্বীকসুরপাদপমাতৃতঃ। অদ্ভুতশ্রীপবিত্রাদি যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ৭২ ॥ নিগূঢ়োজ্জ্বলপ্রেমরসো-পুঞ্জদানবীপ্সয়া বিশ্বমোদকত্বেন মনোরমরূপত্বেন চ প্রসক্তাং প্রীতিং প্রকটয়তি। পুঞ্জং পুঞ্জমিত্যাদি। একোহসাধারণ এব দেবো মে প্রিয়োহস্তি। কিং কুর্ব্বন্ মধুরাদপি মধুরা অতিমধুরা যে প্রেমাণস্ত এব মাধ্বীরসাস্তেষাং পুঞ্জং পুঞ্জং স্বয়ং দত্ত্বা এতদ্বিশ্বং মোদয়ন্ হর্ষয়ন্ দানবীপ্সয়া হেতুরুরুদয়ঃ। উর্ব্বী মহতী দয়া যস্য সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ কটিতটে মিলন্মঞ্জু মনোহরং মঞ্জিষ্ঠয়া রঞ্জিতং বাসা যস্য সঃ পুনঃ কিম্ভূত্বঃ ভাসা স্বকান্ত্যা নির্ভৎসিতা তিরস্কৃতা নবানাং তড়িতাং কোটির্যেন সঃ। ৭৩। প্রেমামৃতরসব্রাতদানহৃষ্টজগদ্ধরিঃ। অঙ্গনিন্দিতবিদ্যুৎশ্রীমঞ্জিষ্ঠাংশুঃ প্রিয়োহস্তু মে ॥ ৭৩ ॥ পমমচমৎকারিতদদ্ভূতরূপমাধুরীধুরীণত্বং তথা তাদৃশপরমৌদার্য্যঞ্চানুভূয় স্বান্তঃকরণে

টীকার তাৎপর্য্য

সাত্ত্বিক ভাবগুলি সুদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সেই পরম শোভাময় শ্রীগৌরহরিকে অন্তরে চিন্তা করিতেছি। অরুণবর্ণ তাঁহার বসন, নয়নকমল হইতে সুললিত

কান্ত্যা নিন্দিতকোটিকোটিমদনঃ শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটাবিচ্ছায়ীকৃতকোটিকোটিশরদুন্মীলত্তুষারচ্ছবিঃ ঔদার্য্যেন-চ কোটিকোটিগুণিতং কল্পদ্রুমংহ্রল্লয়ন্ গৌরোমে হৃদি কোটিকোটিজনুষাংভাগ্যৈঃপদং ধাস্যতি॥ ৭৪ ॥

অন্বয়

কল্পদ্রুমং হ্রল্লয়ন্, কোটিকোটিজনুষাং ভাগ্যৈঃ মে হৃদি কিং পদং ধাস্যতি ? ॥৭৪॥ সমস্তজগতামন্তর্ধান্তচয়ং হঠাৎ উন্মূলয়ন্তী, নিরবধি প্রেমানন্দরসাম্বুধিং বলাৎ প্রোদ্বলয়ন্তী, তাপত্রয়েণ অনিশং অতীববিকলং

মূলানুবাদ

সেই শ্রীগৌরাঙ্গ কি আমার হৃদয়ে পদার্পন করিবেন ! ৭৪ ॥ শ্রীচৈতন্যের যে অঙ্গকান্তি বিশ্বের সমস্ত মোহ বলপূর্ব্বক বিনাশ করিতেছে, প্রেমানন্দরসময় মহাসমুদ্রকে নিরন্তর উদ্বেলিত করিতেছে.

টীকা

তৎপাদাম্বুজধ্যানমাশাস্তে কান্ত্যা নিন্দিতেত্যাদি। এবম্ভূতো গৌরহরির্মমান্তঃকরণে কোটিজনুষামসংখ্য-জন্মনাং সম্বন্ধিভিঃ প্রতিপাদ্যৈর্ভাগ্যৈঃ পুণ্যৈঃ সাধনবিশেষৈঃ কৃত্বা পদং নিজপাদপদ্মং ধাস্যতি অর্পয়িষ্যতি কিমিতি শেষঃ। জনুষামিতি প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকসম্বন্ধে ষষ্ঠী কিম্ভুতঃ কান্ত্যা কমনীয়ঃ রূপলাবণ্যেন নিন্দিতাস্তিরস্কৃতাঃ কোটিকোটিমদনাঃ কন্দর্পা যেন সঃ যদ্যপি মদনস্যৈকত্বমেব নতু বহুত্বং তথাপি কবিপ্রৌঢ়োক্ত্যা সর্ব্বত্রৈবং প্রয়োগঃ সিদ্ধঃ; কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ কোটীন্দুমধুরদ্যুতিরিতি। সুদর্শনং হরেশ্চক্রং সূর্য্যকোটীসমপ্রভমিত্যাদি। যদি কোটি সংখ্যা অসংখ্যা বা কন্দর্পা ভবন্তি চেত্তথাপি নিন্দিতাঃ কিং পুনরেক এব। এবং চন্দ্রাদৌ দ্রষ্টব্যম্। পুনঃ কিম্ভুতঃ শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটেত্যাদি। শ্রীমতঃ পরমশোভাবতঃ মুখচন্দ্রস্যচ্ছটাভিরুচ্ছলিতকান্তিভির্বিচ্ছায়ীকৃতঃ মলিনীকৃতঃ কোটী কোটী সংখ্যা শরৎ-সম্বন্ধিরুদয়ং প্রাপ্নুবন্ তুষারচ্ছবিশ্চন্দ্রো যেন সঃ॥ পুনঃ কীদৃক্ ঔদার্য্যেন পরমদাতৃত্বেন কোটী-কোট্যা গুণিতং পরাবৃত্ত্যাসংখ্যাতং কল্পদ্রুমং হি নিশ্চিতমল্পয়ন্। আপামরাযাচিতপ্রেমদাতৃত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥ অগণ্যবিধুজিদ্বক্ত্রোদ্যুতিনিন্দিস্মরাযুতঃ। কোটীকল্পতরোর্দ্দাতা গৌরঃ কিং ধাস্যতে পদং মে হৃদীতি শেষঃ ॥ ৭৪ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

মুক্তাফলসদৃশ অশ্রুবিন্দুসকল শ্রীঅঙ্গে পতিত হইয়া পরম রমণীয় অলঙ্কারের শোভা ধারণ করিয়াছে। অঙ্গে পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চ হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিতেছে। এইরূপ শ্রীগৌর-হরিকে আমি ভজনা করিতেছি ॥ ৭১ ॥ পূজ্যপাদ গ্রন্থকার নিজচিত্তে অতুলনীয় রূপমাধুর্য্যাদিময় শ্রীগৌরহরির স্ফূর্ত্তি আকাঙ্খা করিয়া বলিতেছেন—এবম্বিধ শ্রীগৌরহরি প্রেমসহকারে ধ্যাত হইয়া কবে আমার হৃদয়ে শুভ পদার্পণ করিবেন ! ইনি রূপে কন্দর্পেরও মনোহর অর্থাৎ কন্দর্পকৃত মোহনাদিভীতি নাশ করিয়া প্রেমানন্দদানে ভক্তের সুখবিধান করেন। জননী সুরধুনী সর্ব্বপাপ নাশ করেন, কিন্তু চিত্তের পাপবাসনা নাশ করেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা হইতে অধিক করেণ তিনি পাপস্বভাব নাশ করিয়া জীবকে প্রেমানন্দে মত্ত করেন। ইনি চন্দ্র হইতেও স্নিগ্ধকারী কারণ চন্দ্রমা বাহ্য-সন্তাপ নাশ করেন, আন্তর সন্তাপ নাশ করিতে পারেন না। আর ইনি অন্তরের সমস্ত সন্তাপ

অন্তর্ধান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেয়ন্তী বলাৎ
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীববিকলং তাপত্রয়েণানিশং সাস্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু চকিতং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়

বিশ্বং শীতলয়ন্তী চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা অস্মাকঃ হৃদয়ে চকিতং চকাস্তু ॥৭৫॥ ক্ষণং ক্ষীণঃ ক্ষণং পীনঃ অহহ অথ ক্ষণং সাশ্রু শীতঃ ক্ষণং স্মেরঃ ক্ষণমপি অনলতপ্তঃ ক্ষণং ধাবন্ ক্ষণং স্তব্ধঃঅহো ক্ষণমধিকজল্পন্ ক্ষণং মূকঃ

মূলানুবাদ

তাপত্রয়ে তাপিত জগৎতকে শীতল করিতেছে, তাহা আমাদের হৃদয়ে ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইক্ ॥ ৭৫॥ ক্ষণকাল ক্ষীণ, ক্ষণকাল পুষ্ট, ক্ষণকাল প্রেমাশ্রুপূর্ণ, কখনও হাস্যানন, কখনও শীতল, ক্ষণে অগ্নিবৎ

টীকা

অন্তর্ধ্বান্তচয়মিত্যাদি। সা চৈতন্যচন্দ্রস্য ছটাঽস্মাকং হৃদয়ে চকিতং ক্ষণমাত্রমপি চকাস্তু প্রকটীভবতু। যা সমস্তজগতামন্তর্ধ্বান্তানামজ্ঞানতমসাং চয়ং সমূহমুন্মূলয়ন্তী সমূলং বিনাশয়ন্তী হঠাৎ বলাৎকারেণ অন্যাপি বাহ্যতমোবিনাশিনী। যা চ প্রেমেত্যাদি। প্রেম্নো য আনন্দরসঃ সুখবিশেষঃ স এবাম্বুধিস্তং নিরবধি অবধিশূন্যং যথা স্যাৎ প্রোদ্বেলয়ন্তী বেলামতিক্রাময়ন্তী অন্যাপি সমুদ্রমুদ্বেলয়ন্তী। যা চ তাপ-ত্রয়েণাধিদৈবিকেনাধ্যাত্মিকেনাধিভৌতিকেনানিশং নিরন্তরং অতীববিকলং অতিশয়পীড়িতঃ বিশ্বং শীতলয়ন্তী। অন্যাপি রবিতাপতপ্তং জগচ্ছীতলীকরোতি ॥ ৭৫ ॥ জগদন্তস্তমোহন্ত্রী প্রেমাম্বুধিবি-বর্দ্ধিনী। চকাস্তু হৃদয়েঽস্মাকং শ্রীগৌরাঙ্গবিধুচ্ছটা ॥৭৫ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

নাশপূর্ব্বক পরমানন্দ দান করেন। ইনি অমৃত হইতেও মধুময়, প্রাকৃত অমৃতের মাধুর্য্য দেবগণ পান করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের গর্ব্ব মাৎসর্য্যাদি আন্তর-তাপ অপগত হয় না। আর গৌরপ্রেমামৃতের আস্বাদনকারী ভক্তগণ প্রাকৃত অমৃতাদিকে দূরে পরিহার করিয়া সর্ব্বদা প্রেমমত্ত হইয়া অবস্থান করেন। প্রেমরসের স্পর্শে তাঁহাদের হৃদয় হইতে গর্ব্ব মাৎসর্য্যাদির এককালে অবসান হয়। কল্পতরু প্রার্থিত হইয়া ফলদান করেন আর ইনি অপ্রার্থিত হইয়া স্বয়ং অযোগ্য জনকেও প্রেমানন্দ দান করিয়া থাকেন—তাই কল্পতরু হইতেও তিনি উদার। জননী স্বীয় অপত্যমাত্রে স্নেহবতী আর ইতি প্রাণিমাত্রে স্নেহবান। শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি হইতে যাঁহার পবিত্রতাদি অধিক সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৭২ ॥ মনোহরবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেমানন্দ দান করিয়া বিশ্বকে আনন্দ দান করিতেছেন, তাঁহার চরণেই প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ একমাত্র দেবতা যিনি অতি মধুর প্রেমামৃত পুঞ্জ পুঞ্জ দান করিয়া বিশ্বকে আনন্দ দান করিতেছেন। তাঁহার কটীতটে মঞ্জিষ্ঠা-রঞ্জিত বসন, অঙ্গের উজ্জ্বল পীত কান্তিতে কোটী কোটী নব সৌদামিনীর প্রভা ম্লান হইয়া যাইতেছে। সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয় হউন ॥ ৭৩ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাতিশায়ী রূপমাধুরী এবং উদারতা চিন্তা করিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার নিজহৃদয়ে তাঁহার চরণকমলের ধ্যান প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি কান্তিতে

ক্ষণং ক্ষীণঃ পীনঃ ক্ষণমহহ সাশ্রুঃ ক্ষণমথ ক্ষণং স্মেরঃ শীতঃ ক্ষণমনলতপ্তঃ ক্ষণমপি
ক্ষণং ধাবন্ স্তব্ধঃ ক্ষণমধিকজল্পন্ ক্ষণমহো ক্ষণং মূকো গৌরঃ স্ফুরতু মম দেহো ভগবতঃ । ৭৬ ॥

অন্বয়ঃ

ভগবতো গৌরো দেহঃ মম (হৃদয়ে) স্ফুরতু ।। ৭৬ ।।

মূলানুবাদ

উত্তপ্ত, ক্ষণে ধাবমান, আবার তখনই স্তম্ভিত, ক্ষণে বহুভাষী, আবার তখনই মৌন; শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ গৌরদেহ আমার হৃদয়ে স্ফূরিত হউক্ ।। ৭৬ ॥

টীকা

ইদানীমলৌকিকপরমোদ্ভটানুভাববিশিষ্টভগবত্তেগৌরদেহস্ফূর্ত্তিমাসাস্তে ক্ষণং পীন ইত্যাদিনা। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরদেহো মম হৃদয়ে স্ফুরতু প্রকটীভবতু। কিম্বিশিষ্টস্তনুভাববৈশিষ্ট্যমাহ ক্ষণমিত্যাদি। ক্ষণমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। ক্ষীণঃ কৃশতাং প্রাপ্তো বিরহিণীভাবমগ্নত্বাৎ। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষাৎ ক্ষণং পীনঃ পুষ্টতাং প্রাপ্তঃ। অতএব ক্ষণং সাশ্রুরানন্দস্যন্দমানাশ্রুভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ। অহহ আশ্চর্য্যম্। নহু আনন্দাশ্রুসরণমিতি কথমবগতমত্রাহ ক্ষণং শীতঃ পূর্ব্বং বিরহতাপেন তপ্ত আসীদিদানীং তৎস্ফূর্ত্ত্যা শীতলঃ। অতএব অথানন্তরং ক্ষণং স্মেরঃ পরিহাসপ্রযুক্তেষদ্ধাস্যেন বিকশিতগণ্ডঃ পুনঃ প্রেমবৈচিত্ত্য-লক্ষণেনানলতপ্তঃ। প্রেমবৈচিত্রত্ত্যলক্ষণং যথা। প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে। সন্নিকৃষ্টেঽপি শ্রীকৃষ্ণে ক্ব গত ইতি বুদ্ধ্যা বিরহানলেন তপ্তঃ পুনঃ পলায়মানমিব তং দৃষ্ট্বা ধৃতোঽসি ধৃতোঽসী ত্যুক্ত্বা ধাবন্ বেগেন দ্রুতং গচ্ছন্ পুনঃ ক্ষণং স্থানান্তরং গত্বা কৃষ্ণেন স্পৃষ্ট ইব স্ফূর্ত্ত্যা হর্ষামর্ষাভ্যাং স্তব্ধঃ, ততঃ ক্ষণমধিকজল্পন্ অধিকৈরনুচিতৈর্বাক্যৈ রে রে লম্পটগুরো হে অনবস্থিতাস্থিরচিত্ত হা প্রেমশূন্যহৃদয় হা সতীব্রতধ্বংসন মাং মা স্পৃশ ইতো দূরীভবেত্যাদি-গদগদ-বাক্যৈরযুক্তৈর্ভৎসয়ন্ ততঃ ক্ষণং মূকঃ। অয়ি প্রাণেশ্বরি ক্ষমস্ব এবং ক্বচিদপি ময়া ন কর্ত্তব্যং তবাশ্র-য়োঽহমিতি বিনয়াদিনোক্তে ইতিস্ফূর্ত্ত্যা মানমুদ্রাব্যঞ্জনমৌনাবলম্বতীত্যর্থঃ ॥ ।। অনুভাবাদিভাবানাং শাবল্যোদয়শান্তিভাক্। ভাবমুদ্রেক্ষিতো গৌরো হরিঃ স্ফুরতু মে হৃদি ।। ৭৬ ।। বিহিতাবিহিত যোগ্যাযোগ্যাদিনিরপেক্ষতয়াতিদুল্লভনিগূঢ় প্রেমদাতৃত্বেন পরমং কারুণ্যং ব্যঞ্জয়ন্ তস্যৈব পদাম্বুজসেব্যত্ব-নিষ্ঠাং দর্শয়তি। পাত্রাপাত্রেত্যাদি। স এব গৌরো ভগবান্ পরং কেবলং মে মম গতির্গম্যঃ সেবনীয়ঃ

টীকার তাৎপর্য্য

কোটী কোটী মদনকে জয় করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি কোটি মদন হইতেও কান্তিশালী, তাঁহার দ্যুতি কোটী চন্দ্র হইতেও সমুজ্জ্বল, তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্রের ছটায় কোটী শারদ-পূর্ণিমার শশধর নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। ঔদার্য্যে তিনি কোটী কোটী কল্পবৃক্ষকে জয় করিয়াছেন। এই শ্রীগৌরাঙ্গ কোটী জন্মের ভাগ্যের ফলে কি আমার হৃদয়ে চরণ স্থাপন করিবেন? ৭৪ ॥ হৃদয়ে তাঁহার পদার্পণের শুভফলের কথং গ্রন্থকার এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। যিনি সমস্ত জগতের অন্তরের মোহান্ধকার নিজ প্রভায়

টীকা

নান্য ইত্যর্থঃ। যঃ পাত্রাপাত্রাদিবিশেষণৈর্বিশিষ্টঃ সদ্যস্তৎক্ষণাদ্ভক্তিরসং দত্তে, ভক্তিরসং কিম্ভূতং শ্রবণেক্ষণপ্রণমনধ্যানাদিসাধনৈর্দুর্ল্লভম্।

শ্রীকৃষ্ণকথাদেঃ শ্রবণং, শ্রীমদ্ভাগবতাদের্বীক্ষণং, শ্রীজগন্নাথাদেঃ প্রণমনং, ধ্যানং শ্রীজগন্নাথাদেঃ প্রণমনং, ধ্যানং শ্রীকৃষ্ণগুণলীলাচিন্তনম্। এতান্যাদীনি যেষাং তৈরেতেষাং সাধনত্বেন ভক্তিরসমিত্যত্র ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা জ্ঞেয়া তেন প্রেম-ভক্তিরসমিত্যর্থঃ। ননু দেয়াদেয়াদিবিচারমকৃত্বা কথং দত্তে তত্রাহ প্রভুঃ স্বতন্ত্রেশ্বরঃ। ভগবদ্ভক্তিদানাদানে পাত্রাপাত্রাদিবিচারং দেয়াদেয়পরামর্শঃ স্বপরেক্ষণম্ কালাকালপ্রতীক্ষণঞ্চ নাস্তীতি সূচিতঃ। বিশেষতঃ ভগবদুপাসনেতরে কালাকালাদিবিচারঃ। ভগবদুপাসনে কালাদিবিলম্বে ক্ষণভঙ্গুরদেহপাতেঽনর্থপাতঃ স্যাৎ। ইতরে তু কর্ম্মাদৌ কালাদিদোষেণ যদি ছিদ্রাদিঃ স্যাৎ তদা ভগবন্নামামাদিনাঽচ্ছিদ্রং ভবতি! তদুপাসনস্য কোবা কালাদিদোষঃ? অচ্ছিদ্রং যথা—

টীকার তাৎপর্য্য

নিঃশেষে নাশ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন সমুদ্রের জলরাশি স্ফীত হয়, সেইরূপ যে গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রেমের মহাসাগরে বান ডাকিয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ সৌরকরতপ্ত জগৎ শীতল করিতে সমর্থ। আর এই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাপত্রয়ে অতীব পীড়িত বিশ্বকে স্নিগ্ধ করিতেছেন। এই চন্দ্র আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে আমার সকল জ্বালা জুড়াইবে। প্রেমানন্দরসে চিত্ত আনন্দী হইবে। তাই প্রার্থনা করি এই অদ্ভুত চন্দ্র আমার হৃদয়ে ক্ষণমাত্রও দীপ্তিমান হউন্ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গের অনুভাবগুলিও বড়ই বিচিত্র। মাধুর্য্যাস্বাদ-লোভে শ্রীরাধাপ্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া গৌররূপী ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমানন্দে প্রমত্ত হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতিটী চেষ্টায় সেই প্রেমানন্দ উচ্ছলিত হইতেছে। কখনও তিনি কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীমতীর ভাবে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিরহতাপে কৃশ হইয়া যাইতেছে। কখনও শ্রীকৃষ্ণমিলনোৎসববতী শ্রীমতীর ভাবে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া প্রেমামৃতপানে যেন পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কখনও তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয়তমের জন্য বিলাপ করিতেছেন। বিরহতাপে তাহার শ্রীঅঙ্গ তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আবার কখনও প্রিয়তমকে লাভ করিয়া তাঁহার প্রীতিপূর্ণ পরিহাসবাক্যে শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পরম স্নিগ্ধ। শ্রীগৌরাঙ্গমাধব প্রকাশবিশেষে সন্নিহিতা শ্রীমতীর ভাবে নিজের অন্তর ভাবিত করিয়া লইয়াছেন। প্রকাশবিশেষে মাধব এখন গৌরবিগ্রহে নিজেকে শ্রীরাধারূপে ভাবনা করিতেছেন। ভক্তগণ যেমন নিজেকে মঞ্জরীভাবে ভাবিত করিয়া পরমোৎকণ্ঠাভরে শ্রীরাধামাধবের দর্শন প্রার্থনা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধবও তদ্রূপ বাঞ্ছাত্রয় পূরণের জন্য নিজেকে রাধাভাবে বিভাবিত করিয়া নিজ শ্যামসুন্দর স্বরূপেরই দর্শনাদি প্রার্থনা করিতেছেন ইহা প্রেমবৈচিত্ত্য। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ করিয়াছেন—'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ অর্থাৎ প্রেমের পরমোৎকর্ষ স্বভাবে প্রিয়তম নিকটে থাকিলেও তাঁহাকে হারাইয়াছি বুদ্ধিতে যে আর্ত্তি তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। ইহা শ্রীরাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এজন্য নিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে দেয়াদেয়বিমর্শকো নহি নবা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণপ্রণমনধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃপরং মে গতিঃ ॥৭৭॥

অন্বয়

যঃ প্রভুঃ পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে ন দেয়াদেয়বিমর্শকোনহি ন বা কালপ্রতীক্ষো (ভবতি) শ্রবণেক্ষণপ্রণমধ্যানাদিনা দুর্লভং ভক্তিরসং দত্তে স এব ভগবান্ গৌরো মে গতিরস্তু ॥ ৭৭ ॥

মূলানুবাদ

যে প্রভু পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, আত্মপরবিচারশূন্য, দেয়াদেয় কালাকাল কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই শ্রবণ দর্শন প্রণাম ধ্যানাদি দ্বারা দুর্ল্লভ ভক্তিরস সদ্য দান করেন, সেই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গই আমার গতি ॥ ৭৭ ॥

টীকা

মন্ত্রতস্তন্ত্রতঃ ছিদ্রঃ দেশকালার্হবস্তুতঃ সর্ব্বং করোতি নিচ্ছিদ্রঃ নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ ॥৭৭॥ পাত্রস্বপরকালাদিনিরপেক্ষী সুদুর্ল্লভং। দত্তে প্রেমরসং যো বৈ স মে গৌরহরি র্গতি ॥৭৭॥ শ্রীচৈতন্যস্য নীচাতিনীচ-দুর্গতাদিতারকত্বেনপরমকারুণ্যবত্বং প্রকাশয়ন্ স্বাশ্রয়-নিষ্ঠামাহ। পাপীয়ানিত্যাদি। যেন গৌর-হরিণা কৃপয়া এবম্ভূতো জন উদ্ধৃতো স্বপদারবিন্দমধুরপ্রেমরসাস্বাদনয়া আত্মসাৎকৃতস্তমেবাশ্রয়ে। কিম্ভূতো জনস্তত্রাহ পাপীয়ানিত্যাদি অতিশয়পাপবান্ কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। হীনজাতিঃ সৌচিকযবনোঽপি। দুঃশীলো রেমুণাঘট্টাধিকারবানপি। দুষ্টানি পরদারহরণব্রহ্মস্বহরণ সুরাপানস্বর্ণচৌর্য্যাদীনি কর্ম্মানি যেষান্তে দুষ্কর্ম্মানস্তেষাং সীমাপি। জগাইমাধাইখ্যাত ব্রাহ্মণবন্ধুদ্বয়মপি অতএব তৎকর্ম্মণাং

টীকার তাৎপর্য্য

সন্নিকৃষ্টা শ্রীরাধাভাবভাবিত প্রভু যেন পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণহারা হইতেছেন। আবার যেন প্রাণনাথকে সম্মুখে দেখিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। কখনও যেন মানিনী শ্রীরাধার ভাবে গদ্‌গদাক্ষরে প্রাণনাথকে 'আমাকে স্পর্শ করিও না' বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। আবার কখনও 'হে প্রাণেশরি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমার আশ্রিত' প্রাণনাথের মুখে এইরূপ বিনয়োক্তি স্ফূর্ত্তি হওয়ায় মানবশতঃ মৌন হইতেছেন। এই প্রকার বিচিত্র অনুভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের গৌরবিগ্রহ আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন ॥ ৭৬ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গের সীমাহীন করুণা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার চরণে নিজ নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রবণ, প্রণমন, ঈক্ষণ, মনন, ধ্যান প্রভৃতির দ্বারাও দুর্ল্লভ প্রেমসম্পৎ তিনি পাত্রাপাত্রাদি বিচার না করিয়াই দান করিয়াছেন। শ্রবণ বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের শ্রবণ বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, প্রণাম, শ্রীকৃষ্ণ গুণ লীলাদির অনুচিন্তন প্রভৃতি সাধন দ্বারাও প্রেমসম্পদ্ দুর্ল্লভ। যদি বল এমন দুর্ল্লভতম বস্তু দেয়াদেয় বিচার না করিয়াই বা তিনি দান করিতেছেন কেন? উত্তরে বলিলেন—তিনি প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর সুতরাং এ প্রশ্ন অচল। শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রেমদানলীলায় ইহাই সূচিত হইল শ্রীভগবদ্ভক্তিদানে পাত্রাপাত্রবিচার, দেয়াদেয়-পরামর্শ, আত্মপর-

পাপীয়ানপি হীনজাতিরপি দুঃশীলোঽপি দুষ্কর্ম্মণাং সীমাপি শ্বপচাধমোঽপি সততং দুর্ব্বাসনাঢ্যোঽপিচ দুর্দ্দেশপ্রভবোঽপি তত্রবিহিতাবাসোঽপি দুঃসঙ্গতো নষ্টোঽপ্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপয়া তং গৌরমেবাশ্রয়ে।৭৮।

অন্বয়

পাপীয়ানপি···যেন কৃপয়া এব উদ্ধৃতস্তং গৌরমেবাশ্রয়ে ॥ ৭৮। কলিন্দতনয়াতটে স্ফুরদমন্দবৃন্দাবনং বিহায় লবনাম্বুধেঃ পুলিনপুষ্পবাটিং গতঃ পরিহৃতস্বপীতবাসা ধৃতারুণপটো তিরোহিতনিজচ্ছবিঃ

মূলানুবাদ

পাপীয়ান নীচজাতি, দুঃশীল পরম দুষ্কর্ম্মকারী চণ্ডালাধম, সর্ব্বদা দুর্ব্বাসনারত, কুদেশবাসী অথবা অসৎসঙ্গে নষ্ট হইলেও যিনি কৃপাপূর্ব্বক সককে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগৌরহরিরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ।। ৭৮ ।। যিনি যমুনাতটবর্ত্তী পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া লবনাম্বুধিতীরে পুষ্পবাটিকায় গমন করিয়াছেন, পীতবসন পরিহারপূর্ব্বক যিনি অরুণবাস ধারণ করিয়াছেন এবং

টীকা

প্রায়শ্চিত্তমপি নাস্তি। যতঃ সততং দুর্ব্বাসনাঢ্যোঽপি দুর্ব্বাসনয়া তত্তৎকর্ম্মণি নিরতোঽপি অতঃ শ্বপচাধমোঽপি শ্বপচানাং বরং নিষ্কৃতিরস্তি তদ্দ্যস্য নিষ্কৃতির্নাস্তীত্যর্থঃ। দুষ্টৈর্দস্যুভিরাক্রান্তো দেশো দুর্দ্দেশস্তত্র প্রভবো জনির্যস্য সোঽপি। ননু দুর্দ্দেশজনির্যদিপুণ্যদেশকৃতাবাসঃ স্যাত্তর্হি কিং তত্রাহ তত্র বিহিতাবাসোঽপি তত্র দুষ্কর্ম্মনিমিত্ত বিহিত আবাসো যেন সোঽপি। এতৈরুপলক্ষিতৈরণ্যেঽপি উদ্ধৃতা ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ নীচাতিনীচপাপিষ্ঠা দুষ্টা নষ্টাশ্চ দুর্জ্জনাঃ যেনে দ্ধৃতা স গৌরাঙ্গো হরিরেবাশ্রয়ো মম ।। ৭৮ ॥ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন এব গৌরাঙ্গোঽবতার ইতি প্রতিপাদকতদ্বেষাদিপরিবর্ত্তনোক্ত্যাত্মনস্তদ্গতিত্বমাহ কলিন্দেত্যাদি। এবম্ভুতো হরির্মে গতির্গমনীয়ত্বেন প্রাপ্যোঽস্ত। কিম্ভূতা কলিন্দপর্ব্বতস্য তনয়ায়াঃ পৃথিব্যামুৎপন্নায়াঃ যমুনায়াঃ তটে। কলিঙ্গগিরিরেব প্রথমোপলম্ভস্থানমত এব

টীকার তাৎপর্য্য

দৃষ্টি এবং কালকাল-বিচার নাই। ভাগ্যবশতই জীবের মানবজন্ম লাভ হয়। একবার মানবজন্ম হারাইলে ঐ দেহের শুভাশুভকর্ম্মার্জিত অসংখ্য কীটপতঙ্গাদি ভোগদেহ লাভের পর আবার মানবজন্ম লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়। এইজন্য মানবজন্মকে 'সুদুর্ল্লভতম' বলা হইয়াছে। শ্রীভগবদ্ভজনে কালাকালাদি বিচার করিতে গেলে যদি সহসা ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহের বিনাশ হয়, তবে চিরতরে অনর্থপাত হইবে। কালাদি-দোষ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ছিদ্র সাধন করিয়া কর্ম্মে বিঘ্ন জন্মায়, এইজন্য যজ্ঞ দির অন্তে মন্ত্র পঠিত হয় – 'মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ।" যদি ভক্তির অত্যল্প অঙ্গ মাত্র যাজনেই সমস্ত কালাদি দোষ নষ্ট হইতে পারে, তহো হইলে শ্রীভগবদ্ভজনে কালাদি দোষ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? যিনি পাত্রাপাত্রাদি বিচার না করিয়া সুদুর্ল্লভ প্রেমধন অধম জনকেও দান করিয়া থাকেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গই আমার গতি।. ৭৭ । যে শ্রীগৌরহরি অতিশয় পাপীয়ান্ কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে, হীন জাতি সৌচিক দরজি, দুঃস্বভাব রেমুণার ষট্টাধিকারী প্রভৃতিকে উদ্ধারপূর্ব্বক প্রেমদান করিয়াছিলেন। পরদারহরণ ব্রহ্মস্বহরণ সুরাপান চৌর্য্য

কালিন্দীতনয়াতটে স্ফুরদমন্দবৃন্দাবনং বিহায় লবনাম্বুধেঃ পুলিনপুষ্পবাটীং গতঃ।
ধৃতারুণপটঃ পরিহৃতস্বপীতবাসা হরিস্তিরোহিতনিজচ্ছবিঃ প্রকটগৌরিমা মে গতিঃ॥ ৭৯।

অন্বয়

প্রকটগৌরিমা হরির্মে গতিঃ (ভবতু)॥ ৭৯॥ অরে মূঢ়া ! মুনিবরৈঃ দবীয়স্যা দৃষ্ট্বাপি অপরিচিতপূর্ব্বাং হরের্ভক্তিপদবীং বিচিনুত। যদি চিত্তে ন বিশ্রম্ভঃ যদি চ তৎ দৌর্ল্লভ্যমিব (মন্যসে) তর্হি অশেষং

মূলানুবাদ

শ্যামকান্তি তিরোহিত করিয়া গৌরকান্তি প্রকটন করিয়াছেন সেই হরিই আমার গতি।৭৯। অরে মূঢ়গণ ! মুনিবরগণ দূর হইতে দেখিলেও যাহার সহিত পূর্ব্বে পরিচিত হইতে পারেন নাই এবং যাহা শ্রুতিতেও গুপ্তভাবে ছিল, সেই প্রেমভক্তির মার্গ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান কর। যদি তাহা তোমার নিকটে দুর্ল্লভ

টীকা

তৎকন্যা যমুনা তস্যাস্তটে প্রকাশমানমুৎকৃষ্টং যদ্বৃন্দাবনং তদ্ বিহায় লবণসমুদ্রস্য তটে স্থিতাং পুষ্পবাটীং গতঃ। ত্যক্তঃ শোভনং পীতং বাসো যেন সঃ। অথচ ধৃতারুণপটঃ। তিরোহিতান্তর্ধাপিতা নিজা ইন্দ্রনীলবিড়ম্বিনী চ্ছবিঃকান্তির্যেন স অথচ প্রকট প্রকটীকৃতো গৌরিমা যেন সঃ রাধিকারূপমাসাদ্য তিরোহিতনিজচ্ছবি পরিবর্ত্তিতলীলাদির্গতির্গৌররিহরির্মম গতি ॥৭৯॥ ইতি স্বনিষ্ঠাপ্রকরণো সমাপ্ত। কলৌ শ্রীচৈতন্য এবোপাস্য স্তদাশ্রয়ং বিনা কলিদোষবারিধিতরণ-সৎসিদ্ধান্তকৃতা নিগূঢ়প্রেমভক্তিলাভাদয়ো ন ভবন্তীতি তচ্চরণভজনে লোকান্ প্রবর্ত্তয়িতুং প্রকরণমারভতে বিংশতিপদ্যৈঃ। অথ লোকশিক্ষেতি। তত্র প্রথমং পরমপুরুষার্থনিগূঢ়ভক্তিলাভো গৌরহরিচরণশরণং বিনা ন ভবতীতি তচ্চরণশরণং প্রবর্ত্তয়তি। অরে মূঢ়া হরেঃ পরমমনোহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সম্বন্ধিনীং ভক্তেঃ পদবীং মার্গং বিচিনুত অনুসন্ধত্ত। ননু প্রসিদ্ধায়াং তস্যাংকথমনুসন্ধীমহি তত্রাহ গূঢ়াং শ্রুতিভির্গুপ্তাম্। অতএব মুনিবরৈ র্দবীয়স্যা দূরপ্রচারিণ্যা দৃষ্ট্যাঽপরিচিতপূর্ব্বাম্। পূর্ব্বং ন পরিচিতা অপরিচিতপূর্ব্বা তাম্। তস্যা গূঢ়ত্বে যদি যুস্মাকং চিত্তে ম বিশ্বাস যদি চ তস্যা দৌর্ল্লভ্যমিব অন্যেষ্বেতত্তদশেষং সর্ব্বং পরিত্যজ্য গৌরহরিচরণং শরণং ব্রজতঃ। শ্রীগৌরহরিচরণশরণাগতানাং তস্যা গূঢ়তাজ্ঞানপূর্ব্বকলাভো ভবিষ্যত্যেবেতার্থঃ। শ্রুতিগূঢ়মহাভক্তৌ

টীকার তাৎপর্য্য

প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম অনবরত করিয়া যাহারা পাপিদের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল. সেই দুর্ব্বাসনাপরায়ণ চণ্ডালাধম ব্রহ্মবন্ধুদ্বয় জগাই ও মাধাইএর তো কোনও প্রায়শ্চিত্তেই নিষ্কৃতি ছিল না। এই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে দ্বার করিয়া তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিলেন। যে সকল পাপী ব্যক্তি পূর্ব্বকর্ম্মফলে দুর্দ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃসঙ্গে দুষ্টদেশে বাস করিতেছিলেন, তাহাদের শুভ-সংস্কারও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। করুণাময় শ্রীগৌরহরিই তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরম মধুর প্রেমরস দানে তাহাদের হৃদয় আনন্দময় করিয়াছিলেন। নীচাতিনীচ পাপিষ্ঠ দুষ্ট নষ্ট দুর্জ্জন সকলকে যিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গই আমার আশ্রয় হউন॥ ৭৮। বাঞ্ছাত্রয়-পুরণের জন্য যিনি ইন্দ্রনীলমণি হইতে উজ্জ্বল নিজ শ্যামল কান্তির অন্তর্ধান ঘটাইয়া শ্রীরাধার গৌরকান্তি

(লোকশিক্ষা) অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্ল্লভ্যমিব তৎ পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণম্ ॥ ৮০ ॥
দধনূর্দ্ধন্যদ্ধ্বমুকুলিতকরাম্ভোজযুগলং গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিতমৃদুগণ্ডস্থলযুগম্ ।
দুকূলেনাবীতং নবকমলকিঞ্জল্করুচিনা পরং জ্যোতিঃ গৌরং কনকরুচিচৌরং প্রণমতঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়

পরিত্যজ্য গৌরচরণং শরণং ব্রজতঃ ॥ ৮০ ॥ দধন্মূর্দ্ধন্যর্দ্ধমুকুলিতকরাম্ভোজযুগলং…কনকরুচিচৌরং পরং জ্যোতি র্গৌরং প্রণমতঃ ॥ ৮১ ॥ ভ্রাতঃ গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং কীর্ত্তয় যদ্বা তস্য জগন্মঙ্গলং দিব্য-মধুরং রূপং ভাবয় । কিন্তু চৈতন্যমহাপ্রভোঃ কৃপাদৃষ্টি র্যদি ত্বয়ি ন পতেৎ হন্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে

মূলানুবাদ

হইবে মনে হয়, সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরচরণের শরণ গ্রহণ ॥ ৮০ ॥ যিনি অঞ্জলিবদ্ধ করকমলদুটি মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, অশ্রুসলিলে যাঁহার সুকোমল গণ্ডযুগল প্লাবিত হইতেছে, যিনি নবকমল-কেশরের ন্যায় কিরণশালী বসন ধারণ করিয়াছেন, সেই স্বর্ণকান্তিতিরস্কারী পরমজ্যোতি শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করি ॥ ৮১ ॥ ভাই ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসমর্থ নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই কর অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল মনোহর শ্রীমূর্ত্তি ধ্যানই কর, যদি শ্রীচৈতন্যের কৃপাদৃষ্টি তোমাতে পতিত

টীকা

দুর্ল্লভায়াং মুনীশ্বরৈঃ প্রবেশায় বিশন্তু শ্রীগৌরাঙ্গপদপঙ্কজম্ ॥ ৮০ ॥ তৎপরিচায়করূপমাধুরীং বর্ণয়িত্বা প্রণমতি দধন্মূর্দ্ধনীত্যাদি । অরে লোকাঃ পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং গৌরং জ্যোতির্ব্রহ্ম প্রণমত দণ্ডবৎসাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতেন তদাশ্রয়ত । কিম্ভূতং ? কনকরুচিচৌরং তপ্তকাঞ্চনদ্যুতিপুরখণ্ডকম্ । পুনঃ কিম্ভূতম্ ? মুকুলিতং অঞ্জলিবদ্ধং যৎ করাম্ভোজযুগলমূর্দ্ধং মূর্দ্ধ্নি দধৎ । গলদ্ভির্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিতং মৃদুলয়োর্গণ্ড-স্থলয়োর্যুগং যস্য তৎ নবকমলকিঞ্জল্কানাং রুচির্যত্র তেন দুকূলেনাবীতং শোভিতম্ । এবম্ভূতং গৌরদেহং ব্রহ্ম ভজতেতি লোকশিক্ষা । শিরোঽঞ্জলির্গলন্নেত্রং বিভ্রচ্ছোনবরাম্বরং তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গং প্রণমন্তু মহঃ পরম্ ॥ ৮১ ॥ ব্রজরাজকিশোরস্য নামসংকীর্ত্তনমধুররূপধ্যানাদিসত্ত্বেঽপি শ্রীচৈতন্যকৃপাদৃষ্টিং বিনা

টীকার তাৎপর্য্য

ধারণপূর্ব্বক অরুণবসনে নিজেকে আবৃত করিয়া কলিন্দতনয়াতটবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবন হইতে লবণসমুদ্রের তটে নীলাচলের পুষ্পবাটিকায় গমন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গই আমার গতি হউন । ৭৯ ॥ (ইতি স্বনিষ্ঠা প্রকরণ সমাপ্ত ।)

কলিদোষে সকলের চিত্তই আবৃত হইয়াছে । সুতরাং এই কলিকালে পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় ভিন্ন সৎসিদ্ধান্তের অনুকরণে নিগূঢ় ব্রজপ্রেম কখনই লাভ হইতে পারে না । এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন । অহে মূঢ়গণ ! যদি তাপত্রয়ে যুক্ত জীবনকে অমৃতময় করিতে চাও, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তির পথ অনুসন্ধান কর । ইহা বড়ই গূঢ় । বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিবরগণ সমাধিদৃষ্টির প্রভাবে ইহা দর্শন করিলেও লাভ করিতে পারেন নাই । শ্রুতিতেও ইহা গুপ্তভাবে ছিল ।

ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্।
হন্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন ত্বয়ি ॥ ৮২ ॥
অয়ে ন কুরুত সাহসং ত্তব হসন্তি সর্ব্বোত্তমং জনাঃ পরিত উন্মুদা হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ।
ইদন্তু নিভৃতং শৃণু প্রণয়বস্তু প্রস্তূয়তে যদেব নিগমেষু তৎপতিরয়ং হি গৌরঃ পরম্। ৮৩ ॥
জ্ঞানাদিবর্ত্ম বিরুচিং ব্রজনাথভক্তিরীতিং ন বেদ্মি ন চ সদ্গুরবো মিলন্তি।
হা হন্ত হন্ত মম কঃ শরণং বিমূঢ় গৌরহরিস্তব ন কর্ণপথং গতোঽস্তি। ৮৪ ॥

অন্বয়

তে আশাপি ন সম্ভবেৎ ॥ ৮২ ॥ অয়ে সাহসং ন কুরুত পরিত উন্মুদা হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ জনাঃ তে সর্ব্বোত্তমং হসন্তি। নিভৃতং ইদন্তু শৃণু নিগমেষু যদেব প্রণয়বস্তু প্রস্তূয়তে তস্য পতিঃ পরং গৌরহরিরেব ॥ ৮৩ ॥ স্পষ্টম্ ॥ ৮৪ ॥ কর্ম্মসু বৃথাসেশং অপনয়ত অধ্যাত্মসরণেঃ মনাক্ বার্ত্তামপি ক্ব চ

মূলানুবাদ

না হয় তাহা হইলে মহাপ্রেমময় উজ্জ্বল রস আস্বাদনের আশা কখনই পূর্ণ হই হইবে না ॥ ৮২ ॥ ওহে ভাই! অন্য সাধনে সাহস করিও না। উদ্‌গতহর্ষতা-জন্য প্রেমরসাস্বাদী ভক্তগণ তোমার সকল-প্রকার উত্তম দেখিয়া হাস্য করিবেন। অতি গোপন কথা শ্রবণ কর। বেদে প্রণয়সাররূপে যাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহার প্রভুই শ্রীগৌরহরি ॥ ৮৩ ॥

টীকা

তদুজ্জ্বলপ্রেমভক্তিরসবিষয়ে আশা সম্ভাবনাপি নাস্তীত্যর্থ। অয়ে ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নামেত্যাদি। অয়ে ভ্রাতর্গোকুলপতের্ব্রজরাজনন্দনস্য উদ্দাম্নী পরমপ্রভাববতী যা নামশ্রেণী তাং নাম প্রকাশ্যং যথা স্যাত্তথা কীর্ত্তয় লক্ষলক্ষং কৃত্বা বোচ্চার্য্যতাম্। যদ্বা তস্য গোকুলপাতেদিব্যং দেদীপ্যমানং মধুরমাস্বাদনীয়ং স্বতএব জগন্মঙ্গলং যস্মাদেবম্ভুতং রূপং ভাবয় চিন্তয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ কৃপাদৃষ্টির্যদি ত্বয়ি ন পাতেত্তর্হি প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে তে তব আশাপি ন সম্ভবেৎ। প্রেম্নো মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টো রসো যত্র উজ্জ্বলে তস্য পদে বিষয়ে। শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বল ইত্যমরঃ॥ শ্রীচৈতন্যকৃপারূপা দৃষ্টি স্ত্বয়ি পতেন্নহি। ধ্যানাদিনাপি কৃষ্ণস্য নাশা প্রেমরসোজ্জ্বলে ॥৮২॥ নন্ গুরুভিরুপদিষ্টনানাশ্রুত্যাগমবিহিতবহুবিধসাধনাচরিতত্বেন কৃতার্থঃ স্যাৎ কিং তৎ তৎকৃপাদৃষ্ট্যেত্যতঃ আহ—অয়ে সাহসং ন কুরু চৈতন্যপাদাশ্রয়ং বিনান্যসাধনেষু সহসা ন প্রবর্ত্তস্ব। জনাঃ চৈতন্যভক্তাস্তব সর্ব্বোত্তমং হসন্তি। যতস্তে হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ। হরেঃ স্বান্তহরণশীলস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিরস এবামৃতং তদাস্বাদনশীলাঃ অতএব সর্ব্বতোভাবেন উদ্‌গতো মুদো হর্ষো যেষাং তে। নন্ তর্হি কিং কর্ত্তব্যমুদিপদিশন্তু স্বামিপাদাস্তত্রোপদেশরূপসিদ্ধান্তমাহ

টীকার তাৎপর্য্য

যদি তোমার মনে এই সন্দেহ হয় শ্রীবেদব্যাসও যাহা লাভ করিতে পারেন নাই তাহা একান্ত মূঢ় আমি কেমন করিয়া লাভ করিব? তাহা হইলে আমার কথা শুন—সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরহরির শরণ গ্রহণ কর। মুনীশ্বরদিগেরও দুর্ল্লভ শ্রুতিগূঢ় মহাভক্তিমার্গে প্রবেশের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমলে শরণাগত হও॥ ৮৩ ॥

বৃথাবেশং কর্ম্মস্বপনয়ত বার্ত্তামপি মনাক্ ন কর্ণাভ্যর্ণেঽপি ক্বচন নয়তাধ্যাত্মসরণেঃ।
ন মোহং দেহাদৌ ভজত পরমাশ্চর্যমধুরঃ পুমর্থানাং মৌলি র্মিলতি ভবতাং গৌরকৃপয়া ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়

কর্ণাভ্যর্ণে ন নয়ত। দেহাদৌ মোহং ন ভজত। গৌরকৃপয়া পরমাশ্চর্যমধুরঃ পুমর্থানাং মৌলির্ভবতাং মিলতি ॥ ৮৫ ॥

মূলানুবাদ

"জ্ঞানাদি সাধনে অরুচিপ্রদায়িনী ব্রজনাথভক্তির রীতি আমি জানি না, আমার সদ্গুরুও মিলিল না, হায় হায় কে আমার আশ্রয় হইবে?" তুমি কি এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছে? ওহে মূঢ়! শ্রীগৌরহরি কি তোমার কর্ণপথেও গমন করেন নাই? ॥ ৮৪ ॥ কর্ম্মে বৃথা আবেশ পরিত্যাগ কর, আত্মানাত্মবিচারের কথা কখনও কানেও আনিও না, দেহাদিতে মোহ পরিত্যাগ কর—তাহা হইলেই শ্রীগৌরাঙ্গকৃপায় তোমার পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মিলিয়া যাইবে ॥ ৮৫ ॥

টীকা

ইদন্ত্বিত্যাদি। নিভৃতমতিগোপ্যমিদং শৃণু। অত্র ভিন্নক্রমনিয়মে ইদমেবাশ্রয়িতব্যমিত্যর্থঃ। তৎকথয়ন্তি প্রণয়েত্যাদি। নিগমেষু যদেব প্রণয়বস্তু তস্য বস্তুনঃ পতিঃ পরং কেবলং গৌরহরিরেব তচ্চরণাশ্রিতত্বেন সর্ব্বং তে ভবিষ্যতীতি অতএব তদ্গণে প্রবিশ্য তচ্চরণমশ্রয়েতিশিক্ষা। তবান্যচেষ্টনে গৌরভক্তা অথ হসন্তি হি। শ্রুত্যাগমচরদ্বস্তুপতিং গৌরাঙ্গমাশ্রয় ॥ ৮৩ ॥ জ্ঞানাদিব'ত্ম'ত্যাদি ব্রজনাথস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিরীতিং ভজনপরিপাটীং ন বেদ্মি ন জানামি কিম্ভূতাং জ্ঞানাদিবর্ত্ম'বিরুচিং জ্ঞানং ভক্তি-বিরোধি-নির্ব্বেদব্রহ্মজ্ঞানং আদিনা নিত্যনৈমিত্তিকধর্ম্মাধ্যাত্মযোগশুষ্কবৈরাগ্যাদয়স্তেস্ত্রষু বিরুচির্যেষান্তে সদ্গুর-বোঽপি দ মিলন্তি যতো জ্ঞাস্যামি হা হন্ত মম কঃ শরণং ভবিতেতি নির্ব্বেদবন্তমাক্ষিপ্যোপদিশতি—হে বিশিষ্টমূঢ় তব কর্ণপথং গৌরহরির্ন'গতোঽস্তি? হন্ত শীঘ্রং তদুপাসনং স্বকর্ণপথমানয়তু ভবান্ বিলম্বেনা-লমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ভক্তিরীতিং ন জানামি জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতাং ইতি নির্ব্বেদচিত্তেন গৌরাঙ্গভক্তি-মাদিশ ॥ ৮৪ ॥ ততঃ কর্ম্মাধ্যাত্মদেহাদিষু মোহিতান্ প্রতি তত্তদাবেশং ত্যাজয়ন্ শ্রীগৌরকৃপালেশ-লাভমাত্রেনৈব পরমপুরুষার্থমধুরপ্রেমলাভ ইতি শিক্ষয়ন্না'হ—বৃথা বশং কর্ম্মস্বপনয়তেত্যাদি। কর্ম্ম'সু নিত্যনৈমিত্তিকাদিষু বৃথা নিষ্প্রয়োজনমাবেশমপনয়ত দূরীকুরুত। অধ্যাত্মমাত্মানাত্মবিবেচনম্ তস্য সরণের্মার্গস্য মনাগল্পমপি বার্ত্তাং কর্ণস্যাভ্যর্ণে নিকটে ক্বচন সময়েঽপি ন নয়ত, সাম্রাস্তস্যাপি ভক্তি-বিরোধিত্বাৎ। ননু যথার্থোপদেশক! ভবদাজ্ঞয়া সর্ব্বস্বমস্মাভি স্ত্যক্তমেব কিন্তু পরমার্থপ্রাপ্ত্যুপায়ং বদতু ভবানিত্যত্রাহ পরমাশ্চর্য্যমধুরেত্যাদি। পরমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ আশ্চর্য্যং চমৎকারকারী মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্যেনাস্বাদ্যশ্চ যঃ পুরুষার্থানাং মৌলিং মুকুটমনিঃ পঞ্চমপুরুষার্থঃ প্রেমা ভবতাং গৌরাঙ্গস্য কৃপয়া

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রেমদাতৃত্বের পরিচায়ক রূপমাধুরী বর্ণন করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে একবার ধ্যানপথে দর্শন কর। বুঝিতে পারিবে ইনি অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীর্থাটনিকয়া। সদা যোষিদ্ব্যাঘ্রাত্রসত বিতথাং থুৎকুরু দিবম্॥
তৃণমন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্নাসীকপটং নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজরসমদাদম্বুধিতটে ॥৮৬॥

অন্বয় :—যোষিদ্ব্যাঘ্রাৎ সদা ত্রসত, দিবং তৃণমন্যা থুৎকুরু, শাস্ত্রাভ্যাসৈরলম্, তীর্থাটনিকয়া অহহ অলম্। নিজরসমদাদম্বুধিতটে নটন্তং সন্ন্যাসিকপটং গৌরাঙ্গং কিলাশ্রয়ত ॥৮৬॥ কৃষ্ণপদাম্বুজে ভক্তিং বিদধতঃ সর্ব্বার্থমালুণ্ঠত। অহো যত দুর্গমেষু যোগাদিমার্গেষু (ভবতঃ) কি তাবৎ ? যদি শিবব্রহ্মাদ্যলভ্যে

মূলানুবাদ—"হে প্রেমধনপ্রাপ্তিযোগ্যনরদেহধারণকারী জনগণ! ব্যাঘ্ররূপিণী নারীর নিকট হইতে সর্ব্বদা ভীত থাকিবে। স্বর্গকামনাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিবে। তীর্থভ্রমণের বৃথা শ্রমে কোনও প্রয়োজন নাই। যোগাদি শাস্ত্রের অভ্যাসে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? সমুদ্রতটে সন্ন্যাসিবেশে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্যরত শ্রীগৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় কর ॥ ৮৬ ॥ ভ্রাতঃ। কৃষ্ণপদাম্বুজে ভক্তি সাধন করিয়া সর্ব্বপুরুষার্থ লুণ্ঠন কর। হায়! দুর্গম যোগাদিমার্গে তোমার কি লাভ হইবে ? যদি

টীকা

মিলতি মিলিতপ্রায়ো ভবিষ্যতি। বর্ত্তমানসান্নিধ্যে লট্ অতঃ তাদৃশপ্রেমৈব পরমপুরুষার্থস্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চ গৌরহরিকৃপাস্তদ্ভক্তজনমেব সর্ব্বোপায়মূলমিতি তদিতরসর্ব্বং পরিত্যজ্য তচ্চরণশরণং ব্রজত ইতি ধ্বনিতম্ ॥ পুরুষার্থশিরোরত্নপ্রেমলাভায় পুত্রকাঃ ভজত শ্রীগৌরহরিং যৎকৃপা সর্ব্বসাধিকা ॥ ৮৫ ॥

ইদানীং যোষিদভিলাষিস্বর্গাভিলাষিহবিরসেতরশাস্ত্রাভ্যাসিতীর্থাটনকারিণং প্রতিঃ তত্র তত্রাগ্রহং শ্লথয়িত্বা শ্রীগৌরপদাম্বুজাশ্রয়ণমেব ব্যবস্থাপয়তি অলং শাস্ত্রভ্যাসৈরিতি। যোষিদেব ব্যাঘ্রী তস্যা সকাশাৎ সদা ত্রসত। যথা ব্যাঘ্রীদর্শনেন জনা উদ্বিগ্না ভবন্তি তথা তদ্রূপায়া স্ত্রিয়া উদ্বিগ্না ভবত। ননু ব্যাঘ্রীরূপকত্বেন স্ত্রীসম্ভাষণং নিষিদ্ধং চেৎ তর্হি সস্ত্রীককৃতসর্গাদিকর্ম্মবিধিনা স্বর্গসুখং কথং সাধয়ামস্তত্রাহ বিতথামিত্যাদি। দিবং স্বর্গং তৃণমন্যা তৃণপ্রায়ং মত্বা থুৎকুরুত। তত্র নিষ্ঠীবং ক্ষিপত। বিতথাং মিথ্যাভূতাং প্রাকৃতত্বেন নশ্বরত্বাৎ। নন্ব স্বর্গসুখং নশ্বরং চে তর্হি যোগশাস্ত্রাভ্যাসৈর্যোগাদিকং সাধযামস্তস্মাদেব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তত্রাহ অলং শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রকৃতৈঃ যোগাদ্যভ্যাসৈরলং ব্যর্থং

টীকার তাৎপর্য্য

করিয়া ইহার চরণাশ্রয় কর। উপনিষদের সেই তিবণাবর্ণ পুরুষ অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রুসলিলে মৃতুল-গণ্ডযুগোল বিধৌত করিতেছেন। নবকমলকিঞ্জল্কের দ্যুতিবিশিষ্ট বসনে তাহার শ্রীঅঙ্গ আবৃত। সেই প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে বারংবার প্রণাম কর ॥ ৮১ ॥ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাদৃষ্টি পতিত না হইলে শ্রীব্রজরাজকিশোরের মহামহিমাময় নাম কীর্ত্তন এবং মধুময় রূপ ধ্যানাদি সত্ত্বেও উজ্জ্বল-প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। ওহে ভাই! শ্রীগোবিন্দের মহাপ্রভাবশালী নামসমূহ লক্ষ লক্ষ বার কীর্ত্তনই কর অথবা মধু হইতে সুমধুর তাঁহার ভুবনমঙ্গল রূপ ধ্যানই কর শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা না হইলে তোমার অপরাধপূর্ণ চিত্তে প্রেমোদয় হইবার নহে। তাঁহার কৃপামাত্রেই তোমার মঞ্জরীস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইবে এবং শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে পরম

কিং তাবদ্বত দুর্গমেষু বিফলং যোগাদিমার্গেম্বহো ভক্তিং কৃষ্ণপদাম্বুজে বিদধতঃ সর্ব্বার্থমালুণ্ঠত।
আশা প্রেমমহোৎসবে যদি শিবব্রহ্মাদ্যলভ্যেঽদ্ভুতে
গৌরে ধামনি দুর্ব্বিগাহমহিমোদারে তদা রজ্যতাম্ ॥৮৭॥

অন্বয়ঃ

অদ্ভুতে প্রেমমহোৎসবে (তে) আশা (অস্তি) তদা দুর্ব্বিগাহমহিমোদারে গৌরে ধামনি রজ্যতাম্ ॥৮৭॥

মূলানুবাদ

শিবব্রহ্মারয় অলভ্য অদ্ভুত প্রেমমহোৎসবলাভে তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে দুর্ব্বিগাহ-মহিমাশালী শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গচ্ছটায় অনুরক্ত হও। ৮৭।

টীকা

মনঃ বিক্ষেপাদারূঢ়যোগানামপি ভ্রষ্টত্বাৎ কিং পুনস্তদভ্যাসিনাম্! সিদ্ধেঽপি ভক্তিফলসুখত্বাভাবাৎ অভ্যাসস্যাপি দুঃখজনকত্বা। ননু যদ্যেবং তর্হি তত্তত্তীর্থানাং নিষেবয়া জ্ঞানাদিকমুৎপাদ্য সালোক্যাদি-মোক্ষং সাধয়ামস্তত্রাহ অলমহহ তীর্থাটনিকয়া পুনঃ পুনরটনেন। অহহ ইত্যধিক্ষেপখেদে অলং ব্যর্থম্। প্রথমতঃ অটনে পরিশ্রমাৎ অভক্তেষু তীর্থানাং যথার্থফলদাতৃত্বাভাবাৎ অটনিকেতি ভাবে নকঃ। স্ত্রিয়ামাভীক্ষ্ণ্যে ইতি নকঃ নকস্যাদিচ্চেতি অকারস্য ইকারঃ। ননু তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষায়াং যথার্থস্বানুভূততাৎপর্য্যবস্থাশ্রয়কর্ত্তব্যতাং সিদ্ধান্তয়তি ধন্যাশ্রয়ত কিলেতি। তদুক্তৌ সম্মুখান্ দৃষ্ট্বা সম্বোধয়তি ধন্যা প্রেমধনপ্রাপ্তিযোগ্যা গৌরাঙ্গং শ্রয়ত। তৎপদাম্বুজমাশ্রিত্য সেবন্তাং কিলেতি নিশ্চয়ে। কীদৃশমম্বুধিতটে নটন্তম্। ননু কস্মান্নৃত্যতি তত্র হেতুমাহ নিজরসমদাৎ নিজস্য কৃষ্ণস্বরূপস্যাত্মনো যঃ প্রেমরসস্তেন যো মদো হর্ষস্তস্মাদ্ধেতোঃ। ননু নিজশব্দস্য কৃষ্ণস্য স্বরূপত্বেন ব্যাখ্যানাৎ কথং সন্ন্যাসী তত্রাহ সন্ন্যাসকৃৎশমঃশান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ ইত্যাদিসার্থকত্বাৎ সন্ন্যাসিকপটম্। সন্ন্যাসিষু কপট-মাচ্ছন্নাবতারত্বাৎ। বস্তুতঃ সন্ন্যাসিনাং পরমহংসানাং কেষু শিরঃসু পটং শিরোভূষণমিব আত্মারাম-শিরোমণিমিত্যর্থঃ। তেষাং সদা সেব্যমিতি যাবৎ ॥ যোগতীর্থাটনস্ত্রীস্বরভ্যাসাটনধীস্পৃহাঃ হিত্বা ভজত গৌরাঙ্গং যতীন্দ্রং নিত্যকৌতুকম্ ॥ ৮৬ ॥ তেষাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ যোগাদিষ্বীমদাগ্রহং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধনপ্রলোভনেন তদাগ্রহং শ্লথয়িত্বা শ্রীগৌরাঙ্গেঽনুরক্তিঃ প্রসঞ্জয়তি কিং তাবদিতি। যোগাদি-মার্গেষু বিফলং কিং তাবদনুসন্ধানমিতি শেষঃ। বত খেদে অহো ভ্রাতরঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজে ভক্তিং বিদধতঃ সর্ব্বেষু পদার্থেষু যোঽর্থঃ প্রেমধনং তমালুণ্ঠত বলাৎকারেণ গৃহ্নীত। প্রেমার্থমিতি পাঠে ছন্দোঽর্থশ্চ সুগমঃ। তেষামপি সাম্মুখ্যং দৃষ্ট্বা আহ আশেতি। যুষ্মাকঃ শিবব্রহ্মাদ্যলভ্যে অদ্ভুতে পরমপ্রেমমহোৎসবে

টীকার তাৎপর্য্য

মধুর উজ্জ্বলরসে প্রবেশাধিকারে ঘটিবে ॥ ৮২ ॥ যদি বল শাস্ত্রসকল এবং গুরুগণ অন্য বহুবিধ সাধন উপদেশ করিয়া থাকেন তাহাতেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টিলাভে আর অধিক কি ফল হইবে? উত্তরে বলিতেছেন—অয়ে ভ্রাতঃ! শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন অন্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিওনা। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ তোমার এইপ্রকার উদ্যম দেখিয়া হাস্য করিবেন। এই

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাদ্রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ ।।৮৮।।
অপারস্য প্রেমোজ্জ্বলরসরহস্যামৃতনিধেনির্ধানং ব্রহ্মেশার্চ্চিত ইহ হি চৈতন্যচরণঃ।
অতস্তং ধ্যায়ন্তঃ প্রণয়ভরতো যান্তু শরণং, তমেব প্রোন্মত্তাস্তমিহ কিল গায়ন্তু কৃতিনঃ ।।৮৯।।

অন্বয় ঃ—কৃতপুণ্যরাশিঃ (জনঃ) গৌরপদারবিন্দে যথা যথা ভক্তিং বিন্দেত অকস্মাৎ হৃদি তথা তথা রাধা পদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ উৎসর্পতি ॥ ৮৮ ॥ হি ইহ ব্রহ্মেশার্চ্চিতচৈতন্যচরণঃ অপারস্য প্রেমোজ্জ্বল-

মূলানুবাদ

বহু জন্মের সাধনায় জীব শ্রীগৌরাঙ্গচরণে যতটুকু অকৈতব ভক্তিলাভে সমর্থ হয়, তাহার হৃদয়ে অকস্মাৎ ততটুকু পরিমাণ শ্রীরাধাচরণকমলের সুধাসাগর উচ্ছ্বসিত হয়।৮৮। ব্রহ্মামহাদেববন্দিত শ্রীগৌরচরণ অপার প্রেমোজ্জলরসরহস্যামৃতনিধির আশ্রয়, রস বা আনন্দকামী ভক্তগণ তাই প্রণয়ভরে সেই চরণ ধ্যান করিয়া তাহার শরণ গ্রহণ করুন এবং উন্মত্তভাবে তাহার মাধুরী গান করুন।৮৯।

টীকা

যদ্যাশাস্তি তদা গৌরে ধামনি ভগবতি রজ্যতামনুরক্তৈর্ভূয়তাম। কিন্তুতে দুর্জ্জেয়ো মহিমা যস্য সঃ। অতএবোদারঃ পরমদাতৃশিরোমণিঃ। স চ স চেতি কর্মধারয়স্তস্মিন্। যষ্ট্যান্তয়োবিদধতঃ আলুণ্ঠত-ইত্যেতয়োঃপাঠস্তয়োস্ত যোগাদ্যনুসন্দধতং শ্রীকৃষ্ণভক্তং প্রত্যাহ কিং তাবদিত্যাদি। অহো ভ্রাতঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজে ভক্তিং বিদদধতস্তব যোগাদিমার্গেষু দুঃসাধ্যেষু বিফলং কিং তাবৎ। তাস্ব কিঞ্চিৎ ফলং নাস্ত্যেব। নমু কথং বিফল' তত্রাহ সর্ব্বার্থমালুণ্ঠতঃ। কৃষ্ণভক্তস্য ভক্ত্যৈব সর্ব্বার্থানাং বলাৎ-কারেণ প্রাপ্তত্বাৎ। কিন্তু প্রেন্না যে মহোৎসব আনন্দবিশেষস্তত্র যদি তবাশাস্তি তদা গৌরে ধামনি রজ্যতামিতি। তদাশাপুরণন্তু গৌরানুরক্তিং বিনা ন ভবতীতি। মনস্ত্যজত যোগাদিং কৃষ্ণং ভজত লুণ্ঠত। প্রেমস্ব তন্মহাশা চেত্তদা গৌরেহনুরজ্যতাম্ ।। ৮৭ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

গৌরভক্তগণ সর্ব্বদা মহাভক্তিরসনাগরে মগ্ন হইয়া আনন্দে প্রমত্ত হইয়া আছেন। যদি বল তাহা হইলে কি করিব উপদেশ দাও, উত্তরে বলিতেছেন—ভাই! অতি গোপ্য কথা শ্রবণ কর। সমস্ত নিগমে সাধ্যসার-রূপে যে ভগবৎপ্রীতি বা প্রণয় বস্তুর বর্ণন আছে, শ্রীগৌরহরিই তাহার প্রভু। সুতরাং তাঁহার গণ শ্রূপাদির অনুগত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮৩ ॥ যাঁহারা নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া ভাবনা করেন—ভক্তিবিরোধী নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানাদিসাধনে আমাদের অরুচি কেমন করিয়া আসিবে? (এখানে আদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, অধ্যাত্মযোগ এবং শুষ্ক বৈরাগ্যাদির কথা বুঝিতে হইবে)। শ্রীকৃষ্ণের ভজনপরিপাটিও আমরা অবগত নহি। আবার এমন সদ্গুরুও মিলল না যাঁহার নিকট এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ গন্তব্য ভজনপথে চলিত সমর্থ হইব। এই প্রকার নির্ব্বেদযুক্ত ব্যক্তিদিগকে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—শ্রীগৌরহরি কি তোমার কর্ণপথেও গমন

দন্তে নিধায় তৃণকং পাদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধব সকলমেব বিহায় দুরাদ্‌গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥৯০॥

অন্বয়

রসরহস্যামৃতনিধের্নিধানং অতঃ কৃতিনঃ প্রণয়ভরতো তং ধ্যায়ন্তঃ প্রোন্মত্তাঃ (সন্তঃ) তমেব গায়ন্তু ॥৮৯॥ স্পষ্টম ॥৯০—৯১ চৈতন্যপদারবিন্দং ভজন্তু সদ্‌ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ ভবন্তু, মাধুর্য্যসৌভাগ্যদয়াক্ষমাদ্যৈঃ

মূলানুবাদ

হে সাধুগণ! আমি দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক আপনাকে চরণে পতিত হইয়া শত শত কাকুতিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, আপনারা সকল সাধনা চিরতরে দূরে পরিহার করিয়া গৌরাঙ্গচরণে অনুরাগ পোষণ করুন। ৯০। অহো মুক্তি দুর্ল্লভ নহে। ভক্তির সুদুর্ল্লভা নহে। কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রসাদ

টীকা

শ্রীচৈতন্যচরণবিষয়া রতির্যাদৃশী যত্র তত্র তাদৃশী শ্রীরাধাপদাম্বুজবিষয়া রতিস্ফূর্ত্তীরপীত্যন্বয়ব্যাপ্ত্যা যত্র সা নেতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিং সূচয়ন্ শিক্ষয়তি যথা যথেত্যাদি। কৃতঃ পুণ্যানাং রাশিঃ পুঞ্জো যেন সঃ কৃতবহুসাধনঃ। যদ্বা কৃতানাং পুণ্যানাং সাধনানং রাশির্যস্য এবম্ভূতো যঃ শ্রীগৌরহরিপদারবিন্দস্তস্মিন্ যথা যথা যাদৃশীং বিন্দেত লভেত তস্যা হৃদি তথা তথা তাদৃশঃ পদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিরকস্মাদুৎসর্পতি প্রোদ্‌গচ্ছতি। শ্রীরাধায়াঃ পদাম্বুজয়োঃ সুধা প্রেমসুধা তৎসম্বন্ধী অম্বুরাশির্জলধিঃ। অম্বুরাশিরূপকত্বেন চৈতন্যপদারবিন্দভজনস্য অদ্ভুতচন্দ্রত্বং ধ্বনিতম। যাদৃশী যাদৃশী ভক্তিশ্চৈতন্যচরণাম্বুজে। তাদৃশী হৃদয়ে স্ফূর্ত্তী

টীকার তাৎপর্য্য

করেন নাই? ।৮৪। যাহারা মোহিতবুদ্ধি হইয়া কর্ম্ম জ্ঞানাদিতে আসক্তচিত্ত তাহাদিগকে ঐ আবেশ ত্যাগ করিয়া পরমপুরুষার্থ মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমলাভের শিক্ষা দিতেছেন। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে বৃথা আবেশ ত্যাগ কর। আত্মানাত্ম-বিচাররূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রে স্বল্প বার্ত্তাও কখনও কর্ণে আনিও না। ইহার সামান্যমাত্রও ভক্তির বিঘাতক হইবে। দেহ এবং দেহসম্বন্ধিবস্তুতে মোহ পরিত্যাগ কর; কারণ ইহা শ্রীভগবদ্‌রতিলাভের বিরোধী। যদি বল বুঝিয়াছি তুমি যথার্থোপদেষ্টা পরম বন্ধু। তোমার আদেশে সকলই ত্যাগ করিব। কিন্তু কি উপায়ে পরমার্থ-প্রেম প্রাপ্ত হইব তাহাতো বলিলেনা! উত্তরে বলিতেছেন—সেই পরমাশ্চর্য্য পরমমধুর পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমসম্পৎ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় তোমাদের মিলিয়া যাইবে। সুতরাং শ্রীগৌরপার্ষদগণের অনুগত হইয়া তদিতর সকল কিছু পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌরহরির চরণ আশ্রয় কর ॥ ৮৫ ॥ পরমার্থকৃষ্ণপ্রেমরসের অনুভূতি না থাকায় জীব চিত্তে প্রজ্জ্বলিত কামানলের দাহ প্রশমনের জন্য যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গ-সুখ প্রভৃতি কামনা করিয়া সংসারপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। কেহ কেহ যোগ জ্ঞানাদি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া এই কামানলের দাহ হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করে। কেহবা তীর্থাদিভ্রমণের দ্বারা এই জ্বালার শান্তি করিতে চাহে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহাদের সেই সেই বিষয়ে আগ্রহ শ্লথ করিয়া গৌরচরণকমলের আশ্রয়ের ব্যবস্থা দিতেছেন।

টীকা

শ্রীরোধাপাদপদ্ময়োঃ ॥৮৮॥ অতঃ সর্ব্বতোভাবেন শ্রীচৈতন্যচরণশরণং শরণীয়মিতি শিক্ষয়ন্‌ তদুৎকর্ষং দর্শয়তি অপারস্য প্রেমোজ্জ্বলেতি। শ্রীচৈতন্যচরণঃ ব্রহ্মা চ ঈশো মহাদেবশ্চ তাভ্যামর্চ্চিতঃ স্বয়ং-ভগবত্ত্বাৎ। পুনঃকীদৃশ? প্রেম্নো য উজ্জ্বলরসস্তত্রাপি যদ্রহস্যামৃতং মহাভাবচরমভাগস্তদেব নিধিং রসনিধিস্তস্য পারশূন্য নিধীয়তে স্থাপ্যতেঽত্রেতি নিধানং আধারঃ

টীকার তাৎপর্য্য

ব্যাঘ্ররূপা যোষিতের আসক্তিকে সর্ব্বদা ভয় করিবে। যদি বল তাহা হইলে স্বর্গাদি সাধনের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞাদি আচরণ কিরূপে করিব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তুচ্ছ নশ্বর প্রাকৃত হেতু দুঃখমিশ্রিত স্বর্গাদি সুখ তৃণতূলৎ মনে করিয়া ফুৎকার কর। যদি বল তাহা হইলে যোগশাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা যোগাদি সাধন করিয়াই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের চেষ্টা করি। উত্তরে বলিতেছেন—যোগাভ্যাসও ব্যর্থ হইবে। কারণ শাস্ত্রে শুনা যায় পূর্ব্বকালে সুদৃঢ় সাধনের দ্বারা যোগমার্গে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও সৌভরি প্রভৃতি ঋষি মনঃবিক্ষেপবশতঃ যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যোগমার্গে নূতন অভ্যাসমাত্রকারী যোগিগণের আর কথা কি। আর যদি ভাগ্যবশে যোগসাধন সিদ্ধও হয় তাহাতে ভক্তিসুখের অনুভূতি না থাকায় জীব সিদ্ধবস্থায় 'আনন্দী' হইতে পারেনা। অথচ যোগ্যভ্যাসের দুঃখটুকু ষোলোআনা ভোগ করিতে হয়। যদি এইরূপই হয় তবে কি তীর্থসেবার দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া সালোক্যাদি মুক্তির অনুসন্ধান করিব। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—আহা। পুনঃ পুনঃ তীর্থাটনে পরিশ্রম মাত্র সার, অভক্তজনে তীর্থসকল কখনই যথার্থ ফলদান করেন না। অট ধাতু ভাবার্থে নক্‌ করিয়া অটনিকা পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তাহা হইলে আমাদের কি করা উচিত—এইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তাহার উত্তরে পূজ্যপাদ 'গ্রন্থকার সর্ব্বশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যরূপে নিজানুভূত অবস্থাবিশেষ আশ্রয়কেই করণীয়রূপে বর্ণন করিতেছেন। নিজোক্তিতে সাম্মুখ্য দেখিয়া হর্ষভরে সম্বোধন করিতেছেন, ওগো ধন্যা! (অর্থাৎ প্রেমধনপ্রাপ্তিযোগ্যা!) তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে আশ্রয় কর, তাঁহার চরণকমল আশ্রয় করিয়া দৃঢ়নিশ্চয়ে সেবা করিতে থাক। যদি বল সেই শ্রীগৌরাঙ্গ কেমন? উত্তরে বলিতেছেন—'সমুদ্রতটে নর্ত্তনরত'। যদি কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের নর্ত্তনের হেতু জিজ্ঞাসা করে তাহার উত্তরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—নিজ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যে প্রেমরস, তাহার আস্বাদনে যে মদ বা হর্ষ সেই হেতুই তিনি নাচিতেছেন। যদি বল যেই নবকিশোর কৃষ্ণ আবার সন্ন্যাসী হইলেন কবে? তাহার উত্তরে 'সন্ন্যাসকৃৎ' ইত্যাদি মহাভারতোক্ত পদ্য সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—তিনি সন্ন্যাসী কপট। অর্থাৎ শ্রীমদ্‌-ভাগবতে "ছন্ন কলৌ" ইত্যাদি বাক্যানুরূপ সন্ন্যাসীর কপট বেশে নিজেকে অচ্ছন্ন করিয়া শ্রীগৌরহরি নৃত্য করিতেছেন। ইহার বাস্তবার্থ এইরূপ—'সন্ন্যাসী শব্দে পরমহংস, তাঁহাদের মস্তক 'ক' শব্দে ধ্বনিত হইয়াছে। তাহাতে স্থিত 'পট' বা শিরোভূষণস্বরূপ যিনি তিনিই সন্ন্যাসিকপটে। অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহাদের সেব্য॥ যোগ, তীর্থাটন, স্ত্রী, স্বর্গসুখ প্রভৃতি স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য কৌতুকময় যতীন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কর॥ ৮৬॥

অহো ন দুর্ল্লভা মুক্তি র্ন চ ভক্তিঃ সুদুর্লভা, গৌরচন্দ্রপ্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্লভঃ ॥৯১॥
ভজন্তু চৈতন্যপদারবিন্দং ভবন্তু সদ্‌ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রং মাধুর্য্যসৌভাগ্যদয়াক্ষমাদ্যৈঃ ॥৯২॥

অন্বয়

ত্রিজগৎ বিচিত্রমানন্দয়ন্তু ॥৯২॥ তে হৃদয়া যদি সংসারসিন্ধুতরণে স্যাৎ, মনঃ সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে চেৎ, চিত্তবৃত্তি যদি প্রেমাম্বুধৌবিহরণে (সাকাঙ্খে ভবতি) তর্হি চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং

মূলানুবাদ

বৈকুণ্ঠেও সুদুর্ল্লভ। ৯১। আপনারা শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দ ভজনা করুন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তিরসে পূর্ণ হউন। মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়া ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণের দ্বারা ত্রিভুবনকে বিচিত্ররূপে আনন্দিত করুন।৯২ আপনার যদি সংসারসিন্ধু উত্তরণ করিবার বাসনা থাকে, সংকীর্ত্তনের অমৃতরসে চিত্ত যদি মগ্ন হইতে

টীকা

হি যত এবম্ভূতোঽতঃ কৃতিনঃ সারগ্রাহিণঃ কলৌ প্রণয়াতিশয়াৎ তং চৈতন্যচরণং ধ্যায়ং স্তমেব শরণং যান্তু প্রাপ্নুবন্তু। তচ্চরণাম্বুজমাধুর্য্যেন প্রকৃষ্টোৎকৃষ্টহর্ষযুক্তাস্তং চরণাম্বুজমহিমানং কিল নিশ্চিতমিহ সময়ে গায়ন্তু ইত্যুপলক্ষণম্ শৃন্বন্তু অনুমোদয়ন্তু বর্ণয়ন্তু ইত্যাদি। শিবব্রহ্মাদ্যচ্চনীয়ঃ মহাভাবপরাশ্রয়ং কলৌ ভজন্তু রসিকা শ্চৈতন্যচরণাম্বুজম্ ॥৮৯॥ পুনঃ সংমিশ্রান্ ভক্তান্ প্রতি দৈন্যেন সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বকমনুরাগ-মাসঞ্জয়তি—দন্তে নিধায় তৃণকমিত্যাদি। সকলং তদিতরসাধনাদিকর্ম্মজ্ঞানসাংখ্যযোগশুষ্কবৈরাগ্য-চতুর্ব্বর্গধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়বাসনাদিকং সর্ব্বং দূরাদ্ বিহায় ন পুনরাগ্রহং যথা স্যাৎ তথা ত্যক্ত্বা গৌরাঙ্গ এব চন্দ্র স্তস্য চরণে অনুরাগং কুরুতে তি। দন্তে কৃত্বা তৃণং পাদে পতিত্বা বিনয়াকুলঃ যাচে হিত্বাখিলং

টীকার তাৎপর্য্য

ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও যোগ্যাদিতে ঈষৎ আগ্রহ দেখিয়া গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধনের প্রলোভনে তাঁহাদের সে আগ্রহ শ্লথ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে অনুরাগ স্থাপন করার কথা বলিতেছেন। যোগাদি মার্গে বিফল পরিশ্রম করিয়া লাভ কি ? 'বত' শব্দটী খেদার্থে। ভাই! শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজে ভক্তির অনুশীলন করিয়া সকল পদার্থের মধ্যেই সর্ব্বার্থ বা প্রেমধন বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন কর। 'সর্ব্বার্থ' শব্দের স্থানে প্রেমার্থ পাঠও দেখা যায় ; সে পক্ষে ছন্দ ও অর্থ সহজগম্য হইবে॥ অনন্তর তাঁহাদের সাম্মুখ্য দেখিয়া বলিতেছেন—তোমাদের যদি শিব ব্রহ্মাদির অলভ্য অদ্ভুত প্রেমধন প্রাপ্তির আশা থাকে, তাহা হইলে গৌরকান্তি শ্রীভগবানে অনুরক্ত হও। সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আবার দুজ্ঞেয় মহিমা বিশিষ্ট. এতএব উদার অর্থাৎ পরমদাতৃশিরোমণি। প্রথম চরণে 'বিদধতঃ' 'আলুণ্ঠতঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগহেতু ইহাই বুঝাইতেছে যোগাদি অনুসন্ধানরত কৃষ্ণভক্তকে লক্ষ্য করিয়াই এই আক্ষেপ। ওহে ভাই! তুমিতো কৃষ্ণপদযুগে ভক্তির অনুশীলন করিতেছ! তবে আর দুঃসাধ্য যোগাদিমার্গে বিফল প্রযত্নে লাভ কি ? তাহাতে কিছুই ফল হইবার নহে। যদি বল কেন বিফল হইবে ? উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণভক্ত

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসেরমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তিশ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রয়াতু ॥৯৩॥

অন্বয়

প্রয়াতু ॥৯৩॥ জ্ঞান বৈরাগ্য······যথা তথা সাধয়ন্তু চৈতন্য······কুতঃ ॥৯৪॥ ইদং বিশ্বম্ অচৈতন্যম্, অমরোক্তমৈরুপাস্যমীশ্বরং চৈতন্যং যদি (কোঽপি) ন ভজেৎ সঃ সর্ব্বতোমৃত্যুঃ ভবতি ॥৯৫॥

মূলানুবাদ

চায়, প্রেমামৃতসাগরে অবগাহন করিতে যদি আপনার চিত্তবৃত্তি উৎকণ্ঠিত হয়, চৈতন্যচরণে শরণ গ্রহণ করুন।৯৩। জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তি প্রভৃতি যে কোনও প্রকার সাধন করুন শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজমধুরূপ

টীকা

গৌরপদে রজ্যন্তু সাধবঃ ॥৯০॥ ননু মুক্তিপ্রভৃতি সর্ব্বং ত্যাজয়িত্বা কথং গৌরচন্দ্রানুরাগং কারয়সি তত্রাহ অহো ন দুর্ল্লভা মুক্তিরিত্যাদি। মুক্তিঃ সালোক্যং ভক্তি সেবা তে দ্বে জ্ঞানমিশ্রস্সুসাধনভক্তিসাধ্যে অতো ন দুর্ল্লভাসুদুর্ল্লভে। গৌরচন্দ্রস্য প্রসাদঃ প্রসন্নতা। তৎপ্রসাদাৎ প্রকটীভূতো যাদৃক্ পরমনিগূঢ় প্রেমামৃতাস্বাদঃ স বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্ল্লভঃ। তত্র তস্যাত্যন্তাভাব ইত্যর্থঃ। তদ্বাসিনামপ্যেতৎ প্রার্থিতত্বাদহো বৈকুণ্ঠৈস্বৈরপীত্যুক্তেঃ। মুক্তির্জ্ঞানাদিসাধ্যা স্যাদ্ধরিভক্তিপ্রসাদনাৎ। গৌরচন্দ্রপ্রসাদাত্তু প্রেমা বৈকুণ্ঠদুর্ল্লভঃ ॥৯১॥

ততস্তৎপ্রসাদপ্রেমা বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্ল্লভোঽতে ভগবচ্চৈতন্যস্য ভজনং প্রবর্ত্তয়তি। ভজন্তু ইত্যাদি। ভজন্তু আশ্রয়ন্তু অতএব সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণা ভবন্তু সন্ সর্ব্বোৎকৃষ্টো যো ভক্তিরসস্তেন। অতএব মাধুর্য্যাদিভির্যদ্বিশ্বং বিচিত্রং যথা স্যাৎ তথা আনন্দয়ন্তু। মাধুর্য্যং মধুরস্বভাবঃ সৌভাগ্যং জগৎপূজ্যত্বং দয়া নীচে করুণা ক্ষমা তৃণাদপি সহিষ্ণুতা। চৈতন্যপদভক্তেষুনিগূঢ়প্রেমপূর্ণতা। মাধুর্য্যাদিগুণৈর্যেষাং জগদানন্দদাতৃতা ॥৯২॥

টীকার তাৎপর্য্য

ভক্তের দ্বারাই বলপূর্ব্বক সর্ব্বার্থ লুণ্ঠন করেন। কিন্তু প্রেমমহোৎসবের পরমানন্দবিশেষ লাভ করিবার জন্য যদি তোমার আশা থাকে, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গে অনুরাগ কর। শ্রীগৌরাঙ্গানুরক্তি ভিন্ন তোমার আশা পূর্ণ হইবার নহে। মন! যোগাদি অনুশীলনের চেষ্টা ত্যাগ কর শ্রীগোবিন্দের ভজনা কর এবং পরমার্থ লুণ্ঠন কর। যদি প্রেমলাভে তোমার মহা আশা থাকে শ্রীগৌরাঙ্গে অনুরক্ত হও ॥৮৭॥

শ্রীরাধাচরণে আনুগত্য দ্বারাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা অনুমান করা যায়। এই শ্লোকে ইহাই বর্ণন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রতি যেখানে যতটুকু স্ফূর্ত্তি হয় সেখানে শ্রীরাধাপদাম্বুজবিষয়িনী রতি যতটুকু পরিমাণেই প্রকাশিত হয়। ইহা অন্বয়ব্যাপ্তিমুখে বলা হইল। যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গচরণের তাদৃশ অনুরাগ নাই তথায় শ্রীরাধাচরণের আনুগত্যও আসিবে না—ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিমুখে ইহাই এই শ্লোকে শিক্ষাদান করিতেছেন। কৃতপুণ্যরাশি শব্দের অর্থ যিনি বহু সাধন করিয়াছেন অথবা বহুজন্মের

জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি সাধয়ন্তু যথা তথা, চৈতন্যচরণাম্ভোজভক্তিলভ্যসমং কুতঃ ।।৯৪ ॥
অচৈতন্যংমিদংবিশ্বং যদি চৈতন্যেমীশ্বরং ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥৯৫॥

অন্বয়ঃ

মহাপ্রভোঃ চৈতন্যস্য পদদ্বন্দ্বে যস্য আশা (অস্তি) ইন্দ্র তস্য দাসবৎ ভাতি' নৃপকীটকে কা কথা ।।৯৬॥
কৃষ্ণচৈতন্যে যস্য অর্থিন আশা, তস্য নৃপদ্বারি কিম্ ! কোঽয়ং মূঢ় চিন্তামণিং প্রাপ্য রজতং ব্রজেৎ ?

মূলানুবাদ

প্রেমভক্তির তুলনা কোথায় মিলিবে ? ।৯৪। এই অচৈতন্য বিশ্বে যদি কোনও জন অমরোত্তমগণেরও উপাস্য ঈশ্বর শ্রীচৈতন্যকে ভজনা না করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর কবলিত হইবেন। ।৯৫। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণভজনে যাহার আশা দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার দাসতুল্য হইয়া থাকেন।

টীকা

ইদানীং সংসারসিন্ধুতিতিষু'সংকীর্ত্তনামৃতরসরিরংসু'প্রেমাম্বুধিবিজিহীর্ষূ'ন্ প্রতি চৈতন্যপদাশ্রয়' সিদ্ধান্তয়তি। সংসারসিন্ধুতরণে ইত্যাদি। কলৌ সংসারতরণং সংকীর্ত্তনরসে রতিঃ। প্রেমাম্বুধৌ বিহারশ্চ নাস্তি গৌরাশ্রয়ং বিনা ।।৯৩।। নন্বত্রাপি জ্ঞানবৈরাগ্যাদি দৃশ্যতে তর্হি কথং তৎসাধনায় গৌরচন্দ্রভজনং প্রবর্ত্তয়সীতি বদতঃ হাংশ্চিৎ প্রত্যাহ জ্ঞান বৈরাগ্যেত্যাদি। সমাহারদ্বন্দ্বেনৈকত্বক্লীবত্বে। তৈজ্ঞ'নাদি যথা তথা প্রকারেণ সাধয়ন্তু কিন্তু শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মভজনেন যজ্ জ্ঞানাদিবৈলক্ষণ্যং প্রকটং ভবতি তেন তুল্যং কুত্রাপি নাস্তীত্যর্থঃ। বৈলক্ষণ্যং যথা জ্ঞানং সলীলপরিকরস্বয়ংভগবৎপ্রকৃষ্টমাধূর্য্যতত্ত্বং বৈরাগ্যং তত্তত্ত্বমাত্রবিষয়ীচ্ছাবিশেষঃ ভক্তিঃ নিগূঢ়পরমোৎকর্ষোজ্জ্বলপ্রেমলক্ষণা। যাদৃকত্তত্ত্বং প্রেমভক্তিঃ সবৈরাগ্যা গৌরহরেঃ, ভক্তেষু তাদৃক্কুত্রাপি জ্ঞানাদি ন'হি দৃশ্যতে ।।৯৪।। নমু কথং তর্হি বিশ্বস্থাঃ সর্ব্বজনাশ্চৈতন্যং ন ভজন্তি তত্রাস্বরসমাহ—অচৈতন্যমিত্যাদি। ইদং বিশ্বমচৈতন্যং চৈতন্যশূন্যং যদি কৃষ্ণচৈতন্যং ন ভজেৎ তদা সর্ব্বোতোমৃত্যুঃ। চৈতন্যং কিম্ভুতং অমরোত্তমৈর্ব্র'হ্মাদিভিরুপাস্যং অতএবেশ্বরং সর্ব্বনিয়ামকত্বাৎ স্বয়ংভগবন্তমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মাদ্যুপাস্যং চৈতন্যং নাশ্রয়েৎ যো জনঃ কলৌ। তস্য সংসারসরণৌ গমনাগমনং ভবেৎ ।।৯৫।। নমু পৃথিবীপতয়স্তাবদিদং চৈতন্যপাদাম্বুজাশ্রয়ণং মৎস্যন্তে নবেতি সন্দেহঃ সর্ব্বত্র

টীকার তাৎপর্য্য

অর্জ্জিত পুণ্যরাশি যাঁহার সঞ্চিত হইয়াছে এবম্ভুত জন। ইহাদের হৃদয়ে শ্রীগৌরভক্তির অনুরূপভাবেই শ্রীরাধার চরণকমলের মকরন্দরূপ সুধারাশি অকস্মাৎ উচ্ছলিত হয়। এখানে অম্বুরাশি বলিতে শ্রীরাধিকাচরণকমলের মকরন্দরূপা প্রেমসুধার সমুদ্রকে বুঝাইতেছে। শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দ যেন এক অদ্ভুত চন্দ্র, তাই তাহার আবির্ভাবে শ্রীরাধাপদারবিন্দের সুখসাগর উচ্ছলিত হয় ॥ ৮৮ ॥

অতএব শ্রীচৈতন্যচরণ ব্রহ্মা ও মহাদেবের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চিত। যেহেতু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু কি তাহাই ? প্রেমের সার য উজ্জ্বলরস তাহারও আধার। এই জন্য সারগ্রাহী জন এই কলিকালে অতিশয় প্রণয় সহকারে শ্রীচৈতন্যচরণ ধ্যান করিয়া তাহারই শরণাগত হন। শ্রীগৌরচরণের মাধুর্য্যাস্বাদে পরম হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহার মহিমাগান

আশা যস্য পদদ্বন্দ্বে চৈতন্যস্য মহাপ্রভোস্তস্যেন্দ্রো দাসবদ্‌ভত্ততি কা কথা নৃপ কীটকেঃ ॥৯৬॥
যস্যাশা কৃষ্ণচৈতন্যে নৃপদ্বারি কিমর্থিনশ্চিন্তামণিময়ং প্রাপ্য কো মূঢ়ো রজতং ব্রজেৎ ॥৯৭॥
ধ্যায়ন্তো গিরিকন্দরেষু বহুবো ব্রহ্মানুভূয়াসতে যোগাভ্যাসপরাশ্চ সন্তি বহবঃ সিদ্ধা মহীমণ্ডলে।
বিদ্যাধনাদিগর্ব্বপরাশ্চ বহবো জল্পন্তি মিথ্যোদ্ধতাঃ কোহবা গৌরকৃপাং বিনাদ্য জগতি প্রেমোন্মদো নৃত্যতি ॥৯৮॥

অন্বয়

॥৯৭॥ বহবো (জনাঃ) গিরিকন্দরেষু ধ্যায়ন্তো ব্রহ্মানুভূয় (আসতে), যোগ্যভ্যাসপরাশ্চ সিদ্ধাশ্চ মহীমণ্ডলে বহবঃ (সন্তি), বহবঃ বিদ্যধনাদিগর্ব্বপরা মিথ্যোদ্ধতা জল্পন্তি, কিন্তু অদ্য গৌরকৃপাং বিনা কোহ

মূলানুবাদ

ক্ষুদ্র কীটতুল্য নরপতিগণের কথা আর কি বলিব ? ।৯৬। যে অর্থী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণসেবার আশা করিয়াছেন তিনি রাজদ্বারে যাইবেন কেন ? কে এমন মূর্খ আছে যে চিন্তামণি লাভ করিয়া আবার রজতের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া মরে ? ।৯৭। বহু সাধু গিরিকন্দরে ধ্যানযোগে ব্রহ্মানুভূতিসুখে মগ্ন আছেন, কেহ বা বিদ্যাধনাদির মিথ্যা গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া নানাবিধ বৃথা আস্ফালন করিয়া থাকেন। কিন্তু জগতে আজ এমন কে আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা ভিন্ন প্রেমসুখে মত্ত হইয়া নৃত্য করিবে ? ।৯৮। যদি

টীকা

রাজানুগতধর্ম্মপ্রচারিত্বাৎ ইত্যত্র সক্রোধমিবাহ আশা যস্যেতি। আশা যস্য তস্য এবং তদ্যাশ্রিতস্য কা বা কথা তত্র রূঢ়ভাবানাং কথাতিসুদূরে ইতি ন্যূনাতিন্যূনে আধিক্যে চ কৈমুত্যং সুচিতম্। দাসবদ্‌ভাতি দাসত্বমেব প্রকাশতে। কীটকে ইত্যল্পার্থে কঃ প্রত্যয়, ভূপএব ক্ষুদ্রকীট ক্ষুদ্রপ্রায়ে নৃপে কা কথা ? বশীভবন্তি দেবাদ্য যস্যাশা গৌরপাদয়োঃ। ক্ষুদ্রা নৃপাস্ত কিং গণ্যাস্তদ্ভক্তাস্ত্বধিকারিকাঃ ।৯৬॥ ননু দেবা দাসবদ্‌ভবন্ত রাজানঃ ক্ষুদ্রতরাস্তেসাং কথা নাস্তু। সংপ্রতি গৃহস্থানামস্মাকং রাজদ্বারং বিনা জীবিকা-হানিরিতাত্র সের্ষ্যমাহ যস্যাশেত্যাদি। যস্যার্থিনঃ কৃষ্ণচৈতন্যে আশা তস্য নৃপদ্বারি কিম্ ? তত্র দৃষ্টান্তঃ চিন্তামণিং প্রাপ্য মূঢ়োঽয়ং কো রজতমনুসন্ধাতুং ব্রজেৎ শ্রীগৌরভজনং চিন্তারত্নং প্রাপ্য মহাজনাঃ ন যান্তি ক্বাপি রাজাদৌ যান্তি চেৎ করুণবশাঃ ।৯৭। ননু কেহ পি নির্জ্জনস্থা ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠা কেহপিচ বিদ্যাধনাদিগর্ব্বাধিকজল্পাশ্চ কথমত্র নাভিলষতি নাভিলষন্ত তেষাং প্রেমরসাস্বাদনসুখং নাস্তীত্যাহ— ধ্যায়ন্ত ইত্যাদি। গিরিকন্দরেষু বহবো ব্রহ্মনির্ভেদস্বজ্ঞানস্বরূপং ধ্যায়ন্তো ব্রহ্মসুখমনুভূয়াসতে উপবিশন্তি। এবং যোগভ্যাসপরাশ্চ। সিদ্ধা অপি মহীমণ্ডলে সন্তি। বহবো জনা বিদ্যাদিভির্মিথ্যেদ্ধতাঃ প্রমত্তা জল্পন্তি। তে তে তত্তৎ কুর্ব্বন্ত কিন্তু গৌরহরিকৃপাং বিনা জগতি কো বা উদ্গতহর্ষা সন্ নৃত্যতি অতঃ গৌরকৃপাপাত্রাণাং যাদৃক প্রেমানন্দস্তাদৃক্ কুত্রাপি নাস্তীতি সর্ব্বং ত্যক্ত্বা গৌরহরিচরণাম্বুজমাশ্রয়তেতি ভাবঃ জ্ঞানযোগকর্ম্মনিষ্ঠাঃ বহবঃ সন্তি ভূতলে চৈতন্যচরণাম্ভোজকৃপাজন্যসুখং কুতঃ ।৯৮।

টীকার তাৎপর্য্য

করেন। 'গায়ন্ত' শব্দটী উপলক্ষণে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রবণ করেন, অনুমোদন করেন, বর্ণন করেন এইরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে। শিব ব্রহ্মাও অর্চ্চনীয় মহাভাবপরাশ্রয় চৈতন্যচরণাম্বুজ কলিকালে রসিক ভক্তগণ ভজনা করুন ॥৮৯॥

কাশীবাসীনপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো, মুক্তিঃ শুক্তীভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ
ত্রাসভাসঃ স্ফুরিত ন মহারৌরবেঽপি কা ভীতিঃ স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি কৃপয়তে দেবদেব স গৌরঃ ॥৯৯॥

অন্বয়

বা প্রেমোন্মদঃ নৃত্যতি ॥৯৮॥ যদি দেবদেবো গৌরঃ কৃপয়তে কাশীবাসীনপি……মার্গয়াম, যদি মে মুক্তিঃ

মূলানুবাদ

দেবদেব শ্রীগৌরহরি কৃপা করেন কাশীবাসীগণকেও গণনা করিনা গয়ার অনুসন্ধান কেন করিতে যাইব! সেদিন মুক্তি আমার নিকট শম্বুকের ন্যায় তুচ্ছ হইয়া যাইবে, অন্য পুরুষার্থের আর কথা কি? মহারৌরব নরকেও আমার ত্রাসাভাস থাকিবেনা স্ত্রীপুত্রাদিসমাকুল সংসারভীতির কথা আর কি বলিব? ॥৯৯॥ কলিবারণধ্বংসে প্রমত্ত কেশরিযুবকের ন্যায় বিক্রমশালী, আবির্ভাবিত প্রেমসিন্ধুর

টীকা

শ্রীচৈতন্যস্বরূপবিলাসিনাং কুত্রাপ্যভিলাষভয়ে ন স্ত ইতি দর্শয়ন্ ক্যাশ্যাদ্যাক্ষেপেণ তৎকৃপা মুৎকৃষ্টাং স্ত্রীপুত্রাদিভীতান্ শিক্ষয়তি। কাশীবাসীনপীত্যাদি। যদি দেবানাং দেব উপাস্যঃ স গৌরঃ কৃপয়তে করুণা করোতি তদা কাশীবাসীনপি ন গণয়ে। কাস্যাং বসতীত্যর্থেনানুবন্ধ ই প্রত্যয়েন ইদন্ত নত্বিনন্তঃ। দ্বিতীয়াবহুবচনে পদম। তানপি ন গণয়ে কিং গয়াং অন্বেষয়ামঃ। মম সম্বন্ধে তদা যদি মুক্তিঃ শুভী-ভবতি শম্বুকতুল্যা ভবতি পরস্যান্যাস্যার্থস্য ফলস্য কঃ প্রসঙ্গঃ? নন্থ তথাপি স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ে শঙ্কা তত্রাহ—যদি মহারৌরবে নরকবিশেষেঽপি ন ত্রাসাভাসঃ স্ফুরিত তর্হি স্ত্রীপুত্রাদৌ কা ভীতিঃ? অতঃ সর্ব্বত্রাগ্রহভয়ে ত্যক্ত্বা শ্রীচৈতন্যচরণাম্বুজমাশ্রয়ন্ত। তৎকৃপয়েব পঞ্চমপুরুষার্থলাভঃ নান্যৈরিত্যুপসংহারঃ। কাশ্যাদের্গণনা ন স্যাৎ মোক্ষঃ শম্বুককক্ষকঃ কা ভি নিরয়পত্ন্যাদৌ শ্রীচৈতন্যকৃপা যদি। ইতি লোক-শিক্ষাপ্রকরণঃ সমাপ্তঃ।৯৯॥

টীকার তাৎপর্য্য

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার পুনরায় যোগজ্ঞানাদিমিশ্রিভক্তিযাজনকারিদিগকে দৈন্যসহকারে সকল সাধন ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌরচরণে অনুরাগ করিতে প্রার্থনা করিতেছেন—দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ইত্যাদি। হে সাধুগণ! ভক্তিভিন্ন কর্ম্ম জ্ঞান সাংখ্য যোগ শুষ্ক বৈরাগ্য চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক বাসনা প্রভৃতি সকল কিছু দূরে চিরতরে পরিহার করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্রের চরণে অনুরাগ স্থাপন কর। দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া চরণে পড়িয়া বিনয়াকুল আমি প্রার্থনা করিতেছি—হে সাধুগণ! সকল ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে অনুরাগ কর ।। ৯০ ।।

যদি বল মুক্তি ভক্তি প্রভৃতি সকল পুরুষার্থ ত্যাগ করাইয়া গৌরচন্দ্রে অনুরাগ করিতে বলিতেছ কেন? উত্তরে বলিতেছেন—অহো মুক্তি দুর্ল্লভ নহে, ভক্তিও সুদুর্ল্লভা নহে। তাহা উপযুক্ত সুসাধন দ্বারা মিলিতে পারে। কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রসাদে যে পরম নিগূঢ় প্রেমামৃতের আস্বাদন লাভ হয় তাহা বৈকুণ্ঠেও সুদুর্ল্লভ। বৈকুণ্ঠে তাহার অত্যন্তাভাব আছে। অহো বৈকুণ্ঠবাসিগণও প্রেমোস্বাদের

টীকা

ইদানীং রূপগুণমাধুর্য্যৌদার্য্যাদিভিরবতারোৎকর্ষতাং বর্ণয়ন্ প্রকারণমারভতে দশভিঃ পদ্যৈঃ। অথ চৈতন্যোৎকর্ষতা ইতি। তত্র প্রথমতঃ রূপগুণমাধুর্য্যবীর্য্যং প্রেমৌদার্য্যঞ্চাহ। মত্তকেশরীতি। গৌর-হরিরেব চন্দ্রমা জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। জয়তিরত্রাকর্ম্মকঃ সর্ব্বোৎকর্ষবচনঃ। কোঽপি কৈর-প্যনির্ব্বচনীয়ঃ কিম্ভূতঃ কেশরিষু সিংহেষু যঃ কিশোরঃ স কেশরিকিশোরঃ মত্তশ্চাসৌ স চেতি স তস্য বিক্রম ইব কলিকালবারণে বিক্রমো যস্য সঃ। কিম্ভূতঃ ? প্রেমেত্যাদি। প্রেমৈব সিন্ধুস্তেন জগতাং

টীকার তাৎপর্য্য

বাসনায় নিত্যই শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা প্রার্থনা করেন। মুক্তি জ্ঞানাদিসাধ্যা, ভক্তি শ্রীহরির প্রসন্নতা ঘটিলেই হয়। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদে যে প্রেমলাভ হয় তাহা বৈকুণ্ঠেও সুদুর্ল্লভ ॥৯১॥

যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদোত্থপ্রেমা বৈকুণ্ঠেও সুদুর্ল্লভ এইজন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকার সকলকে শ্রীচৈতন্য প্রভুর ভজনে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। সকলে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া পরমোৎকৃষ্ট ভক্তিরসে পূর্ণ হউন। অতএব মধুরস্বভাব, সৌভাগ্য, জগৎপূজ্যতা দয়া ক্ষমা প্রভৃতি দ্বারা বিশ্বকে বিচিত্ররূপে আনন্দানুভূতিতে পূর্ণ করুন। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ স্বয়ং নিগূঢ় প্রেমে পূর্ণ হন। তাঁহারা নিজ মাধুর্য্যাদিগুণে জগতের আনন্দ দান করেন ॥৯২॥

এখন ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার সংসারসাগরের পারে যাইতে ইচ্ছুক, সংকীর্ত্তন রূপ অমৃতরসে রমনেচ্ছু, প্রেমামৃতসাগরে বিহারসমুৎসুক জনের প্রতি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ের পরামর্শ দান করিতেছেন—কলিকালে সংকীর্ত্তনে রতি সংসারতরণ প্রেমামৃতসাগরে বিহার শ্রীগৌরকৃপা ভিন্ন হইবার নহে ॥৯৩॥

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি প্রভৃতি তোঅন্য সাধনেও প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, তবে তাহা সাধনের জন্য আবার শ্রীগৌরাঙ্গভজনের কথা বলিতেছ কেন ?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—সেই জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্ত্যাদি কোন প্রকারে উৎপাদিত হয় হউক্ কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্ম ভজনে যে জ্ঞান বৈরাগ্যাদির বৈলক্ষণ্য প্রকটিত হয় এমন আর কোথাও হয় না। (অন্যসাধনে উৎপন্ন জ্ঞানের রূপ 'তৎসৎ' তিনি আছেন। বৈরাগ্যের রূপ তাপপূরিত সংসারে অনাদর। ভক্তির রূপ ভগবানের করুণায় বাঞ্ছিত ভুক্তি বা মুক্তি লাভ ঘটে) কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মভজনে ইহাদের অপূর্ব্ব বৈলক্ষণ্য হয়। জ্ঞান—পরিকরসহ লীলাময় শ্রীরাধামাধবের সর্ব্বোকৃষ্ট মাধুর্য্যতত্ত্ব অনুভব করায়, বৈরাগ্য—সেই মহামাধুর্য্যময়তত্ত্বলাভে অতিপ্রবল বাসনা জাগাইয়া দেয়। আর ভক্তি নিগূঢ় পরমোৎকর্ষ অবস্থা লাভ করিয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তে যেমন তত্ত্ব ও বৈরাগ্যের সহিত প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। এমন আর কোথাও দেখা যায় না ॥৯৪॥

তাহা হইল বিশ্বের সমস্ত জন শ্রীচৈতন্যের ভজনা করেনা কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—এই বিশ্ব চৈতন্যশূন্য (অর্থাৎ চৈতন্যশূন্য জন যেমন নিজ হিতাহিত নিরূপণে অসমর্থ এই বিশ্বও তদ্রূপ) যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভজনা না করে তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে জীব মৃত্যুর কবলিত হইবে। যদি বল সেই শ্রীচৈতন্য কিরূপ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্য উপনিষদ-

অথ চৈতন্যোৎকর্ষতা :—

মত্তকেশরিকিশোরবিক্রমঃ প্রেমসিন্ধু জগদাপ্লাবোদ্যমঃ
কোঽপি দীব্যনবহেমকন্দলীকোমলো জয়তি গৌরচন্দ্রমাঃ ॥১০০॥

অন্বয়

শুক্তীভবতি, পরার্থপ্রসঙ্গ কঃ। মহারৌরবেঽপি ত্রাসাভাস ন স্ফুরিত; স্ত্রীপুত্রাদৌ কা ভীতিঃ, (ভবতি) ॥৯৯॥ মত্তকেশরী······গৌরচন্দ্রমা জয়তি ॥১০০॥

মূলানুবাদ

প্লাবনে জগৎ ভাসাইতে উদ্যত, সুকোমল দিব্য হেমকোরককমনীয় শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের জয় হউক্ ॥১০০।

টীকা

চতুর্দ্দশভুবনানামাপ্লাবনে উদ্যমো ব্যবসায়ো যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ? দিব্যেত্যাদি। দিব্যাতি-মনোহরা হেম্নাং কন্দলী নবোদ্ভিদি কোরকস্ততোঽপি কোমলঃ সুকুমারঃ। মত্তেতি পুপ্তোপমালঙ্কারেণ বীর্য্যং দীর্ঘগ্রীবত্বং ক্ষীণমধ্যত্বং কলিদোষবারণমথনঞ্চ ধ্বনিতম্। ধ্বনেরতিশয়িতপদপদার্থত্বাৎ। চন্দ্রমা ইতি প্রেমসিন্ধুরিতি চ রূপকঃ। জগদাপ্লাবকঃ ইতি অতিশয়োক্তিঃ। কোঽপি দিব্যেতি ব্যতিরেকঃ। যথা কথঞ্চিৎসাদৃশ্যমুপমা সা ভবেদ্দ্বিধা পূর্ণা লুপ্তেতি সাদৃশ্যেবাদের্যোগবিলোপয়োঃ। ইত্যুপমালক্ষণম্। অভিন্নয়ো কঞ্চিদংশ উপমানোপমেয়য়োঃ। যত্তাদাত্ম্যং দ্বয়ো স্তত্তদ্রূপকং কথ্যতে বুধৈঃ। ব্যতিরেকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ উপমানাদ্বিলক্ষণঃ। নবকাঞ্চনকন্দলকান্ততনুঃ প্রিয়তাম্বুধিবর্দ্ধিশচীপ্রজনুঃ জিতকেশরিদিব্য-কিশোরমদঃ কিল গৌরবিধুর্জয়তি প্রেমদঃ ॥১০০॥

টীকার তাৎপর্য্য

বেদ্য বিরণাবর্ণ পুরুষ ব্রহ্মাদিরও উপাস্য। অতএব সর্ব্বনিয়ামকত্বধর্ম্ম হেতু স্বয়ংভগবান। কলিকালে যে জন ব্রহ্মাদির উপাস্য শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় না করে তাহার দুঃখাকুলিত সংসারপথে যাতায়াত চিরকাল চলিতে থাকে ॥ ৯৫ ॥

যদি বল সর্ব্বত্র নরপতিগণ এই চৈতন্যচরণাম্বুজের আশ্রয় লইতে চাহেন কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে দেখা যায় রাজানুগত ধর্ম্মেরই প্রচার হয়। রাজানুকুল্য না পাইলে ভক্তগণ ভজন করিবে কি প্রকারে ? ইহার উত্তরে যেন ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-চরণাম্বুজের মকরন্দপানে যে সকল ভক্তিচিত্তে আশা পোষণ করেন ইন্দ্রও তাঁহার নিকট দাসের ন্যায় প্রকাশ পান ; অতিক্ষুদ্র নরপতিগণের আর কথা কি ? (শ্রীচৈতন্যকরুণা লাভ করিলে ভক্তগণ প্রেমাস্বাদে বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে অপেক্ষাশূন্য হন। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহাদের করুণা আকাঙ্খা করিয়া থাকেন। মহারসায়ন প্রেমামৃত পানে বলীয়ান ভক্তের নিকট রাজানুকুল্য পরমতুচ্ছ ইহাই এস্থানের অভিপ্রায়। কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হইতেছে—শ্রীচৈতন্যচরণ ভজনের আশা মাত্র করিলেই যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে যাঁহারা ইহা আশ্রয় করিয়াছেন তাহাদের কথা আর কি বলিব ? তাহাতে আরূঢ়ভাব ব্যক্তির কথা বহুদূরে। ক্ষুদ্রকীট এই অর্থে ক প্রত্যহ করিয়া কীটক শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-ভজনে যাহার আশা তাঁহার নিকটে দেবগণও বশীভূত। প্রকৃত ভক্তের নিকট ক্ষুদ্র রাজশক্তি গণনীয়ই নহে ॥৯৬॥

টীকার তাৎপর্য্য

যদি বল ত্যাগী ভক্তের নিকট নরপতিগণ ক্ষুদ্রতরই বটেন, কিন্তু আমরা তো গৃহস্থ, রাজানুকূল্য ভিন্ন আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ কি উপায়ে হইবে ? ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন, শ্রীগৌর-হরির কৃপালাভে যাহার আশা থাকে সে রাজদ্বারে প্রার্থী হইতে যাইবে কেন ! ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, চিন্তামণি লাভ করিয়া কোন্ মূর্খ রজতের সন্ধানে ঘুরিয়া মরে ! শ্রীগৌরাঙ্গভজনরূপ চিন্তামণি লাভ করিয়া মহাজনগণ ক্ষুদ্র অর্থাদি লাভের জন্য কখনই রাজদ্বারে গমন করেন না। যদি যান তাহা দুঃখী ব্যক্তির তাপ উদ্ধারাদির জন্যই বুঝিতে হইবে॥৯৭॥

নির্জ্জনবনবাসী ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ জনগণ এবং বিদ্যাধনাদির গর্ব্বে উদ্ধত জনগণ কেন গৌরচরণ অভিলাষ করে না ? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—তাঁহারা অভিলাষ না করুন, কিন্তু প্রেমরস-সুখে বঞ্চিত হন। কেহ গিরিকন্দরে নির্ভেদ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মসুখের অনুভূতিতে মগ্ন, কেহ বা যোগা-ভ্যাসপর, কেহবা তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন এবং বহুলোক বিদ্যাধনাদির গর্ব্বে প্রমত্ত হইয়া মিথ্যা জল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা তাহা করিতে থাকুন। কিন্তু প্রেমামৃতের পরমরসাস্বাদ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের কৃপা ভিন্ন মিলিবার নহে। তাই সকল আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হরির চরণাশ্রয় কর। ভূতলে জ্ঞানযোগাদিনিষ্ঠ বহু সাধু আছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাজন্য প্রেমসুখ তাঁহারা আর কোথায় পাইবেন॥৯৮॥

শ্রীচৈতন্যকৃপাশ্রিত ব্যক্তির জগতের কোথায়ও অভিলাষ বা ভয় সম্ভব নহে। ইহা প্রদর্শন করিয়া সংসার-ভয়-ভীত জনকে কাশী প্রভৃতি তীর্থের নিন্দাচ্ছলে পরম উৎকৃষ্ট শ্রীগৌরকৃপা লাভের শিক্ষা দিতেছেন। দেবাদিদেব শ্রীগৌরচন্দ্র যদি কৃপা করেন তাহা হইলে কাশীবাসী জনকেও গণনা করি না। গয়াধামের অন্বেষণ করিতে যাইব কেন ? তখন আমার নিকট মুক্তি শুক্তি (শামুক) তুল্য হইয়া যাইবে। অন্য পরমার্থের আর কথা কি ! তাহা হইলেও স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় হইতে তো শঙ্কা হইতে পারে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা প্রাপ্ত হইলে মহারৌরব নামক নরকবিশেষও আমার ত্রাসলাভ হইবার নহে। তাহা হইলে স্ত্রী পুত্রাদিতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? (শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় প্রেমধন লাভ করিলে পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত সুখ-দুঃখে চিত্তকে মুহূর্ত্ত বিচলিত করিতে পারে না) অতএব সমস্ত বিষয়ে আগ্রহ ও সকল ভয় ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণাম্বুজের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁহার কৃপাতেই পরম পুরুষার্থলাভ হইবে, অন্য উপায়ে নহে। শ্রীচৈতন্যের কৃপা হইলে ভক্ত কাশী ধামের গণনা করেন না, মুক্তিকে শম্বুকতুল্য দর্শন করেন। নরকাদিভীতি বা স্ত্রী পুত্রাদিরূপ সংসার ভীতি তাঁহাদের কেমন করিয়া হইতে পারে ? ॥৯৯॥ (লোকশিক্ষা প্রকরণ সমাপ্ত)

এখন রূপগুণমাধুর্য্য, ঔদার্য্য প্রভৃতির দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের পরমোৎকর্ষ বর্ণনমূলক প্রকরণ ১০টি পদ্যে আরম্ভ করিতেছেন। প্রথম শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপগুণ মাধুর্য্য বীর্য্য ও প্রেমৌদার্য্য বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীগৌরহরিরূপ অনির্ব্বচনীয় চন্দ্রমা সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকটন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এখানে

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটিঃ মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরো দেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥ ১০১ ॥
স্বপাদাম্ভোজপ্রণয়লহরীসাধনভৃতাং শিবব্রহ্মাদীনামপি চ সুখহাবিস্ময়ভৃতাং
মহাপ্রেমাবেশাৎ কিমপি নটতামুন্মদ ইব প্রভুঃ গৌরো জীয়াৎ প্রকটপরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥১০২॥

অন্বয়

সৌন্দর্য্যে কামকোটি····· প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ স দেবো জীয়াৎ ॥ ১০১ শিবব্রহ্মাদীনামপি সুমহাবিস্ময়ভৃতাং স্বপাদাম্ভোজৈকপ্রণয়লহরীসাধনভূতাং উন্মদা ইব মহাপ্রেমাবেশাদ্ কিমপি নটতাং (ভক্তানাং সম্বন্ধে) প্রকটপরমাশ্চর্য্যমহিমা প্রভুর্গৌরো জীয়াৎ ।১০২। মাদ্যৎকোটিমৃগেন্দ্রহুঙ্কৃতিরব···

মূলানুবাদ

কোটি কাম জিনিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের মধুময় রূপ, তাপনাশপূর্ব্বক নিখিল জীবকে আনন্দ দানে কোটি পূর্ণচন্দ্র তাঁহার নিকট হারিয়া যায়। ভক্তবাৎসল্যে কোটি কোটি মাতৃস্নেহও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়, ঔদার্য্যে তিনি কল্পতরুতুল্য ॥১০১॥ শ্রীগৌরভক্তগণ তাঁহার চরণকমলের প্রণয়লহরীই একমাত্র সাধন করেন এবং মহাপ্রেমাবে শ উন্মাদের ন্যায় অপরূপ নৃত্য করেন। তাঁহাদের প্রেমচেষ্টা শিব-ব্রহ্মাদিরও বিস্ময় উৎপাদন করে। শ্রীগৌরাঙ্গও ভক্তের নিকট পরমাশ্চর্য্য মহিমা প্রকট করেন। সেই প্রভুর জয় হউক ।১০২। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমহুঙ্কার কোটিসিংহনাদের ন্যায় গম্ভীর কিন্তু তাহা শ্রবণমাত্রে

টীকা

ততঃ সৌন্দর্য্যাহ্লাদনবাৎসল্যৌদার্য্যগাম্ভীর্য্যাদিকমুল্লাসয়ন ব্যতিরেকবিশেষোক্ত্যলঙ্কারাভ্যাং সর্ব্বোৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি সৌন্দর্য্যে কামকোটিরিত্যাদি। স প্রসিদ্ধঃ শ্রীগৌরদেবো দীব্যতি। নিজগূঢ়প্রেম-রসাস্বাদনার্থং তদ্বদ্বিস্তারায় চ ভক্তবৃন্দৈঃ বিহরতি। দেবো জীয়াৎ সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্ভুত? সৌন্দর্য্যে কামকোটিরিত্যাদ্যৈঃ সপ্তভির্বিশেষণৈর্বিশিষ্টঃ। ত্রিদশবিটপিনাং কল্পদ্রুমাণাং। প্রণয়রসস্য পদে বিষয়ে। বিশেযোক্তির্যথা, বিশেষোক্তিঃ পরিকরঃ স্যাৎ সাকূতৈ বিশেষণৈঃ। স্মর-চন্দ্র-সুরদ্রুম-মাতৃশতপ্রিয়সিন্ধুসুধারুচিরাদিকত অতিসুন্দরতাদিককোটিগুণ জয় মাধব কাঞ্চনকান্তিধর ॥১০১॥

টীকার তাৎপর্য্য

'জি' ধাতু অকর্ম্মক সর্ব্বোৎকর্ষবাচী। কলিদোষবারণে এই শ্রীগৌরহরির বিক্রম কিশোর সিংহতুল্য। প্রেমের সিন্ধুতে এই শ্রীগৌরহরি চতুর্দ্দশ ভুবন প্লাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা তাঁহার পরম ঔদার্য্য। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিটি মনোহর স্বর্ণবৃক্ষের নবোদ্গত সুকুমার কোরক তুল্য। মত্তকেশরী ইত্যাদি স্থলে লুপ্তোপমা অলঙ্কারে শ্রীগৌরাঙ্গের বীর্য্য, দীর্ঘগ্রীবতা, ক্ষীণমধ্যতা এবং কলিরূপহস্তীর নাশকতা ধ্বনিত হইয়াছে। ধ্বনি, পদ ও পদার্থের অতিরিক্ত বিষয় বুঝাইয়া থাকে চন্দ্রমা এবং প্রেমসিন্ধু এই

মাদ্যৎকোটীমৃগেন্দ্রহুঙ্কৃতিরবস্তিগ্মাংশুকোটিচ্ছবিঃ কোটীন্দুদ্ভটশীতলো গতিজিতপ্রোন্মত্তকোটিদ্বিপঃ
নাম্না দুর্গতিকোটিনিষ্কৃতিকরো ব্রহ্মাদিকোটীশ্বরঃ কোঽপ্যদ্বৈতশিরোমণি র্বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ। ॥১০৩॥

অন্বয়

শ্রীশচীনন্দনঃ বিজয়তে ॥১০৩॥ যো মার্গ ইহ দূরশূন্যঃ, বলবৎকণ্টকঃ অতিদুর্গঃ, মিথ্যার্থভ্রামকঃ তং সদ্যঃ

মূলানুবাদ

সকলকে প্রেমানন্দে প্রমত্ত করে। তাঁহার রূপখানি কোটি সূর্য্য সদৃশ উজ্জ্বল হইয়াও কোটি চন্দ্রের অপেক্ষা সুশীতল। তাঁহার প্রেমমত্ত গতিতে কোটি মদমত্ত গজপতিও পরাজিত হয়। নাম দ্বারা কোটি কোটি দুর্গত জনকে তিনি নিষ্কৃতি দান করিতেছেন। তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাদির ঈশ্বর এবং

টীকা

শিবাদিচমৎকারিস্বভক্তবৃন্দদৃষ্টপ্রকটপরমাদ্ভুতমহিম্নঃ শ্রীগৌরহরেঃ সর্বোৎকর্ষতাং উল্লাসয়তি স্বপাদাম্ভোজৈক-প্রণয়লহরীত্যাদি! গৌরো জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিরাজতাং অতএব প্রভু স্বয়ংভগবান। ভক্তানাং সম্বন্ধে প্রকটীভূতপরমচমৎকারকারী মহিমা যেন সঃ। ভক্তানাং কীদৃশানাং পাদাম্ভোজয়োরেকা সর্ব্বাতিশায়িনী প্রণয়স্য স্নেহপরিপাকস্য লহরী তরঙ্গরূপনানাবিকারস্তস্যাঃ সাধনমিন্দ্রিয়ব্যাপারসাধ্যভাব-প্রাকট্যপ্রয়োজকবিশেষং বিভ্রতি পুষ্ণন্তি যে তেষাং অথচ শিবব্রহ্মাদীনামপি সম্বন্ধে অতিশয়ং বিস্ময়ং বিভ্রতি যে চ তেষাম। পুনঃ কিম্ভূতানাং, মহাপ্রেমা মহাভাবস্তত্রাবেশাতুন্মদইব কিমপি সচমৎকারং নটতাং নর্ত্তনং কুর্ব্বতাম্॥ শিবপদ্মজদৈবতবিস্ময়নে স্বপদাম্বুজষট্পদভক্তগণে বিততাদ্ভুত হি মহিমাদি-ভরঃ, কলধৌততনুর্জয়তীশবর ॥ ১০২ ॥

ইদানীমতিবিক্রমতেজোদীপ্তিস্নিগ্ধতাগতিমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যাদ্বৈতব্রহ্মশ্রেষ্ঠানি দর্শয়ন্ন ৎকর্ষতামাহ মাদ্যৎ-কোটীত্যাদি। শ্রীশচীনন্দনো বিজয়তে! সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্ভূত? নাদ্যন্তঃ কোটিসংখ্যা-বিশিষ্টা যে মৃগেন্দ্রাস্তেষাং হুঙ্কৃতিরিব রবো যস্য সঃ। তিগ্মাংশূনাং কোটিচ্ছবিতোঽপি ছবির্যস্য সঃ। নন্বেকং সূর্য্যচ্ছবিরসহ্যা কথং কোটিসংখ্যকানাং ছবয় সহ্যাস্তত্রাহ কোটীসংখ্যকানামিন্দুনামুদ্ভটাদতিশয়-শীতলাদপি শীতলঃ। গত্যা জিতাঃ প্রোন্মত্তা কোটীদ্বিপা হস্তিনঃ যেন যঃ। মাম্না 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদিনা মন্ত্রেন কিম্বা শ্রীশচীনন্দন চৈতন্যেত্যাদিস্বনাম্না কোটিতিশয়দুর্গতানাং নিষ্কৃতিকরঃ উদ্ধারকরঃ

টীকার তাৎপর্য্য

দুই স্থলে রূপলঙ্কার। 'জগদাবপ্ল' এই স্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, 'কোঽপি দীব্য' এই স্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার। উপমা অলঙ্কারের সহিত ইহাদের ভেদ যথা, যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যকে উপমা বলে; তাহা দুইপ্রকার পূর্ণা ও লুপ্তা। 'সদৃশ. ইব' প্রভৃতি শব্দের যোগে অথবা তাহা লোপ করিয়া এই উপমা ব্যঞ্জিত হয়। উপমা এবং উপমেয়ের কোনও অংশ অভিন্নরূপে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে রূপক বলে। আর ব্যতিরেক অলঙ্কার উপমাদি হইতে পৃথক। নবকাঞ্চন-কন্দলতুল্য কমনীতেনু কেশরী-যুবকের মদনাশকারী শ্রীকৃষ্ণের অনন্য মমতাম্বুধিবর্দ্ধী শচীনন্দন শ্রীগৌরহরির জয় হউক । ১০০ ॥

যো মার্গো দূরশূন্যো বত ইহ বলবৎকণ্টকো যোঽতিদুর্গো
মিথ্যার্থভ্রামকো যঃ সপদি রসময়ানন্দনিঃস্যন্দকো যঃ
সদ্য প্রদোতয়ংস্তং প্রকটীতমহিমা স্নেহবান হৃদ্গুহায়াঃ
কোঽন্তর্ধান্তহন্তা সতু জয়তি নবদ্বীপদীপ্যৎপ্রদীপঃ ॥১০৪॥

অন্বয়

প্রদ্যোতয়ন্ যঃ সপদি রসময়ানন্দ-নিঃস্যন্দক প্রকটিতমহিমা স্নেহবান্ হৃদ্গুহায়াঃ অন্তর্দ্ধান্তহন্তা কোঽপি নবদ্বীপমাদ্যৎ প্রদীপো জয়তি ॥১০৪॥

মূলানুবাদ

কোটী ব্রহ্মানন্দের শিরোভূষণ। সেই শ্রীশচীনন্দের জয় হউক।১০৩। যে পথ অমৃত হইতে বহুদূরে যেখানে ক্ষণবিধ্বংসী বিষয়সুখ শূন্যপ্রায়। শুষ্ক জ্ঞানাদি কণ্টকরাশিতে যাহা পূর্ণিত এবং অতিদুঃখময়, যেখানে প্রাকৃতবিষয়সমূহ মিথ্যা সুখবোধে জীবকে অবিরত ভ্রান্ত করিতেছে, সেই সংসারপথে একবার মাত্র প্রকাশিত হইয়া যিনি ব্রজপ্রেমরসময় আনন্দরাশি দানে জীবকে কৃতার্থ করিতেছেন এবং জীবের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ হৃদ্গুহার অন্ধকারে নাশ করিয়া নিজ মহিমা প্রকট করিতেছেন নবদ্বীপের সেই গৌরহরির জয় ঘউক। ১০৪। ইনি আবার দূর হইতে কুতর্করূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করেন অথচ ভক্তের

টীকা

ব্রহ্মাদিদেবানাং কোটীশ্বরঃ। কোটীসংখ্যকানামদ্বৈতানাং নির্ভেদব্রহ্মণাং শিরোমণিঃ পরমপরা-কাষ্ঠাপরিপাকঃ ঘনীভূতনরাকারপরব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। উদাত্তালঙ্কারেণ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বম্ উক্তম্। পরাসমৃদ্ধি র্বস্তনামুদাত্তমিতি কথ্যতে॥ মদমত্তমৃগেন্দ্রশতমযুতপ্রেমহুঙ্কৃতিভিঃ সুখয়ংশ্চ বহূন্, সুখচিন্ময়কোটী-শিরোমুকুটং কনকাঞ্চিতনু জয়তি প্রণটঃ॥ ১০৩॥

হৃদয়ান্ধকারনাশকত্বেন নিগূঢ়প্রেমরসাস্বাদনমার্গপ্রকাশকত্বেন চ প্রদীপরূপকত্বেন তমুৎকর্ষয়তি। যো মার্গো দূরশূন্যেত্যাদি। নবদ্বীপং দীপ্যন্ স চাসৌ প্রদীপশ্চেতি যঃ। কোঽপি তাদৃকপ্রদীপরূপঃ গৌরহরিজ'য়তি যস্তং প্রসিদ্ধং মার্গং সদাঃ প্রদ্যেতয়ন্। যো মার্গো শূন্যশ্চেতি সঃ। যো বা বতাশ্চর্য্যে বলবন্তঃ কণ্টকাঃ শুষ্কজ্ঞাননিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাদ্যাগ্রহরূপা যত্র সঃ। অতএব অতিদুর্গো দুষ্প্রবেশনীয়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

অনন্তর গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের সৌন্দর্য্য আনন্দদাতৃত্ব, বাৎসল্য, ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের পরমাধিক্য প্রকাশ করিয়া ব্যতিরেক এবং বিশেষোক্তি অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতেছেন। সেই দেব-গৌরহরি নিজ গূঢ় প্রেমরসের আস্বাদনের জন্য এবং অনর্পিতচরী ব্রজপ্রেম জগতে বিতরণের জন্য ভক্তবৃন্দের সহিত বিহার করিতেছেন। যদি বল তিনি কেমন? উত্তরে বলিতেছেন রূপে কোটীকামতুল্য। সকলজনকে আনন্দদানে কোটীচন্দ্রতুল্য এবং ঔদার্য্যে কোটীকল্প-তরুতুল্য। যিনি সৌন্দর্য্যাদিতি কোটী কামাদিতুল্য সেই স্বর্ণকান্তি মাধবের জয় হউক্ ॥১০১॥

টীকা

যো বা মিথ্যাভূতেস্বর্থেষু ভ্রময়তি ইতি তদ্‌ভ্রামকঃ। অথচ প্রেমরসময়ো য আনন্দস্তং নিঃস্যন্দয়তি প্রবাহয়তি যঃ সঃ প্রদীপরূপঃ। যঃ কিম্ভুতঃ প্রকটিত মহিমা প্রভাবো যেন সঃ। হৃদেব গুহান্তস্য অন্তর্দ্ধান্তহন্তা তন্নাশকঃ। ধ্বান্তান্যন্ধকারাঃ। পক্ষে অজ্ঞানাপরাধা কামক্রোধাদ্যসচ্চেষ্টাদয়ঃ। নমু তৈলাদি ॰ বিনা কথং জ্বলতি, প্রকাশতে বা? তত্রাহ স্নেহবান স্নেহস্তৈলাদি, পক্ষে প্রেম-পরিপাকঃ। নবদ্বীপপ্রকটঃ স্নেহপূরিতপ্রোজ্জলপ্রদীপরূপশ্রীশচীনন্দনঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাগ্রহকণ্টকাদিকং দরয়ত্বা হৃত্তমো নাশিয়ত্বা চ পরমপ্রেমানন্দরসপ্রকাশকো জয়তি ইত্যর্থঃ। রুচিদীপকরূপশচীতনুজঃ প্রিয়হৃত্তমআদিকনাশময়ঃ। নিজভাবচকাশনদীপ্তিচয়ো জয়তীহ মহামহিমাদিময় ॥১০৪॥

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীগৌরহরির পরমাদ্ভুত মহিমা মহাদেব প্রভৃতিরও চমৎকারী; শ্রীগৌরভক্তগণ তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ইহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পরমোৎকর্ষ করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহার অদ্ভুত মহিমা ভক্তগণই অনুভব করেন। যদি বল শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্ব চমৎকারকারী মহিমা যে ভক্ত অনুভব করেন, সে ভক্তই বা কেমন? উত্তরে বলিতেছেন, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গপদপঙ্কজে সর্ব্বাতিশায়িনী প্রীতির সাধন নিরন্তর করিতেছেন। শ্রীগৌর-চরণের এই ভাবমাধুরী শিবব্রহ্মাদিরও বিস্ময় উৎপাদন করে। সেই ভক্তগণের আরও বিশেষ বলিতেছেন, শ্রীগৌরকৃপায় মহাভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহারা উন্মাদের ন্যায় পরমানন্দে নৃত্য করেন। শিব ব্রহ্মার বিস্ময়-সম্পাদক নিজচরণকমলের মধুপরূপ ভক্তগণে যিনি অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ করেন সেই স্বর্ণকান্তি ভগবানের জয় হউক্ ॥১০১॥ এখন অতি বিক্রম তেজ দীপ্তি প্রভৃতি গুণাবলী প্রকটিত করিয়া তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীশচীনন্দনের জয় হউক। যদি বল তিনি কেমন? উত্তরে বলিতেছেন, কোটি সিংহের হুংকারের ন্যায় মহাশব্দে হরিনামে যিনি জগৎ পূর্ণ করিতেছেন। শুধু কি তাহাই! তাঁহার অঙ্গকান্তিখানি কোটি সূর্য্য হইতেও উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে। বলিতে পার এক সূর্য্যের তেজঃই অসহ্য, কোটি সূর্য্যের দীপ্তি জীব কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, কোটি সূর্য্যের দীপ্তিতুল্য হইলেও তিনি আবার কোটিসংখ্যক চন্দ্রের উদ্ভট অতিশীতল কিরণের তুল্য স্নিগ্ধকারী। তাঁহার প্রেমপ্রমত্ত গতিতে মদমত্ত কোটি হস্তীও হার মানিয়া যায়। 'হরে কৃষ্ণ' এই মহামন্ত্র এবং নিজ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রভৃতি নামের দ্বারা তিনি আবার বহু পাপীর নিষ্কৃতি সাধন করিতেছেন। এই শ্রীচৈতন্য আবার কোটি ব্রহ্মারও ঈশ্বর, কোটি অদ্বৈত-ব্রহ্মাপ্র ভৃতির তিনি শিরো-মণিস্বরূপ ঘনীভূত নরাকার পরব্রহ্ম। এখানে উদাত্ত অলংকারে শ্রীগৌরাঙ্গের পরমোৎকর্ষ বর্ণন করা হইল। বস্তুর পরম সমৃদ্ধির বর্ণনাই উদাত্ত অলংকার ॥১০৩॥

যেহেতু ধ্যানপথে উদিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ের নিখিল অন্ধকার দূর করেন এবং নিগূঢ় প্রেমরস আস্বাদনের মার্গ প্রকাশ করেন। তাই বর্ত্তমান শ্লোকে তাঁহাকে প্রদীপরূপকে বর্ণন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতেছেন। নবদ্বীপ আলোকিত করিয়া যে শ্রীগৌরহরি সংসারের গহন

দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দুসংশীতলো জ্যোতিঃকন্দলসদ্ম সন্মধুরিমা বাহ্যান্তরধ্বান্তহৃৎ।
সস্নেহাশয়বর্ত্তিদিব্যবিসত্তেজাঃ সুবর্ণদ্যুতিঃ কারুণ্যাদিহ জাজ্বলীতি স নবদ্বীপপ্রদীপোঽদ্ভুতঃ। ॥১০৫॥

অন্বয়

কুতর্কশলভান দূরাদেব দহন্……অদ্ভুতনবদ্বীপপ্রদীপঃ জাজ্বলীতি ॥১০৫॥

মূলানুবাদ

নিকট কোটি চাঁদ হইতেও তাপহারী। তিনি সর্ব্ব জ্যোতির আবাসস্থান, সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার ও ভক্তের অন্তর বাহিরে মোহান্ধকার হরণ করেন। তাঁহার বাৎসল্যপূরিত অন্তর দীপশিখার ন্যায় মোহান্ধ জীবকুলের নিকটই দিব্যতেজ বিকীরণ করিতেছে। সেই স্বর্ণদ্যুতি অদ্ভুত প্রদীপ শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া

টীকা

পুনরদ্ভুতপ্রদীপত্বেনোৎকর্ষরতি দূরাদেবেত্যাদি। স গৌরচন্দ্রো নবদ্বীপেঽদ্ভুতপ্রদীপরূপো জাজ্বলীতি। পক্ষে ভাবোদ্দীপ্ত্যা জগদন্তঃ প্রকাশয়ন্ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। অদ্ভুতত্বমাহ। অন্যপ্রদীপঃ নিকটস্থান্ কীটান্ দহতি অয়ন্তু কুতর্কপতঙ্গান্ দূরাদেব দহন্। অন্যো দীপস্তপকোঽয়ং পুনঃ কোটিসংখ্যাতেন্দু-তুল্যসম্যক্শীতলঃ। জ্যোতিষাং কন্দলস্য সমূহস্য সদ্মঃ বসতিস্থানং রাত্রীন্দিবং সমানত্বাৎ। সন্ অত্যুৎকৃষ্টঃ মধুরিমা মাধুর্য্যঃ যস্য স তস্য স তস্য তু তাদৃশমাধুর্য্যাভাবাৎ। সত্বনাবৃতধ্বান্তহারী অয়ন্তু বাহ্যান্তরয়োর্ধ্বান্তং হরতি। স্নেহেন সহ বর্ত্তমানো য আশয়ঃ স এব বর্ত্তিশলাকা ততো দীব্যৎ বিসরৎ নির্গচ্ছত্তেজো যস্য সঃ। সুবর্ণকান্তিরিব কান্তির্যস্য সঃ। কারুণ্যাদ্ধেতো জাজ্বলীতি অতিশয়েণ প্রকাশতে॥ বিধুশীতলদূরদহোজ্বলিতঃ প্রিয়তাশয়বর্ত্তিমহোসহিতঃ। পরমাদ্ভুতদীপশচীতনয়ঃ সততং জ্বলতি প্রণয়াদিময়ঃ ॥১০৫॥ পুনরনুভাবসাত্ত্বিকৈঃ শোভামুৎকর্ষয়তি চীৎকারৈর্দশদিঙ্মুখমিত্যাদি। গৌরহরিঃ শোভতে দিব্যশোভয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। চীৎকারো হর্ষবিষাদজন্যোৎকণ্ঠতালুব্যাপারি-তস্বরবিশেষঃ মুখর শব্দে মুখরয়ন্ প্রতিধ্বনয়ন্নিত্যর্থঃ। অট্টেতি সশব্দপ্রহাসকান্তিলহরীভিঃ স্ফুটঃ সুবিকাশিতো য কুন্দকৈরবাণাং গণ ইব তেন নভঃপ্রোদ্ভাসি পরমোজ্জ্বলং কুর্ব্বন্। পবনোচ্চলৎ যচ্চলদলং তৎপ্রায়কম্পো যত্র তদ অঙ্গং দধৎ। যতো মত্তঃ অতএব প্রেমরসেন য উদ্গতো মদো হর্ষবিশেষ-স্তেনাপ্ল্তা কুন্দনরূপা গতির্যস্য সঃ॥ মুখরীকৃতচীৎকৃতিদিগ্বিদিশঃ প্রিয়তারসমুন্মদকন্দযশঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

অন্ধকার পথ প্রদ্যোতিত করিতেছেন সেই শ্রীগৌরহরির জয় হউক। এপথে শ্রীগৌরহরির আসিবার কথা নয়, ইহা মৃত্যুপথ, অমৃত-পথ হইতে বহুদূরে। এখানে বিষয়াদি যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু দেখা যায় সমস্তই মৃগতৃষ্ণার মত শূন্যপ্রায় আবার শুষ্ক জ্ঞান ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদিতে আগ্রহরূপ কণ্টকরাশিতে এই পথ দুষ্প্রবেশ্য। মরীচিকা যেমন পিপাসার্ত্ত মরুচারী পথিককে পথ ভুলাইয়া মরুভূমির গভীর দুঃখময় প্রদেশে লইয়া যায় সংসারের রূপরসাদি বিষয় সকল সেইরূপ জীবকে পুনঃ পুনঃ দিগ্ভ্রান্ত করিয়া মরণদুঃখের কবলিত করে। রসময় আনন্দনিঃস্যন্দক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু হৃদয়গুহায়

চীৎকারৈর্দশদিঙ্‌মুখং মুখরয়ন্নট্টট্টহাসচ্ছটাবীচিভিঃ স্ফুটকুন্দকৈরবগণপ্রোদ্ভাসিকুর্ব্বন্নভঃ
সর্ব্বাঙ্গং পবনোচ্চলচ্চলদলপ্রায়প্রকম্পং দধন্মত্তং প্রেমরসোন্মনাপ্লুতগতি গৌরহরিঃ শোভতে ॥১০৬॥

অন্বয়

চীৎকারৈঃ·········মুখরয়ন্ অট্টঅট্টহাসচ্ছটাবীচীভিঃ নভঃ স্ফুটকুন্দকৈরবগণপ্রোদ্ভাসি কুর্ব্বন্ সর্ব্বাঙ্গং পবনোচ্চলৎচলদলপ্রায়প্রকম্পং দধৎ ; প্রেমরসোন্মদাপ্লুতগতি গৌরহরিঃ শোভতে ॥১০৬॥

মূলানুবাদ

উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ১০৫। শ্রীমুখে তাঁহার উচ্চ প্রেমচীৎকারে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার অট্টট্ট প্রেমহাস্যে দর্শনজ্যোতিতে আকাশ যেন প্রস্ফুটিত কুন্দ ও কুমুদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ প্রেমাবেশে বাহাহত পল্লবের ন্যায় থরথর কাঁপিতেছে। প্রেমরসোন্মাদে আপ্লুতগতি প্রেমমত্ত শ্রীগৌরহরি এইরূপে শোভিত হইতেছেন।১০৬।

টীকা

ধ্বনিহাসমহোজ্জ্বলবিষ্ণুপদঃ পরিশোভিত ঈশবরো বরদঃ ॥১০৬॥ পুনরদ্ভুতচন্দ্রত্বেন উৎকর্ষয়তি নির্দোষ ইত্যাদি। কোঽপ্যনির্ব্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্রো ভাতি। পরমোদ্দীপ্তিলহর্য্যা সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে অদ্ভুতত্বমাহ বিশেষণৈঃ। নির্দ্দোষো নাস্তি দোষা রাত্র্যপেক্ষা যস্য চারু মনোহরং নৃত্যং যস্য সঃ। বিধূতৌ দূরীকৃতৌ মলিনতাবক্রভাবৌ যস্য সঃ। তদ্দর্শনমাত্রেণ মালিন্যকৌটিল্যাদি দূরীভবতি ইতি সূচিতম। নিঃশেষাণাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তাপত্রয়ং পঞ্চভূতেন্দ্রিয়দেবতাজন্যং তস্য হরণায় মহাপ্রেমামৃতং বর্ষিতং শীলং যস্য সঃ। ভাগ্যানামুদয়ো যস্যা সা রুচিরা পরমাসুন্দরী চাসৌ শচীচেতি সা রুচিরশচী, ভাগ্যোদয়া চাসৌ রুচিরশচীচেতি সা, ন তস্যা গর্ভ এব দুগ্ধাম্বুরাশিঃ ক্ষীরসমুদ্রাস্তস্মাদুদ্ভূতো ভক্তানাং হৃদয়ান্যেব চকোরা তৈঃ স্বাদিতা পদরুচিঃ পদাম্বুজমাধুরী যস্য পক্ষে পদং রশ্মি। চন্দ্রস্য রাত্র্যপেক্ষা, নৃত্যাভাবঃ কলঙ্কবক্রতাধ্যাত্মিকাদিতাপহরণাভাবাদেবাস্যাদ্ভুতত্বং তত্তদগুণবৈশিষ্ট্যাৎ।

টীকার তাৎপর্য্য

উদিত হইলে নিজমহিমায় মুহূর্ত্তে অন্ধকারনাশপূর্ব্বক ঐ পথকে প্রদ্যোতিত এবং আনন্দময় করিয়া দেন। তখন অজ্ঞান, অপরাধ, কামক্রোধাদিঅসৎচেষ্টা সাধকের কাছেও আসিতে সমর্থ হয় না। যদি বল প্রদীপ তো তৈল ভিন্ন জ্বলিতে পারে না, পথও আলোকিত করিতে পারে না। সুতরাং শ্রীগৌরহরিকে প্রদীপরূপকে বর্ণনা করিতেছ কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন শ্রীগৌরহরিরূপ এই প্রদীপের তৈল স্নেহ বা উজ্জ্বলরসসার প্রেম। যে আনন্দময় গৌরহরি নবদ্বীপে স্নেহপূরিত দীপরূপে আবির্ভূত হইয়া সংসারপথের শুষ্ক জ্ঞানাদিরূপ কণ্টকসমূহ দূর করিয়া হৃদয়ের তমোনাশ পূর্ব্বক পরম প্রেমানন্দ জীবকে অনুভব করাইতেছেন তাঁহার জয় হউক্॥ যে রুচির দীপতুল্য প্রিয় শচীতনুজ হৃত্তমো নাশ পূর্ব্বক ভুবনে নিজ ভাবমাধুরীরূপ কান্তিচয় প্রকাশিত করিতেছেন তাহার জয় হউক ॥১০৪॥

পুনরায় অদ্ভুত প্রদীপরূপকে শ্রীগৌরাঙ্গের উৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপে প্রেমমাধুর্য্যে

নির্দ্দোষচারুনৃত্যবিধূতমলিনতাবক্রভাবঃ কদাচিন্নিঃশেষপ্রাণিতাপত্রয়হরণমহাপ্রেমপীযুষবর্ষী
উদ্ভূতঃ কোঽপি ভাগ্যোদয়রুচিরশচীগর্ভদুগ্ধাম্বুরাশের্ভক্তানাং হৃচ্চকোরস্বাদিতপদরুচির্ভাতি
গৌরাঙ্গচন্দ্র ॥ ১০৭ ॥

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ নয়নপয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতিমুহুরহো দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতং
উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ করুণকরুণোদ্গীর্ণ হা হেতি রাবো গৌরঃ কোঽপি ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নশ্চকাস্তি ॥১০৮॥

অন্বয়

নির্দোষচারুনৃত্যে বিধূতমলিনতাবক্রভাবঃ কদাচিন্নিঃশেষপ্রাণিতাপত্রয়হরণমহাপ্রেমপীযূষ্‌বর্ষী ভক্তানাং হৃৎচকোরস্বাদিতপদরুচিঃ ভাগ্যোদয়রুচিরশচীগর্ভদুগ্ধাম্বুরাশেঃ উদ্ভূতো গৌরচন্দ্রো ভাতি ॥১০৭॥ স্পষ্টম ॥১০৮॥

মূলানুবাদ

যে চাঁদ উদয়ের জন্য রাত্রির অপেক্ষা রাখেন না অথবা **কলঙ্কশূন্য**। যিনি মনোরম নৃত্য করিতেছেন—জীবের হৃদয় হইতে মলিনতা কপটতা বিদূরিত করিতেছেন—প্রাণিগণের তাপ নিঃশেষে হরণ করিবার জন্য মহাপ্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছেন—ভাগ্যোদয়রুচির শ্রীচীগর্ভদুগ্ধাম্বুধি হইতে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, ভক্তগণের হৃচ্চকোর তাঁহার চরণাম্বুজমাধুরী পানের জন্য সদাই সমুৎসুক, সেই শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপে শোভা পাইতেছেন ।১০৭। কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার ভাব অন্তরে ধারণ করিয়া নয়নসলিলে যিনি পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থল মূহুর্মুহু সিঞ্চন করিতেছেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, ত্যাগ করিতেছেন, করুণ হইতে অতি করুণ উচ্চৈঃস্বরে হা হা রবে ক্রন্দন করিতেছেন, এইরূপ কোনও অনির্ব্বচনীয় গৌরকান্তি ভগবান নিজ ভাবমাধুর্যে শোভা পাইতেছেন ।১০৮। বিগলিত বিশুদ্ধ স্বর্ণের

টীকা

স শচীজলধিজাতনিশাপতিঃ দিনরাত্রিরুচিঃ নটরাজগতিঃ। নিজভক্তচকোরকরস্য পদঃ পারিভাতি পারিভাতি জগত্রয়তাপনুদঃ ॥১০৭ ॥

বিরহিণ্যা রাধিকায়া ভাবমগ্নত্বানুভাবান্ দর্শয়ন্ তমুৎকর্ষয়তি সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ ইত্যাদি। কোঽপি গৌরশ্চকান্তি সর্ব্বত্র নিজভাবং প্রকাশয়ন্ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ব্রজে বিরহিণী শ্রীরাধাস্তস্যা মহাভাবামৃতজলধৌ মগ্নঃ সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ ইত্যাদি বীপ্সায়াং উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাবোঽপি দর্শিতঃ। নয়নাশ্রুজলেন পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং ইত্যেকবচনেন বামগণ্ডস্থলপ্রান্তমিতি বোধ্য বিরহিণ্যা বামহস্তোপবিস্থিতত্বাৎ। গণ্ডস্থলান্তাবিতি বা পাঠঃ। পাণ্ডুত্বেন বৈবর্ণ্যমুক্তম্। দীর্ঘানাং নিঃশ্বাসানাং জাতং সমূহং মূহুর্মুহু মুঞ্চন্

টীকার তাৎপর্য্য

জগতের অন্তর উজ্জ্বলিত করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র রূপ অদ্ভুত প্রদীপ জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছেন। তিনি নিজ অদ্ভুত মহিমায় দুর হইতেই কুতর্কপতঙ্গকুলকে দহন করিতেছেন। অন্যপ্রদীপ তাপদান করে, কিন্তু এই অদ্ভুত প্রদীপ কোটিচন্দ্র, হইতেও সুশীতল। অথচ বিশ্বের নিখিল জ্যোতির বসতিস্থল। অন্যদীপে

বিভ্রদ্বর্ণং কিমপি দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং দিব্যাকারং কিমপি কলয়ন্ দৃপ্তগোপালবালঃ
আবিষ্কুর্বন্ ক্বচিদবসরে তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ ॥১০৯॥
অথাবতারমহিমা—
অকস্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নামলহরীপরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাংতনুভৃতাং
অহো বজ্রপ্রায়ং হৃদপি নবনীতায়িতভূন্নৃণাং লোকে যস্মিন্নবতরতি স গৌরো মম গতিঃ ॥১১০॥

অন্বয়

দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং কিমপি বর্ণং বিভ্রৎ দৃপ্তগোপালবালঃ কিমপি দিব্যাকারং কলয়ন্ কচিদ্ অবসরে তত্তদাশ্চর্যালীলাং আবিষ্কুর্বন্ সাক্ষাৎ রাধামধুরিপুঃ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রো ভাতি ॥১০৯॥

যস্মিন লোকে অবতরতি পুরুভিঃ পাপৈঃ পরীতানাম এষাং তনুভৃতাম্ অপি অকস্মাদেব ভগবন্নাম-লহরী আবির্ভবতি অহো বজ্রপ্রায়ং হৃদপি নবনীতায়িতমভূৎ স গৌরো মম গতির্ভবতু ॥১১০॥

মূলানুবাদ

বর্ণ ধারণ করিয়া দিব্য কিশোর গোপাল বিগ্রহে কখন কখন অবসরকালে যিনি শ্রীরাধামাধবের কৈশোরলীলা প্রকাশ করিতেছেন সেই শ্রীরাধামাধবের একীভূততনু শ্রীগৌরহরি শোভা পাইতেছেন। ॥১০৯॥ যে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে অকস্মাৎ শ্রীভগবানের নামলহরী আবির্ভূত হইলেন। মহাপাপে যে সকল জনের হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়াছিল, তাহাও প্রেমে পূর্ণিত হইয়া নবনীতের ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া গেল, সেই গৌরহরিই আমার গতি।১০১।

টীকা

মূঞ্চন উচ্চৈর্যথা স্যাত্তথা ক্রন্দন্। করুণাদপি করুণো অতিকরুণারসসূচকঃ উদ্গীর্ণো হাহেতি রাবো যস্য ॥ নয়নাশ্রুজলাপ্লুতগণ্ডযুগঃ কলিতশ্বসনব্রজভাববশঃ বিরহার্ত্তিসখীরতিমগ্নতরঃ পরিভাতি চ কোঽপি স্বগৌরবরঃ।১০৮। পরমদিব্যকপোল্লাসেন রাধামাধবয়োরেকীভূতবপুষঃ শ্রীগৌরহরেরুৎকর্ষমুপসংহরতি বিভ্রদ্বর্ণমিত্যাদি। শ্রীগৌরচন্দ্রো ভাতি পরশোভোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্ভূতঃ দহনাদুত্তীর্ণঃ স্বর্ণসম্বন্ধী সারো যত্র তথাভূতং কিমপি বর্ণং বিভ্রৎ। পুনঃ কিম্ভূতঃ দৃপ্ত উদ্দীপ্তরূপঃ গোপালবাল, সন্ কিমপি দিব্যাকারং চিন্ময়বিগ্রহং কলযন কচিদবসরে তাং তামতিচমৎকারকারিণীং গোপালকৈশোরলীলা আবিষ্কুর্বন্ প্রকটয়ন্, সাক্ষাদ্রাধামাধবয়োর্বপুর্যত্র সঃ। সাক্ষাৎ তয়োরেকীভূতশরীরত্বাৎ। বৃষভানু-সুতাবপুরেকতনুঃ কনকোজ্জ্বলভাজিতপুষ্পধনুঃ। কৃতগোপকুমারবিলাসভরঃ পরিভাতি বিধুজ্জ্বল-গৌরবরঃ ॥১০৯॥ (শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষপ্রকরণে নবমোবিভাগ সমাপ্তঃ ॥) ইদানীং শ্রীচৈতন্যাবতারমহিমানং

টীকার তাৎপর্য্য

কোন মাধুর্য্যের অনুভূতি পাওয়া যায় না, কিন্তু এই অদ্ভুতপ্রদীপ দিবারাত্র সমরূপে প্রজ্বলিত থাকিয়া জগতে অত্যুৎকৃষ্ট মধুরিমা বিতরণ করিতেছেন। দীপ স্বভাবতঃ গৃহাদি আবৃত স্থানের অন্ধকার নাশ করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীগৌরহরি বাহ্যান্তরের অন্ধকার সমরূপে নাশ করিতেছেন। মহাভাবময়ী

টীকা

দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে একাবিংশতিপদ্যৈঃ। অত্র প্রথমং ভগবন্নামাবির্ভাবং অতিকঠিনহৃদয়ানাং দ্রবীভাবঞ্চ দর্শয়ন্নতারমহিমানং-মবতারয়তি অকস্মাদিত্যাদি। স গৌরো মম গতির্গম্যঃ যস্মিন্ গৌরহরৌ নৃনাং প্রপঞ্চগোচরে লোকে অবতরতি সতি মহদ্ভিঃ পাপৈর্ব্যাপ্তানাং তনুভৃতাং সম্বন্ধে ভগবতঃ স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম্নাং লহরী 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদীনাং পরিপাটী অকস্মাদেবাবির্ভবতি। অহো আশ্চর্য্যং কো বা গৌরাবতারস্য মহিমা বক্তব্যো যেনৈতেষাং বজ্র প্রায়মতিকঠিনং হৃদপি নবনীতায়িতং স্নেহেন দ্রবীভূতমভূৎ। যস্মিন্ গৌরেঽবতীর্ণে দ্রাগ্ঘরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ আবিঃস্যুশ্চিত্তকৌমল্যং স্যাৎ শ্রীগৌরঃ স মে গতিঃ ॥১১০॥

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীরাধার ভাবে অন্তর ভ্যাবিত করিয়া এবং বাহিরে তাঁহার উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া স্নেহসিক্ত প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিশলাকার ন্যায় তিনি কারুণ্যবশে জগতে প্রকাশিত রহিয়াছেন। কোটিচন্দ্রসুশীতল দূর হইতে কুতর্কপতঙ্গের নাশক উজ্জ্বলিত প্রেমামৃতদানকারী পরমাদ্ভুতদীপস্বরূপ শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি সতত শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশিত রহিয়াছেন ॥১০৫॥ তাঁহার অন্তর রাধাভাবসুবলিত। এই মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক ভাব ও অনুভাবগুলি প্রকটিত হওয়ায় তাঁহার শোভা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া তিনি পরমোৎকণ্ঠাভরে দশদিক মুখরিত করিয়া কখনও রোদনচ্ছলে চীৎকার করিতেছেন. কখনও উদ্ভট আনন্দে অট্ট অট্ট হস্যচ্ছটালহরীতে বিকশিত কুন্দ ও কুমুদ পুষ্পের ন্যায় দশনচ্ছটায় আকাশকে পরমোজ্জ্বল করিতেছেন।

বায়ুপ্রকম্পিতপল্লবদলের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রেমাবেশে কম্পিত হইতেছে। প্রেমবসে মত্ত হইয়া তাঁহার গতি নর্ত্তনে কুন্দনে ভুবনদর্শনীয় হইয়াছে যিনি প্রেমময় নামসংকীর্ত্তনে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, আনন্দহাস্যে বিষ্ণুপদ উজ্জ্বলিত করিয়া বরদ ঈশবর শোভমান হইতেছেন ॥১০৬॥

তাঁহার অঙ্গশোভা অনির্ব্বচনীয়, তাঁহার মনোহর নৃত্যমাধুরী, দর্শনমাত্রে মালিন্য কৌটিল্য প্রভৃতি চিত্তমল দূর হইয়া যায়। নিখিল প্রাণীর তাপত্রয় হরণের নিমিত্ত তিনি অবিরত মহাপ্রেমামৃত বর্ষণ করিতেনেন। এই গৌরচন্দ্র ভাগ্যবতী শচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরসাগরে উদ্ভূত হইয়াছেন। ভক্তগণের হৃদয়রূপ চকোর তাঁহার পদাম্বুজমাধুরী নিয়ত আস্বাদন করিতেছেন এবম্ভূত শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে বিরাজিত। জগতের চাঁদ নৃত্য করে না, রাত্রিকালে মাত্র কিরণদান করে, তাহার কলঙ্ক, বক্রতা, আছে এবং আধ্যাত্মিক তাপহরণে তাহার সামর্থ নাই ; শ্রীগৌরহরি কিন্তু এই সকল পরমাদ্ভুত গুণ-বিশিষ্ট হওয়ায় জগতিক চন্দ্র হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য ॥১০৭॥

বিরহিণী শ্রীরাধিকার ভাবে মগ্নচিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের অনুভব দেখাইয়া উৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন। ব্রজে বিরহিণী শ্রীরাধা যেমন নয়নসলিলে নিরন্তর পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের প্রান্তদেশ সেচন করিতেন, শ্রীগৌরহরিও সেইরূপ নয়নসলিলে নিজ গণ্ডদেশ বিধৌত করিতেছেন। বিরহিণীর

ন যোগো ন ধ্যানং নচ জপতপত্যাগনিয়মা ন বেদা নাচারঃ ক্ব নু বত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ
অকস্মাচ্চৈতন্যেঽবতরতি দয়াসারহৃদয়ে পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদা লুণ্ঠতি জনঃ ॥১১১॥

অন্বয়ঃ

যস্য যোগো ন ধ্যানং ন জপতপস্ত্যাগনিয়মাশ্চ ন বেদা আচারো ন নিষিদ্ধাদ্যুপরতি বত ক্বঃ (এবম্ভূতঃ জনঃ)…চৈতন্যে অবতরতি অকস্মাৎ পুমর্থানাং মৌলিং লুণ্ঠতি ॥১১১॥

মূলানুবাদ

নিষিদ্ধাচারণ বা পাপকর্ম্মাদিতে যাহাদের অতিশয় আসক্তি ছিল, যাহাদের যোগধ্যান তপ ত্যাগ নিয়ম বেদপাট কিছুই ছিল না, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে তাহারাও সহসা পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমধন লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইলেন ।১১১। মহাকর্ম্মস্রোতে পতিত কর্ম্মিদিগের কর্ম্মফলাকাঙ্খায় ব্যাকুল হৃদয় পরমাশ্চর্যবৈভব শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে প্রেমলাভে শান্ত হইল। কর্ম্মত্যাগীর মহাপাষাণতুল্য

টীকা

সাধনমাত্ররহিতানাং নিষিদ্ধাদ্যাসক্তানামপি প্রেমলাভাৎ তদবতারমহিমানমুল্লাসয়তি ন যোগো ন ধ্যানমিত্যাদি। দয়াসারহৃদয়ে শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি সতি যস্য জনস্য যোগাদয়ো ন সন্তি নিষিদ্ধাদৌ পাপকর্ম্মনি বত খেদে কঃ উপরতির্নিবৃত্তিস্তত্র তত্রাতিশয়রতিরিত্যর্থঃ। স জনঃ পুমর্থানাং মৌলিং প্রেমাণং পরমোৎকৃষ্টং ইহ সংসারে মুদা হর্ষেণ লুণ্ঠতি বলাৎকারেণ গৃহ্ণাতি। বত ইত্যত্রৈবান্বিতং আশ্চর্যার্থং কিমাশ্চর্য্যমেবস্তুতস্যাপি তাদৃক প্রেমলাভঃ কোঽসৌ অবতারমহিমা! নাস্তি যোগাদিকং যস্য নিষিদ্ধাচরণং সদা লুণ্ঠতি প্রেমরত্নং স গৌরেঽবতরতি প্রভৌ। ১১১॥

টীকার তাৎপর্য্য

স্বভাববশে বামহস্তের উপর গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া অবস্থান করায় উভয় নয়নের অশ্রুজলে তাঁহার বামগণ্ড সিঞ্চিত হইতেছে। পাণ্ডু শব্দে তাঁহার প্রেমাবেশে বিবর্ণতা সূচনা করিতেছে। শ্রীরাধিকা প্রাণনাথের বিরহে মুহুর্মুহুঃ যেমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন, বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমকে কাঁদাইয়া উচ্চৈঃস্বরে করুণ রোদন করিতেন, শ্রীগৌরহরিও সেইরূপ করুণ হইতেও অতি করুণ হাহারবে ক্রন্দন করিতেছেন। সেই কৃষ্ণবিরহিণী-রাধাভাবমগ্ন শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপে দীপ্তি পাইতেছেন ॥১০৮॥ শ্রীবৃন্দাবনে মাধব ছিলেন মদনমোহন এবং শ্রীরাধা ছিলেন তাঁহারও মনমোহিনী, ইহাদের রূপমাধুরী ত্রিভুবনকে চমৎকৃত করিয়া নিরন্তর পরস্পরকে মোহিত করিয়া রাখিত। সেই দুই রূপমাধুরী আজ শ্রীগৌরহরিতে একীভূত হইয়াছে। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। স্বর্ণ যেমন ক্ষালিতমল হইয়া উজ্জ্বল দ্যুতিতে অগ্নি হইতে বহির্গত হয়, শ্রীগৌরহরি তেমনি অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছেন। শুধু রূপমাধুরীতেই তিনি অনির্ব্বচনীয় নহেন কখনও কখনও চিন্ময় দীব্যগোপকিশোর রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বভূতচমৎকারিণী মদনগোপালের কৈশোরলীলা সাক্ষাৎ প্রকটিত করিয়াছিলেন। সেই

মহাকর্ম্মস্রোতোনিপতিতমপি স্থৈর্য্যময়তে মহাপাষাণেভ্যোঽপ্যতিকঠিমেতি দ্রবদশাং
নটত্যূর্দ্ধং নিঃসাধনমপি মহাযোগিমনসাং ভুবি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি মনশ্চিত্রবিভবে ॥১১২॥
স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতচন্দ্রে পরামাবিষ্ক‍ুর্ব্বন্তি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥১১৩॥

অন্বয়

চিত্রবিভবে শ্রীচৈতন্যে ভুবি অবতরতি মহাকর্ম্মস্রোতনিপতিতমপি মনঃ স্থৈর্য্যময়তে ইত্যাদি ॥১১২॥
স্পষ্টম ॥১১৩॥

মূলানুবাদ

অতি কঠিন চিত্ত প্রেমে দ্রবীভূত হইল। মহাযোগিগণের মন সকল সাধন ত্যাগ করিয়া প্রেমাস্বাদপুলকে মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে লাগিল। ১১২। শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনের রাগানুগা প্রেমভক্তি প্রকট করিলে তাহার মাধুর্য্যে পুলকিত হইমা বিষয়িগণ স্ত্রী পুত্রের কথা ভুলিয়া গেল, পণ্ডিত শাস্ত্র-বিচার ভুলিল, যোগী প্রাণায়ামাদির ক্লেশ ত্যাগ করিল, তপস্বী তপস্যা ভুলিল, যতিগণ নির্ভেদ ব্রহ্মানু-সন্ধান রূপ জ্ঞানের বিধি ভুলিয়া গেল।১১৩।

টীকা

তদবতারেণ সর্ব্বেষামন্যানি সাধনানি বিঘটয্য তৎপ্রেমসাধনমেব স্থাপিতমিতি তদবতারমহিমানং প্রকটয়তি মহাকর্ম্মস্রোত ইত্যাদি। ভুবি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি সতি চিত্রমাশ্চর্য্যং বিভবো যস্য তস্মিন্ কর্ম্মিমাং মনঃ মহাকর্ম্মরূপেষু স্রোতঃসু প্রবাহেষু পতিতমপি স্থৈর্যাময়তে তৎপ্রেমানং প্রাপ্য স্থিরী-ভবতি। মহাপাষাণেভ্যোঽকর্ম্মশিলাভ্যোঽতিশয়কঠিনমপি মনঃ দ্রবদশামেতি প্রেমদ্রবীভূতং ভবতি। এতেনাবতারস্য মতিমোক্তা। ত্যক্তকর্ম্মাগ্রহঃ কর্ম্মশীলোঽদ্দবতাং গতঃ। নটাত্যূর্দ্ধং যোগিমনো গৌরে প্রকটতাং গতে ॥১১১॥

বিষয়িনো দার্শনিকা যোগীন্দ্রাস্তাপসা যতয়শ্চ চৈতন্যাবতারে স্বস্বমতং ত্যক্ত্বা ভক্তিরসমাত্রৈকনিষ্ঠা অভবন্নিত্যাহ স্ত্রীপুত্রাদীত্যাদি। চৈতন্যচন্দ্রে পরাং নিগূঢ়প্রেমলক্ষণানুভাবিকাং ভক্তিযোগস্য পদবীং রাগানুগীয়মার্গং আবিষ্কর্বতি প্রাকট্যমানীতে সতি বিষয়িনঃ প্রাকৃতবিষয়চেষ্টাবন্তঃ স্ত্রীপত্রাদিকথাং

টীকার তাৎপর্য্য

গৌরচন্দ্র নদীয়া উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন ॥১০৯॥ ইদানীং শ্রীচৈতন্য অবতারে মহিমা এক-ত্রিংশতি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। প্রথমে শ্রীগৌরভগবান নামের আবির্ভাব ঘটাইয়া যেরূপে অতি কঠিন হৃদয়সকলকে দ্রবীভূত করিয়াছিলেন তাহাই বর্ণন করিতেছেন। আমি সেই গৌরহরির শরণাগত হইতেছি। যে গৌরহরি নরলোকে অবতরণ করিলে সর্ব্বশক্তিপূর্ণ 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি ভগবন্নাম অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের পাপ নাশ করিয়াছিল। যে গৌরহরি বজ্রপ্রায় অতি কঠিন হৃদয়কে প্রেমমাধুর্য্যে দ্রবীভূত করিয়া নবীনততুল্য করিয়াছিলেন অহো আশ্চর্য্য কে সেই গৌরাঙ্গের মহিমা বলিতে সমর্থ ॥১১০॥ ভগবৎকৃপাভাজান ব্যক্তি উপযুক্ত সাধন করিয়া প্রেমলাভ

অভূদ্ গেহে গেহে তুমুলহরিকীর্ত্তনরবো বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥১১৪॥

অন্বয়

জগতি গৌরে অবতরতি আম্নায়াদপি দরীয়সী স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী অপ্যভূৎ গেহে গেহে····· পুলক ব্যতিকর বভৌ ।১১৪। কনকরুচিরাঙ্গে কৃষ্ণে অবতরতি অকস্মাদেব মহাপ্রেমাম্ভোধেঃ

মূলানুবাদ

এই জগতে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতরণ করিলেন, সকল স্নেহই পরমমধুর উজ্জ্বল ব্রজপ্রেম পদবীতে আরোহণ করিয়া জীবকে অমৃতময় করিয়া দিল। এই ব্রজ-প্রেম কিন্তু শ্রুতিরও অগোচার ছিল। তাহার ফলে গৃহে গৃহে উঠিল তুমুল সংকীর্ত্তনের রোল, আর দেহে দেহে হইল অশ্রুকম্প পুলকের বিরাট সমারোহ।১১৪। স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে মহাপ্রেমসাগরে এক অপূর্ব্ব রসবন্যা আসিয়া

টীকা

জহুস্ত্যক্তবন্তঃ। বুধাঃ ষাড়দার্শনিকা আলঙ্কারিকাশ্চ প্রবাদং প্রকৃষ্টবিচারং, যোগীন্দ্রা আরূঢ়যোগা মরুন্নিয়মঃ পবন-বশীকরণং তজ্জন্যক্লেশং জহুঃ। তাপসাস্তপো দেহেন্দ্রিয়ক্লেশংজহুঃ বিষমিপ্রভৃতয়স্বস্বসাধনং ত্যক্ত্বা রাগানুগীয়ভক্তিরস এব মগ্না বভুবুরিত্যাহ নৈবান্য আসীদ্রস ইতি। ভক্তিরসং বিনা অন্যো বিষযাদি রসো নাস্তীত্যর্থঃ ।। বিষয়িবুধযোগীন্দ্রযতয়স্তাপসা অপি জহুঃ স্বং সাধনং ভক্ত্যা চৈতন্যে প্রকটং গতে ॥১১৩॥

সর্ব্বতোম্বনানুভাবসাত্ত্বিকপ্রচারকত্বেন শ্রুতিবিপ্রকৃষ্টস্নেহপরমমধুরোৎকর্ষপদবীপ্রকটত্বেনাবতার-মহিমানং প্রোদঘাটয়তি। অভুদ্গেহে গেহে ইত্যাদি। জগতি গৌরহরৌ প্রাকট্যং প্রাপ্তে গেহে গেহে

টীকার তাৎপর্য্য

করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মাদিতে আসক্ত তাহাদের হৃদয়ে সাধনানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি না থাকায় প্রেমলাভ সম্ভাবনা একেবারেই নাই। এ হেন অযোগ্যজনকেও সুদুর্লভ প্রেমদান করায় শ্রীগৌরহরির মহামহিমা প্রকটিত হইয়াছে—গ্রন্থকার এই শ্লোকে ইহাই প্রকটিত করিলেন। যাহাদের যোগাদি সাধন ছিল না, যাহারা পাপকর্ম্মে অতিশয় আসক্ত ছিল এ হেন জনও পরমদয়ালু শ্রীমন্মহা-প্রভুর আবির্ভাবে বলপূর্ব্বক প্রেমসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য এইপ্রকার জনও যাঁহার কৃপায় প্রেমলাভ করে তাঁহার মহিমা কে বর্ণন করিবে!! যাহাদের যোগসাধন নাই সর্ব্বদা নিষিদ্ধাচরণে রত তাহারাও শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে বলপূর্ব্বক প্রেমসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে ॥·১ ॥

শ্রেয়োলাভের কর্মযোগাদি বহু সাধন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্নপ্রকারের অধিকারী বিভিন্ন সাধন করিয়া কাঙ্খিত ফললাভ করে। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবে জীব প্রেমমাধূর্য্য আস্বাদন করিয়া অন্য সাধনে বিরত হইয়াছে। এইরূপে এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের মহামহিমা প্রকটন করিতেছেন। কর্ম্মবশে সংসারে আগত কর্মিগণের মন নিরন্তর কর্ম্মস্রোতের মহান প্রভাবে পতিত

অকস্মাদেবৈতদ্ভুবনমভিতঃ প্লাবিতমভূৎ মহাপ্রেমাম্ভোধেঃ কিমপি রসবন্যাভিরখিলং
অকস্মাচ্চাদৃষ্টাশ্রুতচরবিকারৈরলমভূচ্চমৎকারঃ কৃষ্ণে কনকরুচিরাঙ্গেঽবতরতি॥১১৫॥

অন্বয়

রসবন্যাভিরখিলং ভুবনমভিতঃ কিমপি প্লাবিতমভূৎ। অকস্মাচ্চাদৃষ্টাশ্রুতচরবিকারৈঃ (সর্ব্বভুবনাস্থানাং) অলা চমৎকারোঽভূৎ।১১৫।

মূলানুবাদ

অখিল ভুবনকে সর্ব্বতোভাবে অকস্মাৎ প্লাবিত করিল। অশ্রুতাদৃষ্টচর প্রেমবিকারে সহসা জগতের সকল জন অলঙ্কৃত হইয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।১১৫। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া দুর্ব্বার

টীকা

সর্ব্বত্র তুমুলশ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনরবোঽভূৎ। প্রতি দেহে বিপুলানাং রোমাঞ্চানাং নেত্রজলানাঞ্চ ব্যতিকরঃ সমূহো বভৌ শোভতে স্ম। স্নেহে স্নেহে পরমা চ মধুরা চ যা উৎকর্ষপদবী শ্রুতেরপি দবীয়সী দূরতরা যদবতারে সাপি সর্ব্বত্র প্রকটীভূতা। স্নেহঃ প্রেমপরিপাকঃ। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনং গেহে দেহে চ পুলকাদয়ঃ। স্নেহেঽপ্যুৎকর্ষতা গৌরেঽবতীর্ণে শ্রুতিদুষ্করা।১১৪। পরমপ্রেমরসাম্বুধিবন্যাভুবনপ্লাবকত্বেন তদ্বিকার চমৎকারকত্বেন তদবতারমহিমত্বং প্রকটয়তি অকস্মাদেবৈতদ্ভুবনমিত্যাদি কৃষ্ণে সর্ব্বাকর্ষকচিদানন্দময়-স্বয়ংভগবতি কনকেভ্যোঽপি রুচিরাণি মনোরমাণ্যঙ্গানি যস্য শ্রীরাধিকাস্বরূপত্বাৎ তস্মিন্নবতরতি মহা-প্রেমাম্ভোধেঃ রসবন্যাভিরেতদ্ভুবনমখিলমভিতঃ সর্ব্বতোঽকস্মাদপি প্লাবিতং পূর্ণমভূৎ এবমকস্মাচ্চাদৃষ্টা-শ্রুতপূর্ব্বৈশ্চ প্রেমবিকারৈরলমত্যর্থং চমৎকারোঽভূৎ সর্ব্বভুবনস্থানামিতি শেষঃ। কৃষ্ণেঽবতীর্ণে

টীকার তাৎপর্য্য

হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, মুহূর্ত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় প্রেমধন লাভ করিলে তাহাদের চিত্ত চিরতরে স্থির হইয়া যায়। যাঁহারা ভক্তিলেশহীন-জ্ঞানরূপ মহাশৈলে আবদ্ধ হইয়া অতি কঠিনচিত্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা কর্ম্মযোগে আগ্রহ তাগ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা হইলে তাহাদের চিত্তও প্রেমরসে মুহূর্ত্তমধ্যে দ্রবীভূত হইয়া শ্রীভগবচ্চ-রণাভিমুখে ধাবিত হয়। যে সকল যোগী সাধনসামর্থ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়াছেন, শ্রীমহাপ্রভুর করুণা প্রাপ্ত হইলে তাহাদেরও মন প্রেমরসাস্বাদে প্রফুল্ল হইয়া সেবার উৎকণ্ঠায় নৃত্য করে এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মহিমা বর্ণন করা হইল। যাঁহারা কর্ম্মাগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা কর্ম্মশীল শ্রীগৌরকৃপায় তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং মহাযোগিগণের চিত্ত আনন্দে নৃত্য করে॥ ১২॥

বিষয়িগণ স্ত্রীপুত্রাদি সম্বন্ধীয় কথায় আনন্দানুভব করে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে প্রেম-রসাস্বাদে বশীভূত হইয়া তাহারা স্ত্রী পুত্রাদির কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। শ্রীগৌরহরি প্রকটিত হইয়া রাগানুগমার্গীয় ভক্তিযোগের পদবী আবিষ্কার করিলে দার্শনিক পণ্ডিত দর্শনচর্চ্চা ভুলিয়া গিয়াছিল, আলঙ্কারিক অলঙ্কারবিচার ভুলিল, যোগীন্দ্র যোগাভ্যাস ভুলিয়া গেল, তপস্বী তপস্যা ভুলিল,

টীকা

গৌরাঙ্গে প্লাবিতং ভুবনং রসৈঃ। প্রেমাম্বুধেঃ বিকারৈশ্চ পরমাশ্চর্য্যমপ্যভূৎ।১১৫। অতিদুর্লভপ্রেম-বস্তুনঃ সর্ব্বজনসাধারণপ্রাপকত্বেনাবতারমহিমানমুল্লসয়তি উদ্‌গৃহ্নন্তীত্যাদি। দুর্ব্বারশ্চাসৌ গর্ব্বশ্চেতি দুর্ব্বারগর্ব্বস্তং কুর্ব্বন্তি দুর্ব্বারগর্ব্বায়িতা। বারয়িতুমশক্যং গর্ব্বং কৃতবন্তো জনাঃ সমস্তশাস্ত্রং সর্ব্বে উদ্‌গৃহ্নন্তি সংগৃহ্নন্তি কিম্বা প্রোদ্দেঘাষ্য ব্যবসন্তি। অস্মাভিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণি ব্যবসিতানি। অস্মাকং সমঃ কো বাধিকশ্চেতি দুর্ব্বারাহংবুদ্ধয়ঃ। এবমাত্মানং স্বাং ধন্যং মন্যন্তে ধন্যম্মন্যা এবম্ভুতা ধীর্বুদ্ধির্যেষাং তে ধন্যম্মন্যধিয়শ্চ। কর্ম্ম স্মৃত্যাদ্যুক্তনিত্যনৈমিত্তিকাদিঃ। তপঃ স্বর্গাদ্যুদ্দেশকক্লেশসহনাদি সাধনবিশেষঃ। আদিনা সাংখ্যযোগাদিরেষু উচ্চাবচেষু স্থিতা স্তেভ্যোঽচলিতাঃ। তেষু মধ্যে কেচন জনাঃ দ্বিত্রাণ্যেব

টীকার তাৎপর্য্য

নির্বিশেষ জ্ঞানী ব্রহ্মানুসন্ধান ভুলিল, তাহারা সকলে রাগানুগ-ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া বিষয়াদিতে রসগ্রহণে অসমর্থ হইল। শ্রীচৈতন্য প্রকট হইলে বিষয়ী, পণ্ডিত, যোগীন্দ্র, সন্ন্যাসী, তপস্বী সকলেই নিজ'নিজ সাধন ভুলিয়া গিয়াছিল ॥১১৩॥

প্রেমের স্বরূপ শ্রুতি অভিধাবৃত্তিতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কেবল ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" রসবস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই এই ত্রিতাপহত জীব আনন্দী হইবে। 'এব' কার অর্থে 'হি' শব্দ দিয়া বুঝাইয়াছিলেন—ইহা ভিন্ন আনন্দী হইবার দ্বিতীয় উপাই নাই। কিন্তু সেই রস-বস্তুর পরিচয় লোকের অগোচর ছিল। সুতরাং তাহাকে লাভ করিরা আনন্দী হওয়ার প্রশ্নও উঠিতনা। আর এই প্রেম যদি মানবীয় সাধনার দ্বারা প্রাপ্তির যোগ্য বস্তু হইত তাহা হইলেও মহর্ষিগণ একবার ইহা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। এই রস বা প্রেমবস্তুটি একমাত্র সঞ্জাতপ্রেম ভক্ত এবং শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন মিলিবার নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া এবার যখন সেই অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি আপামর সকলকে দান করিলেন, সাধনার কথা দূরে গেল, নিরপরাধী জীব মাত্রেরই দেহেন্দ্রিয়মনে সেই প্রেমরসের অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভোগ চলিতে লাগিল। অনুভব এবং সাত্ত্বিক ভাবের উৎকর্ষে তাঁহারা পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের অন্তর রসময় শ্রীরাধামাধবের অবিচল ধ্যানে এবং নিজ ভাগবতী তনুর অনুভূতিতে মগ্ন রহিল। তাঁহাদের অন্তরের সমস্ত স্নেহ প্রীতি শ্রীরাধামাধবের সুখময় নিকুঞ্জসেবাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলের দেহেই অশ্রু কম্প ও পুলকের বিপুল সমারোহ। গৃহে গৃহে প্রেমোন্মত্তকণ্ঠে শ্রীহরির সংকীর্ত্তনের তুমুল রব শুনা যাইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে শ্রুতিগোপ্য ব্রজের মধুর প্রেম সকলের অনুভবগোচর হইল ॥১১৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমরসের সাগর উচ্ছলিত করিয়া তাহার বন্যায় ভুবন আপ্লাবিত করিয়াছিলেন, এইরূপে তাহার মহিমা এই শ্লোকে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন। কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক চিদানন্দ স্বয়ং ভগবান। তিনি যখন রাধাপ্রেমের মধুরিমা আস্বাদনের অভিলাষে কমল হইতেও রুচির

উদ্‌গৃহ্নন্তি সমস্তশাস্ত্রমভিতঃ তুব্ব´রগব্ব´ায়িতা ধন্যন্মন্যধিয়শ্চ কর্ম্মতপসাত্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ
দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচনঃ হরের্ণামানি বামাশয়াঃ পূর্ব্বং সম্প্রতি গৌরচন্দ্রে উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ ।১১৬।

অন্বয়ঃ

পূর্ব্ব´ং তুব্ব´রগব্ব´ায়িতা জনাঃ সমস্তশাস্ত্রমভিতো উদ্‌গৃহ্নন্তি, এবং ধন্যন্মন্যধিয়ঃ (জনাঃ) কর্ম্মতপসাদ্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ। তেষাং মধ্যে কেচন দ্বিত্রাণ্যেব হরের্ণামানি জপন্তি তত্রাপি বামাশয়ঃ। সম্প্রতি গৌরচন্দ্রে উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ অভূৎ।১১৬। সুরপ্রার্থ্যপাদাব্জসেবে চৈতন্যনাম্নি দেবে অবতরতি বিশ্বদ্রীচী সুমধুরপ্রেমপীযূষবীচী প্রবিস্তারয়তি। কোবালকঃ কো বৃদ্ধঃ কা বধূ কঃ জড়মতি কো বরাকঃ

মূলানুবাদ

গব্ব´যুক্ত হইতেন। তাহাতেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া ঐহিক পারত্রিক সুখলোভে যাগজজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। কেহবা স্বর্গাদির উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করিতেন কেহ বা সাংখ্য যোগ প্রভৃতি উচ্চাবচ সাধনপথ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেন। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান দিবসে মাত্র তুই তিনবার শ্রীহরিনাম জপ করিতেন। সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে অপরূপ প্রেমসম্পদও সাধারণের গোচর হইয়াছে।১১৬। দেবতাগণও যঁাহার পাদাব্জসেবা প্রার্থনা করেন সেই শ্রীচৈতন্য নামক দেব আবির্ভূ´ত হইলে সুমধুর প্রেমপীযুষতরঙ্গে বিশ্ব ব্যাপ্ত হইল। তাহাতে ডুবিয়া বালক বৃদ্ধ

টীকা

হরের্ণামাণি জপন্তি তত্রাপি বামাশয়া বাম কুটিল আশ্রয়োঽভিপ্রায়ো যেষাং তেষাং কর্ম্মাদিদোষবহুলত্বা-দেবং সক্ত´ পূব্ব´মাসীৎ। সম্প্রতি গৌরচন্দ্রে উদিতে প্রেমা সাধারণো ঽভূৎ আপামরসব্ব´জনপ্রাপ্তত্বাৎ। অহো কো বায়মবতারমহিমা চন্দ্ররূপকত্বেন তত্তদ্বিষয়াগ্রযতমোনাশকত্বং প্রেমামৃতেন ভাবৌষধিবর্দ্ধনঞ্চ ধ্বনিতম্। শাস্ত্রগব্ব´ায়িতা কর্ম্মতপোনিষ্ঠাশ্চ কেচন। পূর্ব্ব´ং সম্প্রতি গৌরাবির্ভাবে প্রেমা সমোঽভিতঃ ॥১১৬॥ তত্তুজ্জ্বলস্য সাধারণ্যং দর্শয়ন্ দর্শয়ত্যবতার মহিমানং দেবে চৈতন্যনামনীত্যাদি। দেবে স্বপ্রেম্না ক্রীড়নস্বভাবে কিংবা দিব্যতি সংসারং জাপয়িতুমিচ্ছতি সব্ব´জনান সংসারজয়নে প্রযোক্তুমিচ্ছতি ইতি দেবস্তস্মিন্। যদ্বা দীব্যতি প্রেমধনেন ব্যবহরতীতি দেবঃ যদ্বা দিব্যতি দ্যোততে

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীরাধাকান্তি ধারণ করিয়া আবিভূ´ত হইলেন, তখন মহাপ্রেমসাগরে যে রসবন্যার আবির্ভাব হইল, তাহাতে সকল ভুবন প্লাবিত হইল। এইপ্রকার অদ্ভুত অদৃষ্টচর প্রেমবিকারে নিখিল ভুবনের জীবকুল সহসা প্রেমমাধুর্য্যে চমৎকৃত হইয়াছিল। গৌরকৃষ্ণের আবির্ভাবে রসমাধুর্য্যে জগৎ প্লাবিত হইল এবং অদ্ভুত প্রেমবিকারে সকলে পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥১১৫॥ ভগবৎপ্রেম বস্তুটিই ছিল মহামুনিরও পরম তুল´ভ। ইহা যে সাধারণ জনে লাভ করিতে পারিবে, তাহা কেহ ভাবিতেও পারিতেন না। গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে সেই অঘটন ঘটিয়া গেল। বেদাদিনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ অভিলাষ সিদ্ধির জন্য নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ভগবানের নাম কখনও কখনও গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে যে তুব্ব´ার গব্ব´ ছিল তাহা নামের ফল প্রেমসম্পৎ তাহাদিগকে পাইতে দিত না। তাহারা মনে করিতেন

দেবে চৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্যপাদাব্জসেবে বিশ্বদ্রীচীপ্রবিস্তারয়তি সুমধুরপ্রেমপীযূষবীচীঃ।
কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতি কা বধূ কো বরাকঃ
সর্ব্বেষামৈক্যরস্যং কিমপি হরিপদে ভক্তিভাজাং বভূব ॥১১৭

অন্বয়

হরিপদে ভক্তিভাজাং সর্ব্বেষাং কিমপ্যৈকরস্যমভূৎ।১১৭। পূর্ণপ্রেমৈরসেশ্বরে শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি অবতরতি সর্ব্বে শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেবহুলায়ধোঽপি মিলিতঃ। তে বৃষ্ণয়ঃ

মূলানুবাদ

জড়বুদ্ধি কুলবধূ নির্ব্বোধ জন প্রভৃতি সকলেই হরিপদেপরম ভক্তিলাভ করিয়া সমভাবে ব্রজপ্রেমে রসিক হইলেন।১১৭। পূর্ণ প্রেমরসেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বে আবির্ভূত হইলে শঙ্কর নারদাদি পার্ষদগণ

টীকা

পরমচমৎকারকারি-রূপমাধুর্য্যাদিবিশিষ্টমাত্মানং প্রকাশয়তীতি দেবঃ। যদ্বা দিব্যতি স্ব-প্রেমাস্বাদনেন মাদ্যতীতি দেবঃ। যদ্বা দিব্যতি ক্বচিদ্বিরহিণীভাবাবস্থয়া স্বপিতি মূর্চ্ছতি ইতি দেবঃ। অথবা দীব্যতি তীর্থান্যটতি লোকে তীর্থপাবনস্বভক্তিপ্রচারণেচ্ছুরিতি দেবঃ। দীব্যতি হ্লাদিনীশক্তিসারাংশভূত-রাধিকাভাবরূপাঙ্গীকরণস্বমাধুর্য্যমাস্বাদিতুমভিলসতীতি দেবঃ। দিবঃ ক্রীড়া বিজিগিষেচ্ছাব্যবহারস্তবেষু চ। দ্যুতিমোদমদস্বপ্নগতিকান্তিস্থ বর্ত্ততে। তস্মিন দেবে চৈতন্যাখ্যে। সুরৈঃ প্রার্থ্যা অভিলসনীয়া পাদপদ্মযোঃ সেবা যস্য তস্মিন্নবতরতি সতি। তদনন্তরং স্বমাধুর্য্যবিশিষ্টো য প্রেমা স এব পীযূষমমৃতং তস্য বীচীস্তরঙ্গাঃ। কিম্ভূতাং? বিশ্বমঞ্চতি ব্যাপ্নবস্তি তা বিশ্বদ্রীচ্য বিষ্ককপূর্ব্বাঞ্চতে ক্বিপ্, বিশ্বগেদব সর্ব্বাদের্জাদ্রিরিতি তদ্রিরাগমঃ অঞ্চুত্তরপদাদিতি ঈপ্ প্রত্যয়ঃ। তদ্ধিত যাচৌ শসাদীতি শসাদিতাদ-কারলোপঃ পূর্ব্বো দীর্ঘঃ ততঃ শসি কৃতে বিশ্বদ্রীচীঃ স্বমধুর প্রেমপীযূষবীচীঃ প্রকৃষ্টং যথা স্যাৎ তথা বিস্তারয়তি সতি সর্ব্বেষাং বালকাদীনাং হরিপদে ভক্তিভাজামৈকরস্যং কিমপি বভুব। বালাদয় সর্ব্বে প্রেমরসরসিকাঃ বভুবুরিত্যর্থঃ। বালবৃদ্ধবধূক্ষুদ্রজড়ান্ধবধিরাদয় বভুবুঃ প্রেমরসিকাঃ গৌরে দেবেঽব-তারিণি ॥১১৭॥ তৎপার্ষদাবতারপ্রয়োজকত্বেন শ্রীচৈতন্যাবতারমতিমানং ব্যঞ্জয়তি সর্ব্বে শঙ্করনারদাদয় ইহেতি। গৌরচন্দ্রে ভুবি পৃথিব্যামবতরতি সতি সর্ব্বে শঙ্করাদয় ইহায়াতাঃ প্রকটীভূতাঃ। গৌরচন্দ্রে কিম্ভূতে পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবতি প্রেমরসেশ্বরে প্রেমরসরসিকশিরোমণৌ। শঙ্করঃ সদাশিবঃ প্রকাশভেদেনা-দ্বৈতস্বরূপমায়াতঃ। শঙ্কর ইতি শং লোকানাং পরমমঙ্গলং করোতি। মঙ্গলকারিত্ব তি জনান্

টীকার তাৎপর্য্য

আমরা সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, আমরা যোগপারগামী হইয়াছি, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা জীবন্মুক্ত হইয়াছি, আমাদের জীবন ধন্য, আমাদের তুল্য জগতে আর কে আছে। এই প্রকার অভিমানে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ ছিল ইহাদের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান দিবসে দুই তিন বার হরিনাম জপ করিতেন। কিন্তু তাহাদের চিত্তটি ছিল কুটিল এবং কর্মবিপাক ছিল বহু। এই জন্য নাম লইলেও

সর্ব্বে শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতা স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেব হলায়ুধোঽপিমিলিতো জাতাশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ।
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ পূর্ণে প্রেমরসেশ্বর হবতরতি
শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ।১১৮।

অন্বয়

জাতাশ্চ কিং ভূয়ঃ ব্রজবাসিনঃ গোপালগোপ্যাদয়োঽপি প্রকটা জাতা ।১১৮।

মূলানুবাদ

পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। প্রকাশভেদে স্বয়ং মহালক্ষ্মী প্রভু বলরাম এবং বৃষ্ণিকুলের সকল পরিষদই জাত হইলেন। অধিক আর কি বলিব গোপাল গোপী প্রভৃতি ব্রজবাসিগণও প্রকটিত হইলেন ।১১৮। হেমবর্ণ শ্রীহরি যখন জগতে অদ্ভুত নিজ প্রেমা বিতরণ করিলেন ব্রজের দাসগণ সখাগণ

টীকা

হরিভক্তিরহিতান্ দৃষ্ট্বা করুণস্তানুদ্ধর্তু কামঃ—শ্রীকৃষ্ণমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার ইতি মহৎপ্রসিদ্ধঃ। তৎপ্রসিদ্ধ্যা মমাপি শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকে "দৃষ্ট্বা ভূচক্রলোকান্ কলিমলমলিনান্ শ্রীহরের্ভক্তিহীনান্ শ্রীকৃষ্ণং সংসেব্য নিত্যং পরিমলতুলসীমঞ্জরীপুষ্পসংঘৈঃ। যঃ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণং ভুবনগুরুমবাতারয়ৎ প্রেমদং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যং কৃপয়তু স মামীশ্বরো বিশ্ববন্ধুরিতি।" নারদাদয়ঃ শ্রীবাসাদিস্বরূপা স্বয়ং শ্রীরপি মহালক্ষ্মীরপি লক্ষ্মীপ্রিয়ায়াঃ বিষ্ণুপ্রিয়ায়াং গদাধরেঽপি প্রাপ্তঃ অবতারঃ। যদ্বা স্বয়ং শ্রীরাধা নানা-প্রকাশভেদেন শ্রীবৃন্দাবনে গোপীস্বরূপা। একপ্রকাশেন শ্রীচৈতন্যেনাভিন্না প্রকাশান্তরেণ গদাধর-পণ্ডিতস্বরূপা অন্যেন প্রকাশেন দাসগনাটরস্বরূপা। যথা স্বয়ং ভগবান প্রকাশভেদেনাবতরতি তথা স্বয়ংশ্রীহ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকা চ। দেহো হলায়ুধোঽপি মিলিতঃ। দিব্যতীতি দেব দিবধাতুঃসর্ব্বার্থ-সঙ্গতিকঃ তেন স্বয়ঃ ভগবতোঽভিন্নপ্রকাশোহলায়ুধ বলভদ্রোঽপি মিলিতঃ নিত্যানন্দস্বরূপেণ বিরাজিতঃ। হলায়ুধ ইতি পাষণ্ডদলনপূর্ব্বকগৌরভক্তিপ্রচারকত্বসূচকঃ। বৃষ্ণয়ো যাদবা অপি জাতা প্রকটী-ভূতাঃ। শচীজগন্নাথমিশ্রৌ কশ্যপাদিতিবসুদেবদেবকীনন্দযশোদাদীনাং প্রকাশভূতৌ। কিং কথয়ামি ভূয়ঃ ব্রজবাসিনঃ শ্রীনন্দাদয় গোপাল দাসা সখায়শ্চ গোপ্যঃ সখ্যো দাস্যশ্চ। আদিপাদনে যোগমায়া-বনদেব্যশ্চ প্রকটা অবতেরু। অতস্তৎপ্রকাশলক্ষণন্তু "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা সর্ব্বথা

টীকার তাৎপর্য্য

প্রেমরস তাঁহাদের আস্বাদ্য হইত না। সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে আপামর সকল জনেই সেই অদ্ভুত প্রেমরসাস্বাদে বিভোর হইয়া গেলেন। অহো! গৌরচন্দ্রের কি আশ্চর্য্য মহিমা। চন্দ্রের সহিত তুলনা দিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন—চন্দ্র যেমন তমোনাশ করে ও ঔষধিকুলকে বর্দ্ধিত করে তেমনি গৌরহরি আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মজ্ঞানযোগে অতিশয় আগ্রহ রূপ তমোধর্ম্ম নাশ করিয়াছেন এবং প্রেমামৃতে সর্ব্বজনের হৃদয়ে ভাবৌষধি বর্দ্ধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে কেহ ছিল শাস্ত্রগর্ব্বে বিভোর কেহবা কর্ম্মতপোনিষ্ঠ, সম্প্রতি গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে তাঁহারা সকলে সমভাবে প্রেমরসলাভ করিয়াছেন ।১১৬। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় ব্রজের উজ্জ্বলপ্রেমরসে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ প্রদর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ

ভৃত্যা স্নিগ্ধা অতিসুমধুরপ্রোজ্জ্বলোদারভাজস্তৎপাদাব্জদ্বিতীয়সবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ
আপুঃপূর্ব্বাধিকতরমহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীং স্বপ্রেমানং বিতরতি জগত্যদ্ভুত হেমগৌরে।১১৭।

অন্বয়

হেমগৌরে জগতি অদ্ভুতং স্বপ্রেমানাং বিতরতি সতি ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধাঃ অতিসুমধুরোজ্জ্বলোদারভাজঃ (প্রেয়স্য) তৎপাদাব্জদ্বিতীয়সবিধে সর্ব্বে এব অবতীর্ণাঃ সন্তঃ পূর্ব্বাধিকতরমহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীং প্রাপুঃ।১১৭।

মূলানুবাদ

ব্রজের উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী প্রেয়সীগণ সকলে তাঁহার চরণকমলদ্বয় সমীপে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব হইতেও অধিকতর প্রেমপীযূষমাধুরী আস্বাদন করিয়াছিলেন।১১৭। অদ্ভুত মহিমময় শ্রীচৈতন্য ক্ষিতিতলে

টীকা

তৎস্বরূপোঽয়ং স প্রকাশ ইতীর্যতে।" প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে। অস্যার্থঃ একস্য রূপস্য একস্মিন্ কালে অনেকস্থানে যা প্রকটতা অথচ সর্ব্বথাতৎস্বরূপঃ। ন্যূনাধিকারহিতত্বে হেতুমাহ প্রকাশস্য ন ভেদেম্বিত্যাদি অতঃ এতে চৈতন্যপার্ষদা নিত্যসিদ্ধাঃ প্রকটাপ্রকটমাত্রভিন্না বস্তুতো নিত্যাঃ। ভগবদবতারপরিকরলীলানং নিত্যত্বাৎ অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রেঽবতেরুঃ সর্ব্বপার্ষদাঃ হলীশনারদাদ্যা যে গোপীগোপাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।১১৮।

পার্ষদানামবতারে কারণং পূর্ব্বতোঽধিকসুখানুভব ইতি প্রকটয়ন্ গৌরাবতারমহিমানং সূচিয়তি ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা ইত্যাদি। তেমবদ গৌরে হরৌ নিজ প্রেমানমদ্ভুতং যথা স্যাৎ তথা বিতরত্যর্পয়তি সতি বিতরণে অদ্ভুতত্বং পাত্রাপাত্রবিচারণাভাবাৎ তদ্বিতরণায়াবতরতি সতি ভৃত্যাঃ দাসাঃ স্নিগ্ধঃ সখয়া অতিসুমধুরমৈশ্বর্য্যরহিতং প্রকৃষ্টমুজ্জ্বলং ততোঽপ্যুদারং মনোহরং ভাববিশেষং ভজন্তে যা প্রেয়স্যস্তা অপি তস্য চৈতন্যস্য পদাম্বুজদ্বয়নিকটে সর্ব্বে এবাতীর্ণাঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

অবতারের মহিমা এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। দেব শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে সকল বিশ্বই কৃষ্ণপ্রেমে ধন্য হইয়াছে, এখানে টীকাকার দেব শব্দের অর্থ নিম্নরূপ করিয়াছেন। রাধাভাবে বিভোর হইয়া স্বভাবতঃই নিজপ্রেমে যিনি ক্রীড়া করিতেছেন (১), লীলাস্বভাবে যিনি জীব মাত্রকে সংসারজয়ে প্রবৃত্ত করিতেছেন (২), প্রেমধন পণ রাখিয়া ক্রীড়া ব্যবহারে যিনি শ্রীরাধাকে জয় করিয়াছেন (৩), স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন (৪) রসময় শ্যামসুন্দর শ্রীরাধিকার রূপ এবং মাধুর্য্যে নিজকে অলঙ্কৃত করিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়াও তিনি দেব (৫), প্রেমরসে উন্মাদিত করিয়া সর্ব্বজীবকে পরমানন্দ অনুভব করাইতেছেন বলিয়া তিনি দেব (৬), নিজ প্রেমরসাস্বাদে যিনি পরম প্রমত্ত হইয়াছেন তিনি দেব (৭), কখনও কখনও বিরহিণী শ্রীরাধাভাবে প্রেমমূর্চ্ছিত হইতেছেন বলিয়াও তিনি দেব (৮) তীর্থের পবিত্রতা সাধনের জন্য এবং স্বভক্তি প্রচারণের জন্য যিনি

টীকা—অসূর্য্যম্পশ্যকুলবধূজন-কুবিষয়শিলাকঠিনহৃদয়জনাত্যন্তাজ্ঞজনানামপি পরমপুরুষার্থসার-লাভাদুত্তমত্বং দৃষ্ট্বাবতারাদ্ভুতমহিমাসারং দর্শয়তি হসন্ত্যুচ্চৈরিত্যাদি। পৃথিব্যাং শ্রীচৈতন্যে অবতরতি সতি কিম্ভূতে অদ্ভুতঃ পরমাশ্চর্য্যঃ মহিম্নঃ সারো যত্র তস্মিন্ কুলবধ্বেঽপি উচ্চৈর্হসন্তি হসনং ভগবদ্রত্যনুভাবঃ তাসাং জাতরতিত্বাৎ। কুৎসিতবিষয় এব পাষাণস্তেন ঘটিতাঃ পাষাণবদ্ধদয়া অপি দ্রবীভাবং গচ্ছন্তি সাত্ত্বিকভাবং প্রাপ্নুবন্তি। অজ্ঞা অপি শ্রীচৈতন্যকৃপয়া জ্ঞাততত্ত্বা সকলশাস্ত্রজ্ঞজনবৃন্দং তিরস্কুর্ব্বন্তি ॥ গৌরে প্রকটতাং প্রাপ্তে কুলবধ্বঃ শিলাহৃদঃ। অজ্ঞাশ্চ প্রেমসম্পন্না হাসদ্রবর-

টীকার তাৎপর্য্য

র্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি দেব (৯), হ্লাদিনী শক্তি সারাংশভূত শ্রীরাধিকার ভাব ও রূপ অঙ্গীকার করিয়া স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে যিনি অভিলাষী হইয়াছেন তিনি দেব (১০)। দিব ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, বিজিগীষা, ইচ্ছা ক্রীড়াব্যহার, স্তব, দ্যুতি, মোদ, মদস্বপ্ন, গতি এবং কান্তি। দেবতাগণও যাঁহার পাদপদ্মের সেবা বাঞ্ছা করেন সেই শ্রীচৈতন্য প্রকটে আবির্ভূত হইলে যে পরম মধুর প্রেমামৃতের তরঙ্গ উত্থিত হইল তাহাতে বিশ্ব প্লাবিত হইয়া গেল। কি বালক কি বৃদ্ধ কি জড়বুদ্ধি কি বধূ কি নির্ব্বোধ সকলকেই তুল্যরূপে কৃষ্ণপ্রেমরসে রসিক হইয়াছিলেন। বালক বৃদ্ধ নারী অন্ধ বধির এমনকি জড়মতি ক্ষুদ্রজনও শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে প্রেমরসমাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিল ॥১৭॥ ভক্তিরস প্রচারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ পার্ষদগণকে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন—এইরূপে গ্রন্থকার তাঁহার মহিমা এই শ্লোকে বর্ণন কবিতেছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে শঙ্করাদি সকল পার্ষদগণ গৌড়মণ্ডলে আসিয়া প্রকটিত হইলেন। শঙ্কর শব্দে সদাশিব প্রকাশ ভেদে শ্রীঅদ্বৈতরূপে আবির্ভূত হইলেন। প্রেমামৃত প্রকটন করিয়া বিশ্বের পরম মঙ্গল করেন বলিয়া তাহার নাম শঙ্কর। সকলের মঙ্গল করা তাঁহার স্বভাব। এই জন্য লোকসমূহকে হরিভক্তিরহিত দর্শন করিয়া তাহাদের উদ্ধার-কামনায় শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট করিয়াছিলেন ইহার মহৎ প্রসিদ্ধ আছে। সেই প্রসিদ্ধি হেতু আমার কৃত শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকেও বর্ণিত হইয়াছে—'ভূচক্রে লোককে কলিমলমলিন হরিভক্তিহীন দেখিয়া নিত্য পরিমল যুক্ত তুলসীমঞ্জরী এবং সুরভি কুসুমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাপূর্ব্বক যিনি ভুবনগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে অবতারিত করিয়াছিলেন সেই বিশ্ববন্ধু প্রেমপ্রদ ঈশ্বর শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্য আমাকে কৃপা করুন। নারদাদি শ্রীবাসাদিরূপে অবতরণ করিয়াছিলেন স্বয়ং মহালক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে এবং গদাধরপণ্ডিতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিম্বা শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে যেমন নানা প্রকারভেদে বহু গোপিকা মূর্ত্তিতে বিলাস করিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গাবতারেও তিনি এক-প্রকাশে শ্রীচৈতন্য হইতে অভিন্না থাকিয়াও প্রকাশান্তরে গদাধর পণ্ডিতরূপে ধারণ করিয়াছেন। আবার এক প্রকাশে তিনি গদাধর দাস রূপেও রহিয়াছেন। যেমন স্বয়ং ভগবান প্রকাশভেদে বহুরূপে অবতার করেন তাহার হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীরাধার অবতারও সেইরূপ জানিতে হইবে। দেব হলায়ুধ বলদেবও এই গৌরঙ্গাবতারে প্রভু নিত্যানন্দরূপে মিলিত হইয়াছেন। দিবধাতু সর্ব্বার্থজ্ঞাপনে সমর্থ। পাষণ্ডদলনপূর্ব্বক ভক্তিদান করায় প্রভুনিত্যানন্দরূপে হলায়ুধ শব্দে উল্লেখ করা হইল। যাদবগণও

হসন্ত্যচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধ্বোঽপি পরিতো দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয়গ্রাবঘটিতাঃ
তিরস্কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞা অপি সকলশাস্ত্রজ্ঞসমিতিং ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুতমহিমসারেঽবতরতি ॥১২০॥

অন্বয়

অদ্ভুতমহিমসারে শ্রীচৈতন্যে ক্ষিতৌ অবতরতি সতি অহহ কুলবধ্বোঽপি উচ্চৈর্হসন্তি, কুবিষয়-গ্রাবঘটিতা (জনা অপি) পরিতো দ্রবীভাবং গচ্ছন্তি। অজ্ঞা অপি সকলশাস্ত্রজ্ঞসমিতিং তিরস্কুর্ব্বন্তি ॥ ১২০ ॥ পূর্ব্বং সকলশাস্ত্রবিদাং ইহ প্রায়শ্চৈতন্যো ন আসীৎ যদেষাং বুদ্ধিবৃত্তিঃ কুণ্ঠিতা

মূলানুবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে কুলবধূগণও প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়াছিল। নিরন্তর কুৎসিৎ বিষয়ের অনুশীলনে যাহাদের হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন তাহাদের অন্তরও প্রেমরসে আর্দ্র হইয়াছিল, অজ্ঞ জনও তাঁহার করুণায় সকল শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতজনকে তিরস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল ॥১২০॥ শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে সকল পণ্ডিত জনের বুদ্ধিবৃত্তি চৈতন্যরহিত ছিল যেহেতু তাঁহারা স্বর্গাদি তুচ্ছ ফল লোভে আসক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুময় ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি গৌরকৃপায় গম্ভীর পরমচমৎকারকারী ভাব ও অনুভাবাদি বিশিষ্ট উজ্জ্বলরসাশ্রিত মধুর ভজনে জগতে

টীকা

সান্বিতাঃ ॥ ১২০ ॥ চৈতন্যাবতারাৎ পূর্ব্ব কস্যাপি অতিনিগূঢ়োজ্জ্বলভক্তৌ প্রবেশো নাসীদিদানীং সর্ব্বেষামেবেতি দর্শয়ন্নবতারমহিমানমাহ প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদিত্যাদি। পূর্বং শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবাৎ প্রাক্ সকলশাস্ত্রবিদামপি চৈতন্যং চেতনা ইহ সংসারে নাসীৎ যৎ যস্মাদেষাং সকলশাস্ত্রবিদামপি বুদ্ধিবৃত্তিঃ সর্বপুরুষার্থসারেঽপি শ্রীকৃষ্ণভজনে পদং বিষয়ং নাকৃত ন কৃতবান্ হি নিশ্চিতং যতঃ কুণ্ঠিতা সর্বতঃ সন্দিগ্ধা খর্ব্বা ক্ষুদ্রা স্বর্গাদিফলাসক্তত্বাৎ। ইদানীন্তু জগতি গৌরচন্দ্রে করুণয়া অবতীর্ণে সতি গম্ভীরঃ সুদুর্বোধঃ উদার পরমচমৎকারকারী চ ভাবোঽনুভাবাদির্যত্র তাদৃশী উজ্জ্বলরসেন মধুরা যা প্রেমভক্তিস্তস্যাং কেষাং প্রবেশো নাসীদপি তু সর্বেষামেব অহো গৌরাবতারমহিমেতি ॥ অচৈতন্যস্য লোকস্য ধীরা-

টীকার তাৎপর্য্য

বিভিন্ন নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীশচী জগন্নাথ, যশোদা ও নন্দের প্রকাশভূত। বেশী কথা আর কি বলিব। সকল ব্রজবাসী গোপাল দাস সখাগণ, সহচরী ও দাসীগণের সহিত সমস্ত গোপীগণ, যোগমায়া এবং বনদেবীগণ সকলেই প্রকাশভেদে প্রকটে অবতরণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের প্রকাশের লক্ষণ এইরূপ - সর্বপ্রকারে ন্যূনাধিক্যরহিত সেই ভগবৎস্বরূপ যদি, একইরূপে একই সময়ে অনেকস্থানে প্রকট হন তাহাকে প্রকাশ বলা হয়। এই প্রকাশ ভেদের মধ্যে গণিত নহে। সুতরাং এই শ্রীচৈতন্যপর্ষদগণ নিত্যসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেব পূর্বে পরম নিগূঢ় ব্রজের মধুরোজ্জ্বলভক্তিরসে কাহারও প্রবেশ ছিল না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর আপামর সকল জনেরই চিত্ত এই পরম মধুর উজ্জ্বলরসে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই কথা প্রদর্শন মুখে এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে এই সংসারে শাস্ত্র-

প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাংনেহপূর্ব্বংযদেষাংখর্ব্বাসর্ব্বার্থসারেহপ্যকৃতনহিপদংকুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।
গম্ভীরোদারভাবোজ্বলরসমধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ
কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেহবতীর্ণে ॥১২১॥

অন্বয়ঃ

খর্ব্বা সর্ব্বার্থসারে হপি (শ্রীকৃষ্ণভজনে) পদং নাকৃত। ইদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রে হবতীর্ণে গম্ভীরোদারভাবোজ্বলরসমধুরপ্রেমভক্তি প্রবেশঃ কেষাং নাসীদপি ॥১২১॥ শ্রীবৈয়াসকিনা যত্র রাস-

মূলানুবাদ

কাহার অধিকার না হইয়াছে ? ॥১২১॥ শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদও শ্রীমদ্ভাগবতে রাস প্রসঙ্গে যাহার উদ্দেশ্যমাত্র করিয়াছেন, যাহা শ্রীরাধার রতিকেলিনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও রসাস্বাদের পাত্রস্বরূপ সেই বস্তু সকলকে দান করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপে হরি অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥১১২॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

টীকা

সীদনবস্থিতা। আবির্ভূতে হরৌ গৌরে ন কেষাং ভগবদ্রতিঃ ॥১২১॥ নিগূঢ়স্বলীলামাধুরীপ্রচারকত্বে-নাবতারমহিমানমুল্লাসয়তি শ্রীমদ্ভাগবতস্যেত্যাদি। শ্রীব্যাসস্যাপত্যং বৈয়াসকিঃ শ্রীশুকদেবস্তেন রাসপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্তাৎপর্য্যং শ্রীরাধাকৃষ্ণনিগূঢ়লীলাসন্দর্ভঃ উট্টঙ্কিতমাত্রং নতু বিস্তার্য্য বর্ণিতঃ। ননু কেন হেতুনা ন বিস্তারিতমিত্যত্রাহ দুরন্বয়তয়েতি দুরভাবার্থঃ অনুরণূশীলনার্থঃ। দুরন্বীয়তে নানুশীলনেনাপি প্রাপ্যতে দুরন্বয়ং তস্য ভাবো দুরন্বয়তা তয়া হেতুভূতয়া তদাস্বাদনতত্ত্ববেদনপাত্রা-ভাবান্ন বিস্তারিতমিতি ভাবঃ। কিন্তু তত্তত্ত্বং জানাত্যেব তস্য বৈয়াসকিত্বাৎ প্রকাশান্তরেণ রাসাদি-লীলাপরিকরকতত্ত্বাচ্চ। ব্রজপরিকরত্বং যথা বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং "একঃ স মে তৎ ব্রজলোকবৎ প্রিয়স্তাদৃক্‌মহাপ্রেমভরপ্রভাবতঃ বক্ষ্যত্যদঃ কিঞ্চন বাদরায়ণি মজ্জীবিতে শিষ্টবরে সমন্বিতঃ" ইতি। যচ্চ শ্রীরাধায়া রতিকেলৌ নিকুঞ্জসুরতলীলায়াং নাগরঃ পরমরসিকশিরোমণিঃ প্রিয়তমঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য রসো রাসাদিলীলামাধুরী তস্যাস্বাদস্য একমসাধারণমতএব সৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং ভাজনং পাত্রঞ্চ তদ্বস্তু। তত্র নাগরশব্দেন রসস্য ঔপপত্যায়মানত্বং পারকীয়ত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। শ্রীমদ্ভাগ-বততাৎপর্য্যং শ্রীরাধাসহিতশ্রীকৃষ্ণনিগূঢ়লীলারসাস্বাদকপ্রেম চ। এতয়ো র্দ্বয়ো বস্তুনোঃ প্রথনায় বিস্তারায় লোকে প্রাকৃতগোচরে জগতি হরিঃ গৌরহরিরবতীর্ণঃ। ন চ গ্রন্থাদিবচনাং বিনা লীলাদি-বিস্তারণ ন স্যাৎ গ্রন্থাদি কোহপি ন কৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন কথং তদ্বস্তুপ্রথনমিতি বাচ্যম। ভগবতা সাক্ষাৎগ্রন্থকরণাভাবাৎ হৃদা ব্রহ্মণি ব্রহ্ম প্রকাশিতম্। শ্রীরূপাদিষু স্বেষু হৃদি শক্তিং সঞ্চার্য্য তৎকৃ-

টীকার তাৎপর্য্য

বিদগণেরও আত্মচেতনা ছিল না। তাহাদের বুদ্ধি মায়া দ্বারা সম্মোহিতা হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি হারাইয়াছিল; তাই তাপদায়ী নশ্বর বিষয়সুখের স্বপ্নে তাঁহারা বিভোর হইয়া সর্ব্বপুরুষার্থসার প্রেমসুখের অনুভূতিতে বঞ্চিত ছিলেন। বেদসংহিতা শ্রুতি প্রভৃতি বৃথাই "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বলিয়া তাহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইদানীং জগতে শ্রীগৌরচন্দ্র কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হইলে সুদুর্ব্বোধ পরমচমৎকারকারী ভাব অনুভাবাদি দ্বারা সমলঙ্কৃত উজ্জ্বলরসমধুর প্রেমভক্তিরসে কাহারই বা প্রবেশ

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলিনাগররসাস্বাদৈকসদ্ভাজনং তদ্বস্তুপ্রার্থনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥১২২॥
কেচিদ্দাস্যমবাপুরুদ্ধবমুখাঃশ্লাঘ্যং পরে লেভিরে শ্রীদামাদিপদং ব্রজাম্বুজদৃশাংভাবাঞ্চ ভেজুঃপরে।
অন্যেধন্যতমা ধয়ন্তি সুধিয়ো রাধাপদাম্ভোরুহংশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃসম্পদঃ ॥১২৩॥

অন্বয়

প্রসঙ্গেঽপি দুরন্বয়তয়া যৎ পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং যৎ রাধারতিকেলিনাগররসাস্বাদৈকসদ্ভাজনং তদ্বস্তু-প্রথনায় হরিঃ গৌরবপুষা লোকে অবতীর্ণঃ।১২২। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কা সম্পদঃ বভুবুঃ উদ্ধবমুখাঃ কেচিৎ দাস্যমবাপুঃ পরে শ্লাঘ্যাঃশ্রীদামাদিপদং লেভিরে, পরে ব্রজাম্বুজদশাং ভাবঞ্চ ভেজুঃ অন্যে ধন্যতমা সুধিয়ো রাধাপদাম্ভোরুহং ধয়ন্তি ॥১২৩॥ সর্ব্বজ্ঞৈঃ মুনিপুঙ্গবৈঃ প্রবর্তিতে তৎ তৎ মতে পূর্ব্বং কোঽপি জনঃ একতরত্র সুদৃঢ়ং বিশ্বস্তো নাসীৎ। সম্প্রতি পুনঃ অপ্রতিমপ্রভাবে গৌরাঙ্গচন্দ্রে

মূলানুবাদ

করুণায় কাহার কোন্ সম্পদ লাভ না হইয়াছে? উদ্ধব প্রমুখ ভক্তগণ ব্রজযুগলের দাস্য সুখ অনুভব করিয়াছেন, কেহ বা শ্লাঘ্য শ্রীদামাদির ন্যায় সখ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কেহ বা ব্রজগোপী-গণের ভাব লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আবার ধন্যতম ব্যক্তিগণ শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় শ্রীরাধার পাদপদ্ম-মাধুরী আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।১২৩। সর্ব্বজ্ঞ মুনিপুঙ্গবগণ নিজ নিজ মত প্রচারের জন্য

টীকা

দ্বারেণ সর্ব্বং প্রকাশিতমিতি। তৈরুক্তম্—হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি তস্য হরেঃ পাদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্যেতি। অতএব তৈঃ প্রকটিতা নিগূঢ়রসসিদ্ধান্তলীলাগ্রন্থা বহবঃ সন্তি অত্যন্তত্তদুপদেশপরম্পরয়া সর্ব্বৈরেব তদ্বস্তু জ্ঞাততয়াস্বাদিতঞ্চেতি পরমোঽবতারমহিমা ॥ শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যরাধাস্মরতিবিভ্রমং বিস্তারয়ন্ গৌরচন্দ্রোঽবততার স্বয়ং হরিঃ।১২২॥ ইদানীং সর্ব্বেষামেব ব্রজস্থ-ভাবপ্রাপ্তিসম্পত্ত্যাবতারমহিমানং ব্যঞ্জয়তি। কেচিদ্দাস্যমবাপুরিত্যাদি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদো ন বভুবুরিতি শেষঃ। সম্পদঃ প্রকাশয়তি কেচিৎ দাস্যং রক্তকপত্রকাদিভাবং প্রাপুঃ পরে শ্লাঘং শ্রীদামাদিপদং সখ্যং লেভিরে শ্রীদামাদিপদেন পিত্রাদিপদং বাৎসল্যমুক্তম্। পরে গোপীনাং ভাবং ভেজুরন্যে ধন্যতমা শ্রীরাধাপদাম্ভোরুহং ধয়ন্তি তৎপাদাম্বুজমাধুরীমাস্বাদয়ন্তে। নিজাভীষ্টতৎসখ্যানুগামিনো ভবন্তীত্যর্থঃ। ইত্যবতারমহিমা ব্যঞ্জিতা। উদ্ধবমুখা ইতি সর্ব্বেঽন্যাবতার-ভক্তা অবতীর্ণা ইতি জ্ঞেয়ম। কলৌ গৌরহরৌ প্রাপ্তে প্রাকট্যং কেঽপি কেঽপি চ। ব্রজদাস্যাদিকং প্রাপুঃ রাধাপদাম্বুজম ॥১২৩॥ ইদানীং যথার্থশ্রুত্যর্থানুভাবকাবরতারমহিমানমনুভূয়োল্লাসয়তি সর্ব্বজ্ঞৈঃ

টীকার তাৎপর্য্য

লাভ হয় নাই। অর্থাৎ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় প্রেমভক্তির মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে আত্মচৈতন্যরহিত লোকের বুদ্ধি অনবস্থিত ছিল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে শ্রীভগবদ্রতি কেহ বা লাভ না করিয়াছে? ।১২২॥ দুজ্ঞেয় স্বকীয় ব্রজলীলারসমাধুরী শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বজনের

সর্ব্বজ্ঞৈর্মু নিপুঙ্গবৈঃ প্রবিততে তত্তন্মতে যুক্তিভিঃ পূর্ব্বংনৈকতরত্র কোঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ।
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রেপুনঃ শ্রুত্যর্থোহরিভক্তিরেব পরম কৈর্বা ন নির্দ্ধার্য্যতে ॥১২৪॥
বিশ্বং মহাপ্রণয়সাধুসুধারসৈক-পাথানিধৌ সকলমেব নিমজ্জয়ন্তং
গৌরাঙ্গচন্দ্রনখচন্দ্রমণিচ্ছটায়াঃ কঞ্চিদ্বিচিত্রমনুভাবমহং স্মরামি ॥১২৫॥

অন্বয়

উদিতে হরিভক্তিরেব পরমশ্রুতার্থঃ (ইতি) কৈর্বা ন নির্ধার্য্যতে ॥১২৪॥ মহাপ্রণয়সাধুসুধারসৈক-পয়োনিধৌ সকলমেব বিশ্বং নিমজ্জয়ন্তং······বিচিত্রমনুভাবমহং স্মরামি ॥১২৫। অতিপুণ্যৈরতিসুকৃতৈঃ পূর্বৈঃ কোঽপি কৃতার্থীকৃত (কিন্তু) কৈরপি প্রেমাবদ্ধৌ বিশ্বং নিমজ্জিতং ন কৃতম্ ॥১২৬'। ধর্ম্মে

মূলানুবাদ

যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছিলেন কিন্তু কাহারও মতেই লোক সুদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। সম্প্রতি অপ্রতিনপ্রভাব শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে 'শ্রুতির চরম প্রতিপাদ্য যে শ্রীহরিভক্তি' ইহা কেই বা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়াছে।১২৪। যাহা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে মহাপ্রেমরসামৃত সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিতেছে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেই নখচন্দ্রমণিচ্ছটার কোনও অনির্ব্বচনীয় অনুভবকে আমি স্মরণ করি।১২৫। যাহারা পাপ পুণ্যকে জয় করিয়াছেন এমন প্রাচীন মহৎদিগের করুণায় কেহ কেহ কৃতার্থ

টীকা

মুনিপুঙ্গবৈরিত্যাদি সর্ব্বৈরপি মুনীনাং শ্রেষ্ঠতমৈঃ স্বীয়ে স্বীয়ে মতে যুক্তির্হেতৃতর্কনিপুণৈঃ প্রকৃষ্টং বিস্তারিতম্। গৌরাবতারাৎ পূর্বমেকতরে মতে সুদৃঢ়ং বিশ্বস্তঃ কোঽপি নাসীৎ বিশ্বাসং ন প্রাপুঃ বিনিগমনাবিরহাৎ। একতরপক্ষপাতিনী যুক্তিবিনিগমনা। কস্যাপি কস্মিন্ স্বীয়েঽপি মতে ন বিশ্বাসঃ। যথা ন তন্মতমহং মন্যে তথা মন্মতমপি স ন মন্যতে কিং স্বমমতং বা মতং নেতি সন্দিগ্ধত্বাৎ স্বীয়েঽপি ন বিশ্বাসঃ। সংপ্রত্যধুনা চৈতন্যচন্দ্রে পুনরুদিতে সতি কৈর্বা জনৈঃ শ্রুতীনাং প্রতিপাদ্যঃ পরমোঽর্থঃ হরিভক্তিরেব ন নির্দ্ধার্য্যতে অপি তু সর্ব্বৈরেব নিশ্চীয়তে। যতোঽপ্রতিমপ্রভাবো নাস্তি প্রতিমা উপমা যস্য তাদৃক্ প্রভাবো মহিমা যস্য তস্মিন্ গৌরচন্দ্রে। চন্দ্ররূপকত্বেন স্ব স্বমতাগ্রহতায়া নাশকত্বং প্রেমামৃতশীকরসেকঞ্চ ধ্বনিতম্ ॥ প্রাচীনমতকর্ত্তৃণাং শ্রদ্ধা তত্তন্মতে নহি। গৌরে তু প্রকটে

টীকার তাৎপর্য্য

অনুভব গোচর করিয়াছেন—পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরমতাৎপর্য্যরূপ শ্রীরাধামাধবের লীলা রহস্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাসপ্রসঙ্গে উট্টঙ্কনমাত্র করিয়াছেন বিস্তার করিয়া বর্ণন করেন নাই। যদি বল কেন তিনি এইরূপ করিলেন? উত্তরে বলিতেছেন ঐরূপ অপরূপ লীলামাধুরীর তত্ত্বানুভব আস্বাদনের যোগ্য পাত্র ছিল না বলিয়াই তিনি বিস্তারিত বর্ণন করেন নাই। তিনি ঐ তত্ত্ব অবশ্যই জানিতেন। যেহেতু তিনি প্রকাশান্তরে শুকপক্ষীরূপে রাসাদিলীলার পরিকর ছিলেন। তিনি যে ব্রজপরিকর ছিলেন একথা বৃহদ্ভাগবতামৃতেও পূর্ব্বখণ্ডে নারদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—"ব্রজবাসী জনের ন্যায় আমার

অতিপুণ্যৈরতিসুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোঽপি পূর্ব্বৈঃ
এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্ ॥১২৬॥

ধর্ম্মে নিষ্ঠাং দধদনুপমাং বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং সংবিভ্রাণো দধদিহ হি হৃত্তিষ্ঠতীবাশ্মসারং।
নীচো গোঘ্নাদপি জগদহো প্লাবয়ত্যশ্রুপূরৈঃ কো বা জানাত্যহহ গহনং হেমগৌরাঙ্গরঙ্গম্ ॥১২৭॥

অন্বয়

অনুপমাং নিষ্ঠাং দধদপি গরিষ্ঠাং বিষ্ণুভক্তিং সংবিভ্রাণোঽপি জনঃ অশ্মসারং হৃদ্দধদিহ তিষ্ঠন্তি। কিন্তু গোঘ্নাদপি নীচজনঃ (গৌরকৃপয়া) অশ্রুপূরৈঃ অহো জগৎ প্লাবয়তি। অহহ গহনহেমগৌরাঙ্গরঙ্গং কোবা জানাতি ॥১২৭॥

মূলানুবাদ

হইয়া বৈকুণ্ঠাদি পদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ন্যায় কেহই বিশ্বকে প্রেমামৃতসাগরে নিমজ্জিত করেন নাই।১২৬। ধর্ম্মে অনুপম নিষ্ঠা ধারণ করিয়া অথবা গরিষ্ঠা বিষ্ণুভক্তির অনুশীলন করিয়াও জগতের হৃদয় পাষাণসারের ন্যায় বিগলিত হইত না। আহা! শ্রীচৈতন্যের করুণায় গোঘাতী হইতেও নীচ জন প্রেমাশ্রুসলিলে জগৎ প্লাবিত করিতেছেন। হেমগৌরাঙ্গের দুজ্ঞের্য় রস কে জানিতে পারে।১২৭। শ্রীগৌরাঙ্গ কখনও কৃষ্ণাবেশে বহু ভঙ্গী প্রকটন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখনও শ্রীরাধাবে আবিষ্ট হইয়া আর্ত্তিভরে হরি হরি বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। কখনও গোপালভাব প্রকটন

টীকা

বেদতাৎপর্য্যার্থা হরৌ রতিঃ।১২৪॥ পুনঃ প্রণয়রসসুধানিধৌ সর্ব্বজগন্মজ্জকানুভাবং স্মরন মহিমাং ব্যঞ্জয়তি বিশ্বং মহাপ্রণয়েত্যাদি। গৌরাঙ্গচন্দ্রস্য নখা এব চন্দ্রকান্তমণয়স্তেষাং ছটায়াঃ কান্তিবিশেষস্য কঞ্চিদনির্ব্বচনীয়াং বিচিত্রমাশ্চর্য্যমনুভাবং স্মরামি চিন্তায়ামি। পুনং কিন্তুতং মহাংশ্চাসৌ প্রণয়ঃ প্রেম-পরিপাকশ্চেতি মহাপ্রণয় স এব সাধুরুৎকৃষ্টঃ সুধারসস্তসৈকঃ প্রধানঃ পাথোনিধি রম্বুধিস্তস্মিন্ সকলমেব বিশ্বং নিমজ্জয়ন্তং নিজপদাম্বুজমহাপ্রেমসুধারসময়নখবিধুমণিগলিতরসনিধৌ বিশ্বনিমজ্জকত্বেন গৌরচন্দ্র-স্যাদ্ভুতমহিমা ব্যঞ্জিতঃ।। গৌরচন্দ্রপদাম্ভোজনখচন্দ্রমণিপ্রভুং মজ্জয়ন্তং জগৎ প্রেম্নি প্রভাবং তং স্মরামাহম্ ॥১২৫॥

পুনঃ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জকত্বেন মহিমানং ব্যঞ্জযতি অতিপুণ্যৈরিত্যাদি। পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈর্মহদ্ভিঃ কোঽপি জনঃ কৃতার্থীকৃতঃ বৈকুণ্ঠাদিকং প্রাপিতঃ। কিন্তু তৈরতিপুণ্যৈঃ পুণন্তীতি পুণ্যা মুক্তাঃ। অতিক্রান্তা পুণ্যা মুক্তা যৈস্তেঽতিপুণ্যাস্তে। অতিক্রান্তঃ সুকৃতঃ ধর্ম্মো যৈ স্তৈঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেন যৎ স্বপ্রেমামৃতাব্ধৌ মগ্নীকৃতং বিশ্বমেবং কৈরপি পূর্ব্বৈর্মহদ্ভিঃ ন কৃতমিতি॥ কোঽপি নিস্তারিতঃ পূর্ব্বৈঃ প্রেমাম্বুধিনিমজ্জনং। বিশ্বস্য ন কৃতঃ কৈরপ্যতে গৌরহবিং কলৌ॥১১৬॥

টীকার তাৎপর্য্য

প্রিয় শ্রীগুদেব সেই প্রকার মহাপ্রেমের প্রভাব বলে মদগতপ্রাণ শিষ্টসেবিত সভায় ঐ সকল কথা বর্ণনা করিবেন।

ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্ ক্বচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যার্ত্তিরুদিতঃ।
ক্বচিদ্রিঙ্গন্ বালঃ ক্বচিদপি চ গোপালচরিতো জগদ্গৌরো বিস্মাপয়তি বহুগম্ভীরমহিমা ॥১২৮॥

অন্বয়

বহুগম্ভীরমহিমা গৌরঃ ক্বচিৎ বহুভঙ্গিমভিনয়ন্ কৃষ্ণাবেশাৎনটতি, ক্বচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীতি আর্ত্তিরুদিতো ভবতি, ক্বচিৎ গোপালচরিতো বালঃ সন্‌রিঙ্গন্ জগৎ বিস্মাপয়তি ॥১২৮॥ নববল্লবীরসনিধেঃ মধুরিমপ্রাগ্‌ভারস্ফুরল্লীলায়াং জগদাবেশয়ন্তি শৈশবে খেলায়ামপি নিজরুচা বিশ্বৈকসংমোহিনী

মূলানুবাদ

করিয়া রিঙ্গণ (হামাগুড়ি) দিতেছেন। এইরূপে বহুগম্ভীরমহিমা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামাধুর্য্যে জগৎকে বিস্মাপিত করিতেছেন।১২৮। শৈশব-ক্রীড়াতেই যে মূর্ত্তি বিশ্বমোহিনী তাহা আবার কৈশোরে পরম

টীকা

অতিনীচাযোগ্যানপি প্রেমদাতৃত্বেন নিরঙ্কুশকরুণত্বং ব্যঞ্জয়ন্, মহিমানমুল্লাসয়তি ধর্ম্মে নিষ্ঠামিত্যাদি। তপ্ত কাঞ্চনগৌরাঙ্গস্য ভগবতো রঙ্গং নাটকং গহনং কো বা জানাতি ন কোঽপি। রঙ্গ-দুরূহত্বমেবাহ ধর্ম্মেঽনুপমাং নিষ্ঠাং দধদপি গরিষ্ঠাং বিষ্ণুভক্তিং সংবিভ্রাণোঽপি জনঃ পাষাণসারপ্রায়ং হৃদয়ং দধৎ কেবলং তিষ্ঠতি নতু সাত্ত্বিকাদিভির্ভাবৈর্ব্ব্যচ্ছিত্তঃ। অথচ গোম্লাদপি নীচো জনঃ গৌরকৃপয়া অশ্রুপ্রবাহৈঃ জগদ্বিশ্বং প্লাবয়তি স্নাপযতি। ইত্যাদারালঙ্কারেণ সমর্থরত্যনুগতসাত্ত্বিকানাং সুদ্দীপ্তত্বং ব্যঞ্জিতম্। অতএব কাশীবাসিৎতৃর্থাশ্রমিষু তদকৃপয়া রতিগন্ধোঽপি নাভূৎ। জগন্নাথমাধবাখ্যাদিষু তৎকৃপয়া তাদৃগুৎকৃষ্টপ্রেমা।। ধর্ম্মে সাধনভক্তৌ চ নিষ্ঠাপ্রাপ্তে জনেঽকৃপা। কৃপাতু যস্য নীচেঽভূৎ তস্য কো বেত্তি নাটকম্ ॥১২৭॥ পুনর্ব্রজরসচতুষ্টয়াবির্ভাবব্যঞ্জকবাল্যপৌগণ্ডকৈশোরোবস্থাদর্শকত্বেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য জগদ্‌বিস্মাপকত্বমুক্ত্বা মহিমানমুল্লাসয়তি ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশাদিত্যাদি। বহবো গম্ভীরা দুস্তর্ক্যা মহিমানঃ প্রভাবো যস্য স গৌরো বিস্মাপয়তি। বিস্মাপকত্বমাহ কৃষ্ণবেশাদ্ধেতোঃ ক্বচিৎ সময়ে

টীকার তাৎপর্য্য

সেই মহাপ্রেম বস্তুটি আবার শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জলীলামাধুরীর একমাত্র আস্বাদনের পাত্রস্বরূপ। (অর্থাৎ অন্তর ঐ প্রেমে বাসিত না হইলে কেহই শ্রীরাধামাধবের লীলা মাধুরী আস্বাদনে সমর্থ হইতে পারে না)। মূলে 'নাগর' শব্দের উল্লেখ থাকায় রসের পরকীয়ামানত্ব এবং ঔপপত্যায়মাননই বুঝিতে হইবে। সেই মহাপ্রেম প্রাকৃত জগতে বিস্তার করিবার জন্য কৃপা করিয়া শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি বল গ্রন্থাদিরচনা ভিন্ন লীলাদি বিস্তার হইবার নহে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তো স্বয়ং কোন গ্রন্থ করেন নাই। তবে কেমন করিয়া প্রেম প্রচার করিলেন ? উত্তরে বলিতেছেন—যিনি গ্রন্থাদি না করিয়াও ব্রহ্মার অন্তরে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি শ্রীরূপাদি নিজ পরিকগণের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহাদের দ্বারা নিজ অভীষ্ট বস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী পাদ নিজ মুখেই একথা বলিয়াছেন—"হৃদয়ে যাহার প্রেরণা লাভ করিয়া মূর্খজন রূপ (শ্রীরূপ গোস্বামী) এই

টীকা

বালঃ সন্ রিঙ্গন্ জানুভ্যাং চলন্নিতি বাৎসল্যরসঃ কৌমারবয়ঃ। ক্বচিৎ বালগোপালস্য গবাং পালনস্য চরিতং যস্য স ইতি বাল্যসখ্যপৌগণ্ডবয়ঃ, বহ্বী কৈশোরভঙ্গী চেতি তামভিনয়ন্ দর্শয়ন্নটতীতি কৈশোরবয়ঃ মধুররসব্যঞ্জকম। ক্বচিৎ সময়ে রাধয়াবিষ্টঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণবিরহেণ হরিহরীতি ফুৎকৃত্যা আর্ত্ত্যা বিরহপীড়য়া রুদিতং ক্রন্দিতং যেন সঃ। বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরপূর্ব্বাবস্থাং প্রকাশয়ন্। ক্বচিদ্বিরহিণী-ভাবং গৌরো বিস্মাপয়জ্জগৎ ॥১২৮॥ পূর্ব্বনিগূঢ়মধুরলীলারসেন জগদাবেশকত্বেন গৌরাঙ্গাবতারমহি-

টীকার তাৎপর্য্য

(প্রেমাদিপ্রচাররূপী) দুষ্করকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আমি বন্দনা করিতেছি।" অতএব উপদেশপরম্পরায় প্রেমপ্রকাশক বহু গ্রন্থ প্রচার করিয়া শ্রীগৌরহরিই প্রাকৃত জগতে প্রেমরসের প্রকাশ করিয়া সর্ব্বজনকে আস্বাদন করাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মহিমা তুলনাহীন॥ শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য শ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরী, সেই বস্তু প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।১২১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় বৃন্দাবনের ভাবসম্পত্তি সর্ব্বজনের সুগম হইয়াছিল এইরূপ প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা গান করিতেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণায় লোকের কি সম্পদই বা লাভ না হইয়াছে? উদ্ধবপ্রমুখ কোনও কোনও ভক্ত যাহারা নিত্য ভগবৎপার্ষদ হইয়াও ব্রজের দাস্যসুখ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা রক্তকপত্রকাদির ন্যায় দাস্যসুখ প্রাপ্ত হইলেন। সখ্য-রসপিপাসু ভক্তগণ শ্রীদামাদির ভাব প্রাপ্ত হইলেন. বাৎসল্যরসাস্বাদাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ তদনুরূপ ভাবসম্পৎ লাভ করিলেন, মধুর রসে ভজনোৎসুক ভক্তগণ গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। আর যাঁহারা ধন্যতম সুবুদ্ধিশালী তাঁহারা নিজাভীষ্টগুরুরূপাসখীর অনুগতা হইয়া সিদ্ধস্বরূপে শ্রীরাধাপদকমলের মধু পান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকালে শ্রীগৌরহরি প্রকট হইলে কেহ কেহ ব্রজভাবানুগত দাস্যাদি সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কেহ বা শ্রীরাধারাণীর পদাম্বুজসুধা পানে সক্ষম হইয়াছিলেন ॥১১৩॥ ইদানীং নিজ শ্রুত অনুভূত শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মহিমা এই শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ মুনিপুঙ্গবগণ তর্কনিপুণ যুক্তি দ্বারা নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মতে কেহই সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। যেহেতু ঐ মতে একপক্ষপাতিনী দৃঢ় যুক্তি ছিলনা। এমন কি তাহাদের কাহারও নিজ মতেও সুদৃঢ় আস্থা ছিলনা। তাঁহারা ভাবিতেন যেমন আমি অপরের মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি না। তেমনিই অপরেও আমার মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবেনা। আমি তাহাদের মত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছিনা ইহাই সত্য না সেই মতই ইহা বুঝিতে পারিতেছিনা। সংপ্রতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পুনরায় উদিত হইলে শ্রুতির চরম প্রতিপাদ্য যে শ্রীহরিভক্তি ইহা কোন জনই বা নিশ্চয় করিতে সমর্থ না হইয়াছে !! যেহেতু শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রভাব অতুলনীয়। রূপকস্থলে চন্দ্র শব্দের ব্যবহারে সকলজনের নিজ নিজ মতে আগত নাশ করিয়া প্রেমামৃতজ্যোৎস্নাসেকে গৌরহরি জগতের সকল তাপ দূর করিয়াছেন ইহাই ধ্বনিত হইল॥ প্রাচীন মত প্রচারকদিগের নিজ নিজ মতেও শ্রদ্ধা ছিল না শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবে সকল জনেই অনুভব করিতেছে বেদের পরম তাৎপর্য্য শ্রীহরিতে রতি ॥১২৪॥

বেলায়াং লবণাম্বুধের্মধুরিমপ্রাগ ভাবসারস্ফুরল্লীলায়াং নববল্লবীরসনিধেরাবেশয়ন্তী জগৎ।
খেলায়াং শৈশবে নিজরুচা বিশ্বৈকসংমোহিনী মূর্ত্তিঃ কাচনকাঞ্চনদ্রবময়ী চিত্তায় মে রোচতে ॥১২৯॥

অন্বয়ঃ

কাঞ্চনদ্রবময়ী কাচন মূর্ত্তি মে চিত্তায় রোচতে ॥১২৯॥ প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ কস্য শ্রবণপথগতঃ? নাম্নাং মহিম্নঃ কো বেত্তা? বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু কস্য প্রবেশঃ কো বা পরমরসচমৎকারমাধুর্য্য-

মূলানুবাদ

মাধুর্য্য প্রকটন করিয়া লবনাম্বুধির-বেলাভূমে শ্রীরাধামাধবের মধুময় প্রেমলীলামাধুর্য্যে সমস্ত জগৎকে আবেশিত করিতেছে। সেই (স্বর্ণদ্রবময়ী) কোনও শ্রীমূর্ত্তির জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে ।১২৯॥

টীকা

মানমুদ্‌ঘাটয়তি বেলায়াং লবণাম্বুধেরিত্যাদি। লবণাম্বুধেস্তীরে কাচনাপূর্ব্বা মূর্ত্তির্মম চিত্তায় রোচতে হৃদয়ং প্রবিশতি কীদৃশী কাঞ্চনদ্রবপ্রচুরেণ ঘটিতেব। যা মূর্ত্তি শৈশবেহপি ক্রীড়ায়াং স্বকান্ত্যা বিশ্বস্যৈ-কাসাধারণী সম্যঙ্‌মোহিনী কৈশোরে যৌবনে কা কথা। পুনঃ কীদৃশী নববল্লবীনাং শ্রীরাধিকাদীনাং রসনিধেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরিমণি মাধুর্য্যে প্রাগ্‌ভাবঃ প্রাচীনা রতিস্তস্য সারস্তেন স্ফুরন্তী যা লীলা তস্যাং জগদ্বিশ্বমাবেশয়ন্তী। রসিকশিরোমণেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গোপকিশোরীভিঃ সহ লীলায়াং সর্ব্বভক্তান্ প্রবেশয়ন্তীত্যর্থঃ॥ স্বপূর্ব্বোজ্জ্বললীলায়াং বেশয়ন্তী জগত্তনুঃ কাঞ্চনার্দ্রময়ী কাচিল্লগ্না মে হৃদয়ে হরেঃ ॥১২৯॥ অদ্ভুতপ্রেমপ্রচারকত্বেন বৃন্দাবনমাধুরীপ্রবেশকত্বেন পরমমাধুর্য্যশীলশ্রীরাধিকাস্বরূপ-জ্ঞাপকত্বেন চ মহিমানমুপসংহরতি প্রেমনামেতি। স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোমহাপ্রভোঃ প্রাকট্যং

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীগৌরহরি প্রেমামৃত সাগরে জগতকে মজ্জন করাইয়াছেন এইরূপ অনুভাব স্মরণ করিয়া গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের নখরগুলি যেন চন্দ্রকান্তমণি তাহাদের ছটার কোনও অনির্ব্বচনীয় অনুভাব স্মরণ করিতেছি। ইহা শ্রীবৃন্দাবনের পরমোৎকৃষ্ট মহাপ্রেমরসসিন্ধুতে সকল বিশ্বকে নিমজ্জিত করিতেছে। ঈষৎবিকসিত কমলের ন্যায় নিজ পদাম্বুজে স্থিত মহা প্রেমসুধার সময় নখররূপ চন্দ্রকান্তমণিগলিত রসনিধিতে বিশ্বকে নিমজ্জিত করায় গৌরচন্দ্রের অদ্ভুত মহিমা ব্যক্ত হইল। গৌরচন্দ্র পদাম্বুজের নখচন্দ্রমণির প্রভা জগৎকে প্রেমে নিমগ্ন করিতেছে তাহার অপূর্ব্ব প্রভাব স্মরণ করিতেছি ॥১২৫॥ পূর্ব্বকালীন মহদ্‌গণের দ্বারা কেহ কেহ কৃতার্থ হইয়াছিলেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেই মহদ্‌গণ যেমন তাহাও বর্ণন করিতেছেন তাঁহারা নিজমহিমায় ধর্ম্মকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন আবার কেহ বা মুক্তজনকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেমন নিজ প্রেমমহার্ণবে সমস্ত জগৎ মজ্জিত করিয়াছিলেন এমন আর কেহই করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে কোনও মহতের দ্বারা কেহ কেহ নিস্তারিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিযুগ প্রকটিত শ্রীগৌরহরি ভিন্ন কেহই প্রেমাম্বুধিতে জগৎ মজ্জন করাইতে পারেন নাই ॥১২৬॥ ধার্ম্মিক

প্রেমানামাদ্ভূতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্যনাম্নাংমহিম্নঃকো বেত্তা কস্যবৃন্দাবনবিপিনমাধুরীষুপ্রবেশঃ।
কোবা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥১৩০॥

অন্বয়

সীমাং রাধাং জানাতি ? একশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥১৩০॥

মূলানুবাদ

পূর্ব্বে প্রেম নামক পরম পুরুষার্থের কথা কোন্ জনেরই বা কর্ণপথগত হইয়াছিল ? নামের অদ্ভুত মহিমার কথা কেই বা জানিত ? কোন্ জনেরই বা বৃন্দাবনবিপিনের মহামাধুরীতে প্রবেশ হইয়াছিল ? পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধাকে উপাস্যরূপে কেই বা অবগত ছিল ? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই জীবের প্রতি করুণা করিয়া এই সকল তত্ত্ব জীবের অনুভূতির গোচরে প্রকাশ করিলেন।১৩০।

টীকা

বিনা প্রেমাদীনাং প্রকাশনাদি ন স্যাৎ। স হি প্রকটীভূত্বা স্বয়ং পুনরেক এব তত্তৎ সর্ব্বমাবিশ্চকার প্রকটিতং কৃতবানিত্যন্বয়ঃ। প্রেমেতি নাম যস্য প্রেমনামা। স চাসৌ অদ্ভূতপরমচমৎকারকার্য্যার্থ-পরমপুরুষার্থশ্চেতি স কস্য জনস্য প্রবণয়োঃ মার্গং গতঃ স্যাদপি তু ন কস্যাপি। অন্যপুরুষার্থেভ্যো-ঽদ্ভুতত্বং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্বেন, অন্যপুরুষার্থানাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্বাভাবাৎ। নাম্নাং মহিমানং কোবা বেত্তা স্যাৎ। মহিম্ন ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠি তন্মহিমার্ত্তানাং নামনামিনোরভিন্নত্বমেব। বৃন্দাবনস্য গহনা দুষ্প্রবেশ্যা যা মহত্যো মাধুর্য্যস্তাসু কস্য প্রবেশঃ স্যাৎ। পরমরসচমৎকারস্য মাধুর্য্যস্য মহাভাবরসেন্দ্রস্যাস্য সীমা পরাকাষ্ঠা যত্র তাং রাধাং কো বা জানাতি উপাস্যত্বজ্ঞানবিষয়ং কুর্য্যাৎ ন কোঽপি। চন্দ্ররূপকত্বেন তত্তৎপ্রবেশ-কত্বাত্ত্বভাবমতমোনাশকত্বং তত্তৎশ্রবণাদিপূর্ব্বকপ্রেমামৃতবর্ষিত্বঞ্চ সূচিতম্। প্রেমনামমহত্যাদি শ্রীবৃন্দা-বনমাধুরীঃ রাধিকাঞ্চ বিজানীয়াৎ কো বা গৌরহরিং বিনা ॥১৩০॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে পরমাবতার-মহিমাপ্রকরণম্।

টীকার তাৎপর্য্য

পুণ্যবান জনকে ত্যাগ করিয়া অতি নীচ অযোগ্য জনকেও প্রেমদান করায় শ্রীগৌরাঙ্গের নিরঙ্কুশ কারুণ্যমহিমা গ্রন্থকার এই শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন। তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের দুর্জ্ঞেয় রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ? কেহই নহে। রঙ্গের দুর্জ্ঞেয়ত্বের কথা বলিতেছেন—ধর্ম্মে অনুপমনিষ্ঠা ধারণ করিয়াও কেহ বা আবার গরিষ্ঠা শ্রীবিষ্ণুভক্তির যাজন করিয়াও পাষাণসারতুল্য হৃদয় লইয়া অবস্থান করিত। সাত্ত্বিকাদি ভাবের দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইত না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় গোঘাতী হইতেও নীচ জন প্রেমামৃতে দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া অশ্রুপ্রবাহে জগৎ ভাসাইতেছে। এখানে উদারালঙ্কারে ইহাই ব্যঞ্জনা করিলেন সমর্থা রতির অনুগত সাত্ত্বিক ভাবই সুদীপ্ত হইয়া প্রেমে চিত্ত দ্রবীভূত করে। অতএব সর্ব্বমানিত কাশিবাসী সন্ন্যাসীগণেও তাহার কৃপা না থাকায় রতিগন্ধ প্রকাশ

পূর্ণপ্রেমরসামৃতাব্ধিলহরীলোলাঙ্গগৌরচ্ছটাকোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বমীশ্বরবিধিব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতম্
দুর্লক্ষ্যাং শ্রুতিকোটিভিঃ প্রকটয়ন্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীমাশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি পরং ব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্যতি ॥১৩১

অন্বয়

পূর্ণপ্রেম…কোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বং বিধিব্যাসাদিভিঃসংস্তুতং আশ্চর্য্যং জগন্মোহিনীং মূর্ত্তিং প্রকটয়ন্ লবণোদরোধসি স্বয়ং পরং ব্রহ্ম নৃত্যতি ॥১৩১॥ পট্টধটীবিরাজতকটিদেশঃ করে কঙ্কনং বক্ষসি হারং শ্রবণয়োঃ কুণ্ডলংপদে নূপুরং দিভ্রৎ নিবদ্ধ…স্রাগাপীড়ঃ উর্দ্ধীকৃত্য নিজৈর্ণামভির্নৃত্যন্ কোঽহয়ং

মূলানুবাদ

শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ণ প্রেমরসসাগরের তরঙ্গভঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহখানি মুহুর্মুহু কাঁপিতেছে এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে গৌরবর্ণ কান্তিসমূহ দ্বারা বিশ্ব আচ্ছাদিত হইয়া যাইতেছে। বিধি ব্যাসাদি তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। এইরূপে শ্রুতিগণের দুর্লক্ষ্য আশ্চর্য্য জগন্মোহিনী মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া লবণ সমুদ্রের তীরে পরব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন।১৩১। কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রসিদ্ধ নগরবর (শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ মধুময় নাম কীর্ত্তনের রসাবেশে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহার কটিদেশে পট্টধটী বিরাজিত, করে কঙ্কন, বক্ষে হার, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, চরণে নূপুর। চূড়ার আকারে উর্দ্ধে নিবদ্ধ কেশবাজিতে তিনি প্রফুল্ল মল্লিকার মালা ধারণ করিয়াছেন।১৩২।

টীকার তাৎপর্য্য

পায় নাই। জগাই মাধাই প্রভৃতিতে তাহার কৃপায় সেই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রেম দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ধার্ম্মিক ও সাধক ভক্তকে ত্যাগ করিয়া নীচ জনে যিনি কৃপা করিয়াছিলেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলারহস্য কে বুঝিবে।১২৭। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থা ব্রজের দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য-ভাবের অভিব্যঞ্জক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ বিগ্রহে এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রদর্শন করাইয়া জগতকে বিস্মাপিত করিয়াছিলেন এইরূপে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। বহু গম্ভীর অতর্থ্য প্রভাবে যাঁহারা সেই শ্রীগৌরহরি জগৎকে বিস্মাপিত করিতেছেন। নৃত্যচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণাবেশে কোনও সময় বালকের ন্যায় জানু দ্বারা রিঙ্গণ লীলা করিতেছেন কৌমার বয়স বাৎসল্য বৎসর অভিব্যঞ্জক। কখনও পৌগণ্ডোচিত গোপালন লীলা করিতেছেন। পৌগণ্ড বয়স দাস্য ও সখ্যের অভিব্যঞ্জক। আবার মধুর বৎসর অভিব্যঞ্জক বহু কৈশোর ভঙ্গী অভিনয় করিয়া তিনি নৃত্য করিতেছেন। কোনও সময়ে রাধাভাবাবিষ্ট হইরা শ্রীকৃষ্ণবিরহে "হরি হরি' বলিয়া পরমার্ত্তিতে ফুৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন। কৃষ্ণবিগ্রহের বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর অবস্থা প্রকাশ করিয়া কখনও বা বিরহিণীভাব প্রকাশ করিয়া গৌরাঙ্গ জগতকে বিস্মাপিত করিতেছেন ॥১২৮॥

নিজপূর্ব্বমধুরলীলারসে বিশ্বকে আবেশিত করিয়া স্বহৃদরোচকরূপে গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলামহিমা উদ্‌ঘাটন করিতেছেন। লবণাম্বুধির তীরে নৃত্যরত কোনও অপূর্ব্বা মূর্ত্তি প্রবেশ করিতেছে। সেই মূর্ত্তি যেন বিগলিত স্বর্গে নিৰ্ম্মিত। যে মূর্ত্তি বাল্যলীলাতেই সম্যগ্ ভাবে বিশ্বমোহন সম্পাদন করে কৈশোরে সেই শ্রীমূর্ত্তির মহামাধুর্য্যের কথা আর কি বলিব! আবার ঐ শ্রীমূর্ত্তিখানি স্বমাধুর্য্যে সার্ব্বকালীন শ্রীরাধামাধবের রতিকার প্রকটিত করিয়া যে লীলা করিতেছেন তাহাতে জগৎ আবেশিত

কোঽয়ং পট্টধটীবিরাজিতকটীদেশঃ করে কঙ্কনং হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রং পদে নূপুরং
ঊর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরপ্রোৎফুল্লমল্লীস্রগাপীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ ।১৩২।
দেবা দুন্দুভিবাদনং বিদধিরে গন্ধর্ব্বমুখ্যা জগুঃ সিদ্ধাঃ সন্ততঃ পুষ্পবৃষ্টিভিরিমাং পৃথ্বীং সমাচ্ছাদয়ন
দিব্যস্তোত্রপরা মহর্ষিনিবহাঃ প্রীত্যোপতস্থু নিজপ্রেমোন্মাদিনি তাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥১৩৩॥

অন্বয়

গৌরনাগরবরো ক্রীড়তি ॥১৩২॥ নিজপ্রেমোন্মাদিনি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি তাণ্ডবং রচয়তি সতি দেবাঃ···
···প্রীত্যা উপস্থুঃ ।১৩৩।

মূলানুবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমোন্মাদে তাণ্ডবনৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে দেবগণ দুন্দুভি বাদন করিত। গন্ধর্ব্বগণ গান করিত। সিদ্ধগণ পুষ্প বৃষ্টিদ্বারা সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া ফেলিত। মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া দিব্য স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিতেন।১৩৩। মহাভাবামৃত বিভোর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কখনও হাস্য

টীকা

শ্রীচৈতন্যস্য রূপোল্লাসনৃত্যাদি রসয়িতুং প্রকরণমারভতে ষড্‌ভিঃ পদ্যৈঃ। অথ রূপোল্লাসনৃত্যাদি। পরব্রহ্মত্বেন প্রথমতো নৃত্যমুল্লাসয়তি পূর্ণপ্রেমরসেত্যাদি। লবণাম্বুধিতটে পরং ব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্যতি। কিম্ভূতং? পূর্ণো য প্রেমরসামৃতাব্ধিস্তস্য লহরী তরঙ্গস্তয়া লোলং কম্পযুক্তং যদঙ্গং তস্য যা গৌরীচ্ছটা-কোটিস্তয়াচ্ছাদিতং বিশ্বং চতুর্দ্দশভুবনানি যেন পরেণ ব্রহ্মণা তৎ। পুনঃ কিং বিশিষ্টং শিববিধিবাসা-দিভিঃ সম্যক্‌স্তুতং তেষাং স্তবনবিষয়ং শ্রুতিকোটিভিদুর্ল্লক্ষ্যাং জগন্মোহিনীং মূর্ত্তিং প্রকটয়ৎ। অতঃ আশ্চর্য্যং নটনমূর্ত্তিং প্রকটয়ন্ গৌররূপেত্যাদিনা ব্রহ্মণ আশ্চর্য্যতা। স্বপীতচ্ছটাচ্ছাদিতব্রহ্মাদিসর্ব্বং শ্রুতীনামতর্ক্যাদ্ভুতপ্রেমচর্ব্বং। শিবব্রহ্মাদেবৈঃ স্তুতং সর্ব্ববৃত্তং তাটৈর্ব্বরিধেন্ত্যেতি ব্রহ্ম মূর্ত্তম।১৩১। ব্রহ্মত্বনির্ব্বচনান্তরং শ্রীচৈতন্যস্য স্বপ্রেমরূপোল্লাসেন সচমৎকারং বিহারমুল্লাসয়তি কোঽয়মিত্যাদি। গৌর এব নাগরবর স্বীয়ৈর্নামভিঃ নৃত্যন্ ক্রীড়তি কোঽয়মপূর্ব্বাবতারঃ। নাগরবরং বিশিনষ্ট পট্টধ ইত্যাদি। পট্টধ্যা নাগরবরবেশোচিতপরিহিতত্ত্বকূলরঙ্গবসনেন বিরাজিতঃ পরমশোভিতঃ শ্রোণিদেশো যস্য সঃ। করে কঙ্কনং পদে নূপুরং চেতি জাত্যেকত্বং করয়োর্মণিবিন্দ্বয়ো কঙ্কনে বলয়ে বাহ্বোরঙ্গদে জ্ঞাতব্যে। বক্ষসি হারান্ স্বর্ণমুক্তামণিময়ান্। শ্রবণয়োঃ কুণ্ডলে মকরাকৃতিকর্ণভূষণে পাদয়োঃ নূপুরৌ বিভ্রদিতি সর্ব্বত্র বোধ্যম্। পুনঃ কিম্ভূতঃ? ঊর্দ্ধীকৃত্য চাতুর্য্যনৈপুণ্যেন নিবদ্ধ কুন্তলভরঃ সূক্ষ্মনীলকুঞ্চিতকেশ-সমূহস্তত্র যাঃ প্রকৃষ্টা উৎফুল্লা ঈষদ্বিকসিতা মল্লিকাস্তাসাং সন্ধন্ধিনী স্রক মালা তয়াপীড়শ্চূড়া যস্য সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

হইতেছে। সকল ভক্তগণকে মঞ্জরীভাবের অনুভূতি দান করিয়া চিত্ত গোপকিশোরীগণের সহিত রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যের পরম আস্বাদনে প্রবেশিত করিতেছেন॥ শ্রীহরির সর্ব্বকালের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ যে তনু উজ্জ্বলরস-লীলায় বিশ্বকে আবেশিত করিতেছে, সেই অনির্ব্বচনীয় শ্রীমূর্ত্তি আমার

ক্ষণং হসতি। রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি ক্ষণং ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি।
ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহা রুতিং মহাপ্রণয়সীধুনা বিহরতীহ গৌরো হরিঃ ॥ ১৩৪ ॥

অন্বয়

গৌরো হরিঃ ক্ষণং হসতি··· মহাপ্রণয় সীধুনা বিহরতি ॥১৩৪॥ স্বয়ং হরিঃ অশ্রুণাং······পঙ্কিলাং কুর্ব্বন্ পাণিতলে .. ..নিধায় শোনং অংশুকং দধানো লবণোদরোধসি বসন্ গৌরীভূয় রাধাপদাব্জে

মূলানুবাদ

করিতেছেন। কখনও রোদন, কখনও মুর্চ্ছিত, কখনও লুণ্ঠিত হইতেছেন। কখনও দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছেন। আবার তখনি নৃত্য করিতেছেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, কখনও আবার হা হা রবে ক্রন্দন করিতেছেন।১৩৪॥ শ্রীহরি গৌরাঙ্গরূপে অপূর্ব্ব অশ্রুপ্রবাহে পৃথিবী পঙ্কিলা করিয়া পাণিতলে বদরপাণ্ডু কপোলস্থলী স্থাপন করিয়া অরুণ বসন পরিধানপূর্ব্বক লবণ সমুদ্রের তীরে

টীকা

দুকুলাম্বরপ্রোল্লসৎশ্রোণিদেশঃ সুবর্ণোলা ঙ্গঃ সুহারাদিবেশঃ হরিঃ ক্রীড়তি স্বাহ্বয়ৈর্ন্ত্যরূঢ় স্ফুরন্মল্লিকা মালিকাবদ্ধচূড়ঃ ॥ ১৩২ ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য নৃত্যং দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্ব্বাদয়শ্চমৎকৃতা হর্ষোদ্রেকেণ দুন্দুভিবাদনাদিকং কুর্ব্বন্তঃ নিসেবিরে ইত্যাহ দেবা দুন্দুভিবাদনমিতি। ভুবি পৃথিব্যাং শ্রীগৌরচন্দ্রে তাণ্ডবং রচয়তি সতি দেবাদয়ো দুন্দুভিবাদনাদি কুর্ব্বন্তীত্যাদি। কিম্ভূতে স্বপ্রেম্নাতিশয়হর্ষযুক্তে। বিদধিরে চক্রুরিত্যর্থঃ। জগুগী তবন্তো মহর্ষিসমূহা দিব্যেষু স্তোত্রেষু পরাঃ নিপুণাঃ প্রীত্যা প্রণয়েনোপতস্থুস্তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ॥ হরৌ তাণ্ডবং কুর্ব্বতি প্রেমমত্তে স্বরূপপ্রকাশে জগন্মগ্নচিত্তে সুরৈর্ব্বাদিতং কিন্নরৈর্গীতমত্র মুনীনাং গণাস্তুষ্টুবুঃ সুষ্ঠুযত্র ॥ ১৩৩ ॥ মহাভাবপরিণামানুভাবোল্লাসং দর্শয়তি ক্ষণং

টীকার তাৎপর্য্য

চিত্তে লগ্ন রহিয়াছে ॥ ১২৯ ॥ শ্রীগৌরহরি জগতে অদ্ভুত প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন. মধুর-বৃন্দাবন মাধুরীতে লোকের চিত্তকে প্রবেশিত করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণপ্রেমার আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীরাধারাণীর স্বরূপ জগতের জীবের হৃদয়ে প্রকটিত করিয়াছিলেন—এইরূপে গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরির প্রাকট্য বিনা প্রেমাদির প্রকট হয় নাই। তিনি প্রকাশিত হইয়া একা স্বয়ংই সমস্ত আবিষ্কার করিলেন, প্রেমনামক সর্ব্বজনচমৎকারী পরমপুরুষার্থ কোন্ জনেরই বা শ্রবণপথগত হইয়াছিল? কাহারও নহে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করায় অন্য পুরুষার্থ হইতে প্রেমের অদ্ভুতত্ব। অন্য পুরুষার্থ ভগবানকে আকর্ষণ করিতে পারে না। নামের এমন বিচিত্র মহিমাই বা কে জানিত? মহিমা শব্দে কর্ম্মে ষষ্ঠী হইয়াছে। নাম মহিমায় চিত্ত আর্দ্র হইলে নাম ও নামী অভিন্নরূপে উপাসকের নিকট প্রকাশ পায়। বৃন্দাবনবিপিনের গহন এবং মহতী যে মাধুর্য্য তাহাতে কাহারই বা প্রবেশ ছিল? যে স্থানে পরমরসচমৎকারী মাধুর্য্যমহাভাবরসেন্দ্রের পরাকাষ্ঠা সেই শ্রীরাধাকে কেই বা জানিত? অর্থাৎ উপাস্য-জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিত? কেহই নহে। এক শ্রীগৌরকৃপায় সকলই সম্ভব হইয়াছে॥ চন্দ্ররূপকদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের অজ্ঞানতমো নাশ-

অশ্রুনাং কিমপি প্রবাহনিবহৈঃ ক্ষৌণীং পুরঃপঙ্কিলাং কুর্ব্বন্ পাণিতলে নিধায় বদরাপাণ্ডুং কপোলস্থলীং আশ্চর্য্য লবণোদরোধসি বসনং শোনং দধানোঽংশুকং গৌরীভূয় হরিঃ স্বয়ং বিতনুতে রাধাপদাব্জে রতিম্ ।। ১৩৫ ।।

পাদাঘাতরবৈর্দ্দিশো মুখরয়ন্ নেত্রান্তসাং বিন্দুভিঃ ক্ষৌণিং পঙ্কিলয়ন্নভো বিষদয়ন্নট্টহাসৈর্নভঃ চন্দ্রজ্যোতিরুদারসুন্দরকটিব্যালোলশোনাম্বরঃ কো দেবো লবণোদকূলকুসুমোদ্যানে মুদা নৃত্যতি । ১৩৬ ।

অন্বয়ঃ

রতিং বিতনুতে ইতি আশ্চর্যম্ ।১৩৫।। স্পষ্টম ।১৩৬।। সর্ব্বে··· যৎস্বরূপং ন লক্ষতে যস্য অতিরম্যা সুমধুরপদবী শ্রীশব্রহ্মাদ্যগম্যা যেনৈতং জগৎ অকস্মাৎ···ব্যধায়ি স শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ······গিরাং চেতসো

মূলানুবাদ

অবস্থান করিয়া রাধাপাদাব্জে রতি বিস্তার করিতেছেন । ৩৫ । পদধ্বনিশব্দে দিকসমূহ মুখরিত করিয়া প্রেমাশ্রুতে পৃথিবী পঙ্কিলা করিয়া অট্টহাস্যে নভঃস্থল শুক্লবর্ণ করিয়া অরুণাম্বর পরিধানপূর্ব্বক চন্দ্রকিরণের ন্যায় গৌরবর্ণ জ্যোতিবিশিষ্ট এ কোন্ দেবতা লবণসমুদ্রতটের কুসুমোদ্যানে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন ।১৩৬। শ্রুতিগণও যাঁহার স্বরূপ সম্যগ্ভাবে লক্ষ্য করিতে পারে না, যাঁহার উপদিষ্ট অতিরম্য সুমধুর প্রেমপথ ঈশব্রহ্মাদিরও অগম্য । যিনি অকস্মাৎ সমস্ত জগৎ হরিপ্রেমরসে প্রমত্ত করিয়াছিলেন সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কি আমার মন অথবা বাক্যের গোচর হইবেন ? ১৩৭ ।। হা শ্রীচৈতন্য

টীকা

হসতীত্যাদি । মহাপ্রণয়োহত্র মহাভাবঃ স এব সীধুরমৃতং তেনোপলক্ষিতো গৌরহরি র্বিহরতি ভাবসাঙ্কর্য্যেণ নানানুভাবং প্রকাশয়তি । তত্তৎপ্রকারমাহ ক্ষণং হসতীত্যাদি । শ্বসিতি মূর্চ্ছানন্তরং জীবতি । উদারাং মহতীং হা হা রুতিং শব্দং মুঞ্চতি উচ্চারয়তীত্যর্থঃ ।। মহাভাববোধানুভবপ্রভাবঃ ক্ষণং রোদিতীহ ক্ষণং হাসভাবঃ হরিঃ ক্রীড়তি শ্রীশচীনন্দনো বৈ প্রনৃত্যন্ নদন্ যো লুঠন্ মুর্চ্ছিতো বৈ ।১৩৪।

টীকার তাৎপর্য্য

পূর্ব্বক প্রেমবর্ষিত্ব সূচিত হইল ।। গৌরহরি বিনা প্রেমনামমহত্ত্বাদি শ্রীবৃন্দাবনমাধুরী এবং শ্রীরাধিকাকে কেই বা জানাইত । শ্রুতি বলিয়াছেন পরব্রহ্মই রসস্বরূপ । সেই রসব্রহ্মকে দেখিলে যোগী যোগ ভুলিয়া যায়, বিষয়ীর বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে । পরব্রহ্মের রূপ স্থাবরজঙ্গমকে পাগল করে । "যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ।" সেই গৌরাকৃতি পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার স্বয়ং দর্শন করিয়া পাণ্ডিত্য সন্ন্যাসাদি ত্যাগপূর্ব্বক 'প্রবোধানন্দ' হইয়া রসময় ভজনসুখে মগ্ন হইয়াছিলেন । আমাদের মত দীন জনকে তাঁহার কথা আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীগৌরাকৃতি পরব্রহ্মের রূপোল্লাসনৃত্যাদি এই প্রকরণে বর্ণন করিতেছেন । লবণ সমুদ্রের তটে মধুময় পরংব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন । যদি বল সে নৃত্যের মাধুরী কেমন ? উত্তরে বলিতেছেন প্রেমরসের অমৃত সাগরে অবিশ্রান্ত লহরী উঠিতেছে তাহাতে তাহার শ্রীঅঙ্গখানি নৃত্য করিতেছে । আর প্রেমরসে সিক্ত গৌরঅঙ্গ হইতে যে অদ্ভুত গৌরীচ্ছটা উঠিতেছে, চতুর্দ্দশ ভুবন তাহাতে আচ্ছাদিত । আবার

টীকা

স্বকৃপাদৃষ্টিপাতিনাং লোকানাং শ্রীরাধাপাদাম্ভোজে রতিং বিস্তারয়িতুং বিরহিণ্যা শ্রীরাধায়া অনুভাবমনু-কুর্ব্বতো মহাপ্রভোশ্চরিতমাহ অশ্রূনাং কিমপীত্যাদি। স্বয়ং হরির্ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো গৌরাঙ্গো ভূত্বা বিরহিণ্যা রাধায়া ভাবমনুকুর্ব্বন্‌ শ্রীরাধায়াঃ পাদপদ্মে রতিং বিতনুতে বিস্তারয়তি তদনুভাবং দর্শয়তি। লবনসমুদ্রস্য তীরে উপবিশন্‌ শোনং রক্তমংশুকং বসনং দধানঃ শ্রীরাধিকায়াং অপি কৃষ্ণ-বিষয়করাগব্যঞ্জকশোনবস্ত্রধারণং বহিরাবির্ভূতো রাগ ইব। বামপাণিতলে কপোলস্থলী-মর্পয়িত্বা কিম্ভূতাং পক্কতোন্মুখবদরফলবদীষৎপাণ্ডুরং শ্বেতবর্ণমিব বৈবর্ণ্যমুক্তম্‌। নেত্রজালানং ধারাসমূহৈঃ পুরোঽগ্রস্থিতাং ক্ষৌণিং ভূমিং পঙ্কিলাং পঙ্কযুক্তাং কুর্ব্বন্‌॥ তলে বামপাণেঃ কপোলং নিধায় রতিং রাধিকায়াঃ পদাব্জে বিধায় সমুদ্রস্য তীরস্থিতো গৌরচন্দ্রঃ স্রবন্নেত্রপদ্মোঽভবৎ প্রেমতন্দ্রঃ॥১৩৫॥ পুনর্ণানানুভাবৈ রূপোল্লা-সেন নৃত্যমুল্লাসয়ন্‌ তৎ প্রকরণমুপসংহরতি—পাদাঘাতরবৈরিত্যাদি। দিব্যতীতি দেবঃ কিম্ভুতশ্চন্দ্রস্য জ্যোতিরিব গৌরং জ্যোতিঃ কান্তির্যস্য সঃ। উদারং মনোহরং সুন্দরকটিদেশে ব্যালোলমালম্বমানং লোহিতমম্বরংবসনং যস্য সঃ। পাদাঘাতরবৈ নৃত্যানুভাবৈ র্দিশো মুখরয়ন্‌ সশব্দাঃ কুর্ব্বন্‌। ক্ষৌণিং পঙ্কিলয়ন্‌ পঙ্কযুক্তাং কুর্ব্বন্‌। অট্টাট্টহাসৈর্ণভো বিষদয়ন্নন্তরীক্ষং শুভ্রং কুর্ব্বন্‌ চিত্তবিক্ষেপজন্যস্মিতাদি-প্রকারাতিরিক্তো হাস্যোঽট্টহাসঃ। তথাহি 'হাসাদ্ভিন্নোঽট্টহাসঃ স্যাচ্চিত্তবিক্ষেপসম্ভব ইতি॥ দিশঃ শব্দয়ন্নর্ত্তনে পাদাঘাতৈরিলাং পঙ্কিলাং সাধন্নশ্রুপাতৈঃ নভঃ শুক্লয়ন্‌ শ্রীশচীজোঽট্টহাসৈঃ সুরক্তাম্বরো

টীকার তাৎপর্য্য

শিব বিধি ব্যাস প্রভৃতি নিরন্তর সংস্তব (সম্যক স্তব) করিতেছেন। শ্রুতিকোটির দুর্ল্লক্ষ্যা সেই জগন্মোহিনী আশ্চর্যানটনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটন করায় তাঁহার পরম আশ্চর্য্যতা॥ নিজ পীত কান্তিতে সর্ব্বজগৎ যিনি আবৃত করিয়াছেন, শ্রুতির অতর্ক্য প্রেমাস্বাদনে যিনি বিভোর, শিব ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবতাগণের দ্বারা যাহার সম্পূর্ণ লীলা স্তুত হইতেছেন বারিধির তটে সেই আশ্চর্য্য ব্রহ্মমূর্ত্তি নৃত্য করিতেছেন।১৩১। গৌরাকৃতি ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার চমৎকৃতভাবে তাঁহার বিলাস বর্ণন করিতেছেন। ব্রজের সেই প্রসিদ্ধ নাগরবরই আমার গৌর। নিজ নামরসে মধুর নৃত্যচ্ছন্দে তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। বলিতে পার ভাই অপূর্ব্ব ওই অবতারটি কে? বিশেষণের দ্বারা তাঁহার নাগরবর স্বরূপটি বিশেষিত করিতেছেন। সুরঙ্গ পট্টধটীতে সেই পরম সুন্দর নটবরের কটিদেশ সুশোভিত। তাঁহার দুই মণিবন্ধে কঙ্কন, বাহুতে অঙ্গদ, বক্ষোপরি স্বর্ণ মুক্তা ও মণিময় হার। শ্রবণে মকরাকৃতি কুণ্ডল শোভা পাইতেছে, চরণে নূপুর। সুন্দর সুকোমল কেশদাম চূড়ার ছাঁদে উচ্চ করিয়া বাঁধা; তাহাতে আবার প্রস্ফুটিত মল্লিকার মালা বেষ্টিত রহিয়াছে। তাঁহার শ্রোণীদেশ দুকুলাম্বরপরি-শোভিত। সুবর্ণোজ্জ্বল-অঙ্গ সুহারদিবেশে সুশোভিত। মাথায় মল্লিকামালাশোভিত চূড়া; এইরূপ হরি নিজ নাম-মাধুর্য্যে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছেন।১৩২। শ্রীগৌরহরির নৃত্য দেখিয়া পরমমুগ্ধ দেব-গন্ধর্ব্বাদি দুন্দুভি প্রভৃতি বাদন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন—এই কথায় এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। সেই গৌরহরি কেমন? 'নিজ প্রেমাস্বাদে অতিশয় হর্ষযুক্ত। সিদ্ধগণ তাঁহার কথা গান করিতেছিলেন। দিব্য স্তোত্রে নিপুণ মহর্ষিসমূহ প্রীতিভরে তাঁহাকে স্তব করিতেছিলেন। নিজ

সর্ব্বৈরাম্নায়চূড়ামণিভিরপি ন সংলক্ষ্যতে যৎস্বরূপং শ্রীশব্রহ্মাদ্যগম্যা সুমধুরপদবী কাপি যস্যাতিরম্যা
যেনাকস্মাজ্জগৎ শ্রীহরিরিসমদিরামত্তমেতদ্ব্যধায়ি শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ স কিমু মম গিরাং গোচরশ্চেতসো বা
। ১৩৭ ।

জাড্যং কর্ম্মসু কুত্রচিজ্জপতপো যোগাদিকং কুত্রচিৎ গোবিন্দার্চ্চনবিক্রয়ঃ ক্বচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ ক্বচিৎ
শ্রীভক্তিঃ ক্বচিদুজ্জ্বলাপি চ হরে র্বাঙ্মাত্র এব স্থিতা হা চৈতন্য কুতো গতোঽসি পদবী কুত্রাপি তে নেক্ষ্যতে
। ১৩৮ ।

অন্বয়

বা গোচরো ভবতি কিম্ ? ১৩৭ ॥ কুত্রচিৎ কর্ম্মসু জাড্যং কুত্রচিৎ জপতপো যোগাদিকং ক্বচিদপি গোবিন্দার্চ্চনবিক্রিয়ঃ ক্বচিৎ জ্ঞানাভিমানঃ হরেরুজ্জ্বলা শ্রীভক্তিরপি ক্বচিৎ বাঙ্মাত্র এব স্থিতা। হা চৈতন্য···নেক্ষ্যতে ॥১৩৮॥ যত্র দ্রুতকনকগৌরো হরিরভিব্যক্তোঽভূৎ তস্য মহিম্না অভূৎ। উচ্চৈঃ

মূলানুবাদ

তুমি কোথায় গমন করিবে ? তোমার প্রচারিত সেই নির্ম্মলব্রহ্মপ্রেম আর তো কোথাও দেখিতে পাই না। কেহ কেহ কেহ কর্ম্মদ্বারা জাড্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কোথাও বা জপ তপ যোগাদির প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। কোথাও মাত্র বিধিপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দার্চ্চন দৃষ্ট হইতেছে। কোনওস্থলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে লোকের অভিমান দেখা যাইতেছে ? কোথায় বা ব্রজের উজ্জ্বল প্রেমময় হরিভক্তির কথা মাত্র শুনা যাইতেছে।১৩৮। (সে এক মধুর দিন ছিল) যেদিন বিগলিত স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন। তাহারই মহিমায় সমস্ত জগৎ কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া গিয়াছিল। উচ্চ রোলে হরিকীর্ত্তনে

টীকা

নৃত্যতি প্রেমবাসৈঃ।১৩৬। ইতি চৈতন্যচন্দ্রামৃতটীকায়াং রূপোল্লাসনৃত্যাদিপ্রকরণে একাদশো বিভাগঃ ॥

ক্রীড়তি নৃত্যতি বিহরতীত্যাদিবর্ত্তমানপ্রয়োগৈঃ শ্রীগৌরলীলায়া অপি নিত্যত্বং সূচিতম্। প্রপঞ্চগোচরাগোচরাভ্যাং সদা চৈতন্যলীলায়াঃ প্রাকট্যাপ্রাকট্যৌ ভেদমাত্রে বস্তুতো নিত্যৈব। প্রকট্যাপ্রাকট্যৌ আবির্ভাবতিরোভাবৌ। প্রপঞ্চাগোচরত্বেন তিরোভাবং মত্বা শোচতি পঞ্চশ্লোক্যা অথ শোচকমিত্যাদি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

প্রেমমত্ত শ্রীহরি স্বরূপপ্রকাশে জগতের চিত্ত মগ্ন করিয়া তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিলে দেবগণ দুন্দুভি বাদন করিয়াছিল, কিন্নরগণ তাঁহার গুণগান করিয়াছিল মুনিগণ সুষ্ঠু স্তব আরম্ভ করিয়াছিলেন।১৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ-নর্ত্তনে মহাভাবের পরিণাম রূপ অপূর্ব্ব অনুভাবের উল্লাস এই শ্লোকে দেখাইতেছেন। এখানে মহাপ্রণয় শব্দে মহাভাব বুঝিতে হইবে; তাহাই পরমামৃত। সেই রসাস্বাদনে বিভোর শ্রীগৌরহরি ভাবসাঙ্কর্য্যে নানা অনুভাব প্রকাশ করিয়া বিহার করিতেছেন। তাহার প্রকারগুলি বলিতেছেন—কখনও হাসিতেছেন প্রভৃতি। শ্বসিতি শব্দের অর্থ তাহার প্রেমমূর্চ্ছায় শ্বাসের স্পন্দন

অভিব্যক্তো যত্র দ্রুতকনকগৌরো হরিরভূন্মহিম্না তস্যৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদভূৎ
অভূদুচ্চৈরুচ্চৈস্তুমুলহরিসংকীর্ত্তনবিধিঃ স কালঃ কিং ভূয়োঽপ্যহহ পরিবর্ত্তেত মধুরঃ। ১৩৯।

অন্বয়

হরিসংকীর্ত্তনবিধিরভূৎ স মধুরঃ কালঃ…ভূয়ঃ পরিবর্ত্তেত ? ১৩৯॥ ভুবি সা ধন্যা গৌড়নগরী…হরি হরি কুত্রাপি নো তাদৃশঃ প্রেমোৎসবো নিরক্ষ্যতে। হা চৈতন্য কৃপানিধান পুনঃ কিং তব বৈভবং

মূলানুবাদ

সমস্ত জগৎ মুখরিত থাকিত। সেই মধুময় দিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে।১৩৯॥ পৃথিবীতে শ্রীহরির আবির্ভাবে ধন্য সেই (গৌড়) নবদ্বীপ নগরী আজিও রহিয়াছে। সেই সমুদ্রের তটদেশও রহিয়াছে। সেই জগন্নাথও বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুময় নামও রহিয়াছে। কিন্তু হরি হরি ! কোথাও সেইরূপ মহাপ্রেমোৎসব লক্ষিত হইতেছে না। হা কৃপানিধান শ্রীচৈতন্য তোমার প্রেমবৈভব

টীকা

তস্য শ্রুতিদুর্ব্বোধত্ব-ব্রহ্মাদ্যগোচরপদবীকত্ব-প্রেমরসজগন্মত্ততাবিধায়কত্বৈ র্মহিমানং ব্যঞ্জয়ন্ শোচতি সর্ব্বৈরিতি। স চৈতন্যচন্দ্রো মম গিরাং ব্যক্যানাং চেতসো বা গোচরো বিধয়ো ভবিষ্যতি কিমু নৈবেতি শোচতি। নন্বু গৌরচন্দ্রস্বরূপস্য শ্রুতিভিরপ্রতিপন্নত্বান্নেশ্বরত্বং তত্র কথং রজ্যসি তদ্বিরহে বা কথং শোচসীত্যত আহ সর্ব্বৈরাম্নায়ানাং বেদানাং শিরোরত্নৈরপি যস্য স্বরূপং শ্রীবিগ্রহঃ ন সংলক্ষ্যতে ন সম্যগ্ দৃশ্যতে তৈ র্দুর্ল্লক্ষ্যত্বাৎ। নন্বু নিগূঢ়শ্রুতয়োঽপি তৎস্বরূপং ন জানন্তু লক্ষ্মীশিবব্রহ্মাদয়োঽপি অবতারনির্ণায়কা আগমপাঞ্চরাত্রাদিকর্ত্তারঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাশ্চ তৈঃ কথং চৈতন্যমার্গো ন প্রচারিত ইত্যতো নির্ব্বক্তি শ্রীশেত্যাদি। যস্য চৈতন্যচন্দ্রস্য কাপ্যনর্পিতচরীং সুষ্ঠু মনোরমা মধুরা অত্যাস্বাদনীয়া বা পদবী উপদেশমার্গঃ শ্রীশব্রহ্মাদিভিরপ্যগম্যা দুর্জ্ঞেয়া অথচ তৎকৃপাকটাক্ষপাত্রৈ র্যৈঃ কৈরপি অতিরম্যা সুখসেব্যা। নন্বু ভো শ্চৈতন্যেশ্বরনিষ্ঠা যদি চৈতন্যস্বরূপং শ্রুতিভি র্দুর্ল্লক্ষ্যং তৎপদবী

টীকার তাৎপর্য্য

কখনও কখনও স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। পুনরায় নিজ অমৃতময় কৃষ্ণনাম শ্রবণে যেন নূতন জীবন লাভ করিতেছেন। তাঁহার পরই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতেছে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার মহতী হাহাকার॥ মহাভাব বোধের অনুভাবপ্রভাব দর্শন করাইয়া শ্রীশচীনন্দন কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন কখনও লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন এইরূপে শ্রীহরি বিহার করিতেছেন॥ ১৩৪॥ নিজ দৃষ্টিপথে পতিত জনমাত্রেরই হৃদয় যিনি শ্রীরাধাপদাম্ভোজে রতি বিস্তার করিবার জন্য বিরহিণী শ্রীরাধার অনুভব অনুকরণ করিতেছেন, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে সেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিচিত্র চরিত বর্ণন করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গরূপে বিরহিণী শ্রীরাধার ভাব অনুকরণ করিয়া সকলের চিত্তে শ্রীরাধার পাদপদ্মে রতি বিধান করিতেছেন। অনুভাবগুলি দেখাই-তেছেন—শ্রীগৌরহরি লবণ সমুদ্রের তীরে উপবিষ্ট ; তাঁহার পরিধানে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক

সৈবেয়ং ভুবি ধন্য গৌড়নগরী বেলাপি সৈবাম্বুধেঃ সোঽয়ং শ্রীপুরুষোত্তমো মধুপতেস্তান্যেব নামানি তু নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরি হরি প্রেমোৎসব স্তাদৃশো হা চৈতন্য কৃপানিধান তব কিং বীক্ষে পুনর্বৈভবম্ ।১৪০।

অন্বয়

বীক্ষ্যে ? ১৪০ ॥ যদি নিগদিতমীনাদ্যংশবৎ গৌরচন্দ্রে। (ভবতি) তদপি ন, কশ্চিৎ শক্তিলীলাবিকাশো

মূলানুবাদ

আর কি দেখিতে পাইব ? ১৪০ ॥ শ্রুতিনিগদিত মৎস্যাদি অবতারের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গকে অংশাবতার বলিতে পারিবে না। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে শক্তি ও লীলার প্রকাশও বলিতে পারিবে না। কারণ এই গৌরচন্দ্রে অতুল সকল শক্তির আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব অনবিগত-

টীকা

শ্রীশব্রহ্মাদ্যগম্যা তর্হি ভবতা কেন প্রমাণেন প্রমাণ্যতে তত্রাহ যেনেত্যাদি। প্রমাণানামাগ্রহণাং প্রত্যক্ষপ্রমাণমেব মম বলমিতি হস্তপ্রসারচালনেন প্রত্যক্ষং দর্শযতোতদিতি। এতজ্জগৎ যেন চৈতন্যচন্দ্রেন শ্রীরাধিকা চ হরিশ্চ তয়োর্যঃ প্রেমরসঃ স এব মদিরা তয়া মত্তঃ বাধাযি অকারি কৃতমিতি। প্রত্যক্ষপ্রমাণেন বিশ্বসীহি সন্দিগ্ধো মা ভব। হে তু প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধমপি ন মন্যন্তে তে নাস্তিকেভ্যোঽপি নাস্তিকাঃ। নাস্তিকৈরপ্যুক্তং নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি প্রত্যক্ষভিন্নং প্রমাণং ন কিন্তু প্রত্যক্ষমেব প্রমাণমিতি তদর্থঃ। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষমিতি প্রত্যক্ষলক্ষণম ॥ সর্ব্ববেদমর্দ্ধবতুর্ব্বিলাবা-দেহিকা, শ্রীশপদ্মজাদিভিস্তু ত্বর্বিবতর্ক্যবীথিকা। রাধিকেশভক্তিমত সর্ব্বলোকজিত্বরী যাস্যতীহ দৃকপদন্তু মে নু গৌরমাধুরী। ১৩৭ ॥ শ্রীচৈতন্যভগবৎপ্রচারিতস্বভক্তিপবিপাটীং কত্রাপাদষ্টা শোচতি। জাড্যং কর্ম্মসূ কুত্রচিৎ ইত্যাদি। হা ইতি স্বপ্রেমকরুণ সম্বোধনে। হা চৈতন্য কতো গতোঽসি তব পদবী শুদ্ধনিগূঢ়পরমোজ্জ্বলরসভক্তিপরিপাটীমার্গঃ কুত্রাপি সম্প্রদায়েষ্বেতেষু ন দৃশ্যতে। ক্বাপি সম্প্রদায়ে কর্ম্মদায়ে কর্ম্মসূ জাড্যং জড়তা, ক্বাপি জপো মন্ত্রস্য স্বলঘচ্চারঃ পুরশ্চরণাদি। তপঃ ক্লেশসহনাদি। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। যথা যমো ব্রহ্মচর্য্যাদি, নিয়মঃ স্নানাদি. প্রত্যাহার ইন্দ্রিয়ানং বিষয়েভ্যো নিবৃত্তি ধারণা

টীকার তাৎপর্য্য

প্রণয়ের অভিব্যঞ্জক অরুণ বসনখানি বহিরাবির্ভূত অনুরাগের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বাম করতলে পক্কতোন্মুখ বদরী ফলের বর্ণ বামগণ্ড বিন্যাস করিয়া প্রেমাশ্রুধারায় সম্মুখের ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন বামপাণির তলে গণ্ড স্থাপন করিয়া শ্রীরাধিকার চরণাম্বুজে জীবের রতি বিধান করতঃ সমুদ্রের তীরস্থিত শ্রীগৌরচন্দ্র বিগলিত নয়নাশ্রুধারায় ভূমি পঙ্কিল করিতে করিতে প্রেমতন্দ্রায় তন্দ্রিত হইতেছেন।১৩৫। শ্রীগৌরহরির নানা অনুভাবের রূপোল্লাসের এবং নৃত্যবর্ণনার এই শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরদ্যুতি এই শ্রীচৈতন্য। তাঁহার মনোহর কটিদেশে অরুণ বসন। প্রেমামৃতের বিচিত্র পদবিক্ষেপে দিকসমূহ মুখরিত। প্রেমাশ্রুজলে পৃথিবী পঙ্কিল। তিনি অট্ট-প্রেমহাস্যে

যদি নিগদিতমীনাদ্যংশবদ্ গৌরচন্দ্রো ন তদপি সহ কশ্চিচ্ছক্তিলীলাবিকাশঃ
অতুলসকলশক্ত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রকাশৈরনধিগতমহত্ত্বং পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ ॥ ১৪১ ॥
ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্যমহিমাপি মহাপ্রভুঃ মুগ্ধবালোদিতং শ্রুত্বা স্নিগ্ধোহবশ্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৪২ ॥

অন্বয়

(ভবতি)। (অয়ন্ত)··পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ। ১৪১ ॥ মহাপ্রভুঃ ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্যমহিমাপি মুগ্ধবা-

মূলানুবাদ

মহিমা পূর্ণতম স্বয়মতারী সাক্ষাৎ ব্রজন্দ্রনন্দনই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৪১ ॥ ব্রহ্মামহাদেবাদির অগম্য মহিমা হইলেও মহাপ্রভু আমার ন্যায় মূঢ় বালকের বাক্য শুনিয়া অবশ্য স্নিগ্ধ হইবেন। । ১৪২ ॥ আমার শাস্ত্রের অনুভূতি নাই উপযুক্ত গুরুর নিকট উপদেশও পাই নাই, সুবুদ্ধিপূর্ব্বক বিজ্ঞ সুপণ্ডিতগণের সহিত বিচারও করি নাই. বালকের ন্যায় যাহা তাহা জল্পনা করিলাম। তথাপি শ্রীগৌরহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪৩ ॥

টীকা

মনঃস্থিরীকরণম্। ধ্যানমনবরতরূপাদিচিন্তনম্। সমাধিঃ পরমানন্দানুভবঃ। ইতি ভেদার্থেন যমনিয়মাসনপ্রণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি। গোবিন্দস্যঃ পূজনে বিক্রিয়ঃ বিধিঃ প্রকারঃ জ্ঞানমিশ্রভক্তি প্রকারঃ। উজ্জ্বলাপি শ্রীমতী ভক্তির্বাক্যমাত্রেঽবস্থিতা নত্বাচরিতেতি। হে মহাপ্রভো তবাগমনে যাদৃক্শুদ্ধরাগানুগীয় নিগূঢ়োজ্জলভক্তিমার্গপরিপাটী তাদৃক্ কুত্রাপি নাস্তি। হা কুতো গতোঽস্তীতি শোচনম্ ॥ জ্ঞানিকর্ম্মিযতিত্যোগিতাপসাদিতুচ্ছকা, সোজ্জ্বলাদিবাক্যমাত্র ভক্তিমার্গপোষিকা। রাগবত্ম´শুদ্ধভক্তিসাধনাস্যজিত্বরী, যাস্যতীহ দৃক্পথন্ত মে নু গৌয়মাধুরী ॥ ১৩৮ ॥ পরমসুখজনক শ্রীগৌরার্বিভাবকালমাধুরীমুদ্দিশ্য শোচিতি অভিব্যক্তো যত্রেত্যাদি। স কালো ভূয়ঃ পুনরপি

টীকার তাৎপর্য্য

আকাশ ধবলিম করিতেছেন। চিত্তবিক্ষেপজন্য স্মিতাদিপ্রকারাতিরিক্ত হাস্যকে অট্টহাস বলে। শ্রীশচীনন্দন নর্ত্তনে দিক্সমূহ শব্দিত করিয়া অশ্রুজলে ভূমি পঙ্কিল করিয়া অট্টহাসে আকাশ ধবলিম করিয়া প্রেমারসে নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৩৬ ॥ পূর্ব্বের শ্লোকগুলিতে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার দেখাইলেন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলার মতই নিত্য। তাহা প্রপঞ্চের গোচর হইলে আমরা লীলা প্রকট বলি, অগোচর হইলে অপ্রকট বলি। সেই শ্রীগৌরলীলা বর্ত্তমান প্রপঞ্চের অগোচর হওয়ায় তাঁহার তিরোভাব মনে করিয়া পাঁচটি শ্লোকে তাঁহার শ্রুতিদুর্ব্বোধত্ব, ব্রহ্মাদ্যগোচরপদবীকত্ব, প্রেমরসে জগন্মত্ততাবিধায়কত্ব রূপ মহিমা ব্যঞ্জন করিয়া শোচনা করিতেছেন। —সেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্র কি আর আমার বাক্য অথবা চিত্তের গোচর হইবেন? যদি বল শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন না হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ তো ঈশ্বর নহেন; তবে তুমি কেন তাহাতে অনুরাগ করিতেছ কেনই বা তাঁহার বিরহে শোক করিতেছ? উত্তরে বলিতেছেন—অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সর্ব্ববেদশিরোমণি

টীকা

কিং পরিবর্ত্তেত পুনরাগমিস্যতীত্যর্থঃ। অহ ইতি খেদে। কিন্তুতো মধুরঃ শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবলীলাত্বেন পরমরসনীয়ঃ। তদেব দর্শয়তি যত্র কালে দ্রবীভূতস্বুবর্ণকান্তিরিব গৌরহরিরভিব্যক্তঃ প্রপঞ্চগোচরীভূতঃ তস্যৈব গৌরহরের্মহিম্নি প্রভাবেন প্রণয়বসেন জগৎ মগ্নমভূৎ। অথবা তস্যৈবেতি কালস্য বিশেষণং গৌরাবির্ভাবকালস্য এব মহিম্নেত্যর্থঃ। যত্রাত্যুচ্চৈস্তমূলকাংস্যকরতালানাং মৃদাঙ্গানাঞ্চ শব্দৈর্বহুজনানাং সুকণ্ঠস্বরৈশ্চ সংকুলঃ স চাসৌ হরিকীর্ত্তনস্য বিধিঃ বিধানঞ্চেতি সোঽভূৎ। তাদৃশলীলাবিশিষ্টঃ কালঃ পরিবর্ত্তেত কিং নৈবেতি শোকঃ॥ ব্যক্তোঽভবৎ যত্র সুবর্ণবর্ণো গৌরো হরিঃ প্রেমনির্মগ্নবিশ্বঃ। সংকীর্ত্তনানন্দরসো হি যত্র স এব কালঃ পুনরেষ্যতি কিম্? ১৩৯॥ পুনরুদ্দীপনবিভাবেন শোচতি সৈবেয়ং ভুবীত্যাদি। হা চৈতন্য কৃপানিধান নিধীয়তে হস্মিন্নিতি নিধানমাধারঃ হা কৃপায়া অধিকরণ তব বৈভবং প্রভাবমৈশ্বর্য্যং পুনঃ কিং বীক্ষ্যে কাক্বা নৈব। নন্বু মম লীলাস্থলানি মৎপ্রচারিতনামানি তত্র

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রুতিগণও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সম্যক্‌রূপে লক্ষ্য করিতে পারেন না। যদি বল নিগূঢ় শ্রুতিগণ তাঁহার স্বরূপ না জানুন লক্ষ্মী শিব ব্রহ্মাদি 'অবতার নির্ণায়ক আগম পঙ্করাত্রাদি' প্রণেতা সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ শ্রীচৈতন্যমার্গ কেন প্রচার করিলেন না? উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অনর্পিতচরী প্রেমদান রূপ কোনও অত্যাস্বাদনীয়া মধুরা মহিমা লক্ষ্মী প্রভৃতিরও দুজ্ঞে'য়া কিন্তু তাঁহার কৃপাকটাক্ষপ্রাপ্ত ভক্তের নিকট তাহা অতি সুখসেব্য। যদি বল হে চৈতন্যেশ্বরনিষ্ঠগণ। যদি শ্রীচৈতন্যপদবী শ্রুতি প্রভৃতির অগোচরই হয় তবে কোন্ প্রমাণে তাঁহাকে প্রমাণিত করিতে যাইতেছ? উত্তরে বলিতেছেন—(শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রমাণে স্পষ্টরূপে বর্ণিত থাকিলেও) সকল প্রমাণের অগ্রে যাহার নাম গণনা করা হয় সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণই আমার মুখ্য বল। গ্রন্থকার যেন হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রত্যক্ষবৎ দেখাইয়া বলিতেছেন যে চৈতন্যচন্দ্র এই তাপময় জগৎকেও শ্রীরাধামাধবের প্রেমরসমদিরায় মত্ত করিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষে বিশ্বাস কর সন্দেহ করিওনা। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নাস্তিকগণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন। যাহা সে প্রমাণও মানিতে চাহিবেনা তাহারা নাস্তিক হইতেও নাস্তিক। নাস্তিকরা বলেন "প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ"। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজ জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ॥ যাঁহার শ্রীবিগ্রহ নিখিল বেদের অগোচর। লক্ষ্মী প্রভৃতিরও যিনি দুর্বিতর্ক্য সেই শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুরী আজিও শ্রীরাধামাধবপ্রেমমত্ত সর্ব্বলোকে সর্ব্বোৎকর্ষে অবস্থান করিতেছে॥ ১৩৭॥ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত স্বভক্তি-পরিপাটী কোথাও না দেখিয়া এই শ্লোকে গ্রন্থকার শোচনা করিতেছেন। প্রেমভরে অতি করুণ সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "হা চৈতন্য। তুমি কোথায় গমন করিলে!!" সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেমন তাহার কিরণও অস্তমিত হয়, তোমার অপ্রকটলীলালায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রচারিত সেই শুদ্ধা ভক্তিও কি তেমনি অপ্রকটিতা হইলেন!! আর তো সেই পরমোজ্জ্বল রসময়ী ভক্তিমাধুরী কোথাও দেখিতে পাইতেছিনা! সেই মধুময় আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মফললোভে জড়বুদ্ধি কেহ কেহ

টীকা

তত্র তানি গৃহীত্বা বিহরস্ব কথং শোচসি তত্রাহ সৈবেহ ইত্যাদি। ধন্যা পুণ্যবতী গৌড়নগরী তব প্রাদুর্ভাবাদিলীলাস্থলী সৈবেয়ং ভুবি পৃথিব্যাম্। সৈবাম্বুধেবেলা উপবনাদিযুক্তং তীরম্ যত্র প্রান্তলীলা। এবং তান্যেব হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নামানি লোকৈর্ময়াচ গৃহীতান্যপি। অন্যেষাং বা কা কথা সোঽয়ং শ্রীপুরুষোত্তমঃ শ্রীনীলাচলেন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথদেবোঽপি প্রেক্ষ্যতে কিন্তু ভবৎপ্রকটকালীনো যাদৃশঃ প্রেমোৎসবস্তাদৃশঃ কুত্রাপি ন ঈক্ষ্যতে অতএব শোচামীতি॥ স এব গৌড়োঽম্বুনিধেস্তটঃ সবৈ হরেস্ত-থাখ্যা জগতীপতি স হি। ভবৎকৃতপ্রেম ন কুত্র দৃশ্যতে বীক্ষ্যে পুনঃ কিং তব বৈভবঃ হরে॥১৪০॥ নন্থ গৌরচন্দ্রোঽপি মীনাদিবদংশাবতারো ভবিষ্যতি তত্র কথং শোচসি পূর্ণস্বয়ংভগবচ্ছীকৃষ্ণবিষয়ে অনুরক্তো ভব ইত্যতঃ কিঞ্চিদশ্রুতপূর্ব্বোক্তসিদ্ধান্তং জনমাহ যদীত্যাদি। নিগদিতাঃ শ্রুতিপুরাণাদ্যুক্তা যে মীনাদ্যংশাবতারা স্তদ্বদ্ যদি গৌরচন্দ্রোঽপি স্যাৎ তন্ন স মীনাদ্যংশাবতারী, কশ্চিদ্ রামাদিঃ শক্তিলীলা-বিকাশঃ শক্তেঃ লীলায়াশ্চ বিকাশ প্রকাশো যস্মাৎ সঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মাতিয়াছেন, কেহবা পুরশ্চরণাদি জপযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ বা ক্লেশ-বহুল তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, কেহ আবার যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে রত। ইহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিকালস্নায়ী হইয়া অভ্যাসযোগে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি ঘটাইতে চাহেন। তাহার পর মন স্থির হইলে শ্রীভগবানের রূপাদি ধ্যানপূর্ব্বক সমাধিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কেহ বা শাস্ত্রশাসনের ভয়ে শ্রীগোবিন্দের পূজন করিতেছেন। কোনও স্থলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে অভিমান দেখা যাইতেছে। কোনও কোনও স্থানে উজ্জ্বলরসময়ী শ্রীহরিভক্তির কথা মাত্র শুনা যাইতেছে। সেই অমৃতরসে লুব্ধ হইয়া তাহার আচরণ কেহই করিতেছে না। জ্ঞানী কর্ম্মী যতি ত্যাগী তাপস প্রভৃতি তুচ্ছ ফল লইয়া মত্ত রহিয়াছেন ভক্তিমার্গপোষিকা উজ্জ্বল-রসমধুর ভক্তি বাঙ্‌মাত্রে স্থিতা। অন্যসাধনজয়শীলা রামমার্গে শুদ্ধা ভক্তিরূপা শ্রীগৌরমাধুরী কি আর আমার দৃক্‌পথগোচর হইবে? ॥ ১৩৮ ॥ পরমসুখময় শ্রীগৌরাবির্ভাবকালকে উদ্দেশ্য করিয়া এই শ্লোকে শোচনা করিতেছেন। আহা সেই মধুময় কাল কি আর ফিরিয়া আসিবে? শ্রীগৌরাঙ্গের মধুময়ী লীলাকালটি বড়ই রসনীয় ছিল। বিগলিত স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রপঞ্চের গোচরে আবিভূত হইয়াছেন। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমাপ্রভাবে প্রেমরসে জগৎ ডুবিয়া গিয়াছিল। অথবা গৌরাবির্ভাবকালেরই এই মহিমা। তখন দিকে দিকে করতাল-মৃদঙ্গাদি সহযোগে বহু লোক হরিসংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছিল, সেই লীলাবিশিষ্ট দিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে? বুঝি আর সে শুভদিন এ জীবনে আসিবেনা॥ যেকালে স্বর্ণকান্তি গৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়া বিশ্বকে প্রেমরসে নিমগ্ন করিয়াছিলেন—দিকে দিকে সংকীর্ত্তন রব শুনা যাইত, সেই কাল কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে? ১৩৯॥ শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকটে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার লীলাস্থলী প্রভৃতি তাহার স্মৃতি উদ্দীপন করিয়া ভক্তের হৃদয় ব্যাকুল করিতেছে—এইজন্য গ্রন্থকার এই শ্লোকে শোচনা করিতেছেন। করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য! তোমার অতুল বৈভব

টীকা

অয়ং গৌরচন্দ্রঃ পূর্ণ এব অবতীর্ণঃ কেহৈ'তুভিঃ পূর্ণস্তত্র হেতুমাহ অতুলেত্যাদি। অতুলা অসমোর্দ্ধা সকলা যাবত্যো শক্তয়স্তাভিরাশ্চর্য্যা পরমচমৎকারা যে লীলানাং প্রকাশা আবির্ভাবাস্তৈর্হে'তুভিঃ পূর্ণ এব! এব শব্দেন পূর্ণত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। অতএব অনধিগতমহত্ত্বং অনধিগতং ন জ্ঞানবিষয়ীভূতং মহত্তং মহিমা প্রভাবো যস্য গৌরচন্দ্রঃ সঃ। পূর্ণতা চাস্য শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষত্বাৎ। তস্য পূর্ণতায়াঃ শ্রুতি-পুরাণাদীনাং প্রমাণত্বেন খ্যাতত্বাৎ শ্রুত্যাদীনাং শিরোরত্নে শ্রীমদ্ভাগবতে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি" "গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি।" "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সন্যতনমিত্যা-দয়ো বহবঃ প্রয়োগাঃ সন্তি তদ্বিচারেণালাম্। গৌরস্য কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষত্বং শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তর্য্যাবতা-রত্বাৎ। যদৈব দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতে স্বারস্যে লব্ধে শ্রীকৃষ্ণা-বির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি তদব্যভিচারাৎ। অতএব দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইত্যাদ্যনন্তরং "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।" "কৃষ্ণবর্ণং তিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" ইদংপূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমস্তি। অন্যান্যপি প্রমাণানি দর্শিতানি সন্তি। অথর্ব্ববেদে ব্রজতাপন্যাং দক্ষিণদ্বারি সপ্তমাবরণেদ্বারপালো গৌরবর্ণ বিষ্ণুরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য প্রান্তেপ্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বীয়মাসাদ্য স্বয়মনুশিক্ষয়তীতি। অস্যার্থঃ অনেন গৌরবর্ণেন বিষ্ণুণা স্বশক্ত্যা স্বরূপভূতয়া হ্লাদিন্যা রাধয়া চ সহৈক্যং প্রাপ্য প্রান্তে প্রাতঃ কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বৈঃ পার্ষদৈঃ সহাবতীর্য্য স্বীয়প্রেমাণমাস্বাদ্যানু পশ্চাৎ শিক্ষয়তি জনেস্বিত্যর্থঃ। বর্ত্তমানপ্রয়োগেন গৌরলীলায়া নিত্যতা ব্যঞ্জিতা। আবির্ভাবতিরোভাব-ভেদমাত্রঞ্চেতি ॥১৪১॥ মীনাদয়ো যস্য কলাঃ স্বরূপাঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং শ্রীভগবান্ স এব। শ্রীগৌরচন্দ্রঃ কিল পূর্ণ

টীকার তাৎপর্য্য

আর কি দেখিতে পাইব? আর বুঝি তাহা জীবনে ঘটিবেনা—ইহাই ধ্বনিত অর্থ। যদি বল প্রভুর নাম লইয়া তাঁহার লীলাস্থলীতে অবস্থান কর শোক করিতেছ কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন —সেই ধন্য গৌড় নগরী রহিয়াছে। সেই লবণাম্বুধির বেলাভূমিও রহিয়াছে—যে স্থলে তোমার অন্ত্যলীলা হইয়াছিল। তোমার প্রচারিত 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি নামও রহিয়াছে। বহুকালে ইহা গ্রহণ করিতেছে। অন্য কথা কি বলিব সেই জগন্নাথ দেবও রহিয়াছেন কিন্তু তোমার প্রকটলীলাকালে যে মধুর প্রেমোৎসব নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম তাহা আজ কোথায়? তাই শোক করিতেছি ॥ ১৪০ ॥

যদি কেহ বলেন—শ্রীগৌরাঙ্গ তো মীনাদির ন্যায় অংশাবতার, তবে তাঁহার বিরহে এত অধীর হইতেছ কেন? উত্তরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—শ্রুতি পুরাণাদিতে গদিত মীনাদি অংশা-বতারের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ নহেন। মীনাদি অংশাবতারে এবং শ্রীরামচন্দ্রে ইহারই শক্তিলীলাবিকাশ। এই গৌরচন্দ্র পূর্ণরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি বল কোন্ হেতুতে তাহাকে পূর্ণ বলিতেছ? উত্তরে বলিতেছেন—অসমোর্দ্ধ সকল শক্তিই তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমচমৎকার লীলার প্রকাশে হেতু তিনি পূর্ণই। অতএব তাঁহার মহিমা সকল জনে পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে না। ইনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ বলিয়াও পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা বিষয়ে শ্রুতিপুরাণাদির বহু

টীকা

এব যাবৎ স্বশক্তিস্বগুণপ্রস্থেব্যঃ ॥ নন্বপরিমিতাপ্রকৃতগুণলীলঃ শিবব্রহ্মাদ্যগম্যমহিমাপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুঃ স্বয়ং ভগবান্ তদুদিতং স্তুত্যাদিকং শোচনান্তং কথং শ্রোষ্যতি শ্রুতে সতি বা কথং প্রশংসতি তত্র সদৈন্যমুপসংহরতি শ্লোকদ্বয়্যা ব্রহ্মেশাদীত্যাদি। মহাংশ্চাসৌ প্রভুরীশ্বরশ্চেতি মহাপ্রভুঃ। যদ্বা মহান্তো বক্রেশ্বরাদয়ঃ প্রভুর্নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ চ যস্মাৎ যস্য বা স মহাপ্রভুঃ। সামান্যধিকরণ্যাভাবেঽপি মহতস্তস্যাত্বং তাৎপর্য্যার্থগৌরবাৎ। অথবা মহান্তৌ সঙ্কর্ষণশঙ্করাংশকৌ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতৌ প্রভু ভক্তিপ্রবর্ত্তকৌ যস্মাৎ য মহাপ্রভু পরমেশ্বরঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা ইত্যর্থঃ। অতঃ একো মহাপ্রভু দ্বৌ প্রভু অতো মহদ্ভিঃ সহ প্রভুদ্বয়ং মহাপ্রভুং সেবেত ইতি প্রসিদ্ধম্। তথাহি শ্রীস্বরূপ-বিরচিতগৌরতত্ত্বনিরূপণে "একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভুঃ সম্মতৌ সতামিতি"। এতদ্দৃষ্ট্বা শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায়াঞ্চ একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ প্রভুদ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়াবিতি ব্রহ্মোয়য়োঃ পিতামহমহেশয়োরাদির্মহাবিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠনাথস্তস্মাদপি মহানধিকাধিকমাশ্চর্য্যঃ পরমচমৎকারকারিমহিমা অসমোর্দ্ধৈশ্বর্য্যপ্রভাবো যস্য সঃ। এবম্ভূতোঽপি উন্মত্তমূর্খস্য বালকস্য বা মম বচনং শ্রুত্বা অবশ্যং নিতরাং স্নিগ্ধো ভবিষ্যতি করুণয়া ময়ি বাৎসল্যস্নেহং করিষ্যতি। স্বয়ং দৈন্যেনোক্তং বাণী তু তৎ ন সহতে—মুগ্ধঃ সদ্বিদ্যাদিবৈশিষ্ট্যান মনহরো বালঃ যস্মাৎ স মুগ্ধবালস্তদোদিতমিতি। প্রবৃত্তভক্তমাত্রস্য স্খলিতমপি বচনং শ্রুত্বা সুন্দরবালস্যপিতেব তুষ্টো ভবতি কিং পুনস্তাদৃশানামিত্যর্থঃ ॥ অবোধ্যমপি ভক্তোক্তং শ্রুত্বা গৌরহরিঃ কিল বিধাগম্যো ভবেৎপ্রীতো বালার্দ্ধোক্তং পিতা যথা ॥ ১৪১ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

প্রমাণ আছে। শ্রুত্যাদির শিরোরত্ন শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার বহু প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণাবতরণের পরই ইহার আবির্ভাব হয় বলিয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ বলা হয়। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন তাহার পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয় ইহার অন্যথা হয় না। এইজন্য শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে—"দ্বাপরে ভগবান শ্যামস্বপে অবতীর্ণ" ইত্যাদি কথনের পরই "নানা তন্ত্র বিধানে কলিকালের অবতারের কথা শ্রবণ কর" এইরূপ বলিয়া "অঙ্গকান্তিতে গৌর অন্তঃকৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়াছেন। পূর্ব্বে এ সবল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য প্রমাণও আছে। অথর্ব্ব বেদে ব্রহ্মতাপনীতে গৌরবর্ণ বিষ্ণুর কথা শুনা যায়। এই বিষ্ণুর সহিত একীভূত হইয়া এবং স্বশক্তি শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া নিজ প্রেমস্বাদপূর্ব্বক অপরকে প্রেমাস্বাদরে শিক্ষা দিতেছেন। বর্ত্তমাম প্রয়োগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নিত্যতা সূচিতা হইল। ইহার জন্মাদি আবির্ভাব তিরোভাব লীলা মাত্র। ১৪১।

যদি বল সেই অপরিমিতাপ্রাকৃতগুণলীল শিবব্রহ্মাদির অগম্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি তোমার মত লোকের স্তুতি বা শোচনা শ্রবণ করিবেন? শুনিলেই বা প্রশংসা করিবেন কেন? উত্তরে গ্রন্থকার দুইটি শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। মহান্ বা ঈশ্বর বলিয়া যিনি প্রভু তিনি মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা ।
বিবচিতং নাপি বুধৈঃ সুবুদ্ধ্যা ॥
যথা তথা জল্পতু বালাভাবাৎ ।
তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু ॥ ১৪৩ ॥

অন্বয়

লোদিতং শ্রুত্বা অবশ্যং স্নিগ্ধা ভবিষ্যতি ॥ ১৪২ । ময়া শাস্ত্রং ন দৃষ্টং গুরবো ন দৃষ্টা বুধৈঃ সহ সুবুদ্ধ্যা নাপি বিবেচিতম্ । মে (বাণী) বালাভাবাৎ যথা তথা জল্পতু তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু ॥ ১৪৩ ॥

টীকা

শ্রীগৌরহরিবিষয়ক মম বাণী যথাতথা শুদ্ধমশুদ্ধং জল্পতু বদতু যথাতথা জল্পনে হেতুমাহ বালভাবান্মূর্খত্বাৎ । বালো মূর্খার্ভকেঽপি চেত্যমরঃ । মূর্খত্বে হেতুমাহ দৃষ্টং নেত্যাদি । তত্র ন বিবেচিতং শোভনয়া বুদ্ধ্যা বিজ্ঞৈঃ সহ ন বিচারিতমপি যদ্যপি স্বয়ং দৈন্যেনোক্তং দৃষ্টং নেত্যাদি তথাপি বাণী তদসহমানাযথার্থয়তি নশনং নশঃ সংসারনাশঃ তস্যাস্ত্রং শ্রীচৈতন্যচরণোপাসনং দৃষ্টং নিশ্চিতমিত্যর্থঃ । গুরবো দৃষ্টা অনদৃষ্টা গৌরভক্তা এব গুরবো ময়াদৃষ্টা নির্নীতা যতঃ সুবুদ্ধ্যা বিবেচিতম । কৈঃ সহ বিবেচিতমিত্যাহ নাপিতং যথার্থ-সিদ্ধান্তেনাহ্লাদয়িতং শীলং যেষাং তৈঃ কিম্বা নপনং নাপ আহ্লাদঃ সোঽস্তি যেষাং তৈঃ সহিতি নপআহ্লাদনে ধাতুঃ । বালভাবাদিতি । বা অর্থবিশেষাবগতিস্তামলঙ্করোতীতি বালঃ স চাসৌ ভাবোঽভিপ্রায়শ্চেতি স তস্মাৎ যথাতথা জল্পতু মে প্রসীদতু । যদ্বা নন্বু কোঽপি ভবন্মতং ন মন্যতে অপিতু নিন্দতি জল্পতি চান্যদুপাসনাদি তত্রাহ বিবেচিতমিতি । যেন জ্ঞানেন সুষ্ঠু বুদ্ধ্যা চৈতন্যতত্ত্ব-বিজ্ঞৈঃ সহ ন বিচারিতমপি স জল্পতু তেন কিং মে ! মম তু যথা নির্ণীতমস্তি তথৈব গৌরহরিঃ প্রসীদতু । সহোদাঃ সম্বন্ধনিয়তত্বাৎ । শাস্ত্রং শ্রুত্যাগমাদিসারশ্রীমদ্ভাগবতসন্দর্ভস্তেন দৃষ্টং যথার্থেন নানুভূতঃ । নন্বু বুধেন তেন কথং শাস্ত্রসন্দর্ভো নানুভূতস্তত্রাহ গুরবো ন দৃষ্টা ইতি । অস্মিন কালৌ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুস্তৎপরিকরাশ্চ গুরবঃ । যত অষ্টাবিংশতিচতুর্যুগদ্বাপরান্তে নবীন-জলদমূর্ত্তিঃ পীতাম্বরো ব্রজরাজকুমারঃ শ্রীকৃষ্ণো যুগাবতারৈনৈকীভুয়াবতীর্য্য তাদৃশীঃ লীলামাধুরীঃ

টীকার তাৎপর্য্য

এবং অদ্বৈতরূপ প্রভুদ্বয় তাঁহাকে নিত্য সেবা করেন বলিয়াও তিনি মহাপ্রভু । এতএব "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন" এইরূপ শ্রীস্বরূপবিরচিত গৌরাঙ্গতত্ত্ব নিরূপণে এবং শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বর্ণিত হইয়াছে । ব্রহ্মা মহাদেবের আদি মহাবিষ্ণু হইতেও পরমোত্তমমহিমাবিশিষ্ট বলিয়াও তিনি এইরূপ মহিমান্বিত হইলেও করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ উন্মত্ত মূর্খ বালক তুল্য আমার এই রচনা শ্রবণ করিয়া অবশ্য আমার প্রতি বাৎসল্য স্নেহ করিবেন । দৈন্যাবেশে পণ্ডিতরাজ প্রবোধানন্দ মূর্খবাল্যাদিরূপ নিজকে বর্ণনা করিলেও সরস্বতী তাহার অন্য অর্থ প্রতীত করাইয়ানেন । সে পক্ষে অর্থ হইবে—যাহার বাক্য শ্রবণ করিলে মূর্খরাও সদবিদ্যাদি বৈশিষ্ট্যে মনোহর হয় এইরূপ বাক্য মুগ্ধবালোদিত । পিতা

টীকা

বিস্তার্য্য তিরোভূত্বা পুনঃ প্রকাশান্তরেণ গৌরীভূয় যুগাবতারেণ সহ সপরিকরস্তদ্দ্বাপরাব্যবহিতপ্রথম-কলৌ প্রকটীভূতত্ব দ্বাপরীয় মধুরলীলামাধুর্য্যাস্বাদনপূর্ব্বকপ্রচারায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ তদুপাসনাসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকো ভবত্যতএব গুরবঃ। যথা ব্রজতাপন্যাং প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বয়মনুশিক্ষয়তীতি। পুরাণান্তরে কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীতইত্যাদীনি বহুনি লিখিতানি সন্তি। সর্ব্ববিদ্বন্মুকুটমণিস্থরাচার্য্যাবতারসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যানামনুভবো যথা শ্রীচৈতন্যাষ্টকে—বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ-ভক্তিযোগঃ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ পুরাণঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজুং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুঃ। কৃষ্ণচৈতন্যনামা আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি। তথাহি শ্রীবিদগ্ধমাধবে চ, অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং হরিঃপুটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু ব শ্রীশচীনন্দনঃ ইতি। অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান এব সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাস্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো নান্যো যেন ন দৃষ্টাস্তেন কিং শাস্ত্রং দৃষ্টং কত্বা নৈব। দর্শকস্য তাদৃশগুরোর্দ্দর্শনাভাবাদজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলনাভাব ইতি ভাবঃ। শাস্ত্রঞ্চ পূর্ব্বং লিখিতমস্তি তত্র

টীকার তাৎপর্য্য

যেমন বালকের অর্দ্ধস্খলিত ভাষণ শুনিয়াও তৃপ্ত হন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ভজনে প্রবৃত্তমাত্র ভক্তের বচন শুনিয়াও সেইরূপ তৃপ্ত হন। জাতপ্রেম ভক্তের কথা আর কি বলিব! বিধাতার অগম্য হরি শ্রীগৌরচন্দ্র বৎসল পিতার ন্যায় ভক্তকথিত ভাবপ্রকাশে অসমর্থ বাক্য শুনিয়াও তৃপ্ত হন॥ ১৪২॥

শ্রীগৌরাঙ্গবিরহাবেশে পরমদৈন্যে, পণ্ডিতরাজ পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—আমি পরম মুর্খ তাই নিগমসার শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ বর্ণন অনুভব করিতে পারি নাই। তেমন গুরুরও দর্শন মিলল না॥ সুবুদ্ধি ভজনবিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত বিচার করিবার সুযোগও পাই নাই। বালকের ন্যায় আমার বাণী হয়তো অনেক অসম্বদ্ধকথা বলিয়াছে—কৃপাময় শ্রীগৌরহরি তাহাতেই প্রসন্ন হউন। সরস্বতী পণ্ডিত-রাজের এই দৈন্যোক্তির অন্যার্থ করিয়াছেন। যথা—সংসারনাশের অস্ত্র যে শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনা ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। সুবুদ্ধির সহিত বহু বিবেচনা করিয়া শ্রীগৌরভক্তকেই গুরুরূপে নির্ণয় করিয়াছি। যদি বল কাহার সহিত বিবেচনা করিয়া এই তত্ত্ব নির্ণয় করিলে? উত্তরে বলিতেছেন—স্বয়ং সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া যথার্থ সিদ্ধান্তে যাঁহারা জগৎকে অপ্রাকৃত আনন্দদানে সমর্থ তাঁহাদের সহিত। বা শব্দে এখানে অর্থ বিশেশাবগতি তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে এই অর্থেবাল। এইরূপ আমার প্রতি গৌরহরি প্রসন্ন হউন। কিম্বা এ শ্লোকের অন্যার্থও হইতে পারে। যথা—যদি বল তোমার কথা অন্যে গ্রহণ করিবে কেন? পরন্তু নিন্দা করিবে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বিজ্ঞজনের সহিত বিচার করে নাই তাঁহাদের কথায় আমার কি প্রয়োজন! শ্রীগৌরহরি আমার নির্ণয়ে প্রফুল্ল হউন্ ইহাই আমার প্রার্থনা। তাঁহারা তো শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ

টীকা

"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।" "কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদি।" তত্র স্বামীচরণো রক্ষতাং ব্যবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্‌। যদ্বা ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রধান্যং দর্শয়তি সুমেধস বিবেকিন ইত্যাহুঃ। অত্রাভিপ্রেতার্থশ্চ রক্ষতাব্যবর্ত্তনেন গৌররূপলাবণ্য-মুক্তম্‌। ত্বিষা হ্লাদিনীশক্তিসারভূতশ্রীরাধিকাকান্ত্যা অকৃষ্ণং গৌরবর্ণমিতি যাবৎ নীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি যথা কুঙ্কুমপিণ্ডসংযুক্তমরকতমণি গৌরী ভবতিতথা রাধিকাকান্ত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরবর্ণত্বেনোজ্জ্বলতা। স্বামীচরণৈর্যদ্ব্যকারবিশ্লেষো ন কৃতঃ তর্হি যদ্বেতি পক্ষং ন লগতীতি জ্ঞেয়ম্‌। যদ্বেতি পক্ষস্তু শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষত্বাদ্গৌরস্যেত্যভিপ্রেতার্থঃ স্বাম্যস্পষ্টব্যাখ্যাচ্ছন্নাবতারত্বাৎ? অতএব শ্রীগৌরবতারমুদ্দিশ্য কলেরস্য শ্রেষ্ঠতামাহ। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে। কৃতাদিষু প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণঃ ইতি। সভাজয়ন্তি প্রশংসন্তি আর্য্যাঃ বিজ্ঞা গুণজ্ঞাঃ কলেরস্য গুণং জানন্তি যে তে। ননু দোষানাং বহুত্বাৎ কথং সভাজয়ন্তি তত্রাহ সারভাগিণঃ সারাংশগ্রাহিণ যত্র গৌরবতারকে কলৌ তৎপ্রবর্ত্তিতসংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বেভ্যঃ পুরুষার্থেভ্যঃ স্বাভীষ্টোঽর্থঃ প্রেমা লভ্যতে। সংকীর্ত্তনং মৃদঙ্গকরতালধ্বনিভির্বহুজনৈর্মিলিত্বা সুস্বরৈবত্যুচ্চৈর্গানম্‌। প্রজা ভক্তা। নারায়ণপরায়ণা ইতি নারীণাং গোপীনাং বৃন্দং

টীকার তাৎপর্য্য

অনুভব করিতে পারেন নাই—যাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। যদি বল তাঁহারা সুপণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থ অবধারণ করিতে পারিবেন না কেন? উত্তরে বলিতেছেন—তত্ত্ববস্তু যাঁহারা অপরোক্ষভাবে অনুভব করেন সেইরূপ গুরু তাহাদের ছিল না। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদগণই একমাত্র এই তত্ত্ব জানাইতে সুসমর্থ। এই কলিযুগে স্বয়ং ভগবান চৈতন্যরূপে এব তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান সেই নবীনজলদমূর্ত্তি ব্রজরাজকুমার যুগাবতারের সহিত দ্বাপরের শেষে প্রকটিত হইয়া মধুরলীলামাধুর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক অপ্রকট হইয়াছিলেন। পুনরায় পরে কলির প্রথম সন্ধ্যায় প্রকাশান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়া দ্বাপরীয় মধুর লীলামাধুর্য্য আস্বাদনপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন। এই মধুর উপাসনা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করায় তিনিই এই সম্প্রদায়ের আদি গুরু। ব্রহ্মতাপনী শ্রুতিতে কলির প্রথম সন্ধ্যায় আবির্ভূত হইয়া নিজ পার্ষদগণ সঙ্গে তিনি জগতে ভজনশিক্ষা দান করিবেন এই রূপ বর্ণিত আছে। ইহার পর মহাপ্রভুর অবতারসূচক শাস্ত্রপ্রমাণগুলি। তাহা প্রথম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য মহোদয়ের মহদনুভূতি যথা—"সর্ব্বশাস্ত্রে এক পরমপুরুষরূপে যাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে তিনিই বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন সেই করুণাসাগর প্রভুর আমি শরণাগত। কালবশতঃ তিরোভূত নিজ ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহার চরণকমলে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লগ্ন থাকুক। বিদগ্ধ মাধবে শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—অনর্পিতচরী উজ্জ্বল প্রেমভক্তিময় প্রেমসম্পৎ জীবকে সমর্পণ করিবার জন্য যিনি কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই হিরণ্যদ্যুতি শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত হউন।

টীকা

নারং গোপীসমূহ তদয়নং বিহারস্থানং যস্য স নারায়ণঃ রাসাদিবিহারী শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ তৎসরায়ণাস্তদুপাসকা অস্যাবতারস্য গৌরত্বে গর্গবচনম্। "শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইতি। ইদানীং দ্বাপরশেষে কৃষ্ণবর্ণতাং প্রাপ্তঃ দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি বচনাৎ। তথা পীত ইতি যথা সত্যাদৌ শুক্লাদিস্তথা কলৌ পীতবর্ণঃ যত্তদোঃ নিয়তসম্বন্ধাৎ। অতএব আনন্দবৃন্দাবনচম্পূগ্রন্থে "ধর্ম্মাবিকৃতে কৃতে শুক্লঃ সবর্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽদ্বাপরে শ্যাম মূর্ত্ত ইব কলৌ পীত ঃ ।। কৃতে সত্যে কিম্ভূতে ধর্ম্মবিকৃতে চতুষ্পাদ্ধর্ম্মে ত্রেতায়ামগ্নে স্ববর্ণো রক্তবর্ণ ইত্যর্থঃ। দ্বাপরে অদ্ধ পরে সন্দেহাভাবে। কলৌ কিম্ভূতে? কলহে মূর্ত্ত ইব। কলৌ শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিতসংকীর্ত্তনস্তুত্যাদিসাধনে বিহিত কর্ম্মত্যাগমাহ—দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃনাং পিতৃনাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণং গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তমিতি কর্ত্তং কৃতাম্।

তৎকলিকালোপাস্যভক্তানাং বিহিতকর্ম্মাণি নিবৃত্তিমুক্ত্বা নিষেধনিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তিমাহ। স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্ত্বান্যভাবস্য হরি পরেশঃ বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট ইতি। অস্যার্থ্য বাক্যোঽন্যস্মিন্ স্বোপাস্যগৌরহরিস্তৎসম্বন্ধিভিন্নদেবতান্তরাদৌ ভাবো রতির্যেন তস্য। স্বস্য হরেঃ পাদমূলং ভজতো বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তি র্ন সম্ভবতি। কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা যদি পতিতং স্যাৎ তদপি হরির্বিধুনোতি নাশয়তি। নন্থ যমস্তং ন মন্যেত তত্রাহ পরেশঃ। নন্থ শ্রুতিস্মৃতির্মমৈ-

টীকার তাৎপর্য্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান; তাঁহার পার্ষদগণই সম্প্রদায়গুরু। সেই গুরুগণ যাহাদের দ্বারা উপাসিত বা দৃষ্ট হন নাই, তাঁহারা কি শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে পারিয়াছেন? না কখনই নহে (কাকুধ্বনি)। শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি। স্বামিপাদে" সেখানে 'অকৃষ্ণ' শব্দে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে রক্ষতা ব্যবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের লাবণ্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তির দ্বারা 'গৌরাঙ্গ' যে কৃষ্ণ এইরূপ অর্থই তাঁহার অভিপ্রেত। স্বামিপাদের মত এখানে অকারবিশ্লেষণ না করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না! বিকল্প পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষত্ব বর্ণনই অভিপ্রেত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচ্ছন্নাবতার বলিয়া স্বামিপাদ স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করেন নাই। এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব হেতুই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

বহু দোষাকর হইলেও এই কলির বিশেষ গুণ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞজন তাহার প্রশংসা করেন। যেহেতু কলিতে সংকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বার্থরূপে প্রেম লাভ হয়। সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের অভিলাস করেন। যেহেতু কলিকালে সকলেই নারায়ণপরায়ণ হয়।

এখানে "নারায়ণ" শব্দে রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে। অর্থ হইবে—নারী অর্থাৎ গোপীগণের সমূহই-নার, তাহাই যাঁহার অয়ন বা বিহারস্থান। মহর্ষি গর্গের গৌরাবতারসূচক বচন প্রথমশ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আনন্দ-বৃন্দাবন চম্প গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে—চতুষ্পাদ ধর্ম্মবিশিষ্ট

টীকা

বাজ্ঞে ইতি ভগবদ্ বচনাং স্বাজ্ঞাভঙ্গঃ কথং সহেত তত্রাহ প্রিয়স্য। নন্থ নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে তত্রাহ হৃদি সন্নিবিষ্ট ইতি। নহি বস্তুশক্তির্ধিতামপেক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি শাস্ত্রং যেন ন দৃষ্টং তেন শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিতসম্প্রদায়গুরবো ন দৃষ্ট্যশ্চেত্তর্হি শাস্ত্রমপি ন দৃষ্টম্ স্যাদিতি। প্রকরণানি দ্বাদশ যথা— স্তুতিনত্যাশিষো গৌরভক্তানাঞ্চতপ্রশংসনমা। চৈতন্যাভক্তনিন্দা চ স্বনিন্দোপাস্যনিষ্ঠতা। লোকশিক্ষা তদুৎকর্ষেঽবতারমহিমাপি চ। তদ্রূপো রাসনৃত্যাদিশ্লোকঃ প্রকারণানি বৈ॥ নিজবুদ্ধ্যাপি চৈতন্য-প্রিয়বিজ্ঞৈরপি ন বিবেচিতং হেন যথা। তথা বদতু মূঢ়াত্বন্মম তু যথান্তঃকরণেঽহন্তি তথৈব প্রসীদতু।১৪৩। ইতি শ্রীপাদ প্রবোধনন্দ সরস্বতী গোস্বামি বিরচিতে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে রসিকাস্বাদিনী টীকা সমাপ্ত।

টীকার তাৎপর্য্য

সত্যযুগে শুক্লরূপে, ত্রেতাযুগে অগ্নির স্বর্ণ লোহিতরূপে, সংশয়এ বময় দ্বাপরযুগে শ্যামরূপে, কলহময় কলিতে পীতরূপে তিনি আবির্ভূত।

কলিকালে শ্রীচৈতন্যের অনুগত সংকীর্ত্তনাদি সাধনের দ্বারা ভগবৎশরণাগতিতে বেদহিহিত বেদবিহিত কর্ম্মত্যাগও উক্ত হইয়াছে। যথা হে রাজন! যাঁহারা সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের শরণাগত হন, তাঁহারা দেবতা ঋষি বা পিতৃগণের নিকট ঋণী নহেন। কলিকালে উপাসক ভক্তগণের বিহিত কর্ম্মে নিবৃত্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কথঞ্চিৎ নিবিদ্ধ কর্ম্ম-নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের নিবৃত্তির কথাও বলিতেছেন। অন্য দেবতার ভক্ত্যাদি ত্যাগ করিয়া নিজ শ্রীচরণভজনকারী জিয় ভক্তের যদি কোন প্রকারে বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহা সমস্ত নির্মুল করিয়া দেন। সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের ভজনাকারী ভক্তের কখনও বিকর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়না। তবে প্রমাদবশতঃ যদি কখনও কিছুমাত্র উৎপত্তি হয় শ্রীগৌরহরি তাহা নাশ করেন। যদি বল কর্ম্মফলের শাস্তিদাতা যমরাজ তাঁহাতে গণনা করিবেন না,—তাহার উত্তরে বলিতেছেন ব্রহ্মাদি ঈশ্বরও তাঁহার কৃপাভিখারী যমরাজের আর কথা কি! যদি বল ভক্ত বিকর্ম্ম করিলে "শ্রুতিস্মৃতি মমৈবাজ্ঞে" ত্যাদি ভগবদ্বাক্যের আজ্ঞা ভঙ্গ হয়।" ইহা তিনি সহ্য করিবেন কেন? উত্তরে বলিতেছেন—একান্ত ভক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিলে ভক্তকে প্রিয়জনবুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ নিজ আজ্ঞাভঙ্গও সহ্য করেন। যদি বল ভক্তযোগে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিলে আনুসঙ্গিকভাবেই বিকর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। বস্তুশক্তি কখনও বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। …এই সকল শাস্ত্র যিনি না দেখিয়াছেন তিনি শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের গুরুগণের কখনও দর্শন লাভ করেন না। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি প্রকরণ বর্ণিত হইল। যথা—স্তুতি, প্রণাম, আশিষ, গৌরভক্তগণের প্রশংসা, শ্রীচৈতন্যের অভক্তনিন্দা, স্বনিন্দা, উপাস্যনিষ্ঠতা, লোকশিক্ষা, শ্রীগৌরাঙ্গের উৎকর্ষ অবতারমহিমা শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ, উল্লাস নৃত্যাদি॥ মূর্খ আমি শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বিজ্ঞ ভক্তের সহিত কোনও বিচার না করিয়া নিজ বুদ্ধিতে অন্তঃকরণে যাহা উদয় হইল শ্রীগৌরহরি তাহাতেই প্রসন্ন হউন্॥ ১৪৩॥

ইতি। শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীবিরচিতশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে রসিকাস্বাদিনী টীকার দ্বাদশ বিভাগ সমাপ্ত হইল।

নিত্যানন্দসূতা গঙ্গা প্রভুশক্ত্যুপবৃংহিতা
রাঢ়-চট্টসমুদ্ভূতং মাধবমবৃণোৎ তু সা
প্রেমানন্দস্তৎসুতোঽভূৎ তৎশুভান্বয়সম্ভবৈঃ
কৈশ্চিদনূদ্যতে গ্রন্থং খেরুয়াগ্রামবাসিভিঃ
গ্রহাব্ধি-বসু-চন্দ্রেষুফাল্গুনীপূর্ণিমাদিনে
শ্রীরাধাকৃপয়া নূনং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ